Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/125

A/B1.2

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য, তাঁহার দার্শনিক মতবাদ ও সাধন প্রণালী

৭/৪।

প্রথম ভাগ

ব্রজবিদেহী মহন্ত ও চতুঃসম্প্রদায়ের শ্রীমহন্ত
শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী ধনঞ্জয়দাসজী কাঠিয়াবাবা
তর্ক-তর্ক-ব্যাকরণতীর্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
BHADAINI, VARANASI-1
No. 3/125
Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 Paise daily shall have to be paid.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/125

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ হরিঃ

শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ ও তাঁহাদের উপদেশাবলী

(চতুর্থ খণ্ড)

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য, তাঁহার দার্শনিক মতবাদ ও সাধনপ্রণালী

প্রথম ভাগ

ব্রজবিদেহী মহন্ত ও চতুঃসম্প্রদায়ের শ্রীমহন্ত

শ্রী১০৮ স্বামী ধনঞ্জয়দাসজী কাঠিয়া বাবা

তর্ক-তর্ক-ব্যাকরণতীর্থ

(গ্রন্থকার কর্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত) মূল্য—৮৲ (টাকা)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক :—
ব্রজবিদেহী মহন্ত ও চতুঃসম্প্রদায়ের শ্রীমহন্ত শ্রী১০৮স্বামী জানকীদাসজী
কাঠিয়া বাবা

প্রাপ্তিস্থান :

১। কাঠিয়া বাবার আশ্রম,
পোঃ সুখচর, জিলা ২৪ পরগণা।

২। মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

৩। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার,
৩৮, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬।

প্রথম সংস্করণ, ইং ১৯৭০

মুদ্রাকর :
শ্রীসলিল কুমার বসু
এশিয়ান প্রিণ্টার্স
পি- ১২, সি, আই, টি, নিউ রোড
কলিকাতা-১৪।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগদ্গুরু ভগবান শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/125

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায় তথা শ্রীনিম্বার্কদর্শন সম্বন্ধে বঙ্গদেশের জনসাধারণ এমনকি বিদ্বৎসমাজও বিশেষ কিছু অবগত ছিলেন না। প্রথমে আমাদের পরাপর গুরু ব্রজবিদেহী শ্রীমহন্ত শ্রী১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ অনেক বাঙ্গালী শিক্ষিত ব্যক্তিকে দীক্ষা দান করিয়া কৃতার্থ করেন এবং তিনি কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে শুভাগমনও করেন, তাহার ফলে বঙ্গদেশবাসী নিম্বার্ক সম্প্রদায় সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারে। তৎপর তাঁহারই প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী শিষ্য আমাদের পরম আরাধ্য পরমগুরু ব্রজবিদেহী শ্রীমহন্ত শ্রী১০৮ স্বামী সন্তদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ কতকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন—ষড়্দর্শনের ও নিম্বার্ক ভাষ্যের ব্যাখ্যা সহকারে বেদান্তদর্শন প্রকাশ করেন এবং বঙ্গদেশে বহু বিশিষ্ট বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হন। তাহাতে এই বঙ্গদেশে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের প্রচার হয়। তৎপর বর্ত্তমানে তাঁহার শিষ্য আমাদের পরম পূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেব ব্রজবিদেহী শ্রীমহন্ত শ্রী১০৮ স্বামী ধনঞ্জয়দাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজেরও কৃপা বহু বাঙ্গালী লাভ করিয়াছেন। এইভাবে এক্ষণে বঙ্গদেশে নিম্বার্ক সম্প্রদায় বাঙ্গালীগণের নিকট সুপরিচিত হইয়াছে। আমাদের শ্রীগুরুদেব এক্ষণে জগৎকল্যাণোদ্দেশ্যে শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গ্রন্থ রচনাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্যগণের জীবনী, সিদ্ধান্ত ও উপদেশাবলী শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহ প্রণয়ন করিতে মনস্থ করিয়া তাঁহার মহান্ কার্য্য আরম্ভ করেন বাং ১৩৬৮, ইং ১৯৬২ সনে এবং "শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ ও তাঁহাদের উপদেশাবলী" এই মূল গ্রন্থের ক্রমশঃ প্রথম খণ্ড—"শ্রীহংস ভগবান্ ও তাঁহার উপদেশাবলী," দ্বিতীয় খণ্ড "শ্রীসনকাদি চতুঃসন ও তাঁহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপদেশাবলী" এবং তৃতীয় খণ্ড—"দেবর্ষি নারদ ও তাঁহার উপদেশাবলী (দুই ভাগ—পূর্ব্বভাগ ও উত্তর ভাগ) প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থগুলি যথাক্রমে প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি তাঁহার পূর্ব্বোক্ত মূল গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ড—"শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য, তাঁহার দার্শনিক মতবাদ ও সাধনপ্রণালীর" প্রণয়ন কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে এবং গ্রন্থটি বৃহদায়তন হওয়ায় ইহাকে তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। শ্রীগুরুকৃপায় তিনটি ভাগই প্রকাশিত হইল—আজিকার এই পুণ্য পবিত্র তিথিতে গঙ্গার পরম পবিত্র তটভূমি সুখচরে কাঠিয়া বাবার আশ্রমে যুগল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা দিবসে।

শ্রীনিম্বার্ক ভগবানের আবির্ভাবকাল আজ পর্য্যন্ত কাহারও দ্বারা সঠিক ভাবে নির্দ্ধারিত হয় নাই, যাহার জন্য বৈষ্ণব চারি সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের মধ্যে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যই যে সর্ব্বপ্রথম এবং শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ই যে প্রাচীনতম বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই বিষয়ে মতদ্বৈধ রহিয়া গিয়াছিল। এক্ষণে শ্রীগুরুদেব কর্ত্তৃক লিখিত তাঁহার এই গ্রন্থে নানাবিধ প্রমাণ ও শাস্ত্রীয় আলোচনা দ্বারা এবং ভট্টপল্লীর প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী শ্রীহরিচরণ স্মৃতি তীর্থ মহাশয়ের গণনা ও ভৃগু সংহিতার গণনা অবলম্বনে শ্রীনিম্বার্ক ভগবানের আবির্ভাব কাল কলির পঞ্চদশ অব্দ প্রামাণিক ভাবে নির্ণীত হইয়া শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইরূপ শাস্ত্রপ্রমাণাদিসহকারে সুনির্দ্দিষ্টভাবে আবির্ভাব কাল ইতি পূর্ব্বে নির্ণীত হয় নাই।

এখানে দুই একটি কথা বলিবার আছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায় চারিভাগে বিভক্ত। এই চারি সম্প্রদায়ের ভাষ্যকারগণের দার্শনিক মতবাদে কিছু কিছু পার্থক্য থাকিলেও মূলতঃ সকলেরই উদ্দেশ্য এক ব্রহ্মপ্রাপ্তিই এবং আদর্শও একই- কামনা, অহঙ্কার, মমত্ববুদ্ধি ঈর্ষ্যা, ঘৃণা, মদ, মোহ, মাৎসর্য্য ইত্যাদির দূরীকরণ ও সকলকেই ভগবদভিমুখীকরণ। কেবলমাত্র উপাসনাপদ্ধতিই ভিন্ন; মতবাদ বিভিন্ন হইলেও উদ্দেশ্য ও আদর্শ যখন একই তখন সাম্প্রদায়িক বিরোধের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। সকল সাধকই এই ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধির জন্য অধ্যাত্মজীবনলাভের পথ অন্বেষণ করেন। বৈষ্ণব চতুঃসম্প্রদায়ের শ্রীমহন্ত আমাদের পূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেবের প্রণীত এই গ্রন্থে সেই ব্রহ্মতত্ত্বই প্রদর্শিত হইয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই গ্রন্থখানি সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সাধকমাত্রেরই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মবিদ্যা তথা শান্তিলাভের পথ-প্রদর্শক হইবে। গ্রন্থটির বিশেষত্ব এই যে ইহা মূলতঃ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্রের ভিত্তিতে প্রণীত, সুতরাং সকল সাম্প্রদায়িকতামুক্ত। শ্রীগুরুর কৃপায় এইরূপ এক মহা গ্রন্থের প্রকাশের সুযোগ পাওয়ায় এবং ইহা জনকল্যাণার্থে তাঁহাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে সক্ষম হওয়ায় আমার জীবন•ধন্য ও সার্থক বলিয়া বোধ করিতেছি।

পরিশেষে শ্রীভগবচ্চরণে প্রার্থনা জানাইতেছি যেন এই গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের কল্যাণপ্রদ হয় এবং অভীষ্ট ফল প্রদান করে।

ইতি—
বিনীত—
প্রকাশক।

তারিখ, সুখচর, ২৪ পরগণা,
২৪শে বৈশাখ, ১৩৭৭; অক্ষয় তৃতীয়া,
শ্রীমন্দিরে বিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠাদিবস
(ইং ৮ই মে ১৯৭০)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূমিকা

শ্রীভগবৎ কৃপায় "শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ ও তাঁহাদের উপদেশাবলী গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ড "শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য, তাঁহার দার্শনিক মতবাদ ও সাধনপ্রণালী" নামক এই গ্রন্থ এক্ষণে প্রকাশিত হইল। গ্রন্থখানি বিপুলায়তন হওয়ায় তিন-ভাগে বিভক্ত করা হইল। গ্রন্থের প্রথম ভাগে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের জীবন কথা ও আবির্ভাবকাল আলোচিত হইয়াছে, এবং তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ও বেদান্তকামধেনু (দশশ্লোকী) গ্রন্থ দুইখানি বঙ্গানুবাদ সহ প্রথমভাগে প্রদত্ত হইয়াছে। পুরাণাদিতে ও আচার্য্যগণের লিখিত প্রাচীন গ্রন্থে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের জীবনকথা বর্ণিত আছে। সেই সমস্ত গ্রন্থ অবলম্বনেই এক্ষণে এই গ্রন্থে বঙ্গভাষায় তাঁহার জীবনী লিখিত হইয়াছে।

শ্রীনিম্বার্কের আবির্ভাবকাল নিরূপণ পণ্ডিতগণের নিকট একটি সমস্যা। ইতঃপূর্ব্বে কোন গবেষক পণ্ডিতই যথার্থ ও সুনির্দ্দিষ্টভাবে শ্রীনিম্বার্কের আবির্ভাবকাল নির্ণয় করিতে পারেন নাই—কারণ তাঁহারা স্মরণাতীত কালের তাঁহাকে আধুনিক ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ফেলিয়া তাঁহার আবির্ভাবকাল নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে বহু গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সেই সমস্যারও সমাধান করা হইয়াছে—বিভিন্ন পণ্ডিত ও গবেষকগণের মতের সমালোচনা, বিচার ও খণ্ডন করিয়া যথোপযুক্ত যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা পঞ্চদশ কল্যব্দ (কলিযুগের আরম্ভ হইতে পঞ্চদশ অব্দ) শ্রীনিম্বার্কের আবির্ভাবকাল বলিয়া নির্ণয় করা হইয়াছে।

শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য একটি বিশিষ্ট দার্শনিক মতবাদের প্রবর্ত্তক। "স্বাভাবিক দ্বৈতাদ্বৈতবাদ" (স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ) নামে তাঁহার মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাঁহার মতবাদে অন্য সমস্ত মতবাদই অন্তর্ভূত। এই মতবাদে সমস্ত বিরোধেরই অবসান হয়। সুতরাং দর্শন জগতে শ্রীনিম্বার্কের অবদান অসামান্য। এই গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগে তাঁহার সেই দার্শনিক মতবাদের সুবিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে এবং তৃতীয় ভাগে অন্যান্য ভাষ্যকারগণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মতবাদের সহিত তুলনা করিয়া নিম্বার্কভাষ্যের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীনিম্বার্কের প্রবর্ত্তিত দার্শনিক মতবাদ ও বিচার সমূহ বুঝিতে হইলে তাঁহার প্রণীত গ্রন্থসমূহের অধ্যয়ন ও আলোচনা অবশ্যই করিতে হয়। কিন্তু তাঁহার প্রণীত গ্রন্থরাজি বাজারে দুষ্প্রাপ্য। সেই জন্য এই বিষয়ে পাঠকগণের সুবিধার্থে শ্রীনিম্বার্কের প্রণীত বিখ্যাত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য "বেদান্ত পারিজাত সৌরভ" এবং তাঁহার মতবাদের সার সঙ্কলন স্বরূপ তাঁহার প্রণীত "বেদান্ত কামধেনু" (দশশ্লোকী) বঙ্গানুবাদসহ গ্রন্থের এই প্রথম ভাগে প্রকাশিত হইল। প্রথমভাগে প্রকাশিত এই মূলগ্রন্থ পাঠ করিলে অতঃপর দ্বিতীয়ভাগে ও তৃতীয় ভাগে আলোচিত দার্শনিক বিচারসমূহ বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে।

পরিশেষে বক্তব্য —শ্রীনিম্বার্ক প্রাচীন ঋষি। শ্রীহংসভগবান্ ও শ্রীসনকাদি চতুঃসন (ব্রহ্মার মানসপুত্র শ্রীসনকাদি কুমার চতুষ্টয়) এই সম্প্রদায়ের আদি আচার্য্য। সুতরাং মূলশ্রুতি ও প্রাচীন ঋষিপ্রণীত স্মৃতি ও পুরাণাদি শাস্ত্র গ্রন্থসমূহ এই সম্প্রদায়ের আদরণীয় ও অনুসরণীয়। এই জন্যই শ্রীনিম্বার্ক যাহা কিছু বলিয়াছেন ও প্রচার করিয়াছেন, যাহা কিছু শিক্ষা দিয়াছেন ও উপদেশ করিয়াছেন—সমস্তই শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রানুমোদিত সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বকালিক কল্যাণকর। কোন প্রকার সঙ্কীর্ণতা বা সাম্প্রদায়িক মনোভাব শ্রীনিম্বার্কের জীবন ও শিক্ষার মধ্যে দেখা যায় না। অধর্ম্মের বিনাশ ও ধর্ম্মের স্থাপন করিয়া জগদ্বাসী সকলেরই পরম মঙ্গল ও কল্যাণের জন্যই তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল। সুতরাং আজ অধর্ম্ম প্লাবিত অশান্ত এই জগতে জগদ্বাসী সকলেরই কল্যাণ ও শুভবুদ্ধি কামনা করিয়া তাঁহার চরণে প্রার্থনা জানাইতেছি।

আমার শরীরের বার্দ্ধক্য ও অসুস্থতা নিবন্ধন আমি নিজে প্রুফ দেখিতে পারি নাই। আমার শিষ্য ও শিষ্যা ডক্টর অমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীমান্ কামাখ্যাকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীমান্ ললিতকুমার বসু ও তাহার বিদুষী সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী অমলা বসু বহু পরিশ্রম করিয়া এই প্রুফ দেখার কাজ করিয়াছে। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি—তাহাদের যথার্থ কল্যাণ হউক। যদিও উহারা যথেষ্ট নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সহিত এই কাজ করিয়াছে, তথাপি অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাগে সম্পূর্ণ এই বিরাট গ্রন্থ প্রকাশ করিতে যাওয়ায় প্রুফ দেখায় কিছু ত্রুটি হইয়াছে যাহার ফলে গ্রন্থে কিছু কিছু অশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে। পাঠক-পাঠিকাগণ যেন তাহা সংশোধন করিয়া লয়েন।

ওঁ নমো ভগবতে নিম্বার্কাচার্য্যায় !!

॥ ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি ॥

সন্ ১৩৭৭। ২৪শে বৈশাখ ; অক্ষয়তৃতীয়া,
শ্রীমন্দিরে বিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা দিবস
(ইং ৮।৫।১৯৭০)

ইতি বিনীত
গ্রন্থকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়সূচী

পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায় — ১—২৫

শ্রীসুদর্শন চক্রের অবতার গ্রহণের পূর্ব্বাভাষ — ১—৬

ভারত ভূমির সুমহান বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা — ১—২

দেবর্ষি নারদের মর্ত্ত্যবাসিগণের দুর্দ্দশাদর্শন ও তৎপ্রতীকারার্থে ব্রহ্মা ও দেবগণের সহিত গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন ও প্রতীকার প্রার্থনা — ৩—৫

শ্রীসুদর্শন চক্রের প্রতি মর্ত্ত্যধামে অবতরণ করিয়া ধর্ম্মস্থাপন ও অধর্ম্মের দমনের জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আদেশ — ৫—৬

দেবর্ষি নারদের প্রতিও মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ শ্রীনিম্বার্করূপী শ্রীসুদর্শন চক্রকে দীক্ষাদি প্রদানের জন্য শ্রীভগবানের আদেশ — ৬

শ্রীনিম্বার্কের আবির্ভাব — ৬—১০

তৈলঙ্গ দেশে বৈতুর্য্যপত্তনের আশ্রমের ও শ্রীনিম্বার্কের পিতামাতার বর্ণনা — ৬—৮

পুত্র কামনায় শ্রীনিম্বার্কের পিতামাতার তপস্যা ও ভগবদারাধনা ও দৈববাণী — ৮

শ্রীনিম্বার্কের আবির্ভাব — ৯—১০

বালকের নিয়মানন্দ নাম করণ, শাস্ত্রাধ্যয়ন ও নিম্বার্ক নামের কাহিনী — ১০—১৭

নিয়মানন্দ নামের অর্থ-বিশ্লেষণ — ১০—১১

অরুণ ঋষির বানপ্রস্থাশ্রমগ্রহণপূর্ব্বক ব্রজধামে গমন — ১১—১২

নিয়মানন্দের শাস্ত্রাধ্যয়ন — ১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়মানন্দের 'নিম্বার্ক' নামপ্রাপ্তি ১২—১৭
'নিম্বার্ক' নামটির নিগূঢ় অর্থ ১৭—১৮

অরুণ ঋষির আশ্রমের বর্ণনা ও তথায়
শ্রীনিম্বার্কের বাল্যলীলা ও দীক্ষালাভ ১৯—২৫

গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের পাদদেশে অরুণ ঋষির আশ্রমের বর্ণনা ১৯—২০
শ্রীনিম্বার্কের বাল্যলীলা ২১—২২
অরুণ ঋষির আশ্রমে দেবর্ষি নারদের আগমন ও শ্রীনিম্বার্ককে দীক্ষা ও
উপদেশ দান ২২—২৫

দ্বিতীয় অধ্যায় ২৬—৫১

শ্রীনিম্বার্কের সুকঠোর তপস্যা, ধর্ম্মপ্রচার
ও অলৌকিক লীলা প্রকাশ ২৬—৩২

শ্রীনিম্বার্কের কঠোর তপস্যা ২৬—২৭
শ্রীনিম্বার্কের তীর্থভ্রমণ, ধর্ম্মপ্রচার ও লীলাপ্রকাশ ২৭—৩২
তীর্থভ্রমণ উপলক্ষ্যে শ্রীনিম্বার্কের পদ্মনাভপুরীতে আগমন ও তথায়
আসুরী প্রকৃতিক দুর্জ্জন লোকদিগের কর্ত্তৃক শ্রীনিম্বার্কের অনিষ্ট
সাধনের চেষ্টা এবং শ্রীনিম্বার্ক কর্ত্তৃক যজ্ঞডুমুর ফল হইতে
ঔডুম্বরাচার্য্যের সৃষ্টি ২৭—৩১
দুর্ব্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক শ্রীনিম্বার্ককে হত্যার চেষ্টা ও তাহাদের দমন ৩১—৩২
জৈনগণের উৎসবে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের গমন ও অলৌকিক ঘটনা ৩২—৩৫
শ্রীনিম্বার্কের দ্বারকাধাম গমন ৩৬—৩৭
শ্রীনিম্বার্কের ব্রজধামে প্রত্যাবর্ত্তন ৩৭
দিগ্বিজয়ী বিদ্যানিধির পরাজয় ও শ্রীনিম্বার্কের শিষ্যত্ব গ্রহণ ৩৮—৪০
পরাজিত বিদ্যানিধিকর্ত্তৃক শ্রীনিম্বার্কের মহিমার বর্ণনা ও তাঁহার
নিকট দীক্ষাপ্রার্থনা ৪০—৪১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীনিম্বার্ক কর্তৃক বিদ্যানিধিকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষাদান ও তাঁহার "শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য" নাম করণ পৃঃ—৪২

শ্রীনিবাসাচার্য্যকর্তৃক শ্রীনিম্বার্কের স্তুতি (লঘুস্তবরাজ) ৪২—৫০

"বেদান্তকৌস্তুভ," "ঔড়ুম্বরসংহিতা," "শ্রীনিম্বার্ক-বিক্রান্তি," প্রভৃতি গ্রন্থ এবং নিম্বার্কশিষ্য গৌরমুখাচার্য্য ও লক্ষ্মণ ভট্টের কথা ৫১—পৃঃ

তৃতীয় অধ্যায় ৫২—১৪৬

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাবকাল ৫২—১৪৬

শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ও শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও প্রাচীনত্ব ৫২—৫৪

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য হইতে শ্রীশ্রীসন্তদাসজী মহারাজ পর্য্যন্ত আচার্য্য পরম্পরার তালিকা ৫৫—৫৬

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের সময় সম্বন্ধে আধুনিক বিভিন্ন মনীষী ও গবেষক পণ্ডিতগণের বিভিন্নপ্রকার মতের বর্ণনা ৫৬—৭৪

ডঃ আর, জি, ভাণ্ডারকরের মত ৫৬

ডঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, ৺রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ ও ডঃ আর, এল, মিত্র মহাশয়ের মত ৫৭

ডঃ রমা চৌধুরী ও হয়বদনরাও মহাশয়ের মত ৫৮

আচার্য্য পরশুরাম চতুর্ব্বেদী, শ্রীগোপালশাস্ত্রী নেনে ও পণ্ডিত বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ ত্রিবেদী মহাশয়ের মত ৫৯

শ্রীমৎস্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী মহাশয়ের মত ৬০—৬২

শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী ভট্টাচার্য্য ও ডক্টর সুশীল কুমার দে মহাশয়ের মত ৬৩—৬৪

শ্রীজাহ্নবীচরণ ভৌমিক ও শ্রীবলদেব উপাধ্যায়ের মত ৬৪—৬৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৺বিরজাকান্ত ঘোষ, ৺নৃসিংহদাস বসু ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু
মহাশয়ের মত ৬৫—৬৭
ডক্টর নারায়ণ দত্ত শর্ম্মা মহাশয়ের মত ৬৭—৭০
ডক্টর অমর প্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মত ৭০—৭৪

উল্লিখিত মতসমূহের সমালোচনা, বিচার ও খণ্ডন ৭৪—১১৫

আর, জি, ভাণ্ডারকর মহাশয়ের মতের সমালোচনা, বিচার ও খণ্ডন ৭৪—৭৬
কবি জয়দেবের নিম্বার্ক সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্তি ও তাঁহার আবির্ভাব
কালের আলোচনার দ্বারা নিম্বার্কের সময় সম্বন্ধে আলোকপাত ৭৫—৭৬
ডক্টর রাধাকৃষ্ণণের মতের সমালোচনা, বিচার ও খণ্ডন ৭৭—৮০
টাটিস্থানের আচার্য্য পরম্পরার তালিকা ৭৭
৺রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের মতের সমালোচনা বিচার ও খণ্ডন ৮০
ব্রহ্মসূত্র শাঙ্কর ভাষ্য, শ্রীনিম্বার্কভাষ্য ও শ্রীনিবাস ভাষ্যের তুলনামূলক
আলোচনার দ্বারা শ্রীনিম্বার্কের ও শ্রীনিবাসাচার্য্যের শ্রীশঙ্করাচার্য্য
অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তিত্বের নির্ণয় ৮১—৮৯
ব্রহ্মসূত্র নিম্বার্কভাষ্য ও শ্রীনিবাসভাষ্য এবং ভাস্করভাষ্যের তুলনামূলক
আলোচনার দ্বারা শ্রীনিম্বার্ক ও শ্রীনিবাসাচার্য্যের ভাস্করাচার্য্য
অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তিত্বের নির্ণয় ৮৯—৯১
ডক্টর আর, এল্, মিত্র মহাশয়ের মতের খণ্ডন করিয়া শ্রীনিম্বার্ক যে
রামানুজ, মধ্ব ও বল্লভাচার্য্যের পরবর্ত্তী হইতে পারেন না তাহার নির্ণয় ৯১—৯২
ডক্টর রমা চৌধুরী মহাশয়ার মতের সমালোচনা ও খণ্ডন ৯২—৯৬
বলদেব উপাধ্যায়ের মতের আলোচনা ৯৬—৯৭
ডক্টর নারায়ণ দত্ত শর্ম্মার মতের উল্লেখ পৃঃ—৯৭
ডক্টর অমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের মতের সমালোচনা, বিচার ও খণ্ডন ৯৭—১১৫
প্রসঙ্গক্রমে "বেদবিভাগকর্ত্তা ও মহাভারতরচয়িতা বেদব্যাস ও
ব্রহ্মসূত্রকার ব্যাসদেব ভিন্ন ব্যক্তি"-এই মতের খণ্ডন ৯৯—১০০
(ফুটনোট্)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রসঙ্গক্রমে "সাংখ্যপ্রবচনসূত্র বিজ্ঞানভিক্ষুর রচিত"—এইমতের খণ্ডন ১০০—১০২ (ফুটনোট্)

প্রসঙ্গক্রমে "শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ বোপদেবের রচিত"—
এই মতের খণ্ডন ১০৩—১০৫ (ফুটনোট্)

শ্রীনিম্বার্কের সুনির্দ্দিষ্ট আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে বিচার ও নির্ণয় ১১৬—১৪৬

এই বিষয়ে ডক্টর অমর প্রসাদ ভট্টাচার্য্যের প্রদর্শিত বিচারমূলে যথার্থ সিদ্ধান্ত নির্ণয় ১১৬—১২৬

এই বিষয়ে ভবিষ্যপুরাণের উক্তির আলোচনা ও তন্মূলে শ্রীনিম্বার্কের জন্মকুণ্ডলীর নির্ণয় ও ভৃগুসংহিতার গণনার সহিত তাহার ঐক্য প্রদর্শন ১২৬—১২৮

নিম্বার্কের সময় সম্বন্ধে নিম্বার্কসম্প্রদায়ের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও সিদ্ধান্ত ১২৯—১৪৬

প্রসঙ্গক্রমে পুরাণের প্রামাণ্য সম্বন্ধে আলোচনা ও প্রামাণ্য স্থাপন ১২৮—১৩১ (ফুটনোট্)

নিম্বার্কের সুপ্রাচীনত্ব বিষয়ে ভবিষ্যপুরাণের উক্তিসমূহের আলোচনা ও বিচার ১২৯—১৩৫

শ্রীনিম্বার্কের জন্মকুণ্ডলী ও ভৃগুসংহিতার বচনের উদ্ধৃতি ১৩৬—১৪৫

শ্রীনিম্বার্কের আবির্ভাব কাল বিষয়ে সিদ্ধান্ত পৃঃ—১৪৬

চতুর্থ অধ্যায় ১৪৭—৩৭০

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যরচিত গ্রন্থসমূহের বিবরণ ১৪৭

ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন নাম ও তাহাদের অর্থ ১৪৭—১৪৮

ব্রহ্মসূত্রের নিম্বার্কভাষ্যের বিশেষত্ব ১৪৮—১৫০

শ্রীব্রহ্মসূত্রম্—সানুবাদ নিম্বার্কভাষ্যসহিতম্ ১৫১—৩৬৬

ব্রহ্মসূত্র প্রথম অধ্যায়—প্রথমপাদ ১৫১—১৬৬

" " " —দ্বিতীয়পাদ ১৬৬—১৭৮

" " " —তৃতীয়পাদ ১৭৮—১৯৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মসূত্র প্রথম অধ্যায় · চতুর্থপাদ	১৯৪—২০৬
ব্রহ্মসূত্র দ্বিতীয় অধ্যায়—প্রথমপাদ	২০৭—২২০
" " " —দ্বিতীয়পাদ	২২০—২৩৪
" " " —তৃতীয়পাদ	২৩৪—২৫১
" " " —চতুর্থপাদ	২৫১—২৫৮
ব্রহ্মসূত্র তৃতীয় অধ্যায়—প্রথমপাদ	২৫৯—২৭০
" " " —দ্বিতীয়পাদ	২৭০—২৮৪
" " " —তৃতীয়পাদ	২৮৪—৩১৭
" " " —চতুর্থপাদ	৩১৭—৩৩৬
ব্রহ্মসূত্র চতুর্থ অধ্যায় —প্রথমপাদ	৩৩৭—৩৪৩
" " " —দ্বিতীয়পাদ	৩৪৩—৩৫০
" " " —তৃতীয়পাদ	৩৫১—৩৫৮
" " " —চতুর্থপাদ	৩৫৮—৩৬৬
বেদান্তকামধেনুঃ (দশশ্লোকী) (বঙ্গানুবাদ সমেত)	৩৬৭—৩৭০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ শ্রীশ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঁ হরিঃ

শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ ও তাঁহাদের উপদেশাবলী

—:০:—

চতুর্থ খণ্ড

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য, তাঁহার দার্শনিক মতবাদ ও সাধন প্রণালী।

—:০:—

প্রথম ভাগ

—:০:—

প্রথম অধ্যায়

শ্রীসুদর্শন চক্রের অবতার গ্রহণের পূর্ব্বাভাষ

ভগবদবতারগণের লীলাভূমি ও মুনিঋষিগণের বিচরণ স্থান এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ বিশ্বস্রষ্টার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যেমন, অধ্যাত্মগরিমাও তেমনি। ঋষি পরাশর বলিয়াছেন ঃ—

"অত্রাপি ভারতঃ শ্রেষ্ঠঃ জম্বুদ্বীপে মহামুনে।
যতো হি কর্ম্মভূরেষা ততোঽন্যা ভোগভূময়ঃ॥
অত্র জন্মসহস্রাণাং সহস্রৈরপি সত্তম।
কদাচিল্লভতে জন্তুর্মানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ॥
গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
ধন্যাস্তু তে ভারতভূমিভাগে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ ॥" (বিঃ পুঃ ২।৩।২২-২৪)

—হে মহামুনে! জম্বুদ্বীপমধ্যে ভারতবর্ষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কারণ ইহা কর্ম্মভূমি—অধ্যাত্মসাধনার পীঠভূমি। তদ্ভিন্ন পৃথিবীর অন্যান্য স্থান সকল ভোগভূমি। হে সত্তম! (সাধুশ্রেষ্ঠ!) জীবগণ সহস্র সহস্র জন্মের পর বহুপুণ্যের ফলে এই ভারতবর্ষে কদাচিৎ মনুষ্যজন্ম লাভ করে। দেবগণ এইরূপ গীত গান করিয়া থাকেন—"যাঁহারা স্বর্গ ও মোক্ষাস্পদের পথস্বরূপ ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা অধিক ধন্য।" —এইজন্য দেবগণও এই ভারতভূমিতে জন্ম-লাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন।

সুরনরবাঞ্ছিত এই পুণ্যভূমিতেই—

"তপস্তপ্যন্তি মুনয়ো জুহ্বতি চাত্র যজ্বিনঃ।
দানানি চাত্র দীয়ন্তে পরলোকার্থমাদরাৎ ॥"
(বিঃ পুঃ ২।৩।২০)

—মুনিগণ তপস্যা করেন, যাজ্ঞিকগণ হোম করেন এবং স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ পরলোকার্থ (স্বর্গকামনায়) আদরের সহিত দান করেন। ধর্ম্মাচরণই এই ভারতভূমির বিশেষত্ব। এখানে যাহারা ধর্ম্মাচরণ করে না তাহারা পশুর সমান—"ধর্ম্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ"। এজন্য শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—"যখনই এই ভারত-ভূমিতে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান (বৃদ্ধি) হয়, তখনই অধর্ম্মিগণকে বিনাশ ও সাধুগণকে রক্ষা করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥" (গীতা ৪।৭-৮)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কখনও তিনি স্বয়ং, কখনও বা তাঁহার অংশে তিনি অবতীর্ণ হন, কখনও বা তাঁহার ইচ্ছায় তাঁহা হইতে অভিন্ন তাঁহার সুদর্শনাদি পার্ষদগণ অবতীর্ণ হন। তিনি যেমন এই ভারত ভূমিতে শ্রীরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তদ্রূপ তাঁহা হইতে অভিন্ন তাঁহার পার্ষদ শ্রীসুদর্শন চক্রও শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই সুদর্শন চক্রাবতার শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের জীবন চরিত সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য, শাস্ত্রীয় গ্রন্থ এবং সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ অবলম্বনে প্রথমে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করার চেষ্টা করিতেছি।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিবিধগুণের সংমিশ্রণে এই জগতের সৃষ্টি ব্যাপার চলিয়া আসিতেছে। ঐ ত্রিবিধ গুণ সতত পরিবর্ত্তনশীল। এই পরিবর্ত্তনে কখনও সত্ত্ব, কখনও রজঃ, আবার কখনও বা তমোগুণের প্রাধান্য থাকে। সত্ত্বগুণের প্রাধান্যে ধর্ম্ম, সুখ ও শান্তি, নির্ম্মল আনন্দ, রজোগুণেব বৃদ্ধিতে ধর্ম্মাধর্ম্ম, চিত্তচাঞ্চল্য ও কর্ম্মপ্রবৃত্তি এবং তমোগুণের প্রাবল্যে অধর্ম্ম, দুঃখ ও অশান্তি হইয়া থাকে।

কোনও এক সময় এই ভারতবর্ষ তমোগুণের প্রাধান্য হেতু ধর্ম্মহীন, নাস্তিক, পাষণ্ড এবং অসুরস্বভাব মনুষ্যগণের আবাসস্থলে পরিণত হইয়াছিল। তখন বেদ ও বেদানুকূল শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্মকর্ম্ম যাগ যজ্ঞাদি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল এবং জগন্মঙ্গল হরিগুণগান আর শ্রুতিগোচর হইতেছিলনা। অধর্ম্মের বিজয় ভেরী তৎকালে সর্ব্বত্র নিনাদিত হইতেছিল এবং মনুষ্যগণ পুণ্যকর্ম্ম ছাড়িয়া পাপকর্ম্মে প্রোৎসাহিত হইয়া পড়িয়াছিল।

কর্ম্মমাত্রই ফলপ্রসু—কোনও কর্ম্মই ফল না দিয়া যায় না। সুতরাং পাপিগণের পাপকর্ম্মও ফলপ্রসব করিল। দুঃখানল সর্ব্বত্র প্রচণ্ডবেগে জ্বলিয়া উঠিল। সেই প্রজ্জলিত হুতাশনে গৃহ, সমাজ, রাষ্ট্র সকলই আহুতি স্বরূপ হইয়া গেল। ফলে সর্ব্বত্র গগনভেদী ত্রাহি ত্রাহি রব উঠিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মর্ত্ত্যবাসীর এই দুঃখজর্জ্জর অবস্থায় দেবর্ষি নারদ একদা হরি গুণগান করিতে করিতে তথায় আগমন করেন। মর্ত্ত্যবাসীদের এই অবস্থা দর্শনে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল। জগৎবাসী সকলের হিতসাধনই তাঁহার ব্রত। তাই তিনি মর্ত্ত্য মানবগণের দুঃখ মোচনের উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। অবশেষে দেবলোকে গমন করিয়া দেবতাগণের নিকট সমুদয় অবস্থা নিবেদন করিয়া প্রতিবিধানের প্রার্থনা জানাইলেন। তাঁহার বিনয়নম্র ব্যবহার ও প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া দেবগণ কহিলেন— "হে দেবর্ষে! আমরা সমস্তই অবগত আছি। ধর্ম্মহীন হওয়াতেই মর্ত্ত্যবাসীর এই দুর্দ্দশা। সীমাহীন দুঃখ সাগরে পতিত হইয়া তাহারা হাবুডুবু খাইতেছে। ধর্ম্মকর্ম্ম বিলুপ্ত হওয়ায় আমরাও যজ্ঞভাগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। ইহার প্রতিবিধান আশু প্রয়োজন। কিন্তু প্রতিবিধান করিবার শক্তি ত আমাদের নাই। আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনিই বলুন এই অবস্থায় কি করা যায়"? তখন দেবর্ষি নারদ বলিলেন—"হে দেবগণ! চলুন আমরা সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার নিকট গমন করি। তিনি তাঁহার সৃষ্টি রক্ষার্থ অবশ্যই কোনও উপায় বিধান করিবেন।" তদনন্তর তাঁহারা ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন এবং সমস্ত অবস্থা তাঁহাকে জানাইয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিলেন। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা তাঁহাদের কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন—"হাঁ, মর্ত্ত্যবাসী বড়ই বিপদ্‌গ্রস্ত। অনতিবিলম্বে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। আমি সর্ব্বতোভাবেই শ্রীভগবানের অধীন। আমার কোনও স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব নাই। সর্ব্ববিধ কর্ম্ম তাঁহার কর্ত্তৃত্বেই সম্পাদিত হইয়া থাকে। অতএব চলুন আমরা সেই সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানের নিকট গমন করি।"

তদনন্তর তাঁহারা গোলকবিহারী শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপনীত হইয়া ভক্তিবিনম্রচিত্তে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি স্তবে সন্তুষ্ট হইলে তাঁহার নিকট মর্ত্ত্যবাসীর দুঃখদৈন্যের কথা সবিস্তার বর্ণনা করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহারা তাহার প্রতিবিধান করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। দেবর্ষি নারদও তখন ভগবান্‌কে কহিলেন—"হে প্রভো! মর্ত্ত্যবাসী আজ ধর্ম্মহীন, চরম দুর্দ্দশাগ্রস্ত। এই সঙ্কটময় অবস্থা হইতে তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিতে একমাত্র আপনিই সমর্থ। অতএব আপনি স্বয়ং অবতার গ্রহণ করিয়া পৃথিবীর পাপভার লাঘব করুন অথবা আপনার অভিন্ন শক্তি —পরম বিভূতি স্বরূপ শ্রীসুদর্শনচক্রের অবতরণের ব্যবস্থা করুন। শ্রীসুদর্শনচক্রের ধর্ম্ম রক্ষার কার্য্য তো জগতে বিদিতই আছে। পুরাকালে ভক্তশ্রেষ্ঠ অম্বরীষকে দুর্ব্বাসার কোপ হইতে তিনিই রক্ষা করিয়াছিলেন। নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণের যজ্ঞানুষ্ঠান রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক বিঘ্নিত হইলে শ্রীসুদর্শনচক্রই তখন মুনিরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাহা রক্ষা করেন।"

অবতার গ্রহণের সময় তো উপস্থিতই, তদুপরি দেবগণের ও দেবর্ষি নারদের প্রার্থনায় ভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া সুদর্শনচক্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

"সুদর্শন মহাবাহো! কোটিসূর্য্যসমপ্রভ।
অজ্ঞানতিমিরান্ধানাং বিষ্ণোর্মার্গং প্রদর্শয়॥" (ভবিষ্যপুরাণ)

—হে কোটিসূর্য্যসমপ্রভ মহাবাহো সুদর্শণ! তুমি মর্ত্ত্যলোকে অবতার গ্রহণ করিয়া অজ্ঞানতিমিরান্ধ (ধর্ম্মপথে দিগ্‌ভ্রান্ত) মানবগণকে বিষ্ণুর মার্গ (ধর্ম্মপথ) প্রদর্শন কর।

"আমার পরম ভক্ত অরুণ ঋষি ও তাঁহার সহধর্ম্মিনী জয়ন্তী দেবী দাক্ষিণাত্যের তৈলঙ্গ দেশে বৈতুর্য্যপত্তন নামক গ্রামে বাস করেন। নিঃসন্তান তাঁহারা পুত্রার্থী হইয়া দুশ্চর তপস্যায় রত আছেন। তাঁহাদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া আমি তাঁহাদের পুত্র কামনা পূরণ করিতে মনস্থ করিয়াছি। তুমি তাঁহাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ কর। অধর্ম্মের মূলচ্ছেদ এবং ধর্ম্মের সংস্থাপনই হইবে তোমার কার্য্য। তুমি বাল্যকালেই পিতামাতা সহ ব্রজে গমন করিবে। গোবর্দ্ধন গিরির পাদদেশস্থ গুহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমাদের বাসস্থান ও তপস্যার পীঠভূমি হইবে। দেবর্ষি নারদ তোমাকে দীক্ষাদান করিয়া জগৎকল্যাণ সাধিকা গুরুশক্তি তোমাতে সঞ্চারিত করিবেন। সাধনায় সিদ্ধ হইয়া সিদ্ধমনোরথ তুমি তোমার অবতার কার্য্য—(ধর্ম্মসংস্থাপন দ্বারা) জগৎকল্যাণরূপ মহান্ ব্রত উদ্‌যাপন করিবে। হংস বা সন্ সম্প্রদায় নামে যে পুরাতন সম্প্রদায় রহিয়াছে তাহা তখন তোমার নামে (নিম্বার্ক সম্প্রদায় নামে) প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। বিলম্ব করিও না, শীঘ্র অবতীর্ণ হও, পৃথিবী আর পাপভার বহন করিতে পারিতেছে না।"

দেবগণ শ্রীভগবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীত হইলেন। তাঁহাদের কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে ভাবিয়া প্রত্যাবর্ত্তনে উদ্যোগী হইলে দেবর্ষি নারদকে সম্বোধন করিয়া ভগবান্ কহিলেন—"হে দেবর্ষে! অরুণ ঋষির পুত্ররূপে শ্রীসুদর্শনচক্র জন্মগ্রহণ করিলে তখন তাঁহার নাম নিয়মানন্দ বা নিম্বার্ক হইবে। তুমি তাঁহাকে দীক্ষা দিয়া তাঁহাতে গুরুশক্তি সঞ্চারিত করিবে এবং তাঁহাকে সম্পুর্ণ ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিবে। ধর্ম্মের প্রচার ও রক্ষণ গুরুশক্তিরই কার্য্য।" এই সকল কথা শুনিয়া দেবতাগণ আশ্বস্ত হইয়া প্রফুল্লচিত্তে স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শ্রীসুদর্শন এবং দেবর্ষি নারদও শ্রীভগবানের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইলেন।

শ্রীনিম্বার্কের আবির্ভাব

কয়েক সহস্র বর্ষ পূর্ব্বের কথা। দক্ষিণ প্রদেশের (হায়দরাবাদ রাজ্যের) তৈলঙ্গ দেশে বৈদূর্য্যপত্তন নামক গ্রামে এক পরম পবিত্র আশ্রম ছিল। সেই আশ্রম লতাপাতার কুঞ্জ ও ফল ফুলের বৃক্ষে শোভায়মান। সম্মুখে গোদাবরী নদী কলকল রবে প্রবাহিত হইতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রমের সৌন্দর্য্য অতি মনোহর। সেই আশ্রমে আদর্শ গৃহী বিপ্রশ্রেষ্ঠ পরম ভাগবত অরুণ ঋষি সহধর্ম্মিনী জয়ন্তী দেবী সহ অতিথি অভ্যাগতের সেবাদিরূপ সংসার ধর্ম্ম পালন পূর্ব্বক সর্ব্বদা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনায় রত থাকেন। সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী ঋষি গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিলেও তাঁহার কোনওরূপ কামনা বাসনা নাই। তিনি সদা প্রসন্নমনা এবং শ্রীভগবানের সেবাপূজা, ধ্যান, অতিথিসেবা ভিন্ন অন্য আর কোনও কিছুতেই তাঁহার আসক্তি নাই, গৃহী হইয়াও তিনি সর্ব্বপ্রকার লৌকিকভোগত্যাগী। জয়ন্তী দেবীও পতির সদা অনুবর্ত্তিণী সহধর্ম্মিনী। তিনি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত সদা পতির আনুকূল্য ও তাঁহার ভগবদারাধনায় সাহায্য করিয়া থাকেন। তাঁহার আশ্রমে কত মুনি ঋষি তীর্থ পর্য্যটন ব্যপদেশে অতিথি হইয়া আসেন, ঋষিদম্পতী পরমানন্দে তাঁহাদের সেবা সৎকার করেন। অতিথি মুনিঋষিগণও তাঁহাদের সেবা যত্নে পরম প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করেন ও ভগবৎসমীপে তাঁহাদের পরম কল্যাণ প্রার্থনা করতঃ স্থানান্তরে গমন করেন।

এই ভাবে—সংসারাশ্রমধর্ম্ম পালনে, অতিথি অভ্যাগতের সেবা ও ভগবদারাধনা করিতে করিতে নিঃসন্তান অবস্থায়ই তাঁহাদের বহুবর্ষ অতিবাহিত হইলে গৃহস্থাশ্রমের প্রতি তাঁহাদের বৈরাগ্য উপস্থিত হইল এবং বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। কিন্তু শাস্ত্রের উপদেশ এই যে—

"ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।
অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ॥
অধীত্য বিধিবদ্বেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্ম্মতঃ।
ইষ্ট্বা চ শক্তিতো যজ্ঞৈর্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ॥

(মনুসংহিতা ৬।৩৫-৩৬)

—ঋষিঋণ, দেবঋণ ও পিতৃঋণ—এই ঋণত্রয় পরিশোধ করিয়া মোক্ষসাধক বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করা বিধেয়। তাহা না করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গার্হস্থ্যাশ্রম ত্যাগ করিলে প্রত্যবায় ঘটে। বিধান অনুসারে বেদাধ্যয়ন, ধর্ম্মানুসারে পুত্রোৎপাদন এবং শক্তি অনুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া মোক্ষ-ধর্ম্মে মনোনিবেশ করিবে।"

বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিঋণ, ও যজ্ঞাদির দ্বারা দেবঋণ হইতে তিনি মুক্ত হইলেও পুত্রহীন থাকায় পিতৃঋণে ঋণী ছিলেন। শাস্ত্রানুসারে সর্ব্ববিধ ঋণমুক্ত হইয়াই মোক্ষসাধককে বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং তিনি পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইবার জন্য পুত্রকামনায় শ্রীভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এতদিন যে ভগবদারাধনা কেবল ভগবৎপ্রীত্যর্থেই কৃত হইত, এক্ষণে তাহা পুত্রকামনার রূপ পরিগ্রহ করিল। শ্রীভগবান্ ভক্তবৎসল, সুতরাং তাঁহাদের পুত্র কামনা পূরণ হইতে বিলম্ব হইল না।

এক সময় জয়ন্তীদেবী পতি অরুণঋষি সহ নর্ম্মদাতীরবর্ত্তী তাঁহার পিত্রালয়ে গমন করিয়া কিছুদিন অবস্থান করেন। তথায় অবস্থানকালে মাঘ মাসের এক গভীর রাত্রিতে জয়ন্তী দেবী দেখিলেন শয়ন কক্ষে এক দিব্যজ্যোতি প্রকাশিত হইয়া তাঁহার গর্ভে প্রবেশ করিল। অরুণ-ঋষিও তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন। সেই সময় এক দৈববাণী তাঁহাদের শ্রবণ গোচর হইল—"শ্রীভগবানের পার্ষদ সাক্ষাৎ শ্রীসুদর্শনচক্র তোমাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবে। পৃথিবী আর পাপভার বহন করিতে পারিতেছেনা। সেই ভার মুক্ত করিবার জন্যই তাঁহার এই অবতরণ।" দিব্য দর্শনের সঙ্গে এই দৈববাণীতে তাঁহাদের অভীষ্ট পূরণের আশ্বাস পাইয়া নিঃসন্তান দম্পতীর চিত্তগ্লানি দূর হইল—চিত্ত প্রসন্ন হইল, মন প্রাণ আনন্দে ভরিয়া উঠিল। শুভক্ষণের প্রতীক্ষায় তাঁহারা দিন গুনিতে লাগিলেন।

অনন্তর জয়ন্তীদেবীর গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইল। তৎপর তাঁহারা অরুণ আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ক্রমশঃ নয় মাস অতিক্রান্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলে দশম মাসে কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় সূর্য্যাস্তের পর জয়ন্তীদেবী এক পুত্র প্রসব করিলেন। এই সম্বন্ধে ভবিষ্যপুরাণের উক্তি—

"কার্ত্তিকস্য সিতে পক্ষে পূর্ণিমায়াং বৃষে বিধৌ।
কৃত্তিকাভে মহারম্যে উচ্চস্থে গ্রহপঞ্চকে॥
সূর্য্যাবসানসময়ে মেষলগ্নে নিশামুখে।
জয়ন্ত্যাং জয়রূপিণ্যাং জজান জগদীশ্বরঃ॥"

—কার্ত্তিক মাসের শুক্ল পক্ষে পূর্ণিমা তিথিতে বৃষরাশিতে চন্দ্রে কৃত্তিকা নক্ষত্রে পাঁচটি গ্রহ উচ্চস্থ হইলে পরম রমনীয় সূর্য্যাবসানকালে নিশামুখে মেষলগ্নে জয়রূপিনী জয়ন্তীদেবীর গর্ভে জগদীশ্বর জন্মগ্রহণ করিলেন।

ভট্টপল্লীর প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী শ্রীহরিচরণ বিদ্যারত্ন স্মৃতিতীর্থ (অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক, জ্যোতিষ চতুষ্পাঠী) মহাশয় উপরোক্ত শ্লোক অনুসারে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের নিম্নপ্রকার রাশিচক্র (জন্মকুণ্ডলী) প্রস্তুত করিয়াছেন। *

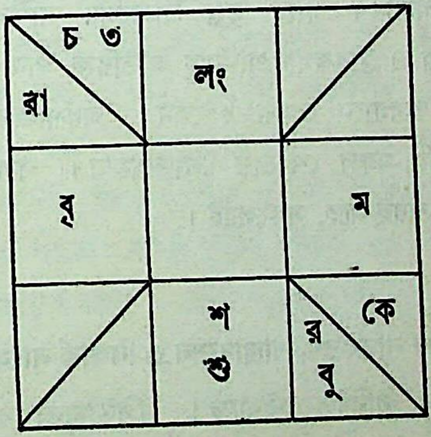

* ভৃগুসংহিতাতেও এই রাশিচক্র পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার আবির্ভাব কাল নির্ণয় প্রকরণে এই রাশিচক্র ও তাহার ফল বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবজাত শিশুটি সর্ব্ববিধ সুলক্ষণাক্রান্ত। তাঁহার রূপ অনুপম, দেহকান্তি মনোরম। জ্যোতিতে পূর্ণ সেই দেহ। জন্মগৃহ সেই দেহ—জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। গৃহের বাহিরে পূর্ণ চন্দ্রের অপূর্ব্ব শোভা। নয়নবিমোহন শিশুর সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য পূর্ণচন্দ্রের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যকেও বুঝি হার মানাইয়াছে। পুত্রবৎসল পিতামাতার মনে আনন্দ ধরে না। দেখিতে দেখিতে পুত্রের জন্মবার্ত্তা প্রতিবেশীদের গৃহে গৃহে ছড়াইয়া পড়িল। প্রতিবেশীদের তাঁহারা একান্ত আপনজন—শ্রদ্ধার পাত্র পাত্রী। দলে দলে তাঁহাদের পুত্র দর্শনার্থী হইয়া আবালবৃদ্ধ বনিতা ছুটিয়া আসিতে লাগিল। শিশুর সর্ব্ববিধ সুলক্ষণ ও অপরূপ রূপ দর্শনে তাঁহারা মুগ্ধ,—বুঝিবা দেবশিশু দর্শনের বিস্ময় তাহাদের চোখে মুখে। সকলেরই মুখে এক কথা—"দুশ্চর তপস্যার ফল এই পুত্ররত্ন,—ইঁহারা ধন্য।"

দানের তুল্য ধর্ম্ম নাই। গৃহস্থের সর্ব্ববিধ কল্যাণ কর্ম্মে দানই সর্ব্বাগ্রগণ্য। পুত্রলাভরূপ কল্যাণভাগী হইয়া পিতামাতা মুক্ত হস্তে দান করিতে লাগিলেন। দানে তৃপ্ত ব্রাহ্মণগণ আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিলেন। গায়ক ও স্তাবকগণ প্রার্থনার অতিরিক্ত দান প্রাপ্ত হইয়া নবজাত শিশুর স্তবগানে প্রবৃত্ত হইলেন। অরুণাশ্রম উৎসবানন্দে পরিপূর্ণ, পুণ্যতীর্থের মঙ্গল শোভায় শোভায়মান। পরম সৌভাগ্যের উদয় শুধু পিতামাতারই নহে, সকলেরই।

বালকের নিয়মানন্দ নামকরণ, শাস্ত্রাধ্যয়ন ও নিম্বার্ক নামের কাহিনী।

দৈববাণী সত্যে পরিণত হইয়াছে। পিতামাতা বালকের নাম রাখিলেন নিয়মানন্দ। নামটি নিগূঢ় অর্থব্যঞ্জক। "নিয়ম ও আনন্দের মূর্ত্ত বিগ্রহ"—ভবিষ্যতের এই ফলশ্রুতি লইয়াই তাঁহার নাম হইল নিয়মানন্দ। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের শিষ্য ঔডুম্বরাচার্য্য এইজন্য স্তব করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিয়া বলিয়াছেন—"আপনি নিয়ম ও আনন্দ স্বরূপ বলিয়া মুনিঋষিগণ আপনাকে নিয়মানন্দ বলিয়া থাকেন। (ব্রহ্মা, ঋষিগণ ও বিষ্ণুর) সঙ্কল্প ও নির্দ্দেশ পালন অন্যের পক্ষে অসম্ভব হইলেও তাঁহাদের সেই সঙ্কল্প ও নির্দ্দেশ (অবতার গ্রহণ পূর্ব্বক) পূর্ণকারী ও সর্ব্বসমৃদ্ধিকারী আপনাকে নমস্কার।*

অরুণ ঋষির বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণপূর্ব্বক ব্রজধামে গমন

বালক শশীকলার ন্যায় দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। শাস্ত্রবিধান অনুসারে ক্রমশঃ বালকের অন্নপ্রাশন, বিদ্যারম্ভ ও উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন হইল। ঋষিদম্পতীর গার্হস্থ্যাশ্রমের সর্ব্ববিধ কর্ম্মই সুসম্পন্ন হইয়াছে, পিতৃঋণ হইতেও এক্ষণে তাঁহারা মুক্ত হইয়াছেন। বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণে তাঁহাদের আর কোনও বাধা নাই। "শুভস্য শীঘ্রম্" এই বাক্য অনুসারে অবিলম্বে তাঁহারা গার্হস্থ্যাশ্রম ত্যাগ করিয়া ব্রজধাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এই ব্রজধাম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিচরণস্থল এবং তাঁহার অপূর্ব্ব লীলাভূমি। নিত্যলীলা এখনও সেখানে প্রকটিত—ঐ নিত্যলীলার অদ্যাপি দর্শন পাওয়া যায়। মহাপুরুষগণের ত কথাই নাই, চিত্তশুদ্ধ ও আন্তরিক প্রার্থনা এবং বিশ্বাস থাকিলে সাধারণ ভক্তগণও ঐ লীলার দর্শন অদ্যাপি পাইয়া থাকেন ঋষিদম্পতীর চলার পথে কিশোর বয়স্ক পুত্র নিয়মানন্দ তাঁহাদের সাথী। চলিয়াছেন দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ।

যথা সময়ে তাঁহারা ব্রজধামে পৌঁছিলেন। গিরিগোবর্দ্ধনের পাদস্থিত

---

*ব্রহ্মর্ষিবিষ্ণোর্নিয়মস্তমেবানন্দমাহুর্নিয়মানন্দং ত্বাম্।
সঙ্কল্পনির্দ্দেশসমাধিপূর্ত্রে তস্মৈ নমঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিকর্ত্রে॥
(নিম্বার্কবিক্রান্তি-৪৪)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক মনোরম গুহা তাহাদের আবাসস্থল মনোনীত হইল। এই গোবর্দ্ধন গিরি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অপার ঐশ্বর্য্য ও ভগবত্তা প্রদর্শনের সাক্ষ্যস্থল। বালক শ্রীকৃষ্ণের গিরিগোবর্দ্ধন ধারণের লীলাকথা আবহমান কাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে।*

নিয়মানন্দের শাস্ত্রাধ্যয়ন

নিয়মানন্দের শাস্ত্রাধ্যয়ন আরম্ভ হইলে পিতাই তাহাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বালকের বুদ্ধি ও মেধা অনন্যসাধারণ। তদুপরি বালক শ্রুতিধর। পিতার নিকট একবার যাহা শ্রবণ করেন তাহাই হৃদয়পটে অঙ্কিত হইয়া যায়। কখনও কখনও শাস্ত্রের গূঢ় রহস্য স্বতঃই তাহার হৃদয়ে স্ফুরিত হয়। ইহা দেখিয়া পিতা আশ্চার্য্যান্বিত হন।

নিয়মানন্দের নিম্বার্ক নামপ্রাপ্তি

ঋষি দম্পতী বানপ্রস্থাশ্রমের কর্ত্তব্য পূজা, অর্চ্চনা ও ভগবদ্ধ্যানে জীবন নিরঙ্কুশ ভাবে যাপন করিয়া চলিয়াছেন। পুত্র নিয়মানন্দও তদনুসরণে ও তদনুকরণে সদাই রত থাকেন। তাঁহার ভগবদ্ভক্তি অতুলনীয়। পূজা অর্চ্চনা করিতে বসিয়া মাঝে মাঝে আত্মহারা হইয়া যান। ভাববিহ্বল তাহার সেই অবস্থা দর্শন বড়ই প্রীতিপ্রদ। পিতামাতার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও ভক্তিও অপরিসীম। তাঁহার জীবনে "পিতৃদেবো ভব", মাতৃদেবো ভব", এই শ্রুতিবাক্যের অপূর্ব্ব সার্থকতা।

*গোবর্দ্ধনগিরি ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অরণ্যময়স্থানের শোভা ও মাধুর্য্য কিরূপ মনোমুগ্ধকর তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ ১৫শ ও ১৮শ অধ্যায়ের প্রথমদিকের কয়েকটি শ্লোক পাঠ করিলে জানা যাইবে। মহাকবি কালিদাসও তাহার বর্ণনা করিয়াছেন (রঘুবংশ ৬।৫০ ৫১ দ্রষ্টব্য)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার জীবন অদ্ভুত। কত না বিস্ময়কর অলৌকিক ঘটনা তাঁহার জীবনে ঘটিয়া চলিয়াছে। তন্মধ্য হইতে একটিমাত্র ঘটনার এখানে উল্লেখ করিতেছি।

আশ্রমে প্রায়ই অতিথি সমাগম হইত। পিতামাতা পূজা অর্চনায় রত থাকিলে বালক নিয়মানন্দই তাঁহাদের সৎকার করিতেন। একদা দিবাবসানে এক যতি অরুণাশ্রমে সমাগত হইলেন। ঋষিদম্পতী তখন ধ্যাননিমগ্ন ছিলেন। নিয়মানন্দ সাদর আহ্বানে তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়া অতিথি সৎকারে তৎপর হইলেন। অতিথিকে আহার্য্য প্রদান করিতে হইবে, কিন্তু গৃহে কোন আহার্য্য বস্তুই ছিল না। বালক নিয়মানন্দ যোগসিদ্ধ ছিলেন, তাই যোগবলে আহার্য্য বস্তু সংগ্রহ করিলেন এবং অতিথির সম্মুখে তৎসমস্ত উপস্থাপিত করিয়া বিনয়নম্র বচনে আহার করিতে অনুরোধ করিলেন। "সূর্য্যাস্তের পর আহার করা যতির নিয়ম বিরুদ্ধ"—এই কথা বলিয়া তিনি আহার গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া নিয়মানন্দ আশ্রমস্থিত নিম্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন এবং সুদর্শন চক্রকে আহ্বান করতঃ তদুপরি আকাশমার্গে তাঁহাকে স্থাপন করিলেন। সেই সুদর্শন চক্র সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল ও প্রভাযুক্ত মনে হইতে লাগিল। যতি ইহাকে সূর্য্যই মনে করিলেন। অতএব সূর্য্য তখনও অস্তমিত হন নাই মনে করিয়া তিনি আহার্য্যগ্রহণে সম্মত হইলেন। নিয়মানন্দ পরম আদরের সহিত তাঁহাকে আহার করাইলেন। অতিথি সৎকার সম্পন্ন হওয়ার পর নিয়মানন্দ সুদর্শন চক্রকে প্রত্যাহার করিলে চতুর্দ্দিক গাঢ় অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া গেল। তখন যতিবর দেখিলেন নিশীথ * হইয়া গিয়াছে। এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া তিনি বিস্ময়বিমূঢ়চিত্ত হইলেন।

* নিশীথ শব্দের অর্থ অমরকোষে "অর্দ্ধরাত্রি" এবং মেদিনীতে "রাত্রিমাত্র" উক্ত হইয়াছে। শব্দকল্পদ্রুম দ্রষ্টব্য। এখানে "নিশীথ" শব্দে "অনেক রাত্রি" বা "গভীর রাত্রি" অর্থে বলা হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই বিস্ময়কর অভাবনীয় ঘটনা দেখিয়া তিনি বুঝিলেন নিয়মানন্দ সাধারণ মানুষ নহেন—ভগবৎশক্তিতে শক্তিমান্ যোগেশ্বর। শ্রদ্ধায় তাঁহার মস্তক অবনমিত হইল, বিদায় মুহূর্ত্তে তিনি তাঁহাকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জ্ঞাপন করিলেন। এই ঘটনাকে অবলম্বন করিয়াই বালকের নাম নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য হইয়াছে। নিম্ববৃক্ষের উপরে অর্ককে (সূর্য্যকে) ধারণ করিয়াছিলেন, এই অর্থে নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য নাম হইয়াছে। পরবর্ত্তি কালে তিনি নিম্বার্ক নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন।+

এই ঘটনাটি শ্রীনাভাজীকৃত হিন্দী ভক্তমালের টীকাকার শ্রীপ্রিয়দাসজী এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

"নিম্বাদিত্য নাম জাতে ভয়ো অভিরাম কথা,
আয়ো এক দণ্ডীগ্রাম, ন্যোতো করী আয়ে হ্যাঁ।
পাক কো আবার ভই সন্ধ্যা মানি লই জতী,
রতী হুঁ ন পাটুঁ, বেদবচন সুনায়ে হ্যাঁ॥
আগনমে নিম, তাপে আদিত দিখায়ো বাহি
ভোজন করায়ো, পাছে নিশিচিহ্ন পায়ে হ্যাঁ।
প্রগট প্রভাব দেখি, জান্যো ভক্তি ভাব জগ
দাঁব পায়, নাঁব পর্য়ো হর্য়ো মন, গায়ে হ্যাঁ॥*

শ্রীলালদাস বাবাজী তাঁহার রচিত ভক্তমাল গ্রন্থে ঘটনাটি এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

"নিম্বাদিত্য এক দণ্ডী গৃহে নিমন্ত্রিলা।
দ্রব্য আয়োজন পাকে সন্ধ্যা আসি হৈলা॥

+ শ্রীনিম্বার্ক শিষ্য শ্রীঔদুম্বরাচার্য্য প্রণীত "শ্রীনিম্বার্ক বিক্রান্তি" গ্রন্থের ৫৯-৬২ এবং ১৩৪-১৩৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

* বৃন্দাবন শ্রীসর্ব্বেশ্বর প্রেসে ২০১৭ সম্বতে মুদ্রিত শ্রীনাভাজীকৃত ভক্তমালের ২৩৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যতি শাস্ত্র বচন পড়িয়া কহে তবে।
রাত্রে ভিক্ষা দণ্ডীর নিষেধ বিধি রবে॥
ইহা শুনি চিন্তি নিম্বাদিত্য মহাশয়।
নিজ ভক্তি বলে সাধু সৃজিলা উপায়॥
আঙ্গিনায় আছয়ে বৃহৎ নিম্ববৃক্ষ।
উদয় করিলা আসি বৃক্ষোপরি অর্ক॥
কৃষ্ণভক্ত অনুরোধে সূর্য্যদেব আসি।
প্রহরেক দিবা আছে এমত প্রকাশি॥
ভোজন করিয়া তথা বৈসে যবে যতি।
সূর্য্য নিজ স্থানে গেলা লইয়া সম্মতি॥
তখন প্রহর নিশি প্রতীত হইলা।
যতির আশ্চর্য্য বোধ তখন জন্মিলা॥
কৃষ্ণভক্ত নিম্বাদিত্য প্রভাব দেখিয়া।
চরণে পড়িলা যতি শরণ লইয়া॥
সাধুসঙ্গ মহিমা দেখয়ে অদ্ভুত।
কৃষ্ণভক্ত হইলা যতি ছাড়ি জ্ঞান মত॥
তাঁহার চরণ রজ মস্তকে ধারণা।
করিয়া কৃতার্থ হই পাই এক কণা॥ *

উপরোক্ত বর্ণনাগুলিতে এক সন্ন্যাসীর অতিথিরূপে আগমন করার কথাই বলা হইয়াছে, সন্ন্যাসীর নাম কিছুই বলা হয় নাই ; কিন্তু ভবিষ্য-পুরাণে এই ঘটনাটির বর্ণনায় ঐ সন্ন্যাসীকে "ব্রহ্মা" বলা হইয়াছে এবং তাঁহারই উক্তি "পৃথিবীতে তুমি নিম্বাদিত্য নামে খ্যাত হইবে।"

ভবিষ্য পুরাণের বর্ণনা এইরূপ—

"বিরিঞ্চিরেকদা তস্মিন্নিম্বার্কস্যাশ্রমে শুভে।

---

* শ্রীঅবিনাশ মুখোপাধ্যায় কবিভূষণ সম্পাদিত ১৩৬৪ সনে প্রকাশিত ভক্তমাল গ্রন্থের ১৪৭-১৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাগত্যাহ ভো ব্রহ্মন্ প্রাপ্তোঽহং ক্ষুধয়ান্বিতঃ ॥
যাবৎ সূর্য্যঃ স্থিতো ব্যোম্নি তাবন্মাং ভোজয় দ্বিজ ।
ইতি শ্রুত্বা তথেত্যুক্ত্বা দদৌ তস্মৈ চ ভোজনম্ ॥
তদা তু ভগবান্ সূর্য্যো হ্যস্তাচলমুপাগতঃ ।
মুনিনা ঋষিণা তেন নিম্ববৃক্ষে তদা শুভে ॥
স্থাপিতং তেজসা স্বেন তেজস্তত্ত্বং সুদর্শনম্ ।
তত্তেজঃ সূর্য্যসঙ্কাশং দৃষ্ট্বা বেধাঃ স্ময়ান্বিতঃ ॥
ভিক্ষুবেশধরং বালং মুনিং সূর্য্যমিবাপরম্ ।
নমাম দণ্ডবদ্ভূমৌ তপসা তস্য তোষিতঃ ॥
উবাচ বচনং রম্যং সাধু সাধ্বিতি পূজয়ন্ ।
নিম্বাদিত্য ইতি খ্যাতো বসুধায়াং ভবিষ্যসি ॥

(ইং ১৯৫৯ সনে প্রকাশিত বোম্বাই সংস্করণ ভবিষ্যপুরাণ প্রতিসর্গ পর্ব্ব ৪র্থ খণ্ড ৭ম অধ্যায় ৮০-৮৫)

—একদা ব্রহ্মা ছদ্মবেশে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া নিম্বার্কের আশ্রমে উপনীত হইলেন এবং আহার্য্য প্রার্থনা করিলেন। তৎপর তিনি বলিলেন যে, সূর্য্য অস্তগমনের পূর্ব্বে আমাকে আহার্য্য প্রদান করিতে হইবে, সূর্য্যাস্তের পর আমি আহার গ্রহণ করিনা। ইহা শুনিয়া নিয়মানন্দ তাঁহার সম্মুখে আহার্য্য প্রদান করিলে দেখা গেল—সূর্য্য অস্তগমনোন্মুখ। অতিথির আহার হইবে না মনে করিয়া নিয়মানন্দ আশ্রমস্থ নিম্ববৃক্ষের উর্দ্ধদেশে সুদর্শন চক্রকে আহ্বান করিয়া আকাশে স্থাপন করিলেন। সূর্য্যসমপ্রভাযুক্ত সুদর্শন চক্রকে দেখিয়া ব্রহ্মা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং সেই তেজঃ প্রভায় তখন দিবাবস.ন হয় নাই এইরূপ দৃষ্ট হইল। তাই তিনি তখন আহার্য্য গ্রহণ করিলেন এবং দ্বিতীয় সূর্যের ন্যায় ভিক্ষু-বেশধারী সেই বালক মুনির তপস্যায় সন্তুষ্ট হইলেন। তৎপর ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া তাঁহাকে (নিয়মানন্দকে) প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার পূজা করিয়া "সাধু! সাধু!" শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক বলিলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আপনি ভূমণ্ডলে নিম্বাদিত্য নামে খ্যাত হইবেন।" ঘটনাটি সম্বন্ধে উপরোক্ত বিভিন্ন গ্রন্থের বর্ণনাতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও মূল বক্তব্য একই অর্থাৎ এই ঘটনাকে অবলম্বন করিয়াই যে নিয়মানন্দের নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য নাম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে কোনও মত বিরোধ নাই—সকলেই একমত।

নিম্বার্ক নামটির নিগূঢ় অর্থ

নিম্বার্ক নামটি যে গভীর অর্থব্যঞ্জক, তাত্ত্বিক বিচারেও তাহা দেখা যাইবে। ঐরূপ বিচার বিশ্লেষণে ইহার চারিটি সুসঙ্গত অর্থ পাওয়া যায়। প্রথম—নিম্ব শব্দের সাধারণ অর্থ যেমন নিম্ববৃক্ষ, তেমনই লক্ষণা দ্বারা ইহার অর্থ সংসারও করা যাইতে পারে। নিম্ববৃক্ষের পত্র, পুষ্প, বল্কল, সমস্তই তিক্ত আস্বাদযুক্ত, সংসারও তেমনই অসুখকর। সংসারের যাবতীয় ভোগ্যবস্তু সকলের ভোগফল তিক্তই। অতএব নিম্ব শব্দের সংসার অর্থ করিয়া "নিম্বায় অর্ক" (সূর্য্য) = নিম্বার্ক—এইরূপ চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস করিলে সংসারের (সংসারী জীবের) অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূর করার জন্য সূর্য্যস্বরূপ বলিয়া তিনি নিম্বার্ক।

দ্বিতীয়ঃ—"নিম্বে অর্ক"—এইরূপ সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস করিলেও ঐরূপই অর্থ হয়। অর্থাৎ সূর্য্য যেমন সংসারের অন্ধকারকে দূর করেন তদ্রূপ এই পৃথিবীতে (সংসারে) যিনি অবস্থান করিয়া সংসারাবদ্ধ জীবের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করেন তিনিই নিম্বার্ক।

তৃতীয়ঃ—ঐরূপ সপ্তমী তৎপুরুষ সমাসে এইরূপও অর্থ করা যায় যে "নিম্বে (সংসারে) অর্ক—পরমাত্মা"—অর্থাৎ যিনি সংসারের সকলের মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে বর্ত্তমান আছেন, তিনি নিম্বার্ক। এখানে নিম্বার্ক শব্দের অর্থ পরমাত্মা ধরা হইয়াছে। শ্রীসুদর্শন ভগবানের স্বরূপ শক্তি —তাঁহার অভিন্ন অংশ। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য সেই সুদর্শনেরই অবতার।

২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতএব তিনিও তত্ত্বতঃ পরমাত্মস্বরূপ। "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" (ভাগবত ১১-১৭-২৭) শ্রীভগবানের এই উক্তি হইতেও বিশ্বগুরু আচার্য্যগণ, স্বরূপতঃ ভগবানই অর্থাৎ পরমাত্মাই—এইরূপ অর্থ কখনও অসঙ্গত হয়না।

চতুর্থঃ—"প্রাণো বা অর্কঃ" (শতপথ ১০।৪।১।২৫) এই প্রমাণ দ্বারা অর্ক শব্দে প্রাণকেও বুঝায়, অতএব "নিম্বস্য অর্ক" এই ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে নিম্বের অর্থাৎ সংসারের অর্ক অর্থাৎ প্রাণ এই অর্থে যিনি সংসারের প্রাণ স্বরূপ তিনিই নিম্বার্ক। এতৎ সমস্ত বিচার বিশ্লেষণের ফল এই যে, নিয়মানন্দের "নিম্বার্ক" নামটি গভীর অর্থব্যঞ্জক।

৺রাজমোহন নাথ বি. ই. তত্ত্বভূষণ মহাশয় নিম্বার্ক নামের এই তত্ত্বটীকে ছন্দোবদ্ধ ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। সেই কবিতাটীর নাম "নিম্বার্ক রহস্য", এখানে তাহা উদ্ধৃত হইল ঃ—

নিম্বার্ক রহস্য

মধ্যন্দিন সূর্য্য "বিষ্ণু" ঋগ্বেদে খ্যাত।
গোরূপী কিরণে বিশ্ব করে সঞ্জীবিত॥
পুড়ায় মারে ও রক্ষে করে আকর্ষণ।
নিয়মিত ঘুরে চক্র সদা সুদর্শন॥
এ জগৎ নিম্বসম রসময় তিক্ত।
তাতে কিন্তু মধু পায় যে হয় বিরক্ত॥
এজগৎ সত্য বটে, ব্রহ্ম যথা সত্য।
নিম্বের আর এক মধু ভেদাভেদ তত্ত্ব॥
তাইত নিয়মানন্দ নিম্বেরো আরক।
সুদর্শনরূপী তিনি জগৎ ধারক॥
নিম্বার্কদর্শন তত্ত্ব বুঝ এই সার।
নিম্ববৃক্ষে সূর্য্য শোভে দূরী অন্ধকার॥

("বাসুদেব"—১৩৬৭ সন শ্রাবণ সংখ্যা)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অরুণঋষির আশ্রমের বর্ণনা ও তথায় শ্রীনিম্বার্কের বাল্যলীলা ও দীক্ষা লাভ

গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের পাদদেশে স্থিত অরুণঋষির আশ্রমটি অতি মনোহর। ইহা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলা নিকেতন। আশ্রমের বৃক্ষ, লতা, কুঞ্জ, উপকুঞ্জ, ইত্যাদির শোভা অপূর্ব্ব। কুন্দ, মল্লিকা, চামেলী, গোলাপ, বেলী, নীবার, শেফালিকা, মালতী, মাধবী, জুঁই, কদম্ব ইত্যাদি প্রস্ফুটিত কুসুম আশ্রমের অনুপম শোভা বিস্তার করিয়াছে। ঐ সকল পুষ্পের সৌরভে আশ্রমটি সুরভিত। আশ্রমের অদূরে কয়েকটি স্বচ্ছসলিলা সরোবর রহিয়াছে। তাহাতে শ্বেত, নীল ও রক্তকমল ও কুমুদসমূহ প্রস্ফুটিত হইয়াছে এবং কলহংস সারসাদি পরম আনন্দে ক্রীড়া করিতেছে। তীরের বৃক্ষসমূহে বিবিধ পক্ষী সকলের সুমধুর রবে মনে হইতেছে যেন তাহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের গুণগানই করিতেছে। ভ্রমরসকল পুষ্পসমূহের চতুর্দ্দিকে গুণ্‌গুণ্‌ শব্দে শ্রীকৃষ্ণগুণ কীর্ত্তন করিতে করিতেই যেন উড়িয়া বেড়াইতেছে। আর কোকিলগণ কুহুধ্বনি ও ময়ূরসমূহ পরমানন্দে নৃত্য করিতে করিতে কেকারবে যেন ব্রজবিহারীরই অভিনন্দন করিতেছে। আশ্রমের চতুর্দ্দিকে কদম্ব কেরিল, তমাল, খদির, শাল, বিল্ব, খর্জ্জুর, তাল প্রভৃতি নানাজাতীয় বৃক্ষসকল সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবার্থেই যেন বহুদূর পর্য্যন্ত শোভায়মান হইয়া আছে। গোবর্দ্ধন গাত্র হইতে কল-নাদিনী নির্ঝরিনী সকল সেই সর্ব্বলোক নমস্য শ্রীভগবানের চরণকমল-যুগল প্রক্ষালনের নিমিত্তই বুঝি প্রবাহিত হইতেছে। আশ্রম ও তাহার চতুর্দ্দিকের দৃশ্য অতি অপূর্ব্ব। তথাকার আকাশ বাতাস সবই দিব্য এবং অপার্থিবভাবে পরিপূর্ণ। আশ্রমের গাভীসকল কামধেনুস্বরূপা, বৃক্ষগণ কল্পবৃক্ষ, এবং প্রস্তরাদি সাক্ষাৎ চিন্তামণি স্বরূপ। সিংহ ব্যাঘ্রাদি জন্তুসকল চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে, ও গর্জ্জন করিতেছে কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাদিগের মধ্যে হিংসা নাই। এখানে মনুষ্য, গোসমূহ ও সিংহ ব্যাঘ্রাদি একত্র বাস করিতেছে, যেন পরস্পর পরস্পরের মিত্র। এখানে ক্রোধলোভাদি একেবারে বিদূরিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতও এই স্থানের বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন ঃ—

"যত্র নৈসর্গ দুর্ব্বৈরাঃ সহাসন্ নৃ মৃগাদয়ঃ।
মিত্রাণীবাজিতাবাস-দ্রুতরুট্তর্শকাদিকে॥ (শ্রীমদ্ভাঃ ১০ম স্কঃ ১২ অঃ ৬০)!

—এখানে স্বাভাবিক বৈরভাবাপন্ন মনুষ্য ও সিংহ ব্যাঘ্রাদি পশু প্রভৃতি মিত্রের ন্যায় মিলিত হইয়া বাস করিতেছে। শ্রীভগবানের লীলাভূমি এই স্থান হইতে ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্রোধ লোভ হিংসাদি দূরীভূত হইয়া গিয়াছে। *

তদানীন্তনকালে গোবর্দ্ধনের চতুর্দ্দিকের অরণ্যের মধ্যে কোন কোন স্থলে ব্রজের গোপ-গোপীগণের বাসস্থান ছিল, শ্রীকৃষ্ণগত প্রাণ তাঁহারা তথায় পরমানন্দে শ্রীকৃষ্ণগুণগান করিতে করিতে গোচারণ করিতেন।

---

* পূর্ব্বাচার্য্য রচিত "স্বধর্ম্মাধ্ব বোধ" নামক গ্রন্থেও গ্রন্থকার এই আশ্রমের বিস্তৃতরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা হইতে কয়েকটি শ্লোকাংশ ও শ্লোক মাত্র এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

"নিম্বাশ্রমো নাম বিশালবৈভবো।
দেবর্ষিশিষ্যস্য সুদর্শনাত্মনঃ॥ ১৬॥
কান্তঃ সজাতীয়বসুন্ধরারুহাং।
কুঞ্জৈশ্চ নানাবিধচিত্রবৈভবৈঃ॥ ২৭॥
শ্রীরাধিকাকৃষ্ণ কথাং যথা মিথঃ শৃণ্বন্তিরেকৈকশ এব বাচকৈঃ॥৬৫॥
দেবদ্রুমাঃ পঞ্চ সতোঽপ্যনিচ্ছতঃ সন্তোষয়ন্তোঽনুসরন্তি বৈভবৈঃ।
গাবো ব্রজস্থা অপি কামধেনবঃ সাক্ষাচ্চ চিন্তামনয়স্তথোপলাঃ॥৯১॥
নিম্বার্কস্য ভগবতঃ আশ্রমহার্দ্দবাচকঃ।
ক্লেশং পশ্যতি ন ক্বাপি মমতামাশ্রমে দধৎ॥১৯০॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপ গোপীগণ মধ্যে মধ্যে এই আশ্রমে ভগবদ্‌বিগ্রহ, ঋষিদম্পতী ও শ্রীনিম্বার্ককে দর্শনের জন্য আসিতেন।

আশ্রমে যাঁহারা আসিতেন তাঁহাদেরই দিব্যভাবের উদয় হইত। গোপীগণ যখন দর্শন করিতে আসিতেন তখন শ্রীনিম্বার্ককে দর্শন করিলেই তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রেম উদ্বেল হইয়া উঠিত, তাঁহারা সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ রূপেই তাঁহাকে দর্শন করিতেন এবং পরমানন্দে নৃত্য করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের লীলা গুণগান করিতেন। গোপগণও আশ্রমে আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিলেই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপেই তাঁহাকে দেখিতে পাইতেন এবং পরমানন্দে তাঁহারাও নৃত্য করিতে করিতে উচ্চকণ্ঠে গোবর্দ্ধন ধারণ, কালীয়দমন ইত্যাদি লীলাসমূহ গান করিতেন। শ্রীনিম্বার্ক সেই নৃত্য ও গান শ্রবণ করিয়া সমাধিস্থ হইয়া যাইতেন। বাহ্যজ্ঞান হইলে পরে পিতামাতাকে বলিতেন—"ইঁহারা কেমন ভাবের সহিত নৃত্যগীত করেন উহা শুনিয়া আমি বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলি"।—এইরূপ বলিয়া গোপ গোপীদের প্রশংসা করিতেন। অরুণ ঋষি ও জয়ন্তীমাতাও গোপ গোপীগণের পরমানন্দে নৃত্য গীত দর্শন ও শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইতেন এবং তাঁহাদিগকে ভগবৎপ্রসাদ দিয়া আনন্দ লাভ করিতেন।

গোপ গোপীগণ তখন তাঁহাদিগকে বলিতেন—"আপনারা মহা ভাগ্যবান্। আপনারা আমাদের পরম প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকেই পুত্ররূপে পাইয়াছেন। ইঁহাকে দেখিলে আমাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের উদ্বেল হয়, আমরা নয়ন ফিরাইতে পারিনা। যতই দেখি ততই দেখিতে ইচ্ছা হয়। ইঁহার রূপ আমাদের নয়নকে মধুময় করিয়া দিতেছে, ইঁহার মৃদু মধুর বাক্য আমাদের কর্ণে যেন অমৃত বর্ষণ করিতেছে।" তাঁহারা প্রত্যহ গোধূম, দুগ্ধ, ফল ইত্যাদি নিম্বার্কের জন্য ঋষিদম্পতীর নিকট দিয়া যান। এইভাবে শ্রীনিম্বার্ক গোপ গোপীগণের পরম প্রিয়তম হইয়া গেলেন। কিন্তু শ্রীনিম্বার্কের কাহারও প্রতি, এমনকি পিতামাতার প্রতিও কোনও প্রকার মোহ নাই। তিনি সর্ব্বাবস্থায় নির্লিপ্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় তিনি জাগতিক সর্ব্বাবস্থার অতীত স্বস্বরূপে স্থিত। স্নান, ভোজন বা অন্য কোনও বিষয়ে তাঁহার স্পৃহা নাই, সব সময়েই যেন কাঁহার ধ্যানে নিমগ্ন। কৃষ্ণ কথা ভিন্ন অন্য কোনও কথা বলেন না। বেদ, শ্রুতি ইত্যাদি ও ভগবত্তত্ত্ব বিষয়ে অতি গূঢ় রহস্যসমূহ পিতার সহিত আলাপ করেন এবং আলাপের শেষে বলেন—"পিতঃ কৃষ্ণকথাই সর্ব্বসার।" কখনও এমন হয় যে পিতা তাঁহারও অজ্ঞাত, অচিন্ত্য, অতি সুগভীর শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বালক পুত্রের মুখে শ্রবণ করিয়া বিস্মিত—স্তম্ভিত হন। তখন, দেবীর গর্ভে এক মহা জ্যোতি প্রবেশের কথা ও নিম্বার্কের জন্ম সম্বন্ধীয় আকাশবাণী তাঁহার স্মরণ হয়। সেই সব স্মরণ হওয়া মাত্র পুত্রের প্রতি বাৎসল্যভাব দূর হইয়া যায় ও ভক্তিভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

শ্রীনিম্বার্কের দীক্ষা

এই ভাবে কিছুকাল অতীত হইলে একদিন অকস্মাৎ দেবর্ষি নারদ বীণাবাদন সহকারে হরিগুণ গান করিতে করিতে আকাশ মার্গ হইতে আশ্রমে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়াই নিম্বার্কের পিতা-মাতা ভক্তির সহিত প্রণাম করিলেন ও আসন প্রদান করিলেন। তিনি আসনে উপবেশন করিলে পাদ্য অর্ঘ্যাদির দ্বারা পূজা করিলেন। দেবর্ষি নারদও অতি প্রসন্নতার সহিত সেই ঋষিদম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন জ্যোতিষ্মান্ বালক শ্রীনিম্বার্ক আসিয়া দেবর্ষি নারদের চরণ বন্দনা করিলে দেবর্ষি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সেই দিব্য বালক ঋষির সমীপে নম্রভাবে উপবিষ্ট হইলেন।

দেবর্ষি নারদ শ্রীনিম্বার্কসম্বন্ধে তাঁহার পিতা অরুণ ঋষিকে বলিলেন—"ঋষিবর! তোমাদের এই পুত্রকে মনুষ্য মনে করিবে না। ইঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়াই জানিবে। এই মর্ত্ত্যলোকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানবগণকে, বিশেষতঃ নাস্তিক পাষণ্ডদিগকে সদুপদেশ দ্বারা সৎপথে আনয়ন করিয়া উদ্ধার করার জন্য এবং সৎসম্প্রদায় প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত শ্রীভগবানের আদেশে ভগবান্ হইতে অভিন্ন তাঁহারই সুদর্শন চক্র তোমাদের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। * লৌকিক ব্যবহার অনুসারে আমি তাঁহাকে দীক্ষা ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য দিয়া পূর্ণ ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করার জন্য তোমার আশ্রমে আগমন করিয়াছি।" এইরূপ বলিয়া দেবর্ষি নারদ কিছুক্ষণ হরিগুণ গান করিলেন। এই সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তথায় আবির্ভূত হইলেন। দেবর্ষি নারদের মুখে হরিগুণ গান শ্রবণ করিয়া ও শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া শ্রীনিম্বার্কের সর্ব্বাঙ্গ সাত্ত্বিকভাবে পূর্ণ হইয়া গেল এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের চরণে পতিত হইয়া সমাধিস্থ হইয়া গেলেন। সমাধি ভঙ্গ হইলে দেখিলেন দেবর্ষি নারদের পার্শ্বে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। দেবর্ষি নারদের পার্শ্বেই শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে তিনি আনন্দে বিভোর হইয়া গেলেন এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎকার করাইয়াছেন সেই গুরু দেবর্ষি নারদের নিকট আন্তরিক ভাবসকল ব্যক্ত করিয়া তাঁহার কৃপা প্রর্থনা করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতিতেই দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে আদর পূর্ব্বক ক্রোড়ে বসাইয়া মন্ত্রের দ্বারা দীক্ষা দানে আত্মসাৎ করিলেন।+ নৈষ্ঠিক

---

* এইজন্য শ্রীনিম্বার্কশিষ্য শ্রীঔদুম্বরাচার্য্য লিখিয়াছেন :—

"তুভ্যং নমঃ কৃষ্ণনিদেশভাজে শ্রীকৃষ্ণসর্ব্বপ্রতিমানুকর্ত্রে।
আদ্যাবতারায় গিরেরিতায় চাচার্য্যরূপায় সুদর্শনায়॥"

(শ্রীনিম্বার্ক বিক্রান্তি—১১)

—অনুবাদ :—যিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাপালনকারী, শ্রীকৃষ্ণের সকল অবতারের চরিত্রসমূহের অনুকরণকারী, আগম-নিগমাদি শাস্ত্র প্রতিপাদ্য, সেই আদ্যাবতার আচার্য্যরূপী শ্রীসুদর্শন আপনাকে নমস্কার করি।

+ এই কথাই ঔদুম্বরাচার্য্য নিম্বার্ক বিক্রান্তিতে বর্ণনা করিয়াছেন—

"দেবর্ষিবর্য্যস্য সুগায়তস্তে মূর্ত্তেঃ সমক্ষং মধুরং রসাঢ্যম্।
সা সাত্ত্বিকাবিষ্টসমস্তগাত্রা জাতপ্রতিষ্ঠা স্বসমাজমধ্যে॥ ৩৭ শ্লোক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মচর্য্যব্রতে তাঁহার দীক্ষা হইল। সম্যগ্ ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিয়া তাহার ধারা অব্যাহত রাখিবার জন্য তিনি বিশেষভাবে তাঁহার মধ্যে গুরুশক্তি সঞ্চার করিলেন। স্বীয় গুরু সনৎকুমারের নিকট তিনি যে ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাই এক্ষণে তিনি শ্রীনিম্বার্ককে প্রদান করিয়া স্নেহবিগলিত কণ্ঠে বলিলেন—"বৎস যে ব্রহ্মবিদ্যা তোমাকে উপদেশ করিলাম, সাধন দ্বারা তাহা অনুভব কর। বিদ্যার ধারণ এবং স্ফুরণ সাধন সাপেক্ষ, অতএব সুকঠোর তপস্যায় ব্রতী হও। এই আশ্রমই তোমার তপস্যার সাধন পীঠ বলিয়া নির্দ্ধারিত। সাধনায় সিদ্ধ হইলে সিদ্ধমনোরথ তোমার নামেই তখন এই আশ্রম প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। ভগবৎ আদেশ পালন করিয়া আমার কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল। এক্ষণে আমি স্বধামে ফিরিয়া যাইতেছি।" এইরূপ বলিয়া সকলের সম্মুখেই তিনি অন্তর্হিত হইলেন।

যিনি সাক্ষাৎ সুদর্শন অবতার এবং বাল্যকালেই সূর্য্যকে নিম্ববৃক্ষের

অঙ্ঘ্র্যাঃ পপাত ব্রজবাসনিষ্ঠা কৃষ্ণস্য বৃক্ষা অপি সংস্থিরা বা
মূর্চ্ছাবসানে প্রতিমামুখেন সংপ্রার্থয়ামাসিথ সংততং ত্বম্॥ ৩৮॥
শ্রীকৃষ্ণসাক্ষাৎকরণং চ পার্শ্বে দেবর্ষিমাস্পৃশ্য পদোঃ স্বকেন।
সৌরীব সূর্য্যস্য সমীহিতংচ সংসাদ্য হার্দ্দং স্বগুরূপদিষ্টম্॥ ৩৯

—অর্থাৎ, মধুর রসাঢ্য হরিগুণ গানকারী দেবর্ষি নারদের মূর্ত্তির সন্নিকটে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে শ্রীনিম্বার্ক পতিত হইলেন। তখন তাঁহার সমস্ত দেহ সাত্ত্বিকভাবে পূর্ণ হইয়াছিল। সেই শ্রীনিম্বার্ক স্বকীয় ভাগবত সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। ব্রজবাসে নিষ্ঠাবান্ বৃক্ষগণের ন্যায় (অর্থাৎ ব্রজ ভূমিতে সদা অবস্থিত বৃক্ষগণের ন্যায়) তিনি (তাঁহার শরীর) শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলে পতিত হইয়া স্থির হইয়া গেলেন। মূর্চ্ছার অবসানে তিনি আপনার আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল স্পর্শ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে অবস্থানকারী, সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকারকারক স্বীয় গুরু দেবর্ষি নারদের নিকট হইতে উপদিষ্ট মন্ত্ররাজ প্রাপ্ত হইয়া তিনিকৃতার্থ হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকট আকর্ষণ করিয়া রাত্রিকে দিন করিতে পারেন, তাঁহার দেবর্ষি নারদের নিকট দীক্ষাগ্রহণ, ব্রহ্মবিদ্যা লাভ, তীর্থপর্য্যটন, ব্রহ্মসূত্র, উপনিষৎ, গীতাদির ভাষ্যরচনা, অন্যান্য সারগর্ভ গ্রন্থ প্রণয়ন ইত্যাদি সমস্তই লৌকিক ব্যবহার মাত্র। তাই নিম্বার্কশিষ্য ঔডুম্বরাচার্য্য স্তুতি করিতে গিয়া বলিয়াছেন ঃ—

"হে ভগবান্ গুরুদেব! আপনার কলেবর সদা সকলের ধ্যেয়, এই মর্ত্ত্যলোকে সদা শাস্ত্রমর্য্যাদা নির্ব্বাহের নিমিত্ত আপনার শ্রুত্যর্থ শিক্ষা। শ্রুতিপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া আপনি যে দেবর্ষির শিষ্য তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য আপনি এই ধরাতলে আবির্ভূত হইয়াছেন। ব্রহ্মাদি দেবগণের শিক্ষাদাতা পরমাত্মার নিঃশ্বাসস্বরূপ বেদপ্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম যেমন সান্দীপন মুনির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন তদ্রূপ আপনিও দেবর্ষি নারদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া এই জগতে "স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ", "আচার্য্যদেবো ভব" ইত্যাদি বেদোপদিষ্ট গুরুশিষ্যভাবের সুদৃঢ়রূপে শিক্ষা দিয়াছেন এবং শ্রীগুরুর চরণসেবার আদর্শ জগৎকে দেখাইয়া দিয়াছেন। সেই দেবর্ষি নারদের শিষ্য শ্রীনিম্বার্ককে আমি নমস্কার করি।*

---

* "এবং সদা ধ্যেয়কলেবরস্ত্বং দেবর্ষিশিষ্যত্বমিহৈক্ষয়িষ্যন্।
ঐতিহ্যনির্ব্বাহকৃতে সদাবিঃ শ্রুত্যর্থশিক্ষী ভগবন্ গুরোঽভূঃ॥
আম্নায়নিঃশ্বাসবরৌ প্রভূ বা কাশ্যেশিষ্যত্বমজাদিশিক্ষৌ।
দেবর্ষিশিষ্যায় নমো নমস্তে তস্মৈ নমস্তে শ্রুতিরক্ষকায়॥"
শ্রীনিম্বার্ক বিক্রান্তি—৪২।৪৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীনিম্বার্কের সুকঠোর তপস্যা, ধর্ম্ম প্রচার ও অলৌকিক লীলা প্রকাশ

অতঃপর শ্রীনিম্বার্ক "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" এইরূপ দুর্জ্জয় অবিকম্প সঙ্কল্প লইয়া সুকঠোর তপশ্চরণে ব্রতী হইলেন। দিন, সপ্তাহ, মাসব্যাপী সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত, আবার সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয়ের অধিকাংশ সময়ই অবিচ্ছিন্ন ভাবে তাঁহার তপস্যা চলিয়াছে। আহার ভুলিয়াছেন, নিদ্রার তো কথাই নাই, দেহজ্ঞান বিরহিত প্রায়। আহারের মধ্যে তিনি কেবলমাত্র নিম্বফলমাত্র ভক্ষণ করিতেন।* তাঁহার এই সুকঠোর তপস্যা তথাগতের প্রাণপাত সঙ্কল্পের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

—"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ং চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥" (ললিত বিস্তর)

—'এই আসনে আমি বসিলাম, এই আসনে আমার শরীর শুষ্ক হইয়া যাউক এবং ত্বক্, অস্থি, মাংস খসিয়া পড়ুক। কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি আর এইখান হইতে উঠিব না।' শ্রীনিম্বার্কের সাধন সঙ্কল্পও এইরূপই ছিল।

ভগবৎ দর্শন যেমন দুর্লভ, তেমনই সহজও বটে, কারণ, চাহিলে মিলে। তাঁহার দিকে এক পা আগাইয়া গেলে তিনি দশ পা আগাইয়া আসেন। মিলে শুধু আন্তরিকতায়; ভগবান্ আমার প্রাণের প্রাণ,

* শ্রীনিম্বার্ক বিক্রান্তি ১২৪ ও ২১৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকে ছাড়িয়া আমি বাঁচিতে পারি না—এই বোধে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলে তাঁহার আসন টলে, তিনি আসেন। মন, প্রাণ নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া দিয়া তাঁহার আবাহনই তাঁহাকে পাইবার উপায়।

নিম্বার্কের সাধনা প্রাণের সাধনা—সর্ব্বস্ব দানের সাধনা। রিক্ত নিঃস্বের হৃদয়েই তিনি আসন পাতেন—পাতিলেনও। শ্রীনিম্বার্ক আত্মজ্ঞান লাভে সিদ্ধ মনোরথ হইলেন। আর কিছুই তাঁহার পাওয়ার বাকী রহিলনা। সকল পাওয়ার শেষ পাওয়া—

"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ॥" (গীতা-৬।২২) সকল পাওয়ার শেষ পাওয়া তিনি পাইয়াছেন। তিনি পূর্ণকাম, আত্মারাম।

শ্রীনিম্বার্কের তীর্থভ্রমণ, ধর্ম্ম প্রচার ও লীলা প্রকাশ

পাওয়া ত দেওয়ারই জন্য, এইবার দিতে হইবে। তীর্থ ভ্রমণ উপলক্ষ্যে দেওয়ারই আয়োজন। সাধারণের তীর্থভ্রমণ চিত্তশুদ্ধির জন্য, আর পূর্ণকাম মুনি তীর্থভ্রমণ করেন তীর্থশুদ্ধির জন্য। পাপীতাপীর সংস্রবে তীর্থ মালিন্য প্রাপ্ত হয়, সাধুসন্ত তীর্থভ্রমণ দ্বারা সেই মালিন্য অপহরণ করেন। তীর্থ সকল সাধুসন্তের বিচরণ স্থল হওয়ায় তীর্থযাত্রী সাধুসঙ্গ লাভের সুযোগ প্রাপ্ত হয়।

শ্রীনিম্বার্ক পদব্রজে তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে চলিয়াছেন। পরম রমণীয় ও কমনীয় সেই মূর্ত্তি, ধর্ম্মের মূর্ত্ত বিগ্রহ। তাঁহার চলার পথে দুই দিকে যেন করুণার অমৃত প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে। তাঁহার দর্শন যেন অমৃতের পরশন। কি এক দিব্য আকর্ষণে আবালবৃদ্ধবণিতা তাঁহার দিকে ছুটিয়া চলে। স্পর্শে অমৃত আস্বাদনের দিব্য অনুভূতি হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। মনের মালিন্য দূরীভূত হয়। আত্মসমর্পণের আকুতি লইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দলে দলে নরনারী তাঁহার নিকট দীক্ষাপ্রার্থী হয়। তিনি কাহাকেও বঞ্চিত করেন না—ফিরাইয়া দেননা। এমনি করিয়া কারুণ্যামৃতের ধারা বহাইয়া তিনি তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার উপস্থিতিতে অধর্ম্মের কোলাহল স্তব্ধ হইয়া ধর্ম্মের বিজয় ভেরী বাজিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি গুরুশক্তির সাক্ষাৎ মূর্ত্ত বিগ্রহ। পাপী-তাপী উদ্ধারের জন্যই ত তাঁহার নরদেহ ধারণ। ভারতের পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণব্যাপী তীর্থে তীর্থে তাঁহার এই পাপী উদ্ধারের লীলা যেন রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাটের দিগ্বীজয়ী অভিযান। সম্রাটের দিগ্বিজয়ে থাকে আত্মপ্রতিষ্ঠার বিরাট ঔদ্ধত্য, আর মহাপুরুষের দীক্ষাদানে থাকে আত্মোৎসর্গের মহান্ ব্রত। দুইয়ে কত না প্রভেদ—কত না পার্থক্য—আকাশ পাতাল ব্যবধান। এমনি করিয়া তিনি দেশ হইতে দেশান্তরে ধর্ম্মের এই বিজয় কেতন উড়াইয়া চলিয়াছেন। এইভাবে চলিতে চলিতে তিনি অবশেষে পদ্মনাভপুরীতে আসিয়া উপস্থিত হন।

তথাকার সজ্জনগণ ও বিদ্বান্‌গণ সাক্ষাৎ কৃষ্ণস্বরূপ জানিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করিলেন—"তত্রাগতং ত্বাং সুজনাঃ সবিদ্যা অভ্যাননন্দুঃ পুরি কৃষ্ণমদ্ধা" (শ্রীনিম্বার্ক বিক্রান্তি ৮৪)। নগর ভাঙ্গিয়া তাঁহাকে দর্শনের জন্য লোক আসিতে লাগিল এবং তাহারা তাঁহাকে দর্শন করিয়া নিজদিগকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিল।

কিন্তু পদ্মনাভবিমুখ আসুরী প্রকৃতিক কতকগুলি লোক তাঁহাকে অভিনন্দিত করিল না। অধিকন্তু বিদ্রূপ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে তাঁহার কোনও বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। তিনি সকলের প্রতিই বাৎসল্য ও সমভাব ধারণ করিলেন। অনন্তর তিনি চতুর্দ্দিকে প্রাচীরাদি আবরণ রহিত এক তপোবনে গিয়া আসন স্থাপন করিলেন। সেই আসুরী প্রকৃতিক দুর্জ্জনগণ তাহাদের প্রতি তাঁহার এই বাৎসল্যপূর্ণ সমভাব দেখিয়া লজ্জিত হইয়া ঐ সময় চুপ করিয়া থাকিলেও পরে তাঁহার যোগৈশ্বর্য্য ও বিদ্যাবত্তা দেখিয়া সহ্য করিতে পারিল না। তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাদের নিকট চক্ষুশূল স্বরূপ, অতএব তাহারা তাঁহাকে প্রাণে হত্যা করিয়া সেই শূল উৎপাটন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। রাবণ, শিশুপাল এবং দুর্য্যোধন ত যুগে যুগে বর্ত্তমান। হিংসা হিংসাকে, বিদ্বেষ বিদ্বেষকে এবং জিগীষাবৃত্তি জিগীষাবৃত্তিকে জাগ্রত করে। প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পাপকর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু যেখানে জিগীষা নাই, প্রেম দানই যাঁহার ধর্ম্ম, সেখানে অধর্ম্ম হতবল হইয়া যায় বলিয়া তাহা পাপ কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেনা, হিংসাভাব আসে না। যেখানে আমিই তুমি এবং তুমিই আমি সেখানে কে কাহাকে হিংসা করিবে? শ্রুতি কি বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করেন নাই?—

"যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥ (ঈশোপনিষৎ-৬)

—যিনি সমস্ত ভূতই আত্মাতে এবং সমুদায় ভূতে আত্মাকে দর্শন করেন, তিনি আর ঘৃণা করিবেন কাহাকে?" তাঁহার দর্শন সম্বন্ধে গীতায় ভগবান্‌ও বলিয়াছেন ঃ—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ (গীতা-৬।২৯)

—সর্ব্বত্র সমদর্শী যোগযুক্ত পুরুষ আত্মাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত দেখেন।" কাজেই তাঁহার দ্বেষ আর কাহার উপর আসিবে? অসুর প্রকৃতি লোকের দর্শন এইরূপ নহে—বৈরী ভাবেই দর্শন সর্ব্বত্র, কাজেই অনিষ্ট চেষ্টা ত তাহারা করিবেই, যতক্ষণ না তাহাদের উষর হৃদয় ক্ষেত্রে কারুণ্যামৃত সিঞ্চিত হইয়া ভক্তিবীজ উপ্ত হয়।

কত না অলৌকিক ঘটনার মধ্য দিয়া সময়ে সময়ে ধর্ম্মপ্রচার কার্য্য, বিস্তার লাভ করে। এইরূপ একটি অলৌকিক ঘটনা (যাহা নিম্বার্ক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিক্রান্তিতে বর্ণিত হইয়াছে তাহা) শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের ধর্ম্মপ্রচার বিষয়ে আমরা সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করিতেছি।

একদা শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য সেই তপোবনের একান্ত স্থানে এক যজ্ঞ-ডুমুর গাছের নীচে বসিয়া ভগবদারাধনা করিতেছিলেন। সেই সময় সেই দুর্জ্জন ব্যক্তিগণ তাঁহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়া সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া তিনি তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্র করিলেন। তাঁহার দৃষ্টি প্রথমে তাহাদিগের নেতার উপর পড়িল। এমন সময় ঐ যজ্ঞডুমুর বৃক্ষ হইতে একটি ফল পতিত হইয়া তাঁহার চরণে গিয়া লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে ফলটি দ্বিখণ্ডিত হইয়া তাহার মধ্য হইতে এক দিব্যকান্তি পুরুষ আবির্ভূত হইলেন। উদুম্বর ফল হইতে এই পুরুষ আবির্ভূত হওয়ায় তাঁহার নাম হইল "ঔদুম্বরাচার্য্য"।

শ্রীঔদুম্বরাচার্য্য স্বয়ং তাঁহার রচিত "শ্রীনিম্বার্ক বিক্রান্তি গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যেমন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্পর্শ হওয়া মাত্র কৃকলাস (গিরগিটি) ও সর্প অতি বিচিত্র দুই গন্ধর্ব্ব স্বরূপ হইয়াছিল, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের চরণ স্পর্শমাত্র সর্প (সর্পরূপী নহুষ) দিব্যরূপ ধারণ করিয়াছিল এবং ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের চরণস্পর্শমাত্র শিলাখণ্ড অহল্যারূপ ধারণ করিয়াছিল এবং তাঁহারা বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক সুশোভিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ, হে নিম্বার্ক ভগবন্! যজ্ঞডুমুর বৃক্ষ হইতে তাহার ফল পতিত হইয়া আপনার চরণ স্পর্শমাত্র তাহা হইতে আপনারই সমান রূপবান্ ও আপনারই পরিচারক ঔদুম্বরাচার্য্য (আমি) আবির্ভূত হইয়াছি। এইরূপ আপনারই সমান রূপদাতা আপনাকে নমস্কার—

"পৎপৃষ্ঠ আত্মীয়সখো বভূব হ্যৌদুম্বরো জন্তুরিবাত্মরূপঃ।
কৃষ্ণস্য যদ্বৎ কৃকলাসসর্পৌ গন্ধর্ব্বমুখ্যাবতিচিত্ররূপৌ॥
শ্রীধর্ম্মসূনোরিব সর্পরাজো রামস্য যদ্বচ্চ শিলা হ্যহল্যা।
দেদীপ্যমানা সুবিমানবিষ্টা তস্মৈ নমস্তে সমরূপদাত্রে॥"

(শ্রীনিম্বার্কবিক্রান্তি ৯০—৯১)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতি অদ্ভুত ও অভাবনীয় এই ঘটনা দুর্ব্বৃত্তগণকে চমকিত করিল, কিন্তু তাহাদের দুষ্প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হইল না। তাঁহাকে বধ করিবার ইচ্ছা ত্যাগ করিতে না পারিয়া তাহারা এক কৌশল অবলম্বন করিল। বন হইতে স্তূপীকৃত শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ করিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে সজ্জিত করিয়া দিল। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য ধ্যান নিমগ্ন ছিলেন, কাজেই কিছুই জানিতে পারিলেন না। দুর্ব্বৃত্তগণ সেই সজ্জিত কাষ্ঠখণ্ডে অগ্নি প্রদান করিল। দেখিতে দেখিতে অগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। অগ্নির প্রদীপ্ত লেলিহান শিখার মধ্যে আচার্য্য অদৃশ্য হইয়া গেলেন, তাঁহার মৃত্যু অবধারিত জানিয়া দুর্ব্বৃত্তগণ কার্য্যসিদ্ধির আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিয়ৎকাল পরে কাষ্ঠরাশি ভস্মসাৎ হইয়া গেলে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। তখন দেখা গেল—আচার্য্য অক্ষত দেহে প্রসন্ন বদনে তেজপুঞ্জ কলেবরে বিরাজমান। সর্ব্বভুক্ অগ্নি তাঁহার কোনও অনিষ্ট সাধন করিতে পারে নাই। এও কি সম্ভব? এ যে অঘটন ঘটিল! দুর্ব্বৃত্তগণ ভয়ে ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। আচার্য্য নির্ব্বিকার, তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইয়াছে—কাহারও প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ নাই—করুণার অমৃতনির্ঝরিণী তাঁহার দৃষ্টি হইতে ঝরিতেছে। অবিশ্বাস্য, অভাবনীয় এই দৃশ্য। কিন্তু ভক্তের অপমান ভগবান্ সহিবেন কেন? "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"—এতো তাঁহারই উক্তি। আবার তিনি একথাও বলিয়াছেন—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" (গীতা ৪।৮)

"বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্" বাক্যের সার্থকতা সম্পাদনার্থে ভগবান্ নৃসিংহমূর্ত্তিতে তখন সেখানে আবির্ভূত হইলেন। ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে দুর্ব্বৃত্তগণকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে প্রাণভয়ে ভীত তাহারা উপায়ান্তর না দেখিয়া আচার্য্যের শরণাপন্ন হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। করুণার মূর্ত্ত বিগ্রহ আচার্য্য তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া আশ্বস্ত করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তের সম্মান রক্ষিত হওয়ায়, সুতরাং নৃসিংহ দেবের আবির্ভাবের প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়ায় তিনি তাঁহার মহাকালরূপ সংবরণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।*

জৈনগণের উৎসবে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের গমন ও অলৌকিক ঘটনা

একস্থানে বেদবিরোধী জৈনগণের এক মহোৎসব হইতেছিল। এই উৎসবে বিভিন্ন দেশীয় জৈনগণকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। ভারতের প্রায় সর্ব্বস্থানের জৈনগণ নিমন্ত্রণ পাইয়া এই উৎসবে আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন। এই উৎসবে বেদবিরোধী প্রচার দ্বারা সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণকে পথভ্রষ্ট করিয়া স্বীয় মতে আনয়নের বিশেষ প্রযত্ন করা হইতেছিল। বাহ্য আড়ম্বর দেখিয়া জনসাধারণ দলে দলে ঐ উৎসবে আসিয়া জৈনগণের বক্তৃতা শ্রবণ করিতে লাগিল। তাহাদের মনোরঞ্জক বেদবিরুদ্ধ যুক্তি শ্রবণ করিয়া অনেকে তাহাদের সেই যুক্তি মানিয়াও লইতেছিল। একদা শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য ধর্ম্মপ্রচার করিতে করিতে যখন সেই স্থানের নিকট পৌঁছিলেন, তখন অনেক সনাতন ধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া ও তিনি প্রতাপশালী সর্ব্বশাস্ত্র নিষ্ণাত আচার্য্য জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ঐ জৈনগণের উৎসবের সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহাদের নিকট সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত হইয়া তিনি শিষ্যগণসহ তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া প্রথমে উৎসবের জন্য নির্ম্মিত সরোবর হইতে জল আনিবার জন্য তাঁহার এক শিষ্যকে সঙ্কেত করিলেন। তাঁহার অঙ্গে তিলক, কণ্ঠে তুলসীর মালা ইত্যাদি দেখিয়া তাঁহার প্রতি দ্বেষ ভাব আসায় জৈনগণ সরোবর হইতে জল আনিতে দিলেন না এবং তাঁহার বিরুদ্ধে নানা কথা বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন।

*শ্রীনিম্বার্ক বিক্রান্তি গ্রন্থের ৯২—৯৫ শ্লোকে এই ঘটনাটি বর্ণিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য বলিলেন—"তোমরা যদি জল না লইতে দাও তাহা হইলে আমি তাহা লইব না, কিন্তু একটু দাঁড়াইবার স্থান দিবে তো ? তোমাদের এই স্থানে আমার একটু দাঁড়াইয়া থাকিতেও কি তোমাদের আপত্তি আছে ?" জৈনগণ তাঁহার দৃঢ়তার সহিত গাম্ভীর্য্যপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিবার সময় তাঁহার এক অদ্ভুত মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া 'তাঁহার মধ্যে নিশ্চয়ই বিশেষ ঐশ্বর্য্য আছে' এইরূপ মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন সেই সময় শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য তাঁহার চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখের দ্বারা ভূমি হইতে একটু মৃত্তিকা উঠাইবা-মাত্র ঐ স্থান হইতে এক মহানদীর উৎপত্তি হইল। ঐ নদী এমন প্রবল বেগে প্রবাহিত হইল যে তাহার স্রোতে তাহাদের সেই উৎসব স্থল ডুবিয়া গেল এবং জৈনগণের অনেককে ভাসাইয়া লইয়া গেল। শিষ্যগণ সহ শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য তখন যেন এক পর্ব্বতের শিখরে দাঁড়াইয়া আছেন এইরূপ দেখাইতে লাগিল। স্রোতের জল এত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে চতুর্দ্দিক্ হইতে জল বৃদ্ধি পাইতে পাইতে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের চরণ স্পর্শ করার জন্যই যেন ঐ নদীর বেগ বৃদ্ধি পাইতেছে মনে হইতে লাগিল। তখন তিনি ঐ নদীর জলের দিকে সৌম্য দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার বেগ থামাইয়া দিলেন এবং যেজন্য ঐ নদীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন সেই কার্য্য শেষ হইয়া যাওয়া মাত্র অগস্ত্য ঋষি যেমন সমুদ্রের সমস্ত জল পান করিয়া লইয়াছিলেন তদ্রূপ শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যও ঐ নদীর সমস্ত জল শোষণ করিয়া লইয়া নদীকে লুপ্ত করিয়া দিলেন।

ঐ নদীর প্রচণ্ড প্রবাহে অনেক জৈন ভাসিয়া গিয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন। তাঁহাদের শবদেহ বিভিন্নস্থানে পড়িয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা শিষ্ট ছিলেন তাঁহারাও অশিষ্টগণের সঙ্গহেতু দুঃখকষ্ট ভোগ করিলেও জীবিত ছিলেন। তাঁহারা "ত্রাহি ত্রাহি" বলিতে বলিতে প্রার্থনা সহকারে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন

৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদের প্রার্থনানুসারে মৃত জৈনগণকে জীবনদান করিলেন। তখন জৈনগণ সকলে একত্রিত হইয়া তাঁহার চরণে পতিত হইলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া দীক্ষাদানের জন্য প্রার্থনা করিলেন। তাঁহাদের গর্ব্ব চূর্ণ হওয়ায় দীনতা আসিয়াছে দেখিয়া শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য তাঁহাদিগকে বৈষ্ণবী দীক্ষা প্রদান করিলেন। তাঁহারা তাঁহার শিষ্য হইয়া নিজদিগকে কৃতার্থ বোধ করিলেন। তদনন্তর তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য-শিষ্য ঔতুম্বরাচার্য্য লিখিয়াছেন ঃ—

"ভগবান্ শঙ্করের স্তুতি করিলে তিনি প্রসন্ন হইয়া করুণাপূর্ণ দৃষ্টি-দ্বারা যেমন স্বকীয় জনসমূহকর্ত্তৃক নিহত দক্ষাদির যেখানে সেখানে পতিত শবসমূহ হইতে তাঁহাদিগকে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যেমন কালীয়দহের বিষমিশ্রিত জলপানে মৃত গোপগণকে জীবন দান করিয়াছিলেন, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র যেমন রাবণাদি রাক্ষসগণ দ্বারা হত বানরদিগকে এবং দেবাসুর সংগ্রামে মৃত দেবগণকে যেমন দেবগুরু বৃহস্পতি ও মৃত অসুরগণকে যেমন শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন—তদ্রূপ মৃত জৈনগণকেও যে আপনি জীবনদান করিয়াছেন, সেই আপনার আমি শরণাপন্ন হইলাম ; অজ্ঞানরূপ সর্প কর্ত্তৃক দষ্ট আমাকে রক্ষা করুন।

'কুত্রাপি শিষ্টৈঃ সমিতঃ প্রপন্নৈঃ
সঞ্জীবয়ামাসিথ চাবসন্নান্॥
সংস্তুত্য কারুণ্য দৃশেব রুদ্রঃ
স্বধ্বস্তদক্ষাদিশবান্ প্রসন্নঃ।
কৃষ্ণোঽহিখিন্নানহিমূর্চ্ছিতান্ বা
শ্রীরাম আত্মীয়নিয়ম্যবর্গান্॥
দেবাঽসুরাণাং চ গুরূইবেশা—
বাত্মীয়শঃ শিষ্যসমূহবর্গান্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তং ত্বা প্রপদ্যে মৃতজীবনেশ—
মজ্জানসর্পাগ্রবিদষ্টং মাব ॥
প্রস্থাপ্য শিষ্যাংস্তু বিধায় জৈনান্
সম্পাদ্য দেবর্ষেরিব প্রপন্নান্ ।
সদ্ধর্ম্মদোষেণ বিদগ্ধকাশান্
সম্পন্নগঙ্গত্বকরোঃ কৃতার্থান্ ॥

(শ্রীনিম্বার্ক বিক্রান্তি ১১৫-১১৮)

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের অপর শিষ্য শ্রীগৌরমুখাচার্য্যও তাঁহার স্তবে এই রূপই বর্ণনা করিয়াছেন যথা ঃ—

"ভগবতে নমস্তুভ্যং নিম্বাদিত্যায় তে নমঃ ।
জৈনস্থানসমুদ্ধর্ত্তুং জলস্পর্শনিষেধিতঃ ॥
চরণস্পর্শমাত্রেণ বাহয়ামাস তাং নদীম্ ।
ভগবান্ বামনো যদ্বদ্গঙ্গাং ত্রিপথগামিনীম্ ॥
নিম্বার্কায় নমস্তস্মৈ জৈনস্থানবিমজ্জিনে ।
প্রপন্নান্ পালয়িষ্যংশ্চ শোষয়ামাস তাং নদীম্ ॥
উদীর্ণান্ সাগরান্ সপ্ত যথৈব কুম্ভসম্ভবঃ ।
নিম্বার্কায় নমস্তস্মৈ প্রপন্নপালিনে নমঃ ॥
স্থলং চ জলতাং নীত্বা জলং চ স্থলতাং পুনঃ
নিষেধং বিপরীতত্বং‍্পাষণ্ডমূলহীনতাম্ ॥
প্রপন্নান্নির্ভয়ত্বঞ্চ নিরাস্থানত্বমাস্থিতান্ ।
আচার্য্যতাবিধানেন শিষ্যতাং কাংশ্চিছুত্তমান্ ॥

(শ্রীনিম্বার্ক বিক্রান্তির হিন্দী অনুবাদে উদ্ধৃত ৬৪-৬৯ শ্লোক)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীনিম্বার্কের দ্বারকাধাম গমন ও ব্রজধামে প্রত্যাবর্ত্তন

বৈষ্ণবতীর্থ দ্বারকাধাম নিম্বার্কীয় বৈষ্ণবগণের স্বধাম বলিয়া গণ্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মধ্য ও অন্ত্যলীলাস্থল এই ধাম। পদ্মনাভপুরী হইতে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য দ্বারকাধাম অভিমুখে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে যে সব স্থানে বিশ্রামার্থ অবস্থান করিয়াছেন সেই সব স্থানে কত না অদ্ভুত লীলা ঘটিয়াছে। ত্রিতাপদগ্ধ শরণার্থী নরনারীকে আশ্রয়দানে কৃতার্থ করিয়াছেন। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, নগর হইতে নগরান্তরে নিরঙ্কুশ ভাবে ধর্ম্মের প্রচার ও প্রসার করিয়া চলিয়াছেন। এই ভাবে চলিতে চলিতে অবশেষে দ্বারকাধামে—স্বধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই ধামের প্রধান সংস্কার শঙ্খচক্রাদি তপ্তমুদ্রা-ধারণ। সনকাদিঋষি প্রবর্ত্তিত এই সংস্কার পরমকল্যাণসাধক। শ্রীসনকাদি কুমারগণ দ্বারকাধামে এই তপ্তমুদ্রা ধারণের নিয়ম করেন। দেবর্ষি নারদ পূর্ব্বাচার্য্য সনকাদির প্রবর্ত্তিত এই নিয়ম পালন করিয়া সম্প্রদায়ের আদর্শ রক্ষা করেন। এক্ষণে আচার্য্য নিম্বার্ক ও পরমগুরু ও স্বীয় গুরুর আদর্শ অনুসরণ করতঃ তপ্তমুদ্রা ধারণ করিলেন এবং পরম্পরাক্রমে তাহা চিরস্থায়ী করার সুদৃঢ় ব্যবস্থা করিলেন। (শ্রীনিম্বার্ক বিক্রান্তি ১০৩-১০৪)

এই দ্বারকাধামেই আছে পরম পবিত্রস্থান "গোপী তালাও"। গোপীকারা এইখানেই দেহত্যাগ করেন। এইস্থানের মৃত্তিকাকে গোপী-চন্দন বলা হয়। গোপীচন্দন দ্বারা বৈষ্ণবগণ দ্বাদশাঙ্গে পরম কল্যাণকর তিলক রচনা করিয়া থাকেন। তপ্তমুদ্রা ধারণ এবং স্বীয় অঙ্গে তিলক-রচনার মাহাত্ম্য বহুশাস্ত্রেই কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ধাম চারিটি যথা—জগন্নাথ, রামেশ্বর, দ্বারকা ও বদরিনারায়ণ। যদিও চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের নিকট চারিধামই মহাতীর্থ, তথাপি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিম্বার্কীয় বৈষ্ণবগণ দ্বারকাধামকেই তাঁহাদের স্বীয় ধাম বলিয়া মানিয়া আসিতেছেন। আচার্য্য শ্রীনিম্বার্ক দ্বারকা ধামে শ্রীকৃষ্ণের অতীত লীলা সকল প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। ভগবল্লীলা নিত্যলীলা, তাহার উচ্ছেদ নাই। বড় আনন্দে তাঁহার দিনগুলি কাটিতে লাগিল। এইভাবে চারিধাম এবং অন্যান্য তীর্থ সকল দর্শন করিয়া পরিশেষে তিনি ব্রজধাম অভিমুখে ফিরিয়া চলিলেন।

শ্রীনিম্বার্কের ব্রজধামে প্রত্যাবর্ত্তন

দীর্ঘকাল পরে আচার্য্য ব্রজধামে ফিরিয়া আসিলেন। ইতিমধ্যে পিতামাতা লোকান্তরিত হইয়াছেন। সাধনোচিত ধাম প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা কৃতার্থ হইয়াছেন। শ্রীনিম্বার্কেরও সাধন ভজনের প্রয়োজন শেষ হইয়াছে, এক্ষণে তিনি নিত্যযুক্ত। তবু শরণাগত শিষ্যশিষ্যাগণকে স্বধর্ম্মে ধ্যান ধারণাদি কর্ম্ম নিরত রাখিবার জন্য, অর্থাৎ লোক সংগ্রহার্থ অধিকাংশ সময়ই তিনি পূজা-অর্চ্চনা, ধ্যান-ধারণা ও শাস্ত্রানুশীলনে অতিবাহিত করেন। ঔডুম্বরাচার্য্যও তাঁহার সঙ্গে ব্রজধামে আসিয়াছেন। শিষ্যের প্রধান কার্য্য গুরুসেবা। তিনি এ বিষয়ে সতত তৎপর। আচার্য্যের সাধনপীঠ অরুণাশ্রম এক্ষণে নিম্বার্কাশ্রম নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

স্থূল দেহে ভগবান্ যে সকল লীলা করিয়া থাকেন তাঁহার অপ্রকটিত অবস্থায়ও সেই সকল লীলা নিত্যই বর্ত্তমান্ থাকে। অজ্ঞানান্ধ মানব তাহা দেখিতে পায়না সত্য, কিন্তু সাধনায় সিদ্ধমনোরথ চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির তাহা অতীতের স্মৃতিমাত্র নহে—প্রত্যক্ষীভূত সত্য। আচার্য্য নিত্যই সেই সকল লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া দিব্য ভাবে ও নিত্যানন্দে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। তাঁহার সেই অপ্রাকৃত ভাব দর্শনে আশ্রমাগত নরনারী মাত্রই পরমানন্দ অনুভব করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিগ্বিজয়ী বিদ্যানিধির পরাজয় ও শ্রীনিম্বার্কের শিষ্যত্ব গ্রহণ

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য তীর্থ-ভ্রমণে যেখানেই গিয়াছেন, সেখানেই তাঁহার জয়জয়কার ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। তিনি কাহারও প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া অথবা জিগীষা বৃত্তি লইয়া কোথায়ও গমন করেন নাই। তাঁহার দিব্যভাব-মণ্ডিত অপরূপ রূপ, স্বভাব সৌন্দর্য্যই লোক সকলকে আকর্ষণ করতঃ তাঁহার শ্রীচরণকমলে আনিয়া পাতিত করিয়াছে। আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহারা শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। সাধারণতঃ দিগ্বিজয় বলিলে যাহা বুঝায় অর্থাৎ জিগীষাবৃত্তির চরিতার্থতা, এ তাহা নহে। তাহা হইলেও তাঁহার তীর্থভ্রমণ এক অর্থে দিগ্‌বিজয়ই বলা যাইতে পারে।

সেই সময়ে বিদ্যানিধি নামক এক ধুরন্ধর পণ্ডিত দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। এই অভিলাষ পূরণের জন্য তিনি যখন যেখানে গমন করিয়াছেন, সেখানেই আচার্য্যের জয় জয়কার শ্রবণ করিয়া যেমনই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন, তেমনই হইয়াছেন ঈর্ষ্যান্বিত। হৃদয়ে তাঁহার জিগীষাবৃত্তি ভীষণ রূপ ধারণ করিল। যেমন করিয়াই হউক, আচার্য্যকে পরাভূত করিতেই হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি অন্যান্য স্থান ভ্রমণে বিরত হইয়া বহু শিষ্য সহ আচার্য্যের অন্বেষণে ব্রজধাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। চলিতে চলিতে অবশেষে ব্রজধামে গিরিগোবর্দ্ধনের পাদদেশে নিম্বার্কাশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আচার্য্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন—"আমি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছি। যে যে স্থানে গমন করিয়াছি, সেই সেই স্থানের পণ্ডিত সকলকে শাস্ত্র বিচারে পরাভূত করিয়া আমার বিজয় কেতন উড্ডীন করিয়াছি; এক্ষণে আপনার সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করি। এ বিষয়ে আপনাকে আহ্বান করিতেছি। আপনি আসুন, বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আচার্য্য বিদ্যানিধির অভিপ্রায় অবগত হইয়া ধীরভাবে কহিলেন—"প্রথমে আমার শিষ্য ঔদুম্বরাচার্য্যের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হউন। যদি তাহাকে পরাভূত করিতে পারেন তবে আমার সঙ্গে বিচার হইবে।" পাণ্ডিত্যাভিমানী বিদ্যানিধি এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন, কিন্তু তাচ্ছিল্যের সহিত। তাঁহার মনের ভাব—"ইহাকে পরাভূত করা এমন কি কঠিন ব্যাপার। এক্ষেত্রে আমার জয় যে সুনিশ্চিত তাহা ধরিয়াই লওয়া যায়।" অতএব বিদ্যানিধি ঔদুম্বরাচার্য্যের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। কে মধ্যস্থ হইবে এই প্রশ্ন উঠিলে আচার্য্যকেই মধ্যস্থ মানা হইল। বিচার চলিয়াছে, কোনও পক্ষই পাণ্ডিত্যে কম নহে। একের প্রশ্নের অন্যে উত্তর দিতেছেন, সমস্যার সমাধান করিতেছেন! কে হারে কে জিতে, বিজয়লক্ষ্মী কাহার কণ্ঠে জয়মাল্য দিবেন—শ্রোতৃবৃন্দ দোদুল্যমান চিত্তে ঔৎসুক্যের সহিত তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। ঔদুম্বরাচার্য্য শুধু পণ্ডিতই নহেন, গুরুকৃপায় আত্মবিৎও; আত্মবিতের নিকট কোন্ রহস্যই বা গোপনীয় থাকে? শাস্ত্র স্নেহময়ী জননীর ন্যায় সমস্ত গূঢ় রহস্যই তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়া থাকেন। গুরুকৃপায় ঔদুম্বরাচার্য্য নিখিল শাস্ত্রার্থ করামলকবৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি গুরুশক্তির বিশেষ প্রকাশ—মূর্ত্তবিগ্রহ। বিদ্যানিধি পাণ্ডিত্যে হীন ছিলেন না, কিন্তু অনুভবলব্ধ সত্যজ্ঞানে তিনি বঞ্চিত ছিলেন। কাজেই বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার অল্পক্ষণ পরেই তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। পাণ্ডিত্যাভিমান চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ধূলিসাৎ হইল। বুঝিলেন আত্মজ্ঞানলব্ধ আচার্য্যের নিকট পাণ্ডিত্য ধূলিমুষ্টির ন্যায় অকিঞ্চিৎকর। এই পরাজয়ে বিদ্যানিধির সত্যদর্শন উপজাত হইল। যথার্থ গুরুশক্তিলাভ ভিন্ন আত্মজ্ঞান যে সুদূরপরাহত তাহা তিনি বুঝিলেন। কিন্তু ঔদুম্বরাচার্য্যকে শাস্ত্র ও গুরুশক্তির সাক্ষাৎ মূর্ত্তবিগ্রহ বলিয়া দর্শন করায় পরাজয়ের গ্লানি তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইল না। তিনি ইহাও বুঝিলেন যে গুরু শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের শক্তিতেই শিষ্য ঔদুম্বরাচার্য্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তিমান্। ভেদাভেদ সিদ্ধান্তকেই ঔতুম্বরাচার্য্য বিদ্যানিধির নিকট বিচার-যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন এবং একমাত্র ঐ সিদ্ধান্তেই যে সর্ব্বশাস্ত্রের সমন্বয় সাধিত হয় তাহা প্রদর্শন করিলেন। বিদ্যানিধি সিদ্ধান্তের যুক্তিবত্তা ও সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া পরাজয়ে দুঃখিত না হইয়া আনন্দিতই হইলেন এবং অনতিবিলম্বে শ্রীনিম্বার্কচার্য্যের পদতলে পতিত হইয়া শরণ গ্রহণ করিলেন। "শিষ্যস্তেহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্" বলিয়া আচার্য্যকে গুরুত্বে বরণ করিলেন। আচার্য্য করুণার মূর্ত্ত বিগ্রহ। কৃপা করিবার জন্য সতত উন্মুখ। তিনি তখন বিদ্যানিধিকে স্বীয় স্বরূপ দর্শন করাইলেন। বিদ্যানিধি আচার্য্যের শরীরে বিশ্বরূপ দর্শন করিলেন। দর্শন করিয়া তিনি স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া ভাবগদগদকণ্ঠে আচার্য্যের মহিমা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। সেই বর্ণনার কয়েকটি শ্লোকার্থ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। বিদ্যানিধি বলিলেন—

হে ভগবন্! আপনি বিশ্বাত্মক—বিশ্বাধার। অনন্তস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরীরে কুন্তীপুত্র অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের ন্যায় আমিও দেখিতেছি—আপনার মধ্যে আপনি এই সমস্ত জগৎকে যথাবস্থিতরূপে ধারণ করিয়া আছেন।"

"আপনার বিশ্বরূপ শরীরে আধার আধেয়, অঙ্গ অঙ্গী, নাম নামী, গুণ গুণী, ক্রিয়া ক্রিয়াবান, সমস্তেরই সমাহার প্রত্যক্ষ করিতেছি। স্বরূপতঃ আমিও যে আপনার অঙ্গীভূত অংশমাত্র তাহাও বুঝিতেছি। এই সত্যানুভূতি হইতে আমার নিশ্চয় জ্ঞান জন্মিয়াছে যে চেতনাচেতন, স্থূলসূক্ষ্ম, উত্তম অধম, সমস্ত জগতের অন্তর ও বাহিরে আপনিই বিরাজমান রহিয়াছেন, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই মন্ত্রের অভিধেয় আপনিই।"

"আপনি পাপীর শাস্তা। তাই চক্রাবতার আপনার তেজোরূপ বহ্নি আমার হৃদয়ের সমস্ত পাপ দগ্ধীভূত করিয়াছে, আমার চিত্তমল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দূরীভূত হইয়াছে, এক্ষণে আমি নিষ্পাপ হইয়াছি। আমার শুদ্ধচিত্তে আপনার স্বরূপ ও প্রভাব প্রতিভাত হওয়ায় আমার সর্ব্ববিধ অজ্ঞানান্ধকার দূর হইয়াছে, আপনি আমার অন্তশ্চক্ষু খুলিয়া দিয়াছেন। দেখিতেছি কি মূর্খই না আমি, দেহাত্মবুদ্ধিতে অভিমানের উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়া জিগীষাবৃত্তি লইয়া দেশ হইতে দেশান্তরে ঘুরিয়া মরিয়াছি। এক্ষণে সেই অভিমান চূর্ণ হইয়াছে। বিষয়ভোগের হেয়ত্ব অনুভূত হওয়ায় হৃদয়ে বৈরাগ্য উপজাত হইয়াছে, ভগবদ্দর্শনে লোলুপ হইয়াছি ; প্রপন্ন দাস আমাকে দীক্ষা ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য দানে কৃতার্থ করুন। ভগবান্ সনৎকুমার দেবর্ষি নারদকে ও মহারাজ পৃথুকে, বরাহ ভগবান্ শরণাগত কন্যা পৃথিবীকে এবং দেবর্ষি নারদ গর্ভাবস্থায় প্রহ্লাদকে যে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন, আমাকে সেই তত্ত্বজ্ঞান কৃপাপূর্ব্বক প্রদান করুন। আমি দাসরূপে ভৃত্যরূপে আপনার আদেশ সতত পালন করিব।*

---

* সন্ধার্য্যমাণং সমমাত্মনেদং বিশ্বাত্মনি ত্বয্যনুপর্য্যয়েণ।
ধিষ্ণ্যে স্বকেঽপশ্যমহং যথা কঃ কৌন্তেয়মুখ্যো ভগবত্যনন্তে॥
(শ্রীনিম্বার্ক বিক্রান্তি ১৩৯)

ঔত্তম্যমাদৃশ্য কনিষ্ঠতাভিঃ স্থূলত্ব-সূক্ষ্মত্ব-বিশেষশেষৈঃ।
সামান্য চৈতন্যজড়ত্বনিষ্ঠৈঃ সর্ব্বত্বমেব হৃভিধেয়মন্ত্রঃ॥
আধারমাধেয়মথাঙ্গমঙ্গিনং নামিনং নামগুণং গুণাঢ্যম্।
কর্ম্মক্রিয়াবন্তমিহ ত্বপশ্যং বিশ্বাত্মকে কৃষ্ণজনানুরক্তঃ॥
এবঞ্চ সর্ব্বে ত্বয়ি বিশ্বাধারে দৃষ্ট্বা সমস্তং জড়জঙ্গমে বৈ॥
(শ্রীনিম্বার্কবিক্রান্তি ১৮৯—১৯১)

ত্বত্তেজসা দগ্ধসমস্তপাপশ্চক্ররূপেণ সুতপ্তপৃষ্ঠঃ।
শুদ্ধান্তরাত্মাঽবগতানুভাব ঐতিহ্যমর্হামি সতাং প্রসাদাৎ॥
(ঐ—২০০)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার এই আর্ত্তিসহকারে আত্মসমর্পণ শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের গুরুশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিল। তিনি বিদ্যানিধিকে পঞ্চসংস্কার প্রণালীতে দীক্ষা ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য প্রদান করিয়া গুরুশক্তির কারুণ্যামৃতধারায় অভিষিঞ্চিত করিলেন। গুরুপরম্পরা শ্রবণ করাইয়া ঋষিধারায় অন্তর্ভূক্তির সংস্কারসকল দৃঢ়ীভূত করিলেন। বিদ্যানিধির নূতন নামকরণ হইল "শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য।"

দীক্ষার পর শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য কাতরতার সহিত করুণ স্বরে তাঁহার শ্রীগুরুদেব শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের স্তুতি করিলেন। * যথা—

"জয় জয়েঙ্গিতজ্ঞাতা নিয়মানন্দ আত্মবান্।
নিয়মেন বশে কুর্ব্বন্ ভগবন্মার্গদর্শকঃ ॥ ১ ॥
পাষণ্ডদ্রুমষণ্ডানাং দাহকঃ পাবকোপমঃ।
গর্ব্বপর্ব্বতদম্ভোলিঃ কাম্যকর্ম্মাহিপক্ষিরাট্ ॥ ২ ॥
মত্তবাদিগজেন্দ্রাণাং পঞ্চাননমহোজ্জ্বলঃ।
কামাদি বিষয়াব্ধীণাং শোষকঃ কুম্ভসম্ভবঃ ॥ ৩ ॥
ভক্তৌষধিলতানাং চ পোষকশ্চন্দ্রশীতলঃ।
সম্প্রদায়প্রবোধায় দীপকো ধ্বান্তনাশকঃ ॥ ৪ ॥
সংসারকূপমগ্নানাং করালম্বনদায়কঃ।
সুশীতলমনা নিত্যং মাধুর্য্যেন বিরাজতে ॥ ৫ ॥

দুর্ব্বারসংসারনিবারণার্থং নির্ব্বিঘ্নচিত্তং সবিবর্ত্তনিষ্ঠম্।
ব্যর্থোদ্যমং ব্যর্থদিশাদিঢোকং ত্বং মাং স্বশিষ্যং কুরু নৈষ্ঠিকং বা ॥
(ঐ—২০৭)

বীণাকরং কৃষ্ণনিদেশভাজং পুত্রীং পৃথুং কুং শরণাগতাঞ্চ
প্রহ্লাদবত্তেষু নিবেদিতাত্মা কর্ত্তাহস্মি শিক্ষাং সততং সচেতাঃ ॥
(ঐ—২০৮)

* এই স্তুতিটি "লঘুস্তবরাজ" নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীপুরুষোত্তম-প্রসাদ প্রণীত "গুরুভক্তিমন্দাকিনী" নামক ব্যাখ্যা সহ ইহা কাশীর 'চৌখাম্বা সংস্কৃত সীরিজ' অফিস হইতে ১৯১৯ খৃঃ অব্দে মুদ্রিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুখদাতা ভবচ্ছেত্তা তাপত্রয়বিনাশকঃ।
শ্রীকৃষ্ণপূজনানন্দী সর্ব্বদা শুদ্ধবেশবান্ ॥ ৬ ॥
আনন্দাশ্রুকলাপূর্ণঃ সানুরাগসুধান্বিতঃ।
অহং মমেতি দৌর্জ্জন্যনাশকো বুদ্ধিদঃ স্বয়ম্ ॥ ৭ ॥
স্বস্য লাবণ্যমাধুর্য্যপোষকশ্চানুবর্ত্তিনাম্।
নিতরাং শাঠ্যহর্ত্তা চ ধাতা সর্ব্বভয়াপহঃ ॥ ৮ ॥
অমানী মানদো মান্যো ভাবকো ভাবধারকঃ।
সর্ব্বসংশয়ভেত্তা চ সর্ব্বাগমবিশারদঃ ॥ ৯ ॥
কালকর্ম্মগুণাতীতঃ সর্ব্বদাচারতৎপরঃ।
শ্রীকৃষ্ণকৃপাপাত্রং প্রেমসম্পুটপুষ্কলঃ ॥ ১০ ॥
তারুণ্যং বয়সা প্রাপ্তো ন বিকারমনাঃ ক্বচিৎ।
এতৎ সুমহিমা কোঽপি বিরলো দৃশ্যতে ভুবি ॥ ১১ ॥
কিং দুরাপাদনং তেষাং কৃষ্ণমার্গানুবর্ত্তিনাম্।
অসিদ্ধমপি সিদ্ধং স্যাৎ তৎকৃপাপাঙ্গবীক্ষণৈঃ ॥ ১২ ॥
ত্যক্তসর্ব্বদুরাচারঃ কৃষ্ণচর্য্যাপরিগ্রহঃ।
ভাবনাশুদ্ধঃ সর্ব্বত্র পক্ষপাতবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৩ ॥
সত্যবাক্ সত্যসঙ্কল্পঃ কৃতসিদ্ধান্তনির্ণয়ঃ।
বৃদ্ধসেবী বৃদ্ধিকর্ত্তা ভর্ত্তা সর্ব্বস্য পালকঃ ॥ ১৪ ॥
মন্দানাং শাঠ্যনির্ব্বর্ত্তা সর্ব্বসৌভাগ্যদায়কঃ।
আচারবৈরিণো হন্তা কার্য্যসিদ্ধিপ্রদায়কঃ ॥ ১৫ ॥
আচারভ্রষ্ট জীবাণাং শনৈর্যুক্ত্যা প্রবোধয়ন্।
ভগবন্মার্গশুদ্ধ্যা চ কৃতার্থীকৃতভূতলঃ ॥ ১৬ ॥
হতলোকোঽয়মজ্ঞঃ স্যাৎ বর্ত্তমানে বিভাবসোঃ।
আচার্য্যরূপিণঃ সম্যক্ জাড্যশীতেন দাহ্যতে ॥ ১৭ ॥
সত্যবাক্যং চ শৃণুত ত্যক্ত্বা তর্ক বিতর্কতাম্।
আচার্য্যশরণং যাত কলৌ নিস্তারহেতবে ॥ ১৮ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তানুগ্রহকর্ত্তা চ সর্ব্বসৌখ্যপ্রদঃ শুভঃ ।
বালবোধী কৃপাদৃষ্টির্নির্ব্বৃত্তরহিতঃ পরঃ ।।১৯।।
আকারো ভক্তিমার্গস্য ভেদরত্নসমন্বিতঃ ।
অনন্তভাবভক্তিশ্চ লভ্যতেঽত্র সমাহিতঃ ।।২০।।
স্বার্থহীনঃ পরার্থী চ মহোদারদয়ানিধিঃ ।
যৌবনৈশ্বর্য্যসামগ্রী যেন বিষ্ণৌ নিবেদিতা ।।২১।।
আচার্য্যো বিষ্ণুরূপো হি পুরাণেষ্বিতি নির্ণয়ঃ ।
নিগ্রহানুগ্রহাভ্যাং বৈ শ্রীকৃষ্ণেন সমানতা ।।২২।।
হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন প্রসাদ্যঃ সর্ব্বদেহিনাম্ ।।২৩।।
আচার্য্যে মানুষী বুদ্ধির্ন কর্ত্তব্যা কদাচন ।
অস্মাভিঃ শ্রেয় ইচ্ছদ্ভির্যতঃ স্থানং হি শ্রেয়সাম্ ।।২৪।।
যস্মিন্নহনি যর্হ্যেব করোতি কৃপয়াত্মসাৎ ।
তর্হ্যেব সর্ব্বসিদ্ধিঃ স্যান্ন কাঙ্ক্ষা তিথিবারয়োঃ ।।২৫।।
পঞ্চসংস্কারদায়ী চ মমোদ্ধর্ত্তা ভবার্ণবাৎ ।
তেষাং প্রত্যুপকারার্হো ন কোঽপি জগতীতলে ।।২৬।।
কশ্মলক্রোধগ্রস্তোঽহমবিদ্যাগ্রন্থিপীড়িতঃ ।
মামুদ্ধর জগন্নাথ চিরকালস্য দুঃখিনম্ ।।২৭।।
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি ত্বত্তোঽন্যন্ন হি দৈবতম্ ।
সর্ব্বে স্বার্থপরিভ্রষ্টা দৃশ্যন্তে জগতীতলে ।।২৮।।
অনন্যশরণত্রাতা রক্ষকঃ শরসম্মতঃ ।
নিরয়ক্লেশসন্ত্রস্ত আগতোঽস্মি তবান্তিকে ।।২৯।।
বেদনাং গর্ভসম্বন্ধং নাশয়ামি ত্বদনুগ্রহাৎ ।
তথা সাধয় মাং দেব পাহি পাহি কৃপানিধে ।।৩০।।
বিধ্যবিধী ন জানামি ন জানামি ত্বদর্চ্চনম্ ।
স্বীয়ানুগ্রহভাবেন মনস্কামং প্রপূরয় ।।৩১।।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়তাচারহীনোঽহং কামুকো লোভলম্পটঃ।
নিয়মানন্দদাসোঽয়মিত্যাকর্ণ্য গিরাং প্রভো ॥৩২॥
যথা ন লজ্জসে ধীমন্ তথা সম্পাদয় ক্রমাৎ।
তবাবতারো ভূতানাং লোকদ্বয়বিধায়কঃ ॥৩৩॥
ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
যচ্ছিরসি স্থিতো নাম নিয়মানন্দ ইত্যপি ॥৩৪॥
দেবনন্থ্যাং সমাশ্লিষ্টঃ শোভী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরঃ।
নিস্পৃহো নির্ম্মমঃ শান্তঃ পূর্ব্বাচারসমন্বিতঃ ॥৩৫॥
গম্ভীরমতির্গোস্বামী স্বাশ্রয়ানাং সুখাবহঃ।
দ্বন্দ্বাতীতস্বভাবশ্চ কার্পণ্যহরণোৎসুকঃ ॥৩৬॥
বেদাধ্যয়নবিখ্যাতঃ পরমার্থপরায়ণঃ।
শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়দাসশ্চ শ্রীকৃষ্ণে কৃতমানসঃ ॥৩৭॥
বৈষ্ণবৈঃ শ্লাঘনীয়শ্চ বৈষ্ণবানাং প্রিয়ঙ্করঃ।
বৈষ্ণবপ্রিয়সর্ব্বার্থো বৈষ্ণবৈকপরায়ণঃ ॥৩৮॥
বৈষ্ণবোদ্বেগহারী চ সদা বৈষ্ণবদুঃখহা।
শোভাঢ্যো বৈষ্ণবাকীর্ণঃ শোভতে উড়ুরাড়িব ॥৩৯॥
বালো লাল্যস্ত্বয়া স্বামিন্ দেশকালবিমোহিতঃ।
ন জানামি ন জানামি কীদৃশো মহিমা তব ॥৪০॥
লঘুস্তবেন ভো নাথ ভো আচার্য্যশিরোমণে।
দাসোঽয়মিতি মাং জ্ঞাত্বা ভক্তিং দেহি পদাম্বুজে ॥৪১॥

ইতি শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যবিরচিতং লঘুস্তবরাজস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—হে নিয়মানন্দ! আপনি আপনার গুরু দেবর্ষি নারদ ও শ্রীভগবানের সকল ইঙ্গিত (সর্ব্বাভিপ্রায়) অবগত আছেন, আপনি আত্মস্বরূপে সদা প্রতিষ্ঠিত ও ভগবদ্বিমুখ উন্মার্গগামিগণকে স্বীয় অসাধারণ ঐশ্বর্য্যের দ্বারা বশীভূত করিয়া ভগবন্মার্গ প্রদর্শন কারী ; আপনার জয় হউক, জয় হউক ।১।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনি পাষণ্ডরূপ বৃক্ষসমূহের দাহক হওয়ায় অগ্নিসদৃশ, (অর্থাৎ অগ্নি যেমন বৃক্ষসমূহকে সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ করিয়া তাহাদের অস্তিত্ব লোপ করে, তদ্রূপ আপনি স্বীয় ঐশ্বর্য্য দ্বারা পরাস্ত করিয়া পাষণ্ডগণের অস্তিত্ব লোপকারী), গর্ব্বরূপ পর্ব্বতের ছেদনে বজ্রস্বরূপ এবং কাম্য কর্ম্মরূপ সর্পের পক্ষে পক্ষীরাজ গরুড়সদৃশ ।২।

মতবাদিরূপ গজেন্দ্রগণের পরাভবে আপনি ক্রোধোদ্দীপ্ত নৃসিংহস্বরূপ এবং কামক্রোধাদি ও বিষয়সমূহরূপ অগাধ ও দুস্তর সমুদ্রের শোষক অগস্ত্য স্বরূপ ।৩।

আপনি ভক্তিরূপ ওষধিলতাসমূহের পোষক শীতলচন্দ্রস্বরূপ, এবং সম্প্রদায়ানুগামিগণের অজ্ঞানস্বরূপ অন্ধকার নাশপূর্ব্বক জ্ঞানপ্রকাশের নিমিত্ত অন্ধকার নাশকারী প্রদীপস্বরূপ ।৪।

আপনি ভাগবত ধর্ম্ম উপদেশ দ্বারা সংসাররূপ কূপে মগ্ন জীবগণেব উদ্ধারকর্ত্তা এবং সদা সুশীতলমনা ও মাধুর্য্যগুণে বিভূষিত ।৫।

আপনি সর্ব্বজীবের সুখদাতা, জন্মমরণরূপ সংসারবন্ধনের ছেদন-কারী, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তাপত্রয়ের বিনাশকারী, শ্রীকৃষ্ণপূজনানন্দী ও সদা শুদ্ধবেশধারী ।৬।

আপনি সদা ভগবদনুরাগরূপ সুধাযুক্ত, সদা আনন্দাশ্রুধারায় পূর্ণ, আশ্রিতজনের দেহাত্মাভিমান ও পুত্রবিত্তাদিতে মমত্বাভিমানরূপ দুর্জ্জনের নাশকারী এবং আত্মজ্ঞান প্রদানকারী ।৭।

আপনি স্বীয় আশ্রিত ও অনন্যভক্তগণের লাবণ্য ও মাধুর্য্যের পোষক, পরবঞ্চকতা ও ধূর্ত্তত্বাদি দোষনাশক, পিতৃমাতৃবৎ ধারণ-পোষণ-কারী, আশ্রিতজনের সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার ভীতির বিনাশকারী ।৮।

আপনি স্বয়ং অমানী হইয়া মানী ব্যক্তিগণকে মানপ্রদানকারী, সাধুগণের সদামান্য, স্বীয় ভক্তগণের ভগবৎপ্রেম বৃদ্ধিকারী, স্বয়ং ভগবৎ-প্রেমে সদাপূর্ণ, সকলের সর্ব্ব সংশয় ছেদনকারী ও সর্ব্বাগমবিশারদ ।৯।

আপনি কালাতীত, কর্ম্মাতীত ও গুণাতীত, সর্ব্বদা শাস্ত্রোক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সদাচার পরায়ণ, শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র ও নিগূঢ়তম শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে সদাপূর্ণ ।১০।

আপনি বয়সে তারুণ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও আপনার চিত্ত কদাপি বিকার যুক্ত হয় না, এইরূপ মহিমান্বিত পুরুষ জগতে বিরল ।১১।

আপনি কৃষ্ণমার্গানুবর্ত্তী হওয়ায় আপনার তুষ্প্রাপ্য কিছু নাই, আপনাতে সবই সম্ভব। কারণ, যাঁহারা ভক্তিযোগে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন তাঁহাদের তুষ্প্রাপ্য কি থাকিতে পারে ? কৃষ্ণবিমুখ-গণের যাহা অপ্রাপ্য তাহা শ্রীকৃষ্ণের কৃপা কটাক্ষে তাঁহাদের অনায়াসে লাভ হইয়া থাকে ।১২।

আপনি সকল তুরাচার পরিত্যাগী, কৃষ্ণপরিচর্য্যাগ্রহণকারী, আপনি স্বাশ্রিত জনগণের ভাবনাশুদ্ধি করিয়া তাহাদের সকলের ত্রাণকর্ত্তা ও সর্ব্বত্র সমদর্শী ।১৩।

আপনি সত্যবাদী, সত্যসঙ্কল্প, বেদের যথার্থ সিদ্ধান্ত নির্ণয়কারী, নারদাদি বৃদ্ধগণসেবী, স্বাশ্রিত জনগণের ভক্তিজ্ঞান বৃদ্ধিকারী, এবং সকলের ভরণ-পোষণ ও পালনকর্ত্তা ।১৪।

আপনি মন্দবুদ্ধি শঠব্যক্তিগণের শঠতা দূর করিয়া তাঁহাদিগকে সর্ব্বসৌভাগ্যপ্রদানকারী, শাস্ত্রোক্ত সদাচারবৈরী রাক্ষসাদির হন্তা ও যজ্ঞাদিকর্ম্মের নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধিকারক ।১৫।

আপনি আচারভ্রষ্ট জীবগণের অধিকার ও বুদ্ধি অনুসারে তাহাদিগকে উপদেশ দ্বারা বিশুদ্ধ ভগবন্মার্গে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ও তাহাদিগকে ধীরে ধীরে ভগবদ্বিষয়কজ্ঞান প্রদান করিয়া জগৎকে কৃতার্থ করিয়াছেন ।১৬।

বর্ত্তমান (এই কলি) কালে আচার্য্যরূপী সূর্য্যের শরণ বিনা জ্ঞানহীন হওয়ায় জীব সকলের ইহ-পর—উভয় লোকই নষ্ট হইতেছে এবং তাহারা জড়তারূপ শীতে অত্যন্ত পীড়িত হইতেছে ।১৬।

অতএব হে তাদৃশ জনগণ ! তোমরা আমার যথার্থ বাক্য শ্রবণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর। তোমরা এই কলিকালে সংসার সাগর হইতে উদ্ধার হইবার নিমিত্ত তর্ক পরিত্যাগ করিয়া আচার্য্যের শরণ গ্রহণ কর।১৮।

তিনি ভক্তানুগ্রহকারী, সর্ব্বসৌখ্য (মোক্ষ) প্রদাতা, কল্যাণরূপী, অজ্ঞজনের অজ্ঞান নাশ করিয়া জ্ঞানদাতা, করুণার্দ্র দৃষ্টি, প্রকৃতি সম্বন্ধ-রহিত ত্রিগুণাতীত পূর্ণস্বরূপ।১৯।

ভক্তিমার্গের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ ও ভগবৎসাক্ষাৎকার রূপ রত্ন সমন্বিত! তাঁহাতে মনঃ সমাধানকারী ব্যক্তি অনন্ত ভাব ভক্তি লাভ করিতে পারে।২০।

তিনি স্বার্থহীন, পরার্থপরায়ণ, মহান্, উদার ও দয়ানিধি। তাঁহার যৌবন ঐশ্বর্য্যাদি যাবতীয় বস্তু শ্রীবিষ্ণুতেই নিবেদিত।২১।

শুধু তাহাই নহে, আচার্য্য সাক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপ বলিয়া পুরাণসমূহে নিশ্চিতরূপে নির্ণীত হইয়াছে। তিনি নিগ্রহ ও অনুগ্রহ করা বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের সমান।২২।

(মহাপরাধের জন্য) যাহার প্রতি শ্রীহরি রুষ্ট হন, গুরু তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন; কিন্তু যাহার প্রতি শ্রীগুরু রুষ্ট তাহাকে কেহই রক্ষা করিতে পারেন না। অতএব দেহধারী মাত্রেরই সর্ব্বপ্রকার প্রযত্নের দ্বারা শ্রীগুরুকে প্রসন্ন করা কর্ত্তব্য।২৩।

আচার্য্যে মনুষ্যবুদ্ধি শ্রেয়স্কামী আমাদের কখনও করা উচিত নহে, কারণ আচার্য্যই শ্রেয়ের আকর।২৪।

আচার্য্য যেদিন যে মুহূর্ত্ত তিথি নক্ষত্রাদিতে কৃপাপূর্ব্বক আত্মসাৎ করেন, তখনই সর্ব্বসিদ্ধি হয়, আচার্য্য কর্ত্তৃক আত্মসাৎ করিতে তিথি-বারাদি বিচারের প্রয়োজন নাই।২৫।

আচার্য্য পঞ্চসংস্কার * প্রদানকারী, তিনিই ভবার্ণব হইতে আমার

* তাপ, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও যাগ, এই পঞ্চবিধ সংস্কার নারদ পঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে, যথা :—

"তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ।
অমী হি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তহেতবঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্ধারকর্ত্তা, তাঁহার উপকারসমূহের প্রত্যুপকার করিতে পারে, এইরূপ এই জগতীতলে কেহই নাই ।২৬।

হে জগন্নাথ ! আমি পাপ ও ক্রোধাদির দ্বারা গ্রস্ত এবং অবিদ্যাগ্রন্থি দ্বারা পীড়িত, অতএব চিরকালের দুঃখী আমাকে উদ্ধার করুন ।২৭।

আমি কি করি, কোথায় যাই—আপনি ভিন্ন আমার শরণ্য অপর কোনও দেবতা নাই, কারণ দেখা যায় যে এই জগতীতলে ব্রহ্মাদি দেবগণও মোক্ষরূপ স্বার্থ পরিভ্রষ্ট ।২৮।

যাহাদের আপনি ভিন্ন অপর কেহ শরণ নাই তাহাদের আপনি ত্রাণকর্ত্তা, রক্ষক ; আপনি ভগবৎ প্রেরিত বলিয়া তৎসম্মত আচার্য্য; নরকক্লেশ সন্ত্রস্ত হইয়া আমি আপনার নিকট আগমন করিয়াছি ।২৯।

হে দেব ! হে কৃপানিধে ! আপনি রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। আপনার অনুগ্রহে যেন আর আমাকে গর্ভযাতনা ভোগ করিতে না হয়। যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে গর্ভযাতনা ভোগ করিতে না হয়, আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেইরূপ শিক্ষা প্রদান করুন ।৩০।

আমি বিধিনিষেধ জানিনা, আপনার অর্চ্চনাও জানিনা। আপনি স্বীয় অসাধারণ অনুগ্রহ দ্বারা (মোক্ষ প্রদান করিয়া) আমার মনস্কামনা পূর্ণ করুন। ।৩১।

হে প্রভো ! হে ধীমন্ ! আমি বিধিবিহিতআচারহীন, কামুক ও লোভী হইলেও আপনারই তো দাস ? নিয়মানন্দের দাস এই ব্যক্তি (আমি) ঐ সকল দোষযুক্ত, এইরূপ লোকোক্তি শ্রবণ করিয়া আপনাকে যাহাতে লজ্জা পাইতে না হয় আমাকে ক্রমশঃ তদ্রূপ গঠিত করুন। জীব সমূহের ইহ পর উভয়লোকে মঙ্গল বিধানের জন্যই আপনার অবতার গ্রহণ। ৩২-৩৩ ।

আমি পূর্ব্বোক্ত প্রকার মহাদোষে দুষ্ট হইলেও আমার মস্তকে যখন

নাম শব্দে শ্রীহরি, গুরু, তৎক্ষেত্রাদিসম্বন্ধীয় নাম ধারণকে এবং যাগ শব্দে শ্রীভগবানের অর্চ্চাবতারের অর্চ্চনা নিয়মকে বুঝায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতি প্রসিদ্ধ "নিয়মানন্দ" স্থিত আছেন* তখন আমি বিশ্বস্রষ্টা বিষ্ণুরই অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি, অতএব আমি ধন্য ।৩৪।

আপনি দেবনদীতে (গোদাবরীতে) সম্যক্ স্নাত, শোভাশীল, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, নিঃস্পৃহ, নির্ম্মম, শান্ত, সনৎকুমার নারদাদির আচারানুষ্ঠানশীল ।৩৫।

(আপনি) গম্ভীরমতি, গোস্বামী (জগদ্‌গুরু), স্বাশ্রিতজনের সুখদাতা, দ্বন্দ্বাতীত, স্বাশ্রিতগণের অনাত্মজ্ঞত্বরূপ কার্পণ্য নাশে সদা উদ্যত ।৩৬।

আপনার বেদাধ্যয়ন জগদ্বিখ্যাত, আপনি পরমার্থপরায়ণ, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়দাস, শ্রীকৃষ্ণে সমাহিতচিত্ত ।৩৭।

(আপনি) বৈষ্ণবগণের স্তবনীয় ও অর্চ্চনীয়, বৈষ্ণবগণের প্রিয়কারী, বৈষ্ণবগণের প্রিয় সর্ব্বার্থসাধক ও বৈষ্ণবগণের একমাত্র আশ্রয় ।৩৮।

সদা বৈষ্ণবগণের উদ্বেগ ও দুঃখহারী, বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া তারকাগণ পরিবেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় আপনি শোভায়মান ।৩৯।

হে স্বামিন্ ! আমি দেশকালানভিজ্ঞ, বালক, অতএব আপনার মহিমা কীদৃশ কিছুই জানিনা । এই সর্ব্বপ্রকারে অনভিজ্ঞ বালককে আপনি স্বীয় অসাধারণ করুণাগুণে পালন করুন ।৪০।

হে নাথ ! হে আচার্য্য শিরোমণে ! আমার এই লঘু স্তবের দ্বারা এই ব্যক্তি আপনার দাস ইহা জানিয়া আমাকে আপনার চরণকমলে ভক্তি প্রদান করুন ।৪১।

(শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যবিরচিত লঘুস্তবরাজ নামক স্তোত্র সমাপ্ত হইল।)

অতঃপর শ্রীনিবাসাচার্য্য শ্রীগুরুর নিকট বাস করিয়া তাঁহার সেবায় রত থাকিলেন। তিনি পরে শ্রীগুরুর আদেশে 'বেদান্ত কৌস্তুভ' নামক

---

* দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীগুরু মস্তকের সহস্রারে স্থিত হন বলিয়া স্বীয়গুরু নিয়মানন্দ তাঁহার মস্তকে স্থিত আছেন এইরূপ শ্রীনিবাসাচার্য্য বলিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিম্বার্ক ভাষ্যের ব্যাখ্যাস্বরূপ ব্রহ্মসূত্রের এই ভাষ্য রচনা করেন। তিনিই পরে শ্রীগুরুর গদীতে অধিষ্ঠিত হয়েন।

বিদ্যানিধির ন্যায় বিদ্যাধর নামক আর এক দিগ্বিজয়ী শাক্ত পণ্ডিত উক্ত প্রকারে বিচারে পরাস্ত হইয়া শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের শিষ্য হয়েন। তাঁহার নাম হইয়াছিল গৌরমুখাচার্য্য। তিনি নৈমিষারণ্যে বাস করিতেন।* তিনি "শ্রীনিম্বার্ক সহস্র নাম" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত ঔদুম্বরাচার্য্য নামক শিষ্যটিও "ঔদুম্বর সংহিতা," "শ্রীনিম্বার্কবিক্রান্তি" প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। শ্রীনিম্বার্কের শ্রীলক্ষ্মণ ভট্ট নামক আর একটি শিষ্যও ছিলেন। তাঁহার রচিত "ব্রহ্মসূত্র বৃত্তি" নামক একখানি গ্রন্থ আছে, তাহা এখনও মুদ্রিত হয় নাই।+

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের বহু অলৌকিক ঘটনা 'শ্রীনিম্বার্কবিক্রান্তিতে' বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ২।১টি ঘটনা পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি। যাঁহাদের আরও ঘটনা জানিবার ইচ্ছা হইবে, তাঁহারা 'শ্রীনিম্বার্কবিক্রান্তি' গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করিতে পারেন।

---

* শ্রীনিম্বার্ক বিক্রান্তি, ৩২-৩৪ শ্লোক, এবং হিন্দী অনুবাদের ১৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

+ ডাঃ নারায়ণ দত্ত এম্. এ, পি. এইচ্. ডি কর্তৃক লিখিত গবেষণা গ্রন্থ "নিম্বার্ক সম্প্রদায় ঔর উস্‌কে কৃষ্ণভক্ত হিন্দী কবি"—প্রথম ভাগ, সিদ্ধান্ত খণ্ডের ২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় অধ্যায়

॥ শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাবকাল ॥

শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য এইরূপ যে ভগবান্ শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য শ্রীসুদর্শনচক্রের অবতার ছিলেন এবং তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিয়া ভাগবতধর্ম্ম স্থাপনের ও প্রচারের জন্য পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি দ্বাপরযুগের শেষে ও কলির প্রারম্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—এইরূপ কথা ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে, যথা—

"সুদর্শনো দ্বাপরান্তে কৃষ্ণাজ্ঞপ্তো জনিষ্যতি।
নিম্বাদিত্য ইতি খ্যাতো ধর্ম্মগ্লানিং হরিষ্যতি ॥"

—ভঃ পুঃ, প্রতিসর্গ পর্ব্ব, ৪।৭।৬৭

—অর্থাৎ, দ্বাপর যুগের শেষ হইলে (কলির প্রারম্ভে) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় সুদর্শনচক্র জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি "নিম্বার্ক" নামে খ্যাত হইয়া ধর্ম্মগ্লানি হরণ করিবেন।

শ্রীনিম্বার্কের জন্মনক্ষত্র ও লগ্নও ভবিষ্যপুরাণে বর্ণিত আছে। স্কন্দ-পুরাণের নৈমিষখণ্ডেও নিম্বার্কের জীবনকথার আলোচনা আছে। নৈমিষখণ্ডের অনেক শ্লোক পুরুষোত্তমাচার্য্য বিরচিত "আচার্য্যচরিতম্" গ্রন্থে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। সেই সকল কথা বিস্তৃতভাবে পরে প্রদর্শন করা হইবে। এই সকল পুরাণের বর্ণনার দ্বারা শ্রীনিম্বার্কের সুপ্রাচীনত্বই সূচিত হয়।

আর, শ্রীনিম্বার্কের রচিত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের ও বেদান্তকামধেনু (দশশ্লোকী) প্রভৃতি গ্রন্থের ভাষা, রচনাভঙ্গী প্রভৃতিও তাঁহার সুপ্রাচীনত্বের ঘোষনা করে।

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য ব্যাসদেবের লিখিত ব্রহ্মসূত্রের উপর "বেদান্ত-পারিজাতসৌরভ" নামক যে বৃত্তি (ব্যাখ্যা) রচনা করিয়াছেন, তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই বৃত্তি নিম্বার্কভাষ্য নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার এই ভাষ্যের কোথায়ও পরমত খণ্ডনের চেষ্টা নাই বা অন্যমতের (অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি বাদান্তরের) বা অন্য কোন আচার্য্যের নামোল্লেখও নাই। কেবলমাত্র ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা করিয়া শ্রুতিপ্রতিপাদ্য ভেদাভেদবাদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদই তিনি প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং অন্যান্য মতবাদের উৎপত্তির পূর্ব্বেই যে তাহা রচিত হইয়াছিল, তাহা এবং তাহার প্রচীনত্ব ইহার দ্বারাই প্রমাণিত হয়। তৎপূর্ব্বে অন্য মতবাদের প্রচার হইয়া থাকিলে অবশ্যই শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য তাহা স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করিতেন বা (তাহা তাঁহার মতবিরুদ্ধ হইলে) খণ্ডন করিতেন। আর এই 'বেদান্তপারিজাতসৌরভ' ব্রহ্মসূত্রের ন্যায়ই অতিশয় সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ। শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি 'আচার্য্যগণের' ভাষ্য সুবিস্তৃত। প্রাচীনের বৃত্তি বা ব্যাখ্যাই সংক্ষিপ্ত হয় এবং পরবর্ত্তী ব্যাখ্যাকারগণ বক্তব্যবিষয় বিস্তারিতভাবে বিবৃত করিয়া থাকেন—ইহাই দেখা যায়। সুতরাং শ্রীনিম্বার্ক রচিত 'বেদান্তপারিজাতসৌরভ' যে শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব প্রভৃতি আচার্য্যগণের রচিত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য হইতে প্রাচীন, তাহা ইহার দ্বারাই বুঝা যায়। আর শ্রীনিম্বার্কের 'বেদান্তপারিজাতসৌরভের' ভাষার সরলতা, সংক্ষিপ্ততা, অর্থগাম্ভীর্য্য প্রভৃতি সমস্তই ইহার সুপ্রাচীনত্বের সূচনা করে। পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের শিলালেখ পাট্টা প্রভৃতি হইতেও শ্রীনিম্বার্কের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হইতে পারে। এই সমস্ত প্রমাণ পরে প্রসঙ্গক্রমে প্রদর্শিত হইবে। শ্রীনিম্বার্কের সুপ্রাচীনত্ব ও আবির্ভাবকাল বিষয়ে জ্যোতিষের গণনামূলক প্রমাণও পরে প্রদর্শিত হইবে।

প্রথমতঃ এই বিষয়ে আধুনিক পণ্ডিতগণের মতসমূহের আলোচনা ও বিচার করা যাইতেছে। শ্রীনিম্বার্কের আবির্ভাব সম্বন্ধে আধুনিক বিভিন্ন মনীষিগণ তাঁহাদের রচিত গ্রন্থে বা প্রবন্ধে বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেহই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারেন নাই। তাঁহারা আলোচনা করিয়া আনুমানিক এক একটা মত প্রকাশ করিলেও প্রত্যেকের মত ভিন্নপ্রকার। আবার কাহারও নিজেরই মত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রকার হইয়াছে। তাঁহার সময় কেহ ষষ্ঠ শতাব্দী, কেহ সপ্তম শতাব্দী, কেহ অষ্টম শতাব্দী, কেহ দশম শতাব্দী, কেহ একাদশ শতাব্দী, কেহ দ্বাদশ শতাব্দী, কেহ ত্রয়োদশ শতাব্দী, কেহ বা চতুর্দ্দশ শতাব্দী বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীনিম্বার্ক দর্শন ও সম্প্রদায় সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত তিনজন গবেষক মনীষী তিনখানা গবেষণা গ্রন্থ (থিসিস্) লিখিয়া পি, এইচ্, ডি., ও ডি, ফিল, ডিগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু ঐ তিনজনও তাঁহাদের ঐ গ্রন্থে ঐ বিষয়ে পৃথক্ পৃথক্ মত প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব এই বিষয়ে যথার্থ তত্ত্বনির্ণয় হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের সময় সম্বন্ধে এইরূপ বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার মত প্রকাশ করিলেও নিম্বার্কসম্প্রদায়ের কোন আচার্য্য বা খ্যাতনামা পণ্ডিত ঐ সকল মতের আলোচনা করিয়া প্রামাণিকভাবে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত আজ পর্য্যন্ত করেন নাই। এক্ষণে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের জীবনী ও তাঁহার উপদিষ্ট দার্শনিক তত্ত্ব লিখিতে প্রবৃত্ত হওয়ায়, তাঁহার সময় সম্বন্ধেও প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা উচিত বিবেচনা করিয়া তাহাও লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই বিষয়ের আলোচনায় শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য হইতে অধস্তন আচার্য্যপরম্পরার প্রয়োজন হইবে। যদিও মূল গ্রন্থের প্রথম খণ্ড "শ্রীশ্রীহংসভগবান্ ও তাঁহার উপদেশাবলী" গ্রন্থের ভূমিকায় এই পরম্পরা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তথাপি এই গ্রন্থে তাহা না থাকিলে পাঠক পাঠিকাগণের অসুবিধা হইবে বিবেচনা করিয়া এখানেও শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য হইতে আমার পূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেব পর্য্যন্ত আচার্য্যপরম্পরা সন্নিবেশিত করা হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য হইতে শ্রীগুরুদেব পর্য্যন্ত আচার্য্যপরম্পরা

১। শ্রীনিম্বার্ক ভগবান্।
২। „ নিবাসাচার্য্যজী মহারাজ
৩। „ বিশ্বাচার্য্যজী „
৪। „ পুরুষোত্তমাচার্য্যজী „
৫। „ বিলাসাচার্য্যজী „
৬। „ স্বরূপাচার্য্যজী „
৭। „ মাধবাচার্য্যজী „
৮। „ ধনভট্টাচার্য্যজী „
৯। „ পদ্মাচার্য্যজী „
১০। „ শ্যামাচার্য্যজী „
১১। „ গোপালাচার্য্যজী „
১২। „ কৃপাচার্য্যজী „
১৩। „ দেবাচার্য্যজী „
১৪। „ সুন্দর ভট্টাচার্য্যজী „
১৫। „ পদ্মনাভ „ „
১৬। „ উপেন্দ্র „ „
১৭। „ রামচন্দ্র „ „
১৮। „ বামন „ „
১৯। „ কৃষ্ণ „ „
২০। „ পদ্মাকর „ „
২১। „ শ্রবন „ „
২২। „ ভূরি „ „
২৩। শ্রীমাধব ভট্টাচার্য্যজী মহারাজ
২৪। „ শ্যাম „ „
২৫। „ গোপাল „ „
২৬। „ বলভদ্র „ „
২৭। „ গোপীনাথ „ „
২৮। „ কেশব „ „
২৯। „ গাঙ্গল „ „
৩০। জগদ্বিজয়ী শ্রীকেশব কাশ্মীরী ভট্টাচার্য্যজী „
৩১। শ্রীশ্রীভট্টাচার্য্যজী মহারাজ
৩২। „ হরিব্যাস দেবাচার্য্যজী „
৩৩। „ স্বভূরাম „ „
৩৪। „ কর্ণহর „ „
৩৫। „ পরমানন্দ „ „
৩৬। „ চতুরচিন্তামণি „ „ (নাগাজী) „
৩৭। „ মোহন দেবাচার্য্যজী „
৩৮। „ জগন্নাথ „ „
৩৯। „ মাখন „ „
৪০। „ হরি „ „
৪১। „ মথুরা „ „
৪২। „ শ্যামলদাসজী „
৪৩। „ হংসদাসজী „
৪৪। „ হীরাদাসজী „

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪৫। শ্রীমোহনদাসজী মহারাজ

৪৬। ,, নেনাদাসজী ,, (ব্রজবিদেহী)

৪৭। ,, ইন্দ্রদাসজী (কাঠিয়া বাবা) (কাঠের কৌপীন প্রবর্ত্তক)

৪৮। ,, বজরংদাসজী (,,) ,,

৪৯। ,, গোপাল দাসজী (,,) ,,

৫০। ,, দেবদাসজী (,,) ,,

৫১। ব্রজবিদেহী মহন্ত ও চতুঃসম্প্রদায়ের শ্রীমহন্ত শ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ

৫২। ব্রজবিদেহী মহন্ত ও চতুঃসম্প্রদায়ের শ্রীমহন্ত শ্রীসন্তদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ

এক্ষণে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের সময় সম্বন্ধে যে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশিত হইয়াছে তাহা প্রথমতঃ প্রদর্শন করিয়া তৎপর যুক্তি ও বিভিন্ন প্রমাণাদির দ্বারা সেই মতগুলির যথাসম্ভব পর্য্যালোচনা করতঃ যথার্থ তত্ত্ব নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব।

১। ডঃ আর, জি, ভাণ্ডারকর শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের সময় নির্ণয়ে অসমর্থতা প্রকাশ করিয়াও শ্রীরামানুজাচার্য্যের কিছুকাল পরে তিনি জীবিত ছিলেন এরূপ বলিয়াছেন এবং নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের দুইটি পরম্পরা অবলম্বন করিয়া নিম্বার্ক হইতে ৩৩ পুরুষ অধস্তন দামোদর গোস্বামী নামক শ্রীহরিব্যাস দেবজীর এক শিষ্য ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন এইরূপ বলিয়া মধ্বাচার্য্য হইতে ৩৩ পুরুষ অধস্তন পর্য্যন্ত এক পরম্পরার সহিত তুলনা করিয়া দামোদর গোস্বামীর সময় হইতে শ্রীনিম্বার্কের সময় ৬০৩ বর্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন এবং তদনুসারে শ্রীনিম্বার্কের তিরোধান সময় ১১৬২ খ্রীষ্টাব্দ ধরিয়াছেন, অর্থাৎ শ্রীনিম্বার্কের সময় তিনি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী বলিয়াছেন।*

---

* R.G. Bhanderkar কর্ত্তৃক লিখিত ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "Vaishnavism, Saivism and Minor Religious Systems" নামক গ্রন্থের ৮৭-৮৮ প্রভৃতি পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২। ডঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন তাঁহার The Brahma Sutra গ্রন্থে লিখিয়াছেন "He (Nimbarka) seems to be indebted largely to Ramanuja's Bhasya and criticises Srikantha's views, His date may be about the latter half of the thirteenth century." অর্থাৎ তিনি (নিম্বার্ক) মনে হয় শ্রীরামানুজ ভাষ্যের প্রতি বহুলাংশে ঋণী এবং শ্রীকণ্ঠের মতের তিনি সমালোচনা করিয়াছেন। নিম্বার্কের আবির্ভাবকাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে হইতে পারে।

আবার তিনি তাঁর Indian Philosophy গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"He lived some time after Ramanuja and prior to Madhva, about the eleventh century A D."

অর্থাৎ তিনি রামানুজের কিছু সময় পরে এবং মাধ্বের পূর্ব্বে প্রায় একাদশ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীতে বাস করিতেন।

৩। ৺রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় বলিয়াছেন—"শ্রীশঙ্করাচার্য্য নিজ ভাষ্যে অন্যমত খণ্ডন করিয়াছেন, কিন্তু নিম্বার্ক মত খণ্ডনের চেষ্টা করেন নাই, অতএব শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের সময় শ্রীশঙ্করাচার্য্যের পরে, এমন কি শ্রীরামানুজাচার্য্যেরও পরে—" ; এইরূপ বলিয়া শেষে বলিয়াছেন—"অনেকে অনুমান করেন মধ্বাচার্য্যেরও পরে" ; আবার তিনি "শিবম্" পত্রিকার ১৩৪৫ সনের অগ্রহায়ণ সংখ্যার ৩৭৭ পৃষ্ঠায় নিম্বার্ক ভাষ্য রচনার কাল দশম শতাব্দী বলিয়াছেন।

৪। ডক্টর আর্, এল্, মিত্র মহাশয় শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যকে রামানুজ, মধ্ব, এমন কি বল্লভাচার্য্যেরও পরবর্ত্তী বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন—

"According to Dr. R. L. Mitra (Notices) he (Nimbarka) however, flourished after Ramanuja, Madhva and Vallava. *

---

* Commentaries on the Brahma Sutra (Doctrines of Nimbarka and his followers) expounded by Dr. Rama Chaudhnry M.A., D. Phil, (Oxon) Page 17.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫। ডক্টর শ্রীযুক্তা রমা চৌধুরী এম্ এ, ডি ফিল (অক্সন) লিখিয়াছেন ঃ—

"নিম্বার্কের সময় নির্ণয় করা সহজ সাধ্য নহে। কাহারও কাহারও মতে তিনি ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যকারগণের মধ্যে প্রাচীনতম। কিন্তু এই মত ভ্রান্ত। নিম্বার্কের "বেদান্তপারিজাতসৌরভে" শঙ্করের মতবাদ খণ্ডনের কোনওরূপ প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত না হইলেও, তাঁহার "সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ-শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজ" নামক গ্রন্থে কতিপয় অদ্বৈতমতবাদের উল্লেখ আছে—যথা, নিগু´ণবাদ, দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ, অজ্ঞানবাদ (ব্রহ্মের অজ্ঞানাশ্রয়ত্ব ও অজ্ঞানবিষয়ত্ব) এবং অহমর্থবাদ (আত্মার অহংঅর্থশূন্যত্ব)। এতদ্ব্যতীত নিম্বার্কের শিষ্য শ্রীনিবাসও তাঁহার রচিত "বেদান্ত কারিকাবলী" গ্রন্থে প্রতিবিম্ববাদের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীনিম্বার্ক এবং শ্রীনিবাস সমসাময়িক ছিলেন। অতএব নিম্বার্ক শঙ্করের পরবর্ত্তী।

নিম্বার্ক "মধ্বমুখমর্দ্দন" নামক পুস্তকে মধ্বের মতবাদ খণ্ডনের প্রচেষ্টা করেন। এই পুঁথি অনেক প্রচেষ্টাসত্ত্বেও আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কিন্তু যদি সত্যই ইহাতে মধ্বের মতের সমালোচনা থাকে, তাহা হইলে নিম্বার্ক যে মধ্বেরও পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন, তাহাও স্থিরীকৃত হয়। অতএব যদি উক্ত গ্রন্থ সত্যই নিম্বার্ক বিরচিত হয়, তাহা হইলে নিম্বার্ক সম্বন্ধে ইহাই কেবল বলা যায় যে, তিনি ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন নাই।"*

৬। শ্রীহয়বদনরাও মহাশয় ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীকরভাষ্যের

---

* ডক্টর রমা চৌধুরী এম্. এ. ডি-ফিল কর্ত্তৃক লিখিত "নিম্বার্ক দর্শনের" ৩ পৃষ্ঠা এবং তাঁহার গবেষণামূলক ইংরাজী গ্রন্থের Vol. III এর ১৫-১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূমিকায় (পৃঃ ১৩৫) লিখিয়াছেন যে, নিম্বার্কাচার্য্যের কাল রামানুজ ও শ্রীকণ্ঠের মধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ আনুমানিক ১১৩৮ হইতে ১২৭০ খৃষ্টাব্দ। ঐ শ্রীকরভাষ্য ভূমিকার ২১১ পৃষ্ঠায় তিনি আরও বলিয়াছেন যে, এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে নিম্বার্ক আনন্দতীর্থেরও পরবর্ত্তী। মধ্বাচার্য্যের নামান্তর আনন্দতীর্থ। ইঁহার মতে মধ্বাচার্য্যের সময় ১২৩৮—১৩১৭ খৃষ্টাব্দ।

৭। আচার্য্য পরশুরাম চতুর্ব্বেদী শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের সময় ১১৭১ সম্বৎ হইতে ১২১৯ সম্বৎ (১১১৪—১১৬২ খ্রীষ্টাব্দ) অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দী বলিয়াছেন।

৮। শ্রীযুক্ত গোপাল শাস্ত্রী নেনে—

"বিষ্ণুস্বামী প্রথমতো নিম্বাদিত্যো দ্বিতীয়কঃ।
মধ্বাচার্য্যস্তৃতীয়স্তু তুর্য্যো রামানুজ স্তথা॥"

এই ভবিষ্যপুরাণের পরিশিষ্ট বচন উদ্ধৃত করিয়া শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের সময় বিষ্ণুস্বামীর পরে মধ্বাচার্য্যের পূর্ব্বে বলিয়া তাহা আরও স্পষ্ট করিতে গিয়া বলিয়াছেন—মেরু তুঙ্গাচার্য্যকৃত "প্রবন্ধচিন্তামণি" গ্রন্থে গুর্জ্জরাধিপতি কুমার পালের রাজ্যাভিষেককাল বিক্রমীয় সম্বৎ ১১৯৯ এবং ঐ কুমার পালের রাজ্যকালে মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব—এরূপ বর্ণনা থাকায় তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া এইরূপ অনুমিত হয় যে বিষ্ণুস্বামীর সময় ১০৪১ বিক্রমীয় সম্বতের পরে এবং মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবকাল ১১৯৯ বিক্রমীয় সম্বতের পূর্ব্বে অর্থাৎ ৯৮৫ খ্রীঃ হইতে ১১৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে (দশম শতাব্দীর অন্তভাগ হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে) শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের সময়। (১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে চৌখাম্বা সংস্কৃত সীরিজ অফিস হইতে প্রকাশিত শ্রুত্যন্তকল্পবল্লীর ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

৯। পণ্ডিত বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ ত্রিবেদীও শ্রীযুত গোপাল শাস্ত্রী নেনের ন্যায় ভবিষ্যপুরাণের উপরোক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়া ও মেরুতুঙ্গাচার্য্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃত "প্রবন্ধচিন্তামণির" বর্ণনা অবলম্বন করিয়া ঐ প্রকারই শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের সময় ৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১১৪৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অনুমান করিয়াছেন। (১৯৬৭ সম্বতে চৌখাম্বা সংস্কৃত সীরিজ বেনারস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ব্রহ্মসূত্রের নিম্বার্কভাষ্যের ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

১০। শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী তাঁহার "বেদান্তে দর্শনের ইতিহাসের" প্রথমভাগে লিখিয়াছেন—"নিম্বার্কসম্প্রদায়ের মতে নিম্বার্কের অবস্থিতিকাল পঞ্চম শতাব্দী। ধ্রুবক্ষেত্রের গদি অন্ততঃ ১৫০০ বৎসর কালের অধিক হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—এইরূপ তাঁহারা নির্দ্দেশ করেন। ৺অক্ষয়বাবুও ইহা অত্যুক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" পুস্তকের ১২৭ পৃষ্ঠা হইতে ইহা উদ্ধৃত করা হইয়াছে।) অবশ্যই নিম্বার্কাচার্য্যের কাল নির্ণয় দুরূহ। কারণ, তাঁহার গ্রন্থ হইতে তাঁহার কাল সম্বন্ধে কোন সাহায্য পাওয়া যায় না। আমাদের মনে হয়, বৈদান্তিক ভট্ট-ভাস্করের মতবাদে নিম্বার্ক প্রভাবিত হইয়াছিলেন। মত সাদৃশ্যের জন্যও নামসাদৃশ্য অসম্ভব নহে। বোধ হয়, ভেদাভেদবাদী ভাস্করাচার্য্যের মতে প্রভাবিত হইয়া, নিম্বার্ক 'বেদান্তপারিজাতসৌরভ' প্রণয়ন করেন। ভেদাভেদবাদী ভাস্করাচার্য্যের কাল অষ্টম শতাব্দী। নিম্বার্ক ভাস্করের পরবর্ত্তী। তাই আমরা নিম্বার্কের কাল একাদশ শতাব্দী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম। এই বিষয়ে অন্য কারণ এই—বেদান্তকেশরী অনন্তরাম আচার্য্যের জীবনচরিত লিখিয়াছেন। তাহাতে দেবাচার্য্যের কাল বৈক্রমসম্বৎ ১১১২ (যুগরুদ্রেন্দু) বৎসর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় ১১১২ সম্বৎ নহে শকাব্দ। ১১১২ শকাব্দ দেবাচার্য্যের স্থিতিকাল গ্রহণ করিলে ১১৯০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। দশম শতাব্দীতে বৈদান্তিক ভাস্কর ও দ্বাদশ শতাব্দীতে দেবাচার্য্য বর্ত্তমান থাকায়, নিম্বার্কের কাল ১১শ শতাব্দী হওয়াই সমীচীন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিম্বার্কাচার্য্যের কাল-নির্ণয় প্রসঙ্গে অন্য হেতুও বিদ্যমান। ভবিষ্য-পুরাণ পরিশিষ্টে ভগবদ্ভক্ত মাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে একবিংশ অধ্যায়ে লিখিত আছে

"বিষ্ণুস্বামী প্রথমতো নিম্বাদিত্যো দ্বিতীয়কঃ।
মধ্বাচার্য্যস্তৃতীয়স্তু তুর্য্যো রামানুজঃ স্মৃতঃ॥"

এস্থলে দেখিতে পাই নিম্বাদিত্য বিষ্ণুস্বামীর পরবর্ত্তী এবং মধ্বাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী। মধ্বাচার্য্যের স্থিতিকাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ; সুতরাং নিম্বার্কাচার্য্যের স্থিতিকাল একাদশ শতাব্দী গ্রহণ করাই সুসঙ্গত। এস্থলে রামানুজ ও মধ্বাচার্য্যে যে ক্রম দর্শিত হইয়াছে, তাহা ভ্রান্তি-মূলক মনে হয়। কারণ রামানুজাচার্য্য মধ্বাচার্য্যোর পূর্ব্ববর্ত্তী। সম্ভবতঃ ইনি অন্য রামানুজাচার্য্য হইতে পারেন; কারণ ভবিষ্যপুরাণে সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক রামানুজাচার্য্যের বিবরণ অন্যত্র বর্ণিত আছে। যাহা হউক নিম্বার্কাচার্য্য মধ্বাচার্য্য হইতেও প্রাচীন। রামানুজাচার্য্য দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন, নিম্বাদিত্য তৎপূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং তাঁহার স্থিতিকাল ১১শ শতাব্দী গ্রহণ করাই সমীচীন। দেবাচার্য্য নিম্বার্কের ও শ্রীনিবাসাচার্য্যের ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়াই স্বীয় বৃত্তি প্রণয়ন করিয়াছেন। দেবাচার্য্যের কাল ১১১২ সম্বৎ বলিয়া গ্রহণ করিলে দেবাচার্য্য ও ভাস্করাচার্য্য (ভেদাভেদবাদী) সমসাময়িক হন। কিন্তু ভাস্করাচর্য্যের মতবাদে যে নিম্বার্ক প্রভাবিত হইয়াছেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বোধ হয় ভাস্করের ভাষ্যে শঙ্কর নিরস্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই নিম্বার্ক আর পৃথক্ করিয়া শঙ্করের মত খণ্ডন করেন নাই, কেবল অতি সংক্ষেপে বিষ্ণুপর ব্রহ্মসূত্রের দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন।" (শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী প্রণীত "বেদান্ত দর্শনের ইতিহাসের" ৩৭৬-৩৭৭ পৃঃ ও ৩৮৮-৩৮৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী তাঁহার ঐ "বেদান্ত দর্শনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইতিহাসেই” অন্যস্থানে বলিয়াছেন—“নিম্বার্ক ভাস্করাচার্য্যের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন। বোধহয় ভাস্করের মতে প্রভাবিত হইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার অন্য নাম ভাস্করাচার্য্য। দেবাচার্য্যের গ্রন্থে তাঁহার নাম নিয়মানন্দ। সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে নিম্বার্ক মত প্রপঞ্চিত হয় নাই, ইহা দেখিয়া কেহ মনে করিতে পারেন, নিম্বার্কবিদ্যারণ্যের পরবর্ত্তী। পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে সর্ব্বদর্শন সংগ্রহকার তন্মত অবশ্যই প্রপঞ্চিত করিতেন। আমাদের মতে এ বিষয়ে আশঙ্কার বা আপত্তির কোনও হেতু নাই। কারণ, সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে ভাস্করাচার্য্যের মতও উদ্ধৃত হয় নাই। ভাস্করাচার্য্য বিদ্যারণ্য হইতে প্রাচীন। বিদ্যারণ্য বিবরণ ‘প্রমেয় সংগ্রহ’ নামক ব্যাখ্যায় ভাস্করমত নিরসনও করিয়াছেন, কিন্তু সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে ভাস্করাচার্য্যের মতের উল্লেখ নাই। অতএব নিম্বার্কের মত সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে উদ্ধৃত হয় নাই বলিয়াই নিম্বার্কাচার্য্যকে বিদ্যারণ্যের পরবর্ত্তী বলা যাইতে পারে না। আমাদের বিবেচনায় আমাদের নির্দ্ধারিত নিম্বার্কের কাল সুস্থিত। নিম্বার্ক স্বীয় ব্যাখ্যায় সৌগত (বৌদ্ধ), জৈন, পাশুপত মত খণ্ডন করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর ২।২।৪২ সূত্রে (উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ) পঞ্চরাত্র মত খণ্ডন করিয়াছেন কিন্তু এই সূত্র বলে আচার্য্য নিম্বার্ক শক্তিকারণবাদ নিরাকরণ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন “পুরুষমন্তরেণ শক্তেঃ সকাশাৎ জগদুৎপত্ত্য সম্ভবাৎ ন তৎকারণবাদোঽপি সাধুঃ।” নিম্বার্কের সময় শক্তিবাদের অভ্যুদয়ের ইহা নিদর্শন। ………সম্ভবতঃ নিম্বার্কের মতবাদ কেবল উত্তর ভারতে প্রসার লাভ করিয়াছিল। অন্ততঃ বিদ্যারণ্যের সময় (১৩-১৪ শ শতাব্দী) নিম্বার্কমতের প্রচার ততটা সাধিত হয় নাই, সুদূর কাশ্মীরের প্রত্যভিজ্ঞাবাদ বিদ্যারণ্যের গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে ; কিন্তু নিম্বার্কের মত স্থান পায় নাই, ইহায় কারণ অন্য কিছুই নহে ; বিশেষতঃ নিম্বার্ক সম্প্রদায় দক্ষিণ ভারতে নাই। উত্তর ভারতে ও মথুরার নিকটে ও বঙ্গদেশে কোন কোন স্থলে মাত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের লোক দৃষ্ট হয়। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের গ্রন্থাভাবের ফলেও ঐ মত সবিশেষ প্রচার ও প্রসার লাভ করিতে পারে নাই! এই সকল কারণেই নিম্বার্কের মত সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে স্থান পায় নাই বলিয়া বোধ হয়।"

১১। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী ভট্টাচার্য্য এম, এ মহাশয় "নিম্বার্কাচার্য্য ও তাঁহার ধর্ম্মমত" নামক একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

"নিম্বার্কাচার্য্য তাঁহার 'বেদান্তপারিজাতসৌরভ' নামক গ্রন্থে শক্তিবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। মুসলমানের আক্রমণে যখন হিন্দুশক্তি পুনঃ পুনঃ পরাভূত হইতেছিল, তখন নিরুপায় হইয়া হিন্দুরা কাতর কণ্ঠে 'মা', 'মা', বলিয়া অর্ত্তনাদ তুলিয়াছিল, তাহাই শক্তিবাদকে ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এই সমস্ত কারণে নিম্বার্কের স্থিতিকাল আমরা একাদশ শতাব্দী ধরিয়া লইতে পারি। (৫২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বৃন্দাবনে রাধার নাম ও তত্ত্বের সূত্রপাত হইয়াছিল বলিয়া কেনেডি সাহেবের মত। ঠিক এই সময়েই নিম্বার্কাচার্য্যেরও আবির্ভাব হয়।" (১০৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

১২। ডক্টর সুশীল কুমার দে এম এ, ডি লিট্ মহোদয় 'জয়দেব ও গীতগোবিন্দের আলোচনায় লিখিয়াছেন—"নিম্বার্ক সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণও রাগমূলক উপাসনার পদ্ধতি স্বীকার করেন এবং ইঁহাদের উপাসনাতত্ত্বে রাধারও স্থান রহিয়াছে। নিম্বার্কের সময় ঠিক নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। কিন্তু তিনি জয়দেবের প্রায় সমসাময়িক, এই অনুমান যদি সত্য হয়, তবে জয়দেবের সময় বাঙ্গালাদেশে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের প্রভাবও স্বীকার করা যায় না। অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনেক গ্রন্থই আছে ; কিন্তু নিম্বার্ক সম্প্রদায়েয় ঐতিহাসিক কোন গ্রন্থ না থাকায়, পণ্ডিতেরা নিম্বার্কাচার্য্য ও জয়দেবের যোগসুত্রের বিষয়ে অনেক তথ্যেরই মীমাংসা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে পারিতেছেন না। এমন কি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চৌধুরী কৃত 'বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ইতিহাসে (History of the Vaishnaba Sect) নিম্বার্কাচার্য্যের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ নাই। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে জয়দেব দ্বাদশ শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন। আমি দেখাইয়াছি যে, নিম্বার্কাচার্য্য একাদশ শতাব্দীতে ধর্মপ্রচার করেন।" (১১৩ পৃঃ)

১৩। শ্রীযুক্ত জাহ্নবীচরণ ভৌমিক ও তৎকর্ত্তৃক লিখিত "সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস" গ্রন্থে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাবকাল একাদশ শতাব্দী বলিয়া লিখিয়াছেন।

১৪। শ্রীবলদেব উপাধ্যায় (হিন্দুবিদ্যালয়, কাশী) নিম্বার্ক সম্প্রদায়কে অন্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়সমূহ হইতে প্রাচীন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন; তিনি তাঁহার রচিত ভাগবত সম্প্রদায় (১ম সংস্করণ) গ্রন্থের ৩১৫-৩১৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যকা আবির্ভাব কব্ হুয়া? ইহ এক বিষম পহেলী (সমস্যা) হ্যা জিসকা সুলঝানা (সমাধান করনা) বর্ত্তমান জ্ঞান কী দশামে একান্ত অসম্ভব সা প্রতীত হোতা হ্যা। ইন্‌কে অনুযায়িয়োঁকে মতানুসারে ইনকা উদয় কলিযুগকে প্রারম্ভ মে হুয়া থা। যে বেদব্যাসকে সমকালীন বতলায়ে জাতে হ্যাঁ। ইধর নবীন গবেষক ইনকা সময় ১২ বীঁশতী যা উসকে ভী পীছে মানতে হ্যাঁ। ডঃ ভাণ্ডারকর নে গুরুপরম্পরা কী ছানবীন করকে ইনকা সময় ইং সন্ ১১৬২ কে আসপাস মানা হ্যা। ঔর নবীন বিদ্বানোঁ কী দৃষ্টিমে যহী ইনকা প্রাচীনতম কাল হ্যা। পরন্তু কেবল গুরুপরম্পরা কে আধার পর কাল নির্ণয় করনা বিনা অন্য সহায়ক তথা পোষণ সামগ্রীকে নিতান্ত ভ্রামক হ্যা। গুরুপরম্পরা বীচ বীচ মে ছিন্নভিন্নভী হুয়া করতী হ্যা। অতঃ ঠিক ঠিক পীড়িয়োঁ কা পতা নহী চলতা। দূসরে এক পীড়ীকে লিয়ে কিতনে বর্ষোঁ কা সময় মানা জায়? ইসকা ভী নির্ণয় করনা নিতান্ত দুষ্কর হ্যা। নিম্বার্কানুযায়ী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পণ্ডিতোঁ কা কথন হ্যা কি হমারে আচার্য্য যোগাভ্যাসী হোনে কে কারণ বিশেষ দীর্ঘজীবী থে তথা দোসো তীনসো বর্ষোঁ কী আয়ু উন্‌হে প্রাপ্ত থী। ফলতঃ ইসী আধার পর হম কিসী নির্ণয় পর নহী পহুঁচ সকতে।

হমারী দৃষ্টিমে যহ সম্প্রদায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়োঁ সে প্রাচীনতম প্রতীত হোতা হ্যা। নিম্বার্ককৃত বেদান্তভাষ্য (বেদান্ত পারিজাতসৌরভ) বড়া হী সংক্ষিপ্ত হ্যা ঔর ইসমে কিসীকে মত কা খণ্ডন নহী হ্যা, কেবল অপনে দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত কা প্রতিপাদন হী লঘ্বক্ষরো মেঁ কিয়া গয়া হ্যা। ভাষ্যকা যহ রূপ নিঃসন্দেহ ইসকী প্রাচীনতাকা দ্যোতক হ্যাঁ।...... ইস সম্প্রদায়কী প্রাচীনতা কে বিষয়মে ভবিষ্যপুরাণ কা যহ পদ্য ভী উদ্ধৃত কিয়া জাতা হ্যা জিসমেঁ একাদশীকে নির্ণয়কে অবসর পর নিম্বার্ক কা মত উদ্ধৃত কিয়া গয়া হ্যা ঔর অতিশয় আদর প্রদর্শন কে লিয়ে বে ভগবান্ শব্দকে দ্বারা অভিহিত কিয়ে গয়ে হ্যাঁ।—

"নিম্বার্কো ভগবান্ যেষাং বাঞ্ছিতার্থ ফলপ্রদঃ।
উদয়ব্যাপিনী গ্রাহ্যা কুলে তিথিরুপোষণে ॥"

ইস পদ্য কো কমলাকর ভট্টনে আপনে 'নির্ণয়সিন্ধু' মে ঔর ভট্টোজী দীক্ষিতনে ভী ভবিষ্যপুরাণীয় কহকর সাদর উল্লিখিত কিয়া হ্যা (শ্রীসঙ্কর্ষণ শরণদেব রচিত 'বৈষ্ণব ধর্ম্ম সুরদ্রুম মঞ্জুরী'-পৃঃ ১২৪-১৩০ দ্রষ্টব্য)"

১৫। ৺বিরজাকান্ত ঘোষ মহাশয় নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের কয়েকটি গুরুপরম্পরার আয়ুষ্কাল দেখাইয়া মোটের উপর গড়পড়তা প্রতি পুরুষের আয়ুষ্কাল ২৭ বৎসর ধরিয়া বলিয়াছেন :—"শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য হইতে শ্রীসন্তদাসজী মহারাজ ৫২ পুরুষ অন্তর। প্রতি পুরুষের ২৭ বৎসর ধরিয়া হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে ৫২ পুরুষে ১৪০৪ বৎসর হয়। শ্রীসন্তদাসজী মহারাজ দেহরক্ষা করেন ১৯৩৫ খ্রী অঃ। ১৯৩৫ হইতে

৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৪০৪ বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট থাকে ৫৩১ বৎসর। সুতরাং শ্রীনিম্বার্কের আবির্ভাব কাল অন্ততঃ ৫৩১ খ্রীঅঃ বলিয়া গ্রহণ করিতে কোন আপত্তির কারণ থাকিতে পারেনা।

১৬। ৺নৃসিংহ দাস বসু, বি. এল. এ্যাড্‌ভোকেট, হিন্দি ভাষায় প্রকাশিত "শ্রীসুদর্শন" পত্রিকায় ১৯৯২ সম্বৎ মাঘ সংখ্যায় ১৬ পৃষ্ঠায় লিখিত একটি প্রবন্ধে নিম্বার্কভাষ্য রচনা কাল সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইহা বসুবন্ধুর পরে এবং কুমারিল ভট্টের পূর্ব্বে।

তাঁহার এই কথার উপর উপরোক্ত ৺বিরজা বাবু লিখিয়াছেন— শ্রীযুক্ত নৃসিংহ বাবু যাহা বলিতেছেন, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, শ্রীনিম্বার্ক ভাষ্য খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে রচিত হইয়াছিল। (৺বিরজাকান্ত ঘোষ কর্ত্তৃক লিখিত "শ্রীনিম্বার্কভাষ্য রচনার কালনিরূপণ" গ্রন্থের ৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

১৭। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু, এম, এ, বি এল, লিখিয়াছেন— "শঙ্কর সম্প্রদায়ের অনেকেই শ্রীনিম্বার্ক শ্রীমদাচার্য্য শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারেননা বলিয়া আপত্তি করিয়া থাকেন। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, শ্রীপাদ নিম্বার্ক ও নিম্বার্কভাষ্য শঙ্করের শারিরক ভাষ্যের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে শ্রীমদাচার্য্য শঙ্কর অবশ্যই স্বীয় ভাষ্যে তাহার উল্লেখ করিতেন। কিন্তু এইরূপও হইতে পারে যে, নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের সংখ্যাল্পতা হেতু ঐ সম্প্রদায় আচার্য্য শঙ্করের গোচরীভূত না হওয়ায় তাঁহার ভাষ্যে বা পরবর্ত্তী শঙ্করবিজয় গ্রন্থে নিম্বার্কের বা তাঁহার সম্প্রদায়ের কোন উল্লেখ দেখা যায়না শ্রীমদাচার্য্য রামানুজ ও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য উভয়েই শ্রীমন্নিম্বার্কদেবের পরবর্ত্তী ; কিন্তু তাঁহাদের কেহই তাঁহাদের ভাষ্যে নিম্বার্ক মতের উল্লেখ করেন নাই ; ইহাতে একথা প্রমাণ হয়না যে, শ্রীমদাচার্য্য নিম্বার্ক ইঁহাদের পরবর্ত্তী। পক্ষান্তরে এ আপত্তিও উঠিতে পারে যে, আচার্য্য শঙ্করের মতবাদ যখন নিম্বার্কভাষ্যে খণ্ডিত হয় নাই, তখন আচার্য্যশঙ্কর আচার্য্য নিম্বার্কের পরবর্ত্তী ; কিন্তু ইহাও হইতে পারে যে, দেবর্ষি নারদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিষ্য সত্ত্বগুণাবলম্বী নিম্বার্ক মাত্র ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য মাত্র ব্যাখ্যা সম্প্রদায় রক্ষার জন্য করিয়াছেন, বাদ প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত অনাবশ্যক মনে করিয়াছেন। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের অনেকেই মনে করিতে পারেন যে, তাঁহাদের আচার্য্যদেব যখন শ্রীমন্নারদের শিষ্য, তখন তিনি বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, দেবর্ষি নারদ ব্যাসদেব প্রমুখ ঋষিগণ কল্পান্তজীবী। তাঁহারা এখনও বর্ত্তমান আছেন। উপযুক্ত অধিকারী এখনও তাঁহাদের দর্শন লাভ করিয়া থাকেন, না হইলে মাধব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক আচার্য্য মাধব কি প্রকারে শ্রীমৎ ব্যাসদেবের শিষ্যত্ব লাভ করিলেন ? আচার্য্য শঙ্করই বা কি প্রকারে ব্যাসদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন ? অতএব শ্রীমন্নিম্বার্কাচার্য্যকে ঐতিহাসিককালে আনয়ন করিলেও তাঁহার ঋষিসম্প্রদায়ের সহিত যোগাযোগ ছিন্ন হইবেনা। পরন্তু ঋষিসম্প্রদায়ের সহিত অদ্যাপিও বর্ত্তমান থাকিয়া তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের পরম মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিতেছেন এবং উপযুক্ত অধিকারীকে তাঁহারা এখনও দর্শন দান করিয়া শক্তিসঞ্চার করিতেছেন, এ বিশ্বাস তাঁহারা যেন পরিত্যাগ না করেন। (শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু, এম. এ, বি. এল. কর্ত্তৃক লিখিত ১৩৪২ সনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা মাসিক বসুমতী পত্রিকার "বৈষ্ণব মত বিবেক" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)

১৮। ডক্টর নারায়ণ দত্ত শর্ম্মা এম্. এ., পিএইচ ডি. লিখিয়াছেন ঃ—

"সাম্প্রদায়িক ভক্তজনোঁ কা বিশ্বাস হ্যা কি নিম্বার্কাচার্য্য দ্বাপরযুগ কে অন্তমে শ্রীকৃষ্ণ অবতার কে সময় সুদর্শন চক্রকে অবতার রূপসে প্রকট হুয়ে।······সুদর্শনকে অবতার নিম্বার্ক থে, ইস সম্বন্ধমে পুরাণোঁ কে কুছ শ্লোক ভী প্রচলিত হ্যা। নারদজী কে শিষ্য হোনে সে ভী ইনকী প্রাচীনতা প্রকট কী জাতী হ্যা।······ইস মান্যতা কে বিষয়মে শুদ্ধ শ্রদ্ধাকে অতিরিক্ত ঐতিহাসিক প্রমানোঁ কী আবশ্যকতা হ্যা। সব সে বড়ী বাত ইহ হ্যা কি নিম্বার্ক বিরচিত ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা মেঁ 'বসুবন্ধু'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(বিজ্ঞানমাত্র-অস্তিত্ববাদী) জৈসে বৌদ্ধ দার্শনিক কা মত উদ্ধৃত হুয়া হ্যা, জো পাঁচবীঁ 'শতাব্দীকে আসপাস হুয়ে থে। 'বসুবন্ধু' কে কুছ বাদ কে 'বিপ্রভিক্ষু' অর্থাৎ ধর্ম্মকীর্ত্তি কা উদ্ধরণ নিম্বার্ককে শিষ্য শ্রীনিবাস কী টীকা মে দিয়া গয়া হ্যা। ইস সে স্পষ্ট হোতা হ্যা কি নিম্বার্ক স্বামী ছটবঁী, সাতবঁী শতাব্দী মে হুয়ে হোঙ্গে। নিম্বার্ক স্বামী নারদজীকে শিষ্য ইসপ্রকার ভী হো সকতে হ্যাঁ কি অজর অমর নারদজী দেবঋষি হ্যাঁ। অন্যান্য দেবতায়োঁ কী তরহ বে অপনে ভক্তো কি ধ্যান উপাসনা করনে পর চাহে জব দর্শন দে সকতে হ্যাঁ। ভক্তজন অপনী উপাসনা—পুষ্টি কে লিয়ে এসা ভালে হী মানতে রহে, পর ব্যবহার মে নিম্বার্ক কা দ্বাপরান্ত কাল সিদ্ধ হোনা কঠিন হ্যা। (ডক্টর নারায়ণ দত্ত শর্ম্মা এম. এ., পি. এইচ ডি কর্ত্তৃক লিখিত "নিম্বার্ক সম্প্রদায় ঔর উসকে কৃষ্ণভক্ত হিন্দি কবি, প্রথমভাগ, সিদ্ধান্ত খণ্ড"—৪-৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

……নিম্বার্ককে মহত্ত্বপর পূর্ব্ব প্রচলিত ভবিষ্যপুরাণ কা নিম্নশ্লোক অনেক পূর্ব্ব বিদ্বানোঁ নে উদ্ধৃত কিয়া হ্যা।

"নিম্বার্কো ভগবান্ যেষাং বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদঃ।
উদয়ব্যাপিনী গ্রাহ্যা কুলে তিথিরুপোষণে॥

……অতএব শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য কা সময় বিক্রম কী ৮ বীঁ শতীকে অন্তমে ঔর শঙ্করাচার্য্য সে পূর্ব্ব মাননা উচিত হ্যা। শ্রীবিরজাকান্ত ঘোষনে ইস সম্বন্ধমে বিশেষ উহাপোহ কী হ্যা। জিন প্রবল যুক্তিয়োঁ কে সাথ শ্রীঘোষনে শ্রীনিম্বার্ক-ভাষ্য-রচনা কা সময় বিক্রম ছটবীঁ শতাব্দী সিদ্ধ কিয়া হ্যা বে যুক্তিসঙ্গত প্রতীত হোতী হ্যা। হমারে বিচার মে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য কা সময় বিক্রমকী ৮ বীঁ শতাব্দী সে অর্ব্বাচীন নহী হো সকতা।

নিম্নাঙ্কিত হেতু ইস ধারণা কো পুষ্ট করতে হ্যাঁ :—

১। শ্রীনিম্বার্ক কা সময় ১১-১২ বীঁ শতাব্দী অনুমানিত করনে-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওয়ালে ডঃ ভাণ্ডারকর আদি লেখকোঁ কে অনুমান স্বয়ং উন্হে হী সন্তোষ প্রদ নহী প্রতীত হোতে।

২। শ্রীনিম্বার্ক ঔর শ্রীনিবাসাচার্য্য রচিত বেদান্ত সূত্রোঁকী বৃত্তিয়োঁ এবং ভাষ্যোঁ মে শঙ্কর আদি আচার্যোঁ্যা কে নামোল্লেখ অথবা উনকে মতোঁ কী আলোচনা ন মিলনে সে বে শঙ্করাচার্য্য সে পূর্ব্ববর্ত্তী সিদ্ধ হোতে হ্যাঁ।

৩। বিরাজাকান্ত ঘোষ কী গবেষণাপূর্ণ দী হুই যুক্তিয়াঁ ভী উপযুক্ত মন্তব্য কা সমর্থন করতী হ্যা।

৪। উক্ত তিনোঁ প্রকার কে হেতুয়োঁ কা হম পহলে উল্লেখ কর চুকে হ্যাঁ। ইনকে অতিরিক্ত প্রাচীন লেখমালা কে ঔর পুস্কর আদি কে শিলালেখোঁ তথা শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যপীঠ (সলেমাবাদ) কে ১৬ বীঁ শতাব্দী সে ইধরকে পট্টেপরবানোঁ এবং প্রতিদিন কে বিবরণ-পত্রোঁ সে প্রমাণিত সাড়ে তিন সৌ (৩৫০) বর্ষোঁ কী আচার্য্য পরম্পরা ঔর উসকী ঔসত ইস মান্যতা কো বিশেষ প্রমাণিত করতী হ্যা। ক্যোঁ কি বহাঁ ১৭ বীঁ শতাব্দী সে আজ তক কে সমস্ত কাগজাত সুরক্ষিত হ্যা। উনকে আধার পর শ্রীপরশুরাম দেবাচার্য্য কা অন্তর্দ্ধান কাল বিক্রম সম্বৎ ১৬৮০ কে লগভগ নিশ্চিত হ্যা। উনকে পশ্চাৎ বিক্রম সম্বৎ ২০০০ তক তিনসৌ বীস (৩২০) বর্ষোঁ মে ভী শ্রীবালকৃষ্ণশরণ দেবাচার্য্য তক গ্যারহ (১১) আচার্য্য হুয়ে হ্যাঁ। ইনকা ঔসত কাল লগভগ ৩০ বর্ষ আতা হ্যা। যদ্যপি সামান্যরূপসে জহাঁ-তহাঁ ২০ বর্ষ প্রতি পীড়ী কা ঔসত লগায়া জাতা হ্যা জবকি কোই, বিশেষ আধার নহী মিলতা হো। পরন্তু আচার্য্য পীঠকে গ্যারহ (১১) আচার্যোঁ্যাকে লিয়ে এ্যাসী কল্পনা করনে কী আবশ্যকতা হী নহী, বহাঁকে কাগজাত হী সুদৃঢ় প্রমাণ হ্যা।

ইসী আধার পর পূর্ব্বাচার্যোঁ্যা কা বিচার কিয়া জানা উচিত হ্যা, শ্রীহরিবংশ দেবাচার্য্য সে পূর্ব্ব শ্রীনিবাসাচার্য্য তক্ আচার্যাঁ্যা কী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গণনা ৩২ হোতী হ্যা, উসকী ভী কম সে কম এহী ২৯-৩০ বর্ষকী ঔসত মানী জায় তো বিক্রম সম্বৎ ১৬৮০ সে ৯৫০ বর্ষ পূর্ব্ব শ্রীনিবাসাচার্য্য কে পট্টাসীন হোনে কা সময় নির্দ্ধারিত হোতা হ্যা। জো বিক্রম সম্বৎ ৭৩০ কে লগভগ পহুঁচতা হ্যা"। (ডক্টর নারায়ণ দত্ত শর্ম্মা, এম. এ, পি. এইচ. ডি, কর্ত্তৃক লিখিত "নিম্বার্ক সম্প্রদায় ঔর উসকে কৃষ্ণভক্ত হিন্দি কবি, প্রথম ভাগ, সিদ্ধান্ত খণ্ড"—১৫-১৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

১৯। ডক্টর অমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য এম. এ., ডি. ফিল., বেদান্ত-শাস্ত্রী, কাব্য-বেদান্ত তীর্থ তাঁহার "শ্রীনিম্বার্ক ও দ্বৈতাদ্বৈত দর্শন" নামক গবেষণাগ্রন্থে "শঙ্করভাষ্যে শ্রীনিম্বার্ক ভাষ্য ও তচ্ছিষ্য শ্রীনিবাসভাষ্যের খণ্ডনের চেষ্টা আছে ইত্যাদি নানা প্রমাণ দেখাইয়া বলিয়াছেন ঃ—

"এতক্ষণ পর্য্যন্ত যে সমস্ত প্রমাণাদি আলোচিত হইল, তাহা হইতে নিঃসংশয়রূপে ইহা স্থিরীকৃত হয় যে, শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য শ্রীশঙ্করাচার্য্য অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী। নিম্বার্ক শঙ্কর অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী হওয়ায় তিনি ভাস্কর, শ্রীরামানুজ, মধ্ব, বল্লভ, বিষ্ণুস্বামী ও শ্রীকণ্ঠ অপেক্ষাও পূর্ব্ববর্ত্তী—ইহাও স্বতঃই সিদ্ধ হয়। সুতরাং নিম্বার্ক সম্প্রদায় যে বৈষ্ণব চারি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাচীনতম ইহাতেও কোনরূপ সন্দেহ নাই। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য শঙ্কর অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও তিনি কত পূর্ব্ববর্ত্তী ? এই বিষয়ে পুরাণাদির বর্ণনা হইতে কোন কিছু নিশ্চয় করা যায় কিনা বিচার করা যাউক। ভবিষ্য-পুরাণে নিম্বার্কের উল্লেখ পাওয়া যায় ; নিম্বার্কের আবির্ভাব, তাঁহার অবতারত্ব, জীবনকাহিনী প্রভৃতি বিষয়ে ভবিষ্যপুরাণে অনেক উক্তি দেখিতে পাওয়া যায় ; তৎসমস্ত পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। (পৃঃ ৩৫-৩৮ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।) এতদ্ব্যতীত বামনপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, নৈমিষখণ্ড, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুযামলতন্ত্র, ঊর্দ্ধাম্নায়তন্ত্র, শক্তিসঙ্গম তন্ত্র, নারদপরিব্রাজকোপনিষৎ প্রভৃতি পুরাণ ও তন্ত্র সমূহেও নিম্বার্কের উল্লেখ ও বর্ণনা পাওয়া যায়। এই সমস্তও পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। (পৃঃ ৩২, ৩৫-৩৮ দ্রষ্টব্য।) কিন্তু এই সমস্ত পুরাণাদির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়া নিম্বার্কের কাল বিষয়ে সুনিশ্চিতভাবে কোন সিদ্ধান্ত করা যায়না। কারণ বিভিন্ন পুরাণ সমূহের সঠিক রচনাকাল সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এখনও পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই। আর কালক্রমে পুরাণসমূহের মধ্যে বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে—বহু নূতন নূতন শ্লোক পরবর্ত্তীকালে পুরাণ সমূহের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে; সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থায় কোন্ শ্লোকগুলি মূল পুরাণের অন্তর্গত আর কোন্ গুলিই বা প্রক্ষিপ্ত তাহার নির্দ্ধারণ প্রায় অসম্ভব। সুতরাং পূর্ব্বোদ্ধৃত বিভিন্ন পুরাণের শ্রীনিম্বার্কের জীবনবৃত্তান্ত বিষয়ক শ্লোকগুলি বা শ্রীনিম্বার্কের নামোল্লেখ যুক্ত শ্লোকগুলি সেই সেই মূলপুরাণে বিদ্যমান্ ছিল কিনা অথবা সেইগুলি পরবর্ত্তীকালে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহা এখন আর নিশ্চয় করিয়া জানিবার উপায় নাই। সুতরাং সেই সমস্ত উক্তির উপর নির্ভর করিয়া নিম্বার্কের সময় বিষয়ে কোনরূপ সিদ্ধান্ত করা সমীচীন যুক্তিযুক্ত হইবে না। শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণ যে সমস্ত পুরাণের উক্তির দ্বারা শ্রীনিম্বার্কের কাল নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, নিম্নে তাহার আলোচনা করা হইল—

১। সাম্প্রদায়িক মত এইরূপ যে শ্রীনিম্বার্ক দ্বাপরযুগের শেষে আবির্ভূত হন। এই মতের সমর্থনে—

সুদর্শনো দ্বাপরান্তে বিষ্ণ্বাজ্ঞাপ্তো জনিষ্যতি।
নিম্বাদিত্য ইতি খ্যাতো ধর্ম্মগ্লানিং হরিষ্যতি॥

এই ভবিষ্যপুরাণের উক্তি উল্লেখ করা হইয়া থাকে। কিন্তু এই মত গ্রহণ যোগ্য নহে। কারণ প্রথমতঃ এই শ্লোকটি ভবিষ্যপুরাণে পরবর্ত্তী কালে প্রক্ষিপ্তও হইতে পারে; সুতরাং ইহার উপর নির্ভর করিয়া কোনরূপ সিদ্ধান্ত করা চলেনা। দ্বিতীয়তঃ শ্রীনিম্বার্ক তাঁহার ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়াছেন (২।২।১৮ সূত্র দ্রষ্টব্য)। সুতরাং তিনি বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না ইহা তো নিশ্চিতই। সুতরাং নিম্বার্ককে দ্বাপরান্তের লোক বলা একান্তই অযৌক্তিক।

২। স্কন্দপুরাণের নৈমিষখণ্ডে নিম্বার্কের জীবন বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে বলিয়া "আচার্য্যচরিতম্" গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে এবং সেখানে নিম্বার্ককে "হবির্ধান" নামে আখ্যাত করা হইয়াছে (আচার্য্য চরিতম্—পুরুষোত্তমাচার্য্য রচিত—পৃঃ ৩৪-৩৫)। এই স্কন্দপুরাণের রচনাকাল প্রাচীন। নেপালের প্রাপ্ত স্কন্দপুরাণের পাণ্ডুলিপির রচনাকাল খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর অপেক্ষা পরবর্ত্তী নহে বলিয়া পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। (History of Indian Literature Vol 1.) কিন্তু স্কন্দ-পুরাণের বিভিন্ন খণ্ডের রচনা একই সময়ে হয় নাই, অনেকগুলি খণ্ডের রচনা পরবর্ত্তীকালের। কিন্তু নৈমিষখণ্ডের রচনাকাল এখনও পর্য্যন্ত সুনির্ণীত হয় নাই। সুতরাং উহার উপর ভিত্তি করিয়াও নিম্বার্কের আবির্ভাবের সময় সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা যাইতে পারেনা।

৩। শ্রীব্যাসদেব ভবিষ্যপুরাণে তিথিবেধ প্রস্তাবে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের মত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন ঃ—

"উদয়ব্যাপিনী গ্রাহ্যা কুলে তিথিরুপোষণে।
নিম্বার্কো ভগবান্ যেষাং বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদঃ॥

এই উক্তিতে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের তিথিবেধ বিষয়ে মতবাদ উল্লেখ করা হইয়াছে। অধুনাপ্রাপ্ত ভবিষ্যপুরাণে এই শ্লোকটি পাওয়া যায়না। কিন্তু এই শ্লোকটি ত্রয়োদশ শতাব্দিতে আবির্ভূত বিদ্বান্ হেমাদ্রি তাঁহার স্মৃতিগ্রন্থে মুক্তিসপ্তমী ব্রত প্রসঙ্গে তিথিবেধ প্রস্তাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তাঁহার পরবর্ত্তীকালে আবির্ভূত কমলাকর ভট্টও তাঁহার প্রসিদ্ধ স্মৃতিগ্রন্থ "নির্ণয়সিন্ধু"তে প্রথম পরিচ্ছেদে তিথিবেধ প্রস্তাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভট্টজী দীক্ষিতও তিথিনির্ণয়ে জন্মাষ্টমী ব্রতপ্রসঙ্গে এই শ্লোকই উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং ইহা হইতে অনুমিত হইতে পারে যে, যেরূপ হেমাদ্রির পরবর্ত্তী ভট্টজী দীক্ষিত,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কমলাকর ভট্ট প্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ শাস্ত্র পরম্পরাক্রমে এই শ্লোক তিথিবেধ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেইরূপ হেমাদ্রিও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্বান্ গণের গ্রন্থ হইতেই এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আর ইহা দেখাও যায় যে শাস্ত্রগ্রন্থসকলের বিষয়ক্রম এবং প্রমাণোদ্ধরণ প্রায়ই পূর্ব্ব পূর্ব্ব শাস্ত্র পরম্পরার অনুসরণক্রমেই করা হইয়া থাকে। সুতরাং ইহার দ্বারা ইহাই সূচিত হয় যে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হেমাদ্রিরও বহু পূর্ব্বে প্রাপ্ত পুরাণগুলিতে হেমাদ্রির উদ্ধৃত "নিম্বার্কো ভগবান্ যেষাং বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদঃ" ইত্যাদি শ্লোকটি অবশ্যই ছিল। নতুবা বিভিন্ন সম্প্রদায়ানুবর্ত্তী বিভিন্ন বিদ্বান্‌গণের গ্রন্থসমূহে এই একই শ্লোকের উদ্ধৃতি সম্ভব হইত না।

আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রে (যাহার রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫ম বা ৪র্থ শতাব্দী বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে—History of Indian Literature—Vol. I, Page 567) এই ভবিষ্যপুরাণের বচন উদ্ধৃত করা আছে (The History and Culture of the Indian People—Classical Age—By Mazumdar and Pusalkar—P. 294-97.)

সুতরাং ইহার দ্বারা ভবিষ্যপুরাণে উক্ত এই শ্লোকটিও নিম্বার্কের সুপ্রাচীনত্বই ঘোষণা করে। এইরূপ যুক্তির উত্তরে বক্তব্য এই যে হেমাদ্রির বহু পূর্ব্বেও উক্ত শ্লোকটি ভবিষ্যপুরাণে ছিল ইহা স্বীকার করিলেও ঐ শ্লোকটি যে মূল ভবিষ্যপুরাণেই বিদ্যমান ছিল, পরবর্ত্তিকালে হেমাদ্রির আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বেই যে ঐ শ্লোকটি তাহাতে প্রক্ষিপ্ত হয় নাই, তাহাতো নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। আর মূল ভবিষ্যপুরাণের (আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রে যাহার উল্লেখ আছে) রচনাকাল যদি খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ বা ৭ম শতাব্দীও ধরা যায় এবং সেই মূল পুরাণে যদি নিম্বার্কের উল্লেখ-সূচক ঐ শ্লোকটির থাকা স্বীকার করাও যায়, তথাপি এই মত গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কারণ মূল ভবিষ্যপুরাণে নিম্বার্কের উল্লেখ থাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্য হইলে নিম্বার্ক ভবিষ্যপুরাণ রচনারও পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছেন, ইহাই বলিতে হয়। কিন্তু ইহা একেবারেই অসম্ভব ও অযৌক্তিক। কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে নিম্বার্ক তাঁহার ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে ২।২।১৮ সূত্রে বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়াছেন, সুতরাং তিনি কোনক্রমেই বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারেন না। কিন্তু বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ বা ৫ম শতাব্দী বলিয়া সর্ব্বজনস্বীকৃত! সুতরাং নিম্বার্ক তাহার পূর্ব্বে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৭ম বা অষ্টম শতাব্দীর হইতে পারেন না। অতএব ভবিষ্যপুরাণের উক্তি গ্রহণযোগ্য নহে, তাহা প্রক্ষিপ্তই বলিতে হইবে।

(৪) আর বামনপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুযামলতন্ত্র, ঊর্দ্ধাম্নায়তন্ত্র, শক্তিসঙ্গমতন্ত্র, নারদপরিব্রাজকোপনিষৎ প্রভৃতি গ্রন্থে নিম্বার্কের নামোল্লেখ থাকিলেও (পৃঃ ৩৩, ৩৬-৩৯ ফুটনোট দ্রষ্টব্য) এই সমস্ত গ্রন্থ অনেক পরবর্ত্তিকালের বলিয়া এবং এই সমস্ত গ্রন্থের রচনা-কালও সুনির্দ্দিষ্টভাবে নির্ণীত হয় নাই বলিয়া ইহাদের উপর ভিত্তি করিয়াও নিম্বার্কের কাল বিষয়ে কোন সুনির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত করা যুক্তিসঙ্গত নহে।"……ইত্যাদি, ইত্যাদি। (৯০—৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

শ্রীভট্টাচার্য্যের প্রদর্শিত শ্রীনিম্বার্কের আবির্ভাবকাল বিষয়ক যুক্তিগুলি পরে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করিয়া খণ্ডন করা হইবে বলিয়া এখানে আর সেই-গুলির পুনরুক্তি করিলাম না। এক্ষণে উপরোক্ত মতগুলির আলোচনার দ্বারা শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের সঠিক আবির্ভাব সময় নির্ণয়ের চেষ্টা করিব।

১। **R. G. Bhanderkar** তাঁহার **Vaishnavism, Saivism. and Minor Religious Systems** নামক গ্রন্থে যে নিম্বার্কাচার্য্যকে শ্রীরামা-নুজের পরবর্ত্তী দ্বাদশ শতাব্দীর বলিয়াছেন, তাহা একান্ত অসঙ্গত; কারণ শ্রীনিম্বার্ক শ্রীরামানুজের পূর্ব্ববর্ত্তী, এমনকি শ্রীশঙ্করাচার্য্যেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য যে শ্রীরামানুজের ও শ্রীশঙ্করাচার্য্যেরও পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা ২ নম্বরে শ্রীরাধাকৃষ্ণণের এবং ৩ নম্বরে ৺রাজেন্দ্রনাথ ঘোষের কথার উত্তরে প্রদর্শিত হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভাণ্ডারকর যে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যকে 'দ্বাদশ শতাব্দীর' বলিয়াছেন, তাহা যে একান্ত অসঙ্গত তাহার আর একটি প্রমাণও এখানে দেখাইতেছি। গীত গোবিন্দকার "জয়দেব" নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের যে "টাট্টীস্থান" নামক একটি আশ্রম আছে, তাঁহাদের গুরু পরম্পরায় এই জয়দেব পড়িয়াছেন। তাঁহার গুরুর নাম যশোদানন্দনদেবজী।* তাঁহার জন্মভূমি বীরভূম জিলার কেন্দুবিল্ব (জয়দেব কেন্দুলী) গ্রামে জয়দেবের মন্দিরে এখন পর্য্যন্ত নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মহন্ত বর্ত্তমান আছেন। তাঁহার নাম শ্রীরাসবিহারী শরণ দেবজী। জয়দেবের পূজিত রাধামাধব বিগ্রহ নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের সলেমাবাদস্থিত আচার্য্য পীঠে বিরাজমান আছেন।

কেন্দুবিল্বস্থিত জয়দেবের মন্দিরের স্বত্ব লইয়া মোকদ্দমা হইয়াছিল। সেই মোকদ্দমায়ও ইহা নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের বলিয়াই নির্ণয় হইয়াছিল।†

এই জয়দেবের সময় খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী। তাঁহার লিখিত "গীত গোবিন্দের" একখানি প্রাচীন পুঁথির শেষে স্পষ্ট লিখা আছে যে,

"সমাপ্তমিদং শ্রীগীতগোবিন্দাভিধং সমীচীনতমং শাস্ত্রং সম্পূর্ণম্।... অথ লক্ষ্মণসেন নাম নৃপতি সময়ে শ্রীজয়দেবস্য কবিরাজ প্রতিষ্ঠা।" লক্ষ্মণ সেন দ্বাদশ শতাব্দীতেই পিতৃসিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছিলেন। সুতরাং ইহার দ্বারা জয়দেবের সময় যে দ্বাদশ শতাব্দী তাহা প্রমাণিত হয়।

মনিয়র উইলিয়মস্ সাহেবও (১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে) তাঁহার প্রণীত Hinduism নামক গ্রন্থের ১৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

---

* শ্রীমহন্ত কিশোর দাসজীকৃত "নিজমত সিদ্ধান্ত" (১৯১৫ খ্রী ১৯৭১ সম্বতে লক্ষ্মৌ Anglo-Oriental Prcss এ মুদ্রিত) গ্রন্থের মধ্যখণ্ডের ১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† শ্রী১০৮ স্বামী সন্তদাসজী কর্ত্তৃক শিবপুর শ্রীশ্রীনিম্বার্ক আশ্রমস্থাপন উপলক্ষে লিখিত প্রবন্ধ "দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্তের" ৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"It should be noted here that the poet Jaydeva, who is believed to have lived in the 12th century may be said to have followed Nimbarka in persuing the doctrine of devotion to Krishna by his celebrated poem called Gitagobinda"

এই সমস্ত প্রমাণবলে জয়দেব যে নিম্বার্ক সম্প্রদায় ভুক্ত ও তাঁহার সময় যে দ্বাদশ শতাব্দী ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইল। এই 'জয়দেব' গুরু পরম্পরা অনুসারে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য হইতে ৪৬ পুরুষ অধস্তন। গুরু পরম্পরার পাঠে ইহা জানা যায়।

জয়দেব যখন দ্বাদশ শতাব্দীর তখন তাঁহা হইতে উর্দ্ধতন ৪৬ পুরুষ শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য যে দ্বাদশ শতাব্দীর কোন প্রকারেই হইতে পারেন না, জয়দেব অপেক্ষা বহু পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা এক্ষণে পাঠক পাঠিকাগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন আশা করি। অতএব আর জি, ভাণ্ডারকর যে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যকে দ্বাদশ শতাব্দীর বলিয়াছেন তাহা একান্ত অসঙ্গত কথা।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য হইতে অধস্তন ৩০ পুরুষ শ্রীকেশব কাশ্মিরী ভট্টজী একাদশ শতাব্দীর হইলে তাঁহা হইতে ১৬ পুরুষ অধস্তন শ্রীজয়দেব দ্বাদশ শতাব্দীর হন কিরূপে? ইহার উত্তর এই যে, আচার্য্যের মূল পরম্পরাতে এবং শাখাপরম্পরাতে সময়ের বহু তারতম্য হইয়া থাকে। শাখাপরম্পরায় ২।৩ পুরুষ যখন হইয়া যায় তখন মূল পরম্পরায় ১ পুরুষই চলিতে থাকে, এইরূপ সকল সম্প্রদায়ের মূলপরম্পরা ও শাখাপরম্পরার মধ্যেই দেখা যায়। এই নিম্বার্ক সম্প্রদায়েরই আমাদের মূল পরম্পরাও টাট্টীস্থানের পরম্পরা তুলনা করিলেই তাহা দেখা যাইবে। আমাদের মূল পরম্পরায় শ্রীহংসভগবান হইতে আমি পর্য্যন্ত ৫৬ পুরুষ, কিন্তু টাট্টিস্থানের শাখা পরম্পরায় বর্ত্তমান পুরুষ পর্য্যন্ত ৭৯ পুরুষ হইয়াছে। (পূর্ব্বে উদ্ধৃত আমাদের আচার্য্য-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরম্পরা* ও এখানের ফুট নোটে উদ্ধৃত টাট্টীস্থানের পরম্পরা দ্রষ্টব্য).

পরবর্ত্তী ২নং ও ৩নং উত্তরে যে আলোচনা করা হইবে, তাহাতে সমস্ত বিষয়ে পরিস্ফুট হইবে বলিয়া এখানে আর অধিক আলোচনা করিলাম না।

২। ডক্টর রাধাকৃষ্ণন তাঁহার 'ব্রহ্মসূত্র' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"ভাষ্য পাঠে মনে হয় তিনি. (শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য) রামানুজের ভাষ্যের প্রতি বহুলাংশে ঋণী এবং শ্রীকণ্ঠের মতের তিনি সমালোচনা করিয়াছেন।

টাট্টিস্থানের পরম্পরা

* ১। শ্রীহংসভগবান্ হইতে—১৬। শ্রীদেবাচার্য্যজী এই পর্য্যন্ত মূলধারা আসিয়াছে এবং ইহার পর দুই ধারা গিয়াছে। একটি শ্রীদেবাচার্য্যের প্রথম শিষ্য শ্রীসুন্দরভট্টজী হইতে, অপর শ্রীদেবাচার্য্যের শিষ্য শ্রীব্রজভূষণ দেবজী হইতে। (এই পরম্পরাতে জয়দেব পড়িয়াছেন।) পরবর্ত্তী পরম্পরা এইরূপ—১৭। শ্রীব্রজভূষণ দেবজী ১৮। শ্রীব্রজজীবন দেবজী ১৯। শ্রীজনার্দ্দন দেবজী ২০। শ্রীবংশীধর দেবজী ২১। শ্রীভূধর দেবজী ২২। শ্রীহরিবল্লভ দেবজী ২৩। শ্রীমুকুন্দ দেবজী ২৪। শ্রীললিতভানু দেবজী ২৫। শ্রীকন্হর দেবজী ২৬। শ্রীবাসুদেব দেবজী ২৭। শ্রীসুরতভানু দেবজী…৪০। শ্রীমথুরানাথ দেবজী…৪১। শ্রীপ্রেমনারায়ণ দেবজী ৪২। শ্রীঅনন্ত দেবজী ৪৩। শ্রীশ্যামখরে দেবজী ৪৪। শ্রীলঘুবিঠল দেবজী, ৪৫। শ্রীমোহন দেবজী, ৪৬। শ্রীত্রিভঙ্গ দেবজী, ৪৭। শ্রীহরিবিলাস দেবজী ৪৮। শ্রীযশোদানন্দন দেবজী ৪৯। শ্রীজয়দেবজী (গীতগোবিন্দকার) ৫০। শ্রীজনগোপাল দেবজী, ৫১। শ্রীমাধব দেবজী, ৫২। শ্রীবিষ্ণু দেবজী… ৬১। শ্রীহরি দেবজী, ৬২। শ্রীআশুধীর দেবজী, ৬৩। শ্রীহরিদাস দেবজী (স্বামী হরিদাস) ৬৪। শ্রীবিঠলবিপুল দেবজী ৬৫। শ্রীবিহারিণী দেবজী …৬৭। শ্রীনরহরি দেবজী ৬৮। শ্রীরসিক দেবজী, ৬৯। শ্রীললিত কিশোরী দেবজী…৭৯। শ্রীরাধাচরণ দাসজী (বর্ত্তমান)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিম্বার্ক মনে হয় এয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের লোক।" আবার তিনি তাঁহার "ইণ্ডিয়ান ফিলসফি" গ্রন্থে লিখিয়াছেন "নিম্বার্ক রামানুজের পরবর্ত্তী ও মাধ্বের পূর্ব্ববর্ত্তী একাদশ শতাব্দীর লোকছিলেন। ডঃ রাধা কৃষ্ণাণের এই উভয় উক্তি পরস্পর বিরুদ্ধ এবং উভয় আনুমানিক উক্তির কোনটিই ঠিক নহে, কারণ—স্বয়ং শ্রীরামানুজাচার্য্য তাঁহার শ্রীভাষ্যে শ্রীনিম্বার্ক ও তাঁহার শিষ্য শ্রীনিবাসের মতে দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীনিম্বার্ক ভেদাভেদবাদী, (১।১।৪, ২।১।১২, ২।৩।৪২, ৩।২।২৭, ৩।২।২৮ সূত্র দ্রষ্টব্য)।* কিন্তু শ্রীনিম্বার্কের মতে ভেদাভেদ বাদ স্বাভাবিক। তাই তাঁহার ভাষ্যের বিস্তারকারী তাঁহার শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদই তাঁহার ভাষ্যে প্রদর্শন করিয়াছেন—(২।১।১, ২।১।১৩, ২।৩।৪২, ৩।২।২৭, ৩।২।২৮ প্রভৃতি সূত্রভাষ্য দ্রষ্টব্য।)†

তাঁহাদের উভয়ের এই ভেদাভেদ বাদে ও স্বাভাবিক ভেদাভেদ বাদে শ্রীরামানুজাচার্য্য এইরূপ দোষ দেখাইয়াছেন—

---

*"**সর্ব্বভিন্নাভিন্নো** ভগবান্ বাসুদেবো বিশ্বাত্মৈব" (১।১।৪ সূত্রের নিম্বার্ক ভাষ্য), "ভূবিকারবজ্রবৈদূর্য্যাদিবদ্ব্রহ্মাভিন্নোঽপি ক্ষেত্রজ্ঞঃ স্বস্বরূপতো ভিন্ন এব " (২।১।২২ঃ সূত্রভাষ্য), "অংশাংশিভাবাজ্জীবপরমাত্মনো র্ভেদাভেদৌ দর্শয়তি" (২।৩।৪২ সূত্রভাষ্য), "...মূর্ত্তামূর্ত্তাদিকং বিশ্বং ব্রহ্মণি স্বকারণে ভিন্নাভিন্ন সম্বন্ধেন স্থাতুমর্হতি ভেদাভেদব্যপদেশাদহিকুণ্ডলবৎ জীবপুরুষোত্তময়োরপি তথা সম্বন্ধো জ্ঞেয়ঃ। উভয়ব্যপদেশাৎ প্রভাতদ্বতোরিব..." (৩।২।২৭-২৮ সূত্রভাষ্য)।

†"**চিদচিৎস্বাভাবিক ভেদাভেদাশ্রয়ো** ভগবান্ বাসুদেবঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ (১।১।২ সূত্রভাষ্য), "তথা ব্রহ্মজীবয়োরপি **স্বাভাবিকো ভেদাভেদ সম্বন্ধঃ**" (২।১।১৩ সূত্রভাষ্য), "উভয়বিধবাক্যানাং তুল্যবলত্বাৎ জীবপরমাত্মনোঃ" স্বাভাবিকৌ ভেদাভেদৌ ভবত ইত্যর্থঃ "(২।৩।৪২ সূত্রভাষ্য), "এবং প্রপঞ্চস্যাপি চিদচিচ্ছক্তিমদ্ব্রহ্মকার্য্যস্য কারণেন ব্রহ্মণা সহ **স্বাভাবিকৌ ভেদাভেদৌ** ভবতঃ "(৩।২।২৭ সূত্রভাষ্য), "তদ্বদংশভূতস্য জীবস্যাংশিনা সহ স্বাভাবিকৌ ভেদা ভেদৌ ভবত ইত্যর্থঃ" (৩।২।২৮ সূত্রভাষ্য)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"**ভেদাভেদবাদে** তু ব্রহ্মণ্যেবোপাধিসংসর্গাৎ তৎপ্রযুক্তা জীবগতা দোষা ব্রহ্মণ্যেব প্রাদুঃষ্যুরিতি নিরস্তনিখিলদোষ-কল্যাণগুণাত্মক ব্রহ্মাত্ম-ভাবোপদেশ হি বিরোধাদেব পরিত্যক্তাঃ স্যুঃ। **স্বাভাবিক ভেদাভেদ-বাদেঽপি** ব্রহ্মণঃ স্বত এব জীবভাবাভ্যুপগমাৎ গুণবদ্দোষাশ্চ স্বাভাবিকা ভবেয়ুরিতি নির্দ্দোষব্রহ্মতাদাত্ম্যোপদেশো বিরুদ্ধ এব"। (১।১।১ সূত্রের শ্রীরামানুজভাষ্য) ঃ—

অর্থ ঃ—কিন্তু ভেদাভেদবাদে ব্রহ্মেই উপাধিসংসর্গ হয় বলিয়া সেই উপাধিসংসর্গ প্রযুক্ত জীবগত দোষসমূহ ব্রহ্মেই সম্বন্ধযুক্ত হইবে (ব্রহ্মকেই স্পর্শ করিবে), এইজন্য এই বিরোধ হয় বলিয়াই নিখিল দোষরহিত কল্যাণগুণাশ্রয় ব্রহ্মের সহিত একাত্মভাবের উপদেশ পরিত্যাগ করিতে হয়। স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদেও ব্রহ্মের স্বতঃই জীবভাব স্বীকার করিতে হয় বলিয়া জীবগত গুণদোষসমূহও ব্রহ্মের স্বাভাবিকই হইবে। সুতরাং নির্দ্দোষ ব্রহ্মের সহিত জীবের তাদাত্ম্য উপদেশ বিরুদ্ধই হইয়া পড়ে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে একমাত্র শ্রীনিম্বার্ক ও তাঁহার শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য এবং তৎসম্প্রদায়িগণই এই স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ স্বীকার করেন। অন্য কান আচার্য্য বা সম্প্রদায় স্বাভাবিক ভেদাভেদ স্বীকার করেন না। সুতরাং রামানুজ যে ভেদাভেদবাদ ও স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার দ্বারা তিনি শ্রীনিম্বার্ক ও তাঁহার শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্যের স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদকেই লক্ষ্য করিয়াছেন বুঝিতে হইবে।

সুতরাং শ্রীরামানুজাচার্য্য শ্রীনিম্বার্ক ও শ্রীনিবাসাচার্য্যের ভেদাভেদ-বাদে ও স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদে দোষ প্রদর্শন করায় শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য এমন কি তাঁহার শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্যও শ্রীরামানুজের যে পূর্ব্ববর্ত্তী ইহাই নিশ্চিত হয়। সুতরাং "শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য শ্রীরামানুজের প্রতি বহুলাংশে ঋণী এবং তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের লোক"—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইরূপ বলা যাইতে পারে না। অবশ্য শ্রীরামানুজাচার্য্য শ্রীনিম্বার্ক ও শ্রীনিবাসের ভেদাভেদ বা স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদে যে দোষ দিয়াছেন, সেই দোষ যে তাঁহাদের ঐ মতবাদে মোটেই থাকে না, তাহা তাঁহাদের ভাষ্য নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিলেই জানা যাইবে। অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া এখানে সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করিলাম না। পরে যথাস্থানে এ বিষয়ে আলোচনা করিব। উপরোক্ত প্রমাণ বলে শ্রীনিম্বার্ক শ্রীরামানুজের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রমাণিত হওয়ায় অন্য যাঁহারা শ্রীনিম্বার্ককে শ্রীরামানুজের পরবর্ত্তী বলিয়াছেন, তাঁহাদের উক্তির উত্তর ইহার দ্বারাই হইয়া গেল। আর শ্রীনিম্বার্ক শ্রীকণ্ঠের মতের কোথায় সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা রাধাকৃষ্ণন লিখেন নাই। শ্রীনিম্বার্ক যখন শ্রীশঙ্করাচার্য্যেরও পূর্ব্ববর্ত্তী (শ্রীশঙ্করাচার্য্যের যে পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা ৩ নং উত্তরে প্রমাণিত হইবে) তখন তাঁহার পক্ষে শ্রীকণ্ঠর মতের সমালোচনা করা অসম্ভব।

৩। ৺রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয় বলিয়াছেন—"শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য অন্য মতের খণ্ডন করিলেও নিম্বার্ক মত খণ্ডনের চেষ্টা করেন নাই, অতএব শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের পরে, এমন কি মধ্বাচার্য্যেরও পরে। তিনি অন্যত্র আবার বলিয়াছেন (১৩ নং দ্রষ্টব্য) নিম্বার্ক ভাষ্য রচনার কাল দশম শতাব্দী। অতএব দেখা যায় তাঁহার নিজের মধ্যেই যথেষ্ট মতদ্বৈধ আছে। তাঁহার প্রথমোক্ত উক্তির উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, তিনি ব্রহ্মসূত্রের নিম্বার্ক ভাষ্য ও নিম্বার্ক শিষ্য শ্রীনিবাসের ভাষ্যের সহিত মিলাইয়া শঙ্কর ভাষ্য পড়িলে এইরূপ বলিতে পারিতেন না। তিনি ঐ ভাষ্যগুলির সহিত মিলাইয়া শঙ্কর ভাষ্য না পড়িয়াই যে এইরূপ মতপ্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বেশ বুঝা যায়। ৺রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের ন্যায় যাঁহারা শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যকে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী বলিয়াছেন—তাঁহাদের সকলের উত্তরে এই খণ্ডন প্রযোজ্য। তাঁহাদের উক্তি যে যথার্থ নহে, তাহা প্রদর্শন করার জন্য ঐ তিন ভাষ্য অবলম্বনে নিম্নে কিছু আলোচনা করিতেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যে শ্রীনিম্বার্কের ও তাঁহার শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্যের নাম উল্লেখ না করিলেও (স্পষ্টতঃ নামোল্লেখ করিয়া মত খণ্ডনের প্রথা পূর্ব্বে ছিল না) তাঁহাদের মত খণ্ডনের চেষ্টা বহুস্থানে করিয়াছেন দেখা যায়। কয়েকটি মাত্র স্থল আমি নিম্নে দেখাইতেছি।

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য ১।১।১ ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে "অথাধীতষড়ঙ্গবেদেন...... জিজ্ঞাসিত ধর্ম্মমীমাংসা শাস্ত্রেণ" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা এবং তাঁহার শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্যও ঐ সূত্রে ভাষ্যে "......ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়াং প্রবৃত্তস্তয়া সম্যঙ্‌নির্ণীতকর্ম্মস্বরূপতদনুষ্ঠানপ্রকারতৎফলকস্তথাভূতজ্ঞানমাপদ্যতে, তদনন্তরম্" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার জন্য তাহার পূর্ব্বে ধর্ম্মজিজ্ঞাসার দ্বারা কর্ম্ম জ্ঞানের অনন্তর বলিয়াছেন।

কিন্তু শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে তাঁহাদের ঐ মত পূর্ব্বপক্ষরূপে উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন—"নন্বিহ কর্ম্মাববোধানন্তর্য্যং বিশেষঃ ন ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়াঃ প্রাগপ্যধীতবেদান্তস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপপত্তেঃ।......নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ, ইহামুত্রফলভোগবিরাগঃ, শমদমাদিসাধনসম্পৎ মুমুক্ষুত্বঞ্চ, তেষু হি সৎসু প্রাগপি ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়াঃ ঊর্দ্ধঞ্চ শক্যতে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতুং জ্ঞাতুঞ্চ, ন বিপর্য্যয়ে। তস্মাদথশব্দেন যথোক্তসাধনসম্পত্ত্যানন্তর্য্যমুপদিশ্যতে" (১।১।১ সূত্র ভাষ্য)।—ধর্ম্মজ্ঞানের অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিতে হইবে বলা যায় না, কারণ ধর্ম্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্বেও বেদান্ত অধ্যয়নের পর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইতে পারে। ...নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ঐহিক ও আমুষ্মিক বিষয়ভোগে বৈরাগ্য, শমদমাদিসাধনসম্পদ, ও মুমুক্ষুত্ব এইগুলি বর্ত্তমান থাকিলে ধর্ম্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্বে ও পরে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিতে বা ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়; কিন্তু ঐগুলি বর্ত্তমান না থাকিলে পারা যায় না। অতএব 'অথ' শব্দের দ্বারা উপরোক্ত নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকাদি সাধনসম্পত্তির অনন্তরই উপদিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য ও তাঁহার শিষ্য তাঁহাদের ভাষ্যে যে 'অথ' শব্দের অর্থ ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্বে ধর্ম্মজিজ্ঞাসার দ্বারা ধর্ম্মজ্ঞানের অনন্তর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়াছেন, তাহার নিষেধ করিয়া শঙ্করাচার্য্য 'অথ' শব্দের অর্থ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকাদি সাধন চতুষ্টয়েরই অনন্তর বলিয়াছেন। অতএব ইহার দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীনিম্বার্কের ও শ্রীনিবাসের মতের খণ্ডন করার চেষ্টা করিয়াছেন।

আরও দেখা যায় শ্রীনিম্বার্ক ভাষ্য ও শ্রীনিবাসের ভাষ্যমতে ১।১।১৩ হইতে ১।১।২০ সূত্র পর্য্যন্ত (শঙ্কর ভাষ্যানুসারে ১।১।১২ হইতে ১।১।১৯ সূত্র পর্য্যন্ত) ব্রহ্মকে আনন্দময় প্রতিপাদন করা হইয়াছে। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও ঐ সমস্ত সূত্রের ঐ উভয় ভাষ্যানুসারেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীনিম্বার্কভাষ্য ও তাঁহার শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্যের ভাষ্যের সহিত শঙ্কর ভাষ্য মিলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে, ঐ উভয় ব্যাখ্যার সহিত সম্পূর্ণ মিল রাখিয়াই শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ঐ সূত্রগুলির ভাষ্য লিখিয়াছেন, এমন কি অনেকস্থলে শঙ্করভাষ্যে শ্রীনিবাসাচার্য্যের 'বেদান্তকৌস্তুভ' ভাষ্যের ভাষাই উদ্ধৃত হইয়াছে দেখা যায়। কিন্তু শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য শেষ সূত্রের (উক্ত উভয় ভাষ্যমতে ১।১।২০ সূত্রের, শঙ্করভাষ্যমতে ১।১।১৯ সূত্রের) ভাষ্য উক্ত উভয় ভাষ্যের ন্যায়ই লিখিয়া তৎপর তিনি ঐ উভয় ভাষ্যের মত খণ্ডন করিয়া নিজমতে অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঐ সূত্রগুলির উক্ত দুই ভাষ্যের সহিত শঙ্করভাষ্য মিলাইলেই তাহা দেখা যাইবে। অতএব এখানেই শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের ও তাঁহার শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্যের মতের খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন দেখা যায়।

অপর একটি সূত্রের উভয় ভাষ্যের ভাব ও ভাষার এরূপ ঐক্য আছে যে, একজন আর একজনের ভাষা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে করা অসঙ্গত হয়না। তাহা ব্রহ্মসূত্রের ২।৩।২০ সূত্রের ভাষ্য।

"উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্" (২।৩।১৯) সূত্রের শঙ্করভাষ্য ও নিম্বার্ক ভাষ্য—উভয় ভাষ্য অনুসারেই ব্যাখ্যা এইরূপ ঃ—শ্রুতিতে যখন জীবাত্মা সম্বন্ধে উৎক্রান্তি, গমন ও আগমন শুনা যায়, তখন জীব অবশ্যই পরিচ্ছিন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও অণুপরিমাণ। অতঃপর ২।৩।২০ সূত্রের উভয় ভাষ্য তুলনা করা যাইতেছে ঃ—

২।৩।২০ সূত্র—স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ।

ইহার নিম্বার্কভাষ্য ঃ—"উৎক্রান্তিঃ কদাচিৎ স্থিরস্যাপি গ্রামস্বাম্যনিবৃত্তিবৎ স্যাৎ উত্তরয়োঃ স্বাত্মনৈব সম্ভবাজ্জীবোঽণুঃ।"

এই সূত্রের শঙ্করভাষ্যের প্রথমাংশ—"উৎক্রান্তিঃ কদাচিৎ অচলতোঽপি গ্রামস্বাম্যনিবৃত্তিবদ্দেহস্বাম্যনিবৃত্ত্যা কর্ম্মক্ষয়েণাবকল্পতে। উত্তরে তু গত্যগতী নাচলতঃ সম্ভবতঃ, স্বাত্মনা হি তয়োঃ সম্বন্ধো ভবতি, গমেঃ কর্ত্তৃস্থক্রিয়াত্বাৎ।"

শঙ্করভাষ্যের এই অংশের ভাষা অবিকল নিম্বার্কভাষ্যের ভাষার সহিত অভিন্ন; মাঝে মাঝে দুই একটি শব্দ দ্বারা যেন নিম্বার্ক ভাষ্যের অর্থ বিশদ করা হইয়াছে। উভয়ের দৃষ্টান্তও অভিন্ন। ঐ দৃষ্টান্তের কোন আভাস কোন সূত্র মধ্যে নাই।

ভাষার তুলনার দ্বারা যদি লেখকের পৌর্ব্বাপৌর্য্য স্থির করিতে হয় তবে এক্ষেত্রে শঙ্করকেই নিম্বার্কের পরবর্ত্তী বলিতে হয়; কারণ পরবর্ত্তী লেখকই পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকের উক্তি বিশদ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

কিন্তু এই সূত্রভাষ্যের আর একটু আলোচনা করিলে এ বিষয় অধিকতর পরিস্ফুট হইবে।

ব্রহ্মসূত্রের পরবর্ত্তী ৮টি সূত্র অর্থাৎ ২১-২৮ সূত্র জীবের অণুত্ব প্রতিপাদক। নিম্বার্ক ও শঙ্কর উভয়েই এই সূত্রসমূহকে ঐরূপ ভাবে অর্থাৎ জীবের অণুত্ব প্রতিপাদক ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের মতে ১৯-২৮ পূর্ব্ব পক্ষ সূত্র, অর্থাৎ 'জীব অণু' ইহা সূত্রকারের নিজের মত নহে; কিন্তু জীবের অণুত্ববাদিগণ তৎসম্বন্ধে যে যে যুক্তি দেখাইয়া থাকেন বা দেখাইতে পারেন তাহাই সূত্রকার এই দশসূত্রে বিবৃত করিয়াছেন এবং শঙ্করের মতে পরবর্ত্তী ২৯শ সূত্রে (তদ্‌গুণ সারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ) ব্যাসদেব উক্ত পূর্ব্বপক্ষসমূহের খণ্ডন করত ঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজমত (জীবাত্মা অণু নহে, বিভু) প্রকাশ করিয়াছেন, এইরূপ শ্রীশঙ্করাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে বলিয়াছেন।

নিম্বার্কভাষ্যমতে এই সব সূত্র পূর্ব্বপক্ষসূত্র নহে, পরন্তু সূত্রকারের নিজের মতের ('জীব অণু' এই মতের) প্রতিপাদক অর্থাৎ জীবাত্মা যে অণুপরিমাণ সূত্রকারের তাহাই অভিমত এবং তিনি সেই মত ঐ সমস্ত সূত্রে প্রকটিত করিয়াছেন।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য এই সমস্ত সূত্রকে পূর্ব্বপক্ষ সূত্ররূপে গ্রহণ করিয়া ২।৩।২৯ সূত্রের ভাষ্য খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। উৎক্রান্তি, গতি ও আগতি সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন বিভু, আত্মার স্বতঃ উৎক্রান্তি প্রভৃতি নাই, তাহা ঔপচারিকমাত্র, প্রাণ এবং বুদ্ধিই উৎক্রান্ত, গত এবং আগত হয়, আত্মাতে তাহার উপচার হয় মাত্র।

এই সব মতামত কিম্বা বিভিন্ন ব্যাখ্যার উপাদেয়ত্ব অনুপাদেয়ত্ব আলোচ্য বিষয় নহে। এই উভয় ভাষ্যের ভাব ও ভাষা হইতে উভয় ভাষ্যকারের পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব ও পরবর্ত্তিত্ব নির্ণয় করা যায় কিনা তাহাই বিচার্য্য।

শঙ্করাচার্য্যের মতে ২।৩।২০ সূত্র পূর্ব্বপক্ষ সূত্র। অতএব উহার ভাষ্যে তিনি জীবাত্মার অণুত্ববাদীর মতই বিবৃত করিয়াছেন, নিজের মত বিবৃত করেন নাই। যদি প্রকৃত পক্ষে কেহ পূর্ব্বে ঐরূপ মত উত্থাপিত না করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও ঐরূপ মত সম্ভাবিত করিয়া পরে তাহা খণ্ডন করার নিয়ম আছে। সে স্থলে পূর্ব্বপক্ষের ভাষা খণ্ডনকারীর নিজের ভাষা।

আর যদি প্রকৃতই কেহ ঐরূপ মত কোথাও প্রকাশ করিয়া থাকেন, তবে খণ্ডনকারী প্রতিপক্ষের ভাষা অথবা উক্তির সারমর্ম্ম উত্থাপন করিয়া থাকেন। এখানে শঙ্করভাষ্যে প্রতিপক্ষ নিম্বার্কাচার্য্যের ভাব, ভাষা ও দৃষ্টান্ত অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে। পরে ২৯শ সূত্রে তাহা খণ্ডনের চেষ্টা করা হইয়াছে। এতদ্বারা ইহাই নিশ্চিত হয় যে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমন্ নিম্বার্কাচার্য্যের ব্যাখ্যার বিষয় অবগত থাকিয়া তাঁহারই ভাষাতে পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু তাহার বিপরীত নিশ্চয় করা যায়না অর্থাৎ নিম্বার্ক শঙ্করের পরে আবির্ভূত হইয়া শঙ্করের ভাষ্যে যে ভাষা ও যে দৃষ্টান্ত ব্যবহৃত হইয়াছে, অবিকল তাহাই ব্যবহার করিয়া ঐ ব্যাখ্যা করিবেন, অথচ শঙ্কর যে পরবর্ত্তী সূত্রভাষ্যে ঐমত খণ্ডন করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিবেন না এরূপ নিশ্চয় করা যায়না।

সুতরাং এই সূত্রের উভয়ভাষ্যের ভাষা ও দৃষ্টান্ত তুলনা করিলে শঙ্করাচার্য্যকেই নিম্বার্কাচার্য্যের পরবর্ত্তী বলিতে হয় এবং তিনি প্রতিপক্ষের আপত্তি প্রতিপক্ষেরই ভাষায় উল্লেখ করিয়া পরে তাহা খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এই নিশ্চয়ই স্বাভাবিক ও সঙ্গত।"

আরও বিশেষ অনুধাবন যোগ্য বিষয় এই যে, শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য ও তচ্ছিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য যে সব উদাহরণ দ্বারা বিভাগ-অবিভাগ (নানাত্ব-একাত্ম) দেখাইয়া ভেদাভেদ বা দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত প্রাতপাদন করিয়াছেন, সেই উদাহরণ সহিতই তাঁহাদের মত উদ্ধৃত করিয়া শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন। যেমন ২।১।১৩ ব্রহ্মসূত্রের নিম্বার্ক ভাষ্য—"অবিভাগেঽপি সমুদ্রতরঙ্গয়োরিব সূর্য্যতৎপ্রভয়োরিব তয়োর্ব্বিভাগঃ স্যাৎ।" এই নিম্বার্ক ভাষ্যের বিস্তার করিতে গিয়া তচ্ছিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য তাঁহার "বেদান্ত কৌস্তুভ" ভাষ্যে লিখিয়াছেন :—

"যথা লোকে মৃৎপিণ্ডোপাদানকানাং ঘটশরাবাদীনাং, সুবর্ণোপাদানকানাং কটককুণ্ডলাদীনাং, সমুদ্রোপাদানকানাং ফেনতরঙ্গাদীনাং, বৃক্ষোপাদানকানাং ফলপত্রাদীনাঞ্চ কারণানন্যত্বেঽপি পরস্পরং বিভাগোঽস্তি, তথা ব্রহ্মোপাদানকত্বেন তদনন্যয়োরপি ভোক্তৃভোগ্যয়োঃ পরস্পরং বিভাগঃ স্যাৎ, এবং, ভোক্তৃনিয়ন্ত্রোরপি অবিভাগেঽপি বিভাগঃ স্যাৎ। যথা মৃদোঽভিন্না অপি স্বভাবতঃ এব, স্বাসাধারণধর্ম্মবত্বাৎ; এবং সুবর্ণ—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুণ্ডলাদৌ বোধ্যম্। তথা ব্রহ্মজীবয়োরপি স্বাভাবিকো ভেদাভেদ-সম্বন্ধঃ।" (সিদ্ধান্ত পক্ষঃ)

অর্থাৎ যেমন এই সংসারে মৃৎপিণ্ড উপাদান কারণ হওয়ায় কার্য্যরূপ ঘটশরাবাদি, স্বুবর্ণ উপাদানকারণ হওয়ায় কার্য্যরূপ কটককুণ্ডলাদি, সমুদ্র উপাদান কারণ হওয়ায় ফেনতরঙ্গাদি এবং বৃক্ষ উপাদান কারণ হওয়ায় ফলপত্রাদি উপাদান কারণ মৃৎপিণ্ড, স্বুবর্ণ, সমুদ্র ও বৃক্ষ হইতে অনন্য (অভিন্ন—এক) হইলেও তাহাদের (ঘটশরাবাদির, কটককুণ্ডলাদির ফেনতরঙ্গাদির ও ফলপত্রাদির) পরস্পর বিভাগ (ভেদ-নানাত্ব) আছে এবং ব্রহ্ম উপাদান কারণ হওয়ায় তাঁহা হইতে অনন্য (অভিন্ন—এক) হইলেও ভোক্তা জীব ও ভোগ্যের পরস্পর বিভাগ (ভেদ-নানাত্ব) আছে ; তদ্রূপ ভোক্তা জীব ও নিয়ন্তা ব্রহ্মের অবিভাগ (অভিন্নত্ব—একত্ব) থাকিলেও বিভাগ (ভেদ-নানাত্ব) আছে। যেমন মৃৎপিণ্ড হইতে পৃথক্ স্থিতি প্রবৃত্তি না থাকায় ঘটশরাবাদি মৃৎপিণ্ড হইতে স্বভাবতঃ অভিন্ন (এক) হইলেও তাহাদের স্বীয় স্বীয় অসাধারণ ধর্ম্ম থাকায় মৃৎপিণ্ড হইতে স্বভাবতঃই ভিন্নও, তদ্রূপ স্বুবর্ণ কুণ্ডলাদিও এইরূপই বুঝিতে হইবে, তদ্রূপ ব্রহ্ম ও জীব এই উভয়েরও স্বাভাবিক ভেদাভেদ সম্বন্ধ। (সিদ্ধান্ত পক্ষ)

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য শ্রীনিবাসাচার্য্যের সেই উদাহরণগুলি পরসূত্রের (২।১।১৪ সূত্রের) ভাষ্যে পূর্ব্বপক্ষরূপে উদ্ধৃত করিয়া তাহা খণ্ডন করার চেষ্টা করিয়াছেন, যথা—

"নম্বনেকাত্মকং ব্রহ্ম যথা বৃক্ষোঽনেকশাখ এবমনেকশক্তিপ্রবৃত্তি-যুক্তং ব্রহ্ম, অত একত্বং নানাত্বঞ্চোভয়মপি সত্যমেব, যথা বৃক্ষ ইত্যেকত্বং, শাখা ইতি চ নানাত্বং, যথা চ সমুদ্রাত্মনৈকত্বং, ফেনতরঙ্গাদ্যাত্মনা নানাত্বং, যথা চ মৃদাত্মনৈকত্বং ঘটশরাবাদ্যাত্মনা নানাত্বং।... ইতি নৈবং স্যাৎ। মৃত্তিকেত্যেব সত্যমিতি প্রকৃতিমাত্রস্য দৃষ্টান্তে সত্যত্বাবধারণাৎ। বাচারম্ভণ-শব্দেন চ বিকারজাতস্যানৃতত্বাভিধানাৎ..."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ যদি বলা হয় যে ব্রহ্ম কেবল একরূপ নহেন, যেমন বৃক্ষ এক হইলেও অনেক শাখাযুক্ত ; তদ্রূপ ব্রহ্মও অনেক শক্তি প্রবৃত্তিযুক্ত ; অতএব ব্রহ্মের একত্ব ও নানাত্ব উভয়ই সত্য, যেমন বৃক্ষরূপে একত্ব এবং শাখা প্রভৃতিরূপে নানাত্ব ; যেমন সমুদ্ররূপে একত্বএবং ফেনতরঙ্গাদিরূপে নানাত্ব ; যেমন মৃত্তিকারূপে একত্ব এবং ঘটশরাবাদিরূপে নানাত্ব ; তদ্রূপ ব্রহ্মরূপে ব্রহ্মের একত্ব এবং জীব ও জগৎ রূপে নানাত্ব...। তাহা হইলে ইহার উত্তর এই যে, এই সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। কারণ শ্রুতি যে মৃত্তিকার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাতে ঘটশরাবাদির প্রকৃতিভূত মৃত্তিকারই সত্যত্ব বর্ণনা করা হইয়াছে এবং "বাচারম্ভণ' বাক্যে মৃত্তিকার বিকার স্থানীয় ঘটশরাবাদির মিথ্যাত্ব জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

এই স্থলে দেখা গেল শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে শ্রীনিবাসাচার্য্যের সিদ্ধান্তকে পূর্ব্বপক্ষরূপে রাখিয়া খণ্ডন করার চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্যও যে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

যদি বলা হয় শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য এখানে ভেদাভেদের আলোচনা করিয়া খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন ; কিন্তু শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে, স্পষ্টরূপে তাহার খণ্ডন করার চেষ্টা তো কোথাও করেন নাই ? তাহার উত্তরে এই বলিতেছি যে ভেদাভেদ ও দ্বৈতাদ্বৈত একই, ভেদাভেদের আলোচনার দ্বারা দ্বৈতাদ্বৈতবাদের স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্যেরই দ্বৈতাদ্বৈতের আলোচনা হইয়াছে, ভেদাভেদবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদ একই অর্থে গ্রহণ করিয়া যে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে ঐ সমস্ত খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বৃহদারণ্যকের শঙ্করভাষ্য পাঠে পরিস্কাররূপে জানা যায়। যেমন,

"অত্রৈকে বর্ণয়ন্তি...এবমুৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়েষু ত্রিষ্বপি কালেষু কার্য্যকারণয়োঃ পূর্ণ তৈব ; সা চ একৈব পূর্ণতা কার্য্যকারণয়োর্ভেদেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যপদিশ্যতে ; এবঞ্চ দ্বৈতাদ্বৈতাত্মকমেকং ব্রহ্ম ! যথা কিল সমুদ্রো জলতরঙ্গফেণবুদ্বুদাদ্যাত্মক এব ; যথা চ জলং সত্যং তদুদ্ভবাশ্চ তরঙ্গ-ফেনবুদ্বুদাদয়ঃ সমুদ্রাত্মনভূতা এবাবির্ভাবতিরোভাবধর্ম্মানঃ পরমার্থ-সত্যা এব, এবং সর্ব্বমিদং দ্বৈতং পরমার্থসত্যমেব জলতরঙ্গাদিস্থানীয়ম্, সমুদ্রজলস্থানীয়ং তু পরংব্রহ্ম। ···বিরোধাচ্চ দ্বৈতাদ্বৈতত্বয়োরেকস্য, তস্মান্ন সুবিবক্ষিতেয়ং কল্পনা।··· অথাপি অভ্যুপগম্য ক্রমঃ—দ্বৈতা-দ্বৈতাত্মকত্বেঽপি শাস্ত্রবিরোধস্য তুল্যত্বাৎ···।”

অর্থাৎ···কেহ কেহ বর্ণনা করিয়া থাকেন···উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় এই কালত্রয়েই কার্য্য ও কারণের পূর্ণতা বর্ত্তমান থাকে। সেই একই পূর্ণতাকে কার্য্য ও কারণের ভেদে ভিন্ন ভিন্ন বলা হইয়া থাকে। এই প্রকারে সেই একই ব্রহ্ম দ্বৈতাদ্বৈতাত্মক। যেমন সমুদ্র, জল-তরঙ্গ-ফেন-বুদ্বুদাদ্যাত্মকই ; জল যেমন (সমুদ্রাত্মক হওয়ায়) সত্য এবং সেই জল হইতে উদ্ভূত তরঙ্গফেনবুদ্বুদাদি আবির্ভাব তিরোভাবশীল হইলেও সমুদ্রাত্মক হওয়ায় নিশ্চয় পরমার্থ-সত্য ; তদ্রূপ জলতরঙ্গাদি স্থানীয় এই সমস্ত দ্বৈত জগৎ নিশ্চয়ই পরমার্থ-সত্য। এখানে পরব্রহ্ম সমুদ্রজল স্থানীয়।···বিরোধহেতুও একই বস্তুতে দ্বৈতত্ব ও অদ্বৈতত্ব উভয় থাকিতে পারে না। অতএব এই দ্বৈতাদ্বৈত কল্পনা সুবিবক্ষিত নহে।·····আর তোমাদের সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লইয়াও বলিতেছি যে, দ্বৈতাদ্বৈত পক্ষেও শাস্ত্রবিরোধ সমান থাকে।”

বৃহদারণ্যক ভাষ্যের এই স্থলে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য দ্বৈতাদ্বৈত বাদের স্পষ্টই খণ্ডন করিয়াছেন দেখা গেল।

যদি কেহ বলেন শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য এই স্থলে ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চাদি অন্য দ্বৈতাদ্বৈত বাদীর মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ; তাহা হইলে বলিব যে, ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চাদির সেরূপ কোন গ্রন্থই পাওয়া যায় না যে মিলাইয়া দেখা যাইবে। আর তাঁহাদের ঐরূপ কোন প্রসিদ্ধ দ্বৈতাদ্বৈত বাদও বর্ত্তমান নাই। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের দ্বৈতাদ্বৈতবাদই জগতে প্রসিদ্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং তাঁহার ঐ দ্বৈতাদ্বৈতবাদের সহিত উপরোক্ত শঙ্করভাষ্যে উক্ত দ্বৈতাদ্বৈতবাদ মিলিয়াও যাইতেছে। আর যদি শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য ও তচ্ছিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মতবাদের ঐরূপ আক্ষেপের কোনরূপ উত্তর না দিয়া থাকিতেই পারিতেন না; যেমন ভাস্করাচার্য্য সমসাময়িক হইলেও শঙ্করভাষ্যের আলোচনা করিয়াছেন। অতএব উপরোক্ত সমস্ত প্রমাণ বলে ইহা নিশ্চিত করিয়া প্রমাণিত হয় যে, শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য ও তচ্ছিষ্য শ্রীনিবাসচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী।

ভাস্করাচার্য্য শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক ছিলেন। শঙ্করবিজয় (পণ্ডিত প্রবর শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন সংগৃহীত বসুমতী কার্য্যালয় হইতে বাং ১৩০৯ সনে প্রকাশিত) গ্রন্থের ৭১ পৃষ্ঠায় এবং ৺রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ বিরচিত 'আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ' গ্রন্থের (২য় সংস্করণ) ৩২৮-৩৩০ পৃষ্ঠায় আচার্য্য শঙ্করের সহিত ভাস্করাচার্য্যের বিচার হওয়ার কথা লিখিত আছে। বাস্তবিক উভয়ে সমসাময়িক।

নিম্নলিখিত দুইটি প্রমাণ দ্বারা এই ভাস্করাচার্য্য শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য ও শ্রীনিবাসাচার্য্যের পরবর্ত্তী বলিষা প্রনাণিত হয়; সুতরাং শ্রীশঙ্করাচার্য্যও তাহাদের পরবর্ত্তী বলিতে হইবে। প্রমাণ যথা ঃ—

১। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য ও তাঁহার শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য ব্রঃসূঃ ১।২।১৫ সুত্রের পরে "অতএব চ তদ্‌ব্রহ্ম" এইরূপ একটি ১।২।১৬ সূত্র ধরিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য এই সূত্র ধরেন নহে। ভাস্করাচার্য্য ব্রঃ সূঃ ১।২।১৫ (সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ) সূত্রের ভাষ্যের শেষে লিখিয়াছেন—"অত্রাবসরে অতএব চতদ্ব্রহ্মেতি" সূত্রমন্যে পঠন্তি তৎ পুনর্গতার্থমিতি অন্যৈর্নাভিধীয়তে"। এই "অতএব চতদ্‌ব্রহ্ম" এই সূত্রটি শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য ও তাঁহার শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য ধরিয়া ভাষ্য করায় তাঁহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই যে ভাস্করাচার্য্য ঐরূপ বলিয়াছেন তাহাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্দেহের অবকাশ নাই। কারণ ভাস্করাচার্য্যের পূর্ব্বে আর কেহ ঐরূপ সূত্র ধরেন নাই। বৌধায়ণবৃত্তি অনুযায়ী ভাষ্যকারী ভাস্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী রামানুজাচার্য্য ঐ সূত্র ধরিলেও তিনি "অতএব চ স ব্রহ্ম" এইরূপ সূত্র ধরায় বৌধায়ণ মতে ঐ সূত্রের কথা ভাস্করাচার্য্য বলিয়াছেন বলিয়া বলিতে পারা যায় না। কারণ সূত্রসমূহের পাঠ পরম্পরা অনুসারে চলিয়া আসে। বৌধায়ণের পরম্পরায় রামানুজাচার্য্য "অতএব চ তদ্ব্রহ্ম" পাঠ না ধরিয়া "অতএব চ স ব্রহ্ম" পাঠ ধরায় উহা বৌধায়নের পাঠ বলা যায় না, অতএব ইহা নিশ্চিত যে শ্রীনিম্বার্ক ও শ্রীনিবাসের পাঠের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ভাস্করাচার্য্য "অতএব চ তদ্ব্রহ্মেতি সূত্রমন্যে পঠন্তি" বলিয়াছেন।

২। ২।৩।৩১ সংখ্যক ব্রহ্মসূত্র (নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গোঽন্যতরনিয়মো বান্যথা) ভাষ্যে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য লিখিয়াছেন—"চেতনভূতাত্মবিভুত্ববাদিমতে দোষকথনার্থং সূত্রম্"। (অর্থাৎ চেতনভূত আত্মার বিভুত্ববাদির মতে দোষ কথনের জন্য এই সূত্র)। এই সূত্রের সংখ্যা ভাস্করাচার্য্য মতে ২।৩।৩২।

এখানে ভাস্করাচার্য্য "এই সূত্র বৌদ্ধমত নিরাকরণের জন্য" এইরূপ লিখিয়া তৎপর লিখিয়াছেন—"যৎ পুনরাত্মবিভুত্ববাদিনাং দোষকথনার্থং সূত্রমিতি ব্যাখ্যাতং তদযুক্তম্।" (অর্থাৎ আত্মার বিভুত্ববাদিগণের মতে দোষকথনার্থ এই সূত্র এইরূপ যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহা অসঙ্গত) এখানে ভাস্করাচার্য অবিকল শ্রীনিবাসাচার্য্যের বেদান্তকৌস্তুভ ভাষ্যেব ভাষা উদ্ধৃত করিয়া তাহাকে অসঙ্গত বলিয়াছেন।

সুতরাং ভাস্করাচার্য্য যে শ্রীনিবাসাচার্য্যেরও পরবর্ত্তী তাহা ইহার দ্বারা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়। শ্রীশঙ্করাচার্য্য শ্রীভাস্করাচার্য্যের সমসাময়িক হওয়ায় শ্রীনিবাসাচার্য্যের পরবর্ত্তী বলিতে হইবে। আর শ্রীশঙ্করাচার্য্য যখন শ্রীনিবাসাচার্য্যের পরবর্ত্তী তখন তাঁহার গুরু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের যে তিনি পরবর্ত্তী, তদ্বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নাই।*

৪। ডক্টর আর এল. মিত্র মহাশয় শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যকে রামানুজ, মধ্ব, এমন কি বল্লভাচার্য্যেরও পরবর্ত্তী বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা যে একান্তই অসঙ্গত, তাহা ১নং হইতে ৩নং উত্তরে প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি যে শ্রীনিম্বার্ককে বল্লভাবাচার্য্যেরও পরবর্ত্তী বলিয়াছেন, তাহার উত্তরে এই বলিতেছি যে—শ্রীবল্লভাচার্য্যজীর জন্ম ১৫৩৭ সম্বতে (১৪৮১ খ্রীঃ) হইয়াছিল, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। তাঁহার ৪০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে অর্থাৎ ১৫৭৭ সম্বতে (১৫২১ খ্রীঃ) শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য হইতে অধস্তন ৩৬ পুরুষ শ্রীচতুরচিন্তামণি দেবাচার্য্যজী (নাগাজী) মহারাজের সহিত তাঁহার মিলন হইয়াছিল। তখন শ্রীবল্লভাচার্য্যজী উক্ত নাগাজী মহারাজকে বলিয়াছিলেন—"আপনার পরমায়ু ২০০ বর্ষ হইবে এবং আমার নাতির সহিত আপনার সমাগম হইবে।" এই সমস্ত কথা তাঁহার নাতি শ্রীগোকুলনাথজী "বনযাত্রা বৈঠকন কে চরিত" নামক পুস্তকের‡ ১৬৩-১৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন। যে শ্রীবল্লভাচার্য্যের সহিত শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য হইতে অধস্তন ৩৬ পুরুষ শ্রীমৎ চতুরচিন্তামণি দেবাচার্য্যজী (নাগাজী)

---

‡এখানে উল্লেখযোগ্য যে প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী মহাশয় তাঁহার বেদান্ত দর্শনের ইতিহাসে বলিয়াছেন যে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের নামই ভাস্করাচার্য্য হইয়াছিল........ ভাস্করাচার্য্যের দ্বারা শ্রীনিম্বার্ক প্রভাবিত হইয়াছিলেন ইত্যাদি; তাঁহার সেই সমস্ত কথা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। প্রকৃতপক্ষে শ্রীভাস্করাচার্য্য শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের পরবর্ত্তী ও নিম্বার্ক সম্প্রদায়েরই একজন আচার্য্য ছিলেন। শ্রীনিম্বার্কের নাম ভাস্করাচার্য্য ছিলনা।

* এই পুস্তক যদুবংশীয় গোবর্দ্ধনদাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত, এন্. ডি. মেহতা কী কোম্পানী বোম্বাই হইতে প্রকাশিত এবং ১৯৫৯ সম্বতে তত্ত্ববিবেচক প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছিল। প্রাপ্তিস্থান :—পণ্ডিত লক্ষ্মীনারয়ণ মূল ছী বুকসেলার, কালবাদেবী, পোঃ বোম্বাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহারাজের সাক্ষাৎ হইয়াছিল—শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য সেই শ্রীবল্লভাচার্য্যজী হইতে পরবর্ত্তী কিরূপে হইতে পারেন? অতএব ইহা মিত্র মহাশয়ের স্বকপোলকল্পিত।

৫। ডক্টর রমা চৌধুরী এম. এ. ডিফিল (অক্সন) মহাশয়া প্রথমে "নিম্বার্কের সময় নির্ণয় করা সহজ সাধ্য নহে"—এইরূপ বলিয়াও ভ্রান্তি-পূর্ণ কয়েকটি প্রমাণ অবলম্বনে নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। যে গ্রন্থগুলি শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের রচিত এবং যে গ্রন্থ তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্য শ্রীনিবাসা-চার্য্যের রচিত বলিয়া ধরিয়া লইয়া তিনি তাঁহাকে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী বলিয়াছেন, সেই গ্রন্থগুলি তাঁহাদের রচিতই নহে। কেন তাঁহাদের রচিত নহে তাহা বলিতেছি।

(১) "সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজ" শ্রীনিম্বার্কের রচিত বলিয়া "বেদান্ততত্ত্বসুধা" নামক (হিন্দিব্যাখ্যা) পুস্তকের ভূমিকায় বৃন্দাবনস্থ বংশীবটের পণ্ডিত কিশোরদাসজী ভুলক্রমে লিখিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়াই বোধ হয় শ্রীযুক্তা চৌধুরী মহাশয়া উহা শ্রীনিম্বার্ক রচিত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন; কিন্তু ঐ গ্রন্থের পরবর্ত্তী তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় পণ্ডিত কিশোরদাসজী লিখিয়াছেন—

"বীস বর্ষসে অধিক ব্যতীত হুয়ে বর্দ্ধমান স্থান সে ইসী ২৫ শ্লোকী (সবিশেষ নির্ব্বিশেষ শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজ) কী বিস্তৃত সংস্কৃত ব্যাখ্যা মেরী দৃষ্টি গোচর হুই থী, উসমে কিসী কিসী শ্লোককী টীকা অপূর্ণ থী, বীচ বীচ সে কীট পতঙ্গোনে ভী ছিদ্র কর দিয়ে থে। ইস ব্যাখ্যাকে আদিম শ্লোক কী অবতরণিকা সে ইহ লিখা হ্যা কি 'নন্দগৃহে সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণং দৃষ্ট্বা তং স্তৌতি ভগবন্নিম্বার্কঃ' অর্থাৎ নন্দকে ঘরমে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকো দর্শন কর্ 'শান্তি কান্তি' ইত্যাদি শ্লোকোঁসে ভগবন্নিম্বার্ক স্তুতি করতে হ্যা। ইস্ ব্যাখ্যা কী সমাপ্তিমে ভী লিখা হ্যা—'ভগবন্নিম্বার্কবিরচিতসবিশেষ-নির্ব্বিশেষ—শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজঃ' অর্থাৎ ইহ স্তররাজ ভগবন্নিম্বার্ক কা বনায়া হুয়া হ্যা; কিন্তু অদ্যাবধি অন্য সমস্ত জো স্বসম্প্রদায় গ্রন্থ দৃষ্টিগোচর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হুয়ে হ্যাঁ, উনমে ইস ২৫ শ্লোকী কা জহাঁ প্রমাণরূপ সে উল্লেখ কিয়া হ্যা, উহাঁ ইসকো "পূর্ব্বাচার্য্যোক্তেঃ" পূর্ব্বাচার্য্য কী উক্তি লিখা হ্যা। ইসকে অতিরিক্ত "শ্রুত্যন্তসুরদ্রুম", "শ্রুত্যন্তকল্পবল্লী", "শ্রুতিসিদ্ধান্ত-মঞ্জরী" ইসী ২৫ শ্লোকী কী ইয়ে তিনো সংস্কৃত ব্যাখ্যায়েঁ 'চৌখাম্বা সংস্কৃত সীরীজ, বেনারস সিটি মে ছপচুকী হ্যা, ইনমে ভী ইসকো পূর্ব্বাচার্য্য প্রণীত হী লিখা হ্যা। তাৎপর্য্য ইহ হ্যা কি কেবল বর্দ্ধমান স্থানমে দেখী হুই উক্ত ব্যাখ্যা কো ছোড়কর অন্য কিসী গ্রন্থমে ইস স্তবরাজকে আদ্যাচার্য্য ভগবন্নিম্বার্ক মহামুনীন্দ্র বিরচিত নহী লিখা হ্যা। ...ইধর ইস স্তবরাজকা অধিকানুশীলন, ইসমে প্রতিপাদিত বিষয়ো পর সূক্ষ্ম বিবেচন তথা শ্রীআদ্যাচার্য্যচরণ বিরচিত সূত্র বাক্যার্থকে সাথ ইসকে বিষয়োঁকা তুলনাত্মক মিলন ঔর মনন করনে সে স্বয়ং ম্যা ইস সিদ্ধান্ত পর উপনীত হুয়া হুঁ কি ইহ স্তবরাজ শ্রীআদ্যাচার্য্য বিরচিত নহী হ্যা।"

অতএব "বেদান্ততত্ত্বসুধা" নামক হিন্দী গ্রন্থের ভূমিকা অবলম্বনে "সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ-শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজ" গ্রন্থখানি শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য বিরচিত ধরিয়া লইয়া তাহাতে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের বিভিন্ন মতবাদের খণ্ডন থাকায় তাঁহাকে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী বলা ভ্রান্তিমূলক।

(২) "বেদান্ত কারিকাবলী" নামক গ্রন্থখানিও শ্রীনিবাসাচার্য্য বিরচিত নহে, ইহা পণ্ডিত শ্রীপুরুষোত্তম প্রসাদ শর্ম্মা প্রণীত। তিনিই উহার টীকাও করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি চৌখাম্বা সংস্কৃত বুক ডিপো কর্ত্তৃক বিদ্যাবিলাস প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছে। ঐ শিরোনামা পত্রেই তাহা লিখা আছে। তাহাতে এইরূপ লিখা আছে যথাঃ— "বেদান্তসিদ্ধান্ত সংগ্রহঃদ্বৈতাদ্বৈত দর্শনানুসারিণী বেদান্তকারিকাবলী চ পণ্ডিত শ্রীপুরুষোত্তমপ্রসাদশর্ম্মাকৃতা; মূলকৃতৈব কৃতয়াঽধ্যাত্মসুধাতরঙ্গিণ্যাখ্য— টীকয়া সহিতা।"

সুতরাং শ্রীযুক্তা চৌধুরী মহাশয়া "বেদান্তকারিকাবলী" গ্রন্থখানি শ্রীনিবাসাচার্য্য কৃত বলিয়া নিশ্চয় করিয়া শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের সাক্ষাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রতিবিম্ববাদ খণ্ডন করিয়াছেন এই কারণ দেখাইয়া শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যকে যে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী বলিয়াছেন ইহাও ভ্রান্তিমূলক। (শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য যে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা পূর্ব্বেই ৩ নম্বরে প্রমাণ ও যুক্তির দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে।)

(৩) "বেদান্ততত্ত্ববোধ" গ্রন্থখানিও শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য বিরচিত নহে। ইহা নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের শ্রীঅনন্তরাম নামক এক পণ্ডিতের রচিত। (কাশীর চৌখাম্বা সংস্কৃত ডিপো হইতে ১৯০৮ সনে প্রকাশিত "বেদান্ত তত্ত্ববোধ" দ্রষ্টব্য) শ্রীযুক্তা চৌধুরী মহাশয়াও এই "বেদান্ততত্ত্ববোধ"কে অনন্তরামের গ্রন্থ সমূহের তালিকাভুক্তও করিয়াছেন (তাঁহার নিম্বার্ক দর্শন পুস্তকের ৬৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য); তৎসত্ত্বেও তিনি এই গ্রন্থখানি শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া যে লিখিয়াছেন, ইহাও ভ্রান্তিমূলক।

(৪) "মধ্বমুখমর্দ্দন" নামক গ্রন্থও শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য রচিত নহে; এমন কি নিম্বার্কসম্প্রদায়ের কাহারও দ্বারা রচিত এই নামে কোন গ্রন্থই নাই। আজপর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া ঐ নামে কোন গ্রন্থই পাওয়া যায় নাই, তবে "মধ্বতন্ত্রমুখমর্দ্দন" নামে একখানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আছে বটে; কিন্তু তাহা প্রসিদ্ধ অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত অপ্পয় দীক্ষিত কর্ত্তৃক বিরচিত এবং ইহা অদ্বৈত বেদান্তের গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থখানা যোধপুর রাজকীয় লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে; তাহা সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ মুদ্রিতও হইয়াছে। আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত একখানি এই গ্রন্থ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরীতে আছে। কাশীরাম ঘট্টস্থ হিতচিন্তক মুদ্রণালয়েও ১৯৪১ সনে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল এবং ঐ গ্রন্থ একখানা আমার নিকটেও আছে। কিন্তু "মধ্বমুখমর্দ্দন" নামের পরেই সন্দেহ বাচক (?) চিহ্ন দেওয়া আছে এবং শ্রীযুক্তা চৌধুরী নিজেও শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য রচিত কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসত্ত্বেও তিনি লিখিয়াছেন—"এই পুঁথি অনেক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কিন্তু যদি সত্যই ইহাতে মধ্বের মতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমালোচনা থাকে, তাহা হইলে নিম্বার্ক যে মধ্বের পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন, তাহাও স্থিরীকৃত হয়। অতএব, যদি উক্ত গ্রন্থ সত্যই নিম্বার্ক বিরচিত হয়, তাহা হইলে নিম্বার্ক সম্বন্ধে ইহাই কেবল বলা যায় যে তিনি এয়োদশ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন নাই। এইটুকু লিখিয়াই তিনি সন্তুষ্ট হন নাই—তাঁহার গবেষণা গ্রন্থের ১৭ পৃষ্টার ফুটনোটে আরও পরিষ্কার রূপে বলিয়াছেন যে "R. G. Bhanderkar এর মতে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য রামানুজের পরবর্ত্তী এবং Dr. R. L. Mitra (Notices) মতে রামানুজ, মধ্ব ও বল্লভের পরবর্ত্তী।

পুঁথি না পাইয়াও একটা ভ্রমপূর্ণ ক্যাটালগের উপর নির্ভর করিয়া তিনি শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যকে মধ্বাচার্য্যেরও পরবর্ত্তী, এবং রাজেন্দ্র লাল মিত্রের নোটিশের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাকে বল্লভাচার্য্যেরও পরবর্ত্তী বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার এইরূপ বিবেচনা করা উচিত ছিল যে, যে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের স্বরচিত ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য, শ্রীরামানুজাচার্য্য শ্রীমধ্বাচার্য্যাদি কোন আচার্য্যেরই মতের আলোচনা নাই, তিনি "মধ্বমুখমর্দ্দন" নামক স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিয়া মধ্বাচার্য্যের মত খণ্ডন করিয়াছেন, উহা কি বিশ্বাসযোগ্য? শ্রীযুক্তা চৌধুরী মহাশয়া যখন নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের সব গ্রন্থ পড়িয়া গবেষণা গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তখন তাঁহার কি ইহাও নজরে পড়িল না যে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের কোন প্রমাণিক গ্রন্থেই শ্রীবল্লভাচার্য্যের মতের সমালোচনা নাই। বাস্তবিক ষোড়শ শতাব্দীর পরে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ে বিশেষ কোন দার্শনিক গ্রন্থই লিখিত হয় নাই; তাহার পূর্ব্বে গ্রন্থ লিখিবার সময় শ্রীবল্লভাচার্য্যের জন্মই হয় নাই। শ্রীবল্লভাচার্য্যের ৪০ বৎসর বয়সে তাঁহার সহিত যে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য হইতে ৩৬ অধস্তন পুরুষ শ্রীচতুরচিন্তামণি দেবাচার্য্যজী (নাগাজী) মহারাজের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল, সেই শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য কোন প্রকারেই বল্লভাচার্য্যের পরবর্ত্তী হইতে পারে না। ২নং ও ৩নং উত্তরে শ্রীনিম্বার্ক যে শ্রীরামানুজাচার্য্যের এমন কি শ্রীশঙ্করাচার্য্যেরও পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা প্রমাণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহ দেখান হইয়াছে। সুতরাং শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যকে শ্রীবল্লভাচার্য্যের পরবর্ত্তী বলা একান্তই অসঙ্গত। এই সব কারণে ডক্টর রমা চৌধুরী মহাশয়া শ্রীনিম্বার্কের সময় সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছেন সবই ভ্রান্তি মূলক।

৬-১৩। উপরোক্ত প্রমাণ সমূহের দ্বারা ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইল যে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য দ্বাদশ শতাব্দীর বহু পূর্ব্ববর্ত্তী এবং শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যেরও বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং (৬) শ্রীহয়বদন রাও, (৭) আচার্য্য পরশুরাম চতুর্ব্বেদী, (৮) শ্রীযুক্ত গোপাল শাস্ত্রী নেনে, (৯) পণ্ডিত বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ দ্বিবেদী, (১০) শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী, (১১) শ্রীযুত পুলিনবিহারী ভট্টাচার্য্য এম, এ, (১২) শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে ও (১৩) শ্রীযুক্ত জাহ্নবীচরণ ভৌমিক মহাশয় শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের সময় যে দ্বাদশ, একাদশ বা দশম শতাব্দী বলিয়াছেন বা যাঁহারা শ্রীরামানুজাচার্য্যের পর বলিয়াছেন, তাঁহাদের সেই সব উক্তিই ভ্রান্তিপূর্ণ।

১৪। শ্রীবলদেব উপাধ্যায় কেবলমাত্র বলিয়াছেন, "শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাব কবে হইয়াছে, ইহা এক বিষম সমস্যা, ইহার সমাধান করা বর্ত্তমান জ্ঞানদশায় একান্ত অসম্ভব বলিয়াই মনে হইতেছে।" তাহার পর বলিয়াছেন "আমার দৃষ্টিতে এই নিম্বার্ক সম্প্রদায় বৈষ্ণবসম্প্রদায়সমূহের মধ্যে প্রাচীনতম। নিম্বার্ক বেদান্ত ভাষ্য (বেদান্ত পারিজাতসৌরভ) খুবই সংক্ষিপ্ত এবং ইহাতে কাহারও মতের খণ্ডন নাই, কেবলমাত্র লঘু অক্ষরে স্বীয় দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্তেরই প্রতিপাদন করিয়াছেন। ভাষ্যের এই স্বরূপ যে ইহার প্রাচীনতার দ্যোতক ইহা নিঃসন্দেহ।"

অবশেষে তিনি কমলাকর ভট্টের "নির্ণয় সিন্ধু" গ্রন্থে ও ভট্টোজী দীক্ষিতের গ্রন্থে উদ্ধৃত ভবিষ্য পুরাণের "নিম্বার্কো ভগবান্ যেষাং·····" ইত্যাদি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বেদব্যাস যে "ভগবান্" শব্দ দ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যকে আদর প্রদর্শন করিয়াছেন, উক্ত কমলাকর ভট্টজী ও ভট্টজী দীক্ষিতও ঐ শ্লোক সাদর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বলিয়াই নিজ বক্তব্য শেষ করিয়াছেন। অতএব শ্রীবলদেব উপাধ্যায় মহাশয়ের এই বক্তব্যের উপর সমালোচনা করার মত আর কিছু নাই।

১৫-১৬। ৺বিরজাকান্ত ঘোষ, ৺নৃসিংহদাস বসু, বি, এল, এ্যাডভোকেট, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল, মহাশয়গণের মতের উত্তরও ৩নং উত্তরে হইয়া গিয়াছে বলিয়া, তাঁহাদের মতের আর পৃথক্ সমালোচনা করা নিষ্প্রয়োজন বোধে, তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলাম।

১৭-১৮। ডক্টর নারায়ণ দত্ত শর্ম্মা এম এ, পি-এইচ ডি ও ডক্টর অমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য এম এ, ডি ফিল, বেদান্তশাস্ত্রী, কাব্য-বেদান্ত-তীর্থ, এই দুইজন গবেষকই তাঁহাদের গবেষণা গ্রন্থে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাব কাল অনেকগুলি ভাষ্যের প্রমাণ দ্বারা শ্রীশঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া নিশ্চিত করিয়াছেন ; আধুনিক ঐতিহাসিক দৃষ্টির দিকে লক্ষ্য করিলে তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত নিশ্চয় ভালই হইয়াছে। কিন্তু শ্রীনিম্বার্কের আবির্ভাবকাল যে ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দী বলিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। তাহার কারণ আমি পরে দেখাইব এবং নিশ্চিত সময়ও নির্দ্ধারণ করার চেষ্টা করিব। ডক্টর নারায়ণ দত্ত শর্ম্মা এম, এ, পি-এইচ ডি, মহোদয়ও শ্রীঅমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের ন্যায় শ্রীনিম্বার্কের আবির্ভাব কাল ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দী লিখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার লেখার উপর আর পৃথক্ আলোচনা না করিয়া ডক্টর অমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের লেখারই বিস্তৃত আলোচনা করিতেছি।

শ্রীঅমর প্রসাদ ভট্টাচার্য্যের গবেষণা গ্রন্থের নাম—"শ্রীনিম্বার্ক ও দ্বৈতাদ্বৈত দর্শন", ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে যে লিখিত হইয়াছে ঃ—

১। "প্রথমতঃ এই সুদর্শনো দ্বাপরান্তে···" শ্লোকটি ভবিষ্যপুরাণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরবর্ত্তিকালে প্রক্ষিপ্তও হইতে পারে, সুতরাং কেবল ইহার উপর নির্ভর করিয়া কোনরূপ সিদ্ধান্ত করা চলেনা। সুতরাং শ্রীনিম্বার্ক দ্বাপরান্তে আবির্ভূব হইয়াছিলেন এইরূপ সাম্প্রদায়িক মত গ্রহণযোগ্য নহে।" শ্রীভট্টাচার্য্যের এই সব কথা যুক্তিযুক্ত নহে। শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত কিনা তাহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত না হইলে কেবল অনুমানের দ্বারা এই মত গ্রহণযোগ্য নহে বলা অসঙ্গত। ভবিষ্যপুরাণের কোন কোন শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইলেও এই "সুদর্শনো দ্বাপরান্তে···শ্লোকটি যে প্রক্ষিপ্ত নহে, তাহা পরবর্ত্তী বিচারে প্রকাশিত হইবে।

আর ঐ গ্রন্থে তৎপর যে বলা হইয়াছে "শ্রীনিম্বার্ক বৌদ্ধমত খণ্ডন করায় তিনি বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারেন না বলিয়া তাঁহাকে দ্বাপরান্তের লোক বলা একান্তই অযৌক্তিক"—তাহাও বলা যায়না। কারণ এই বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে আরও অনেক বুদ্ধ হইয়া গিয়াছেন। যেমন বিশ্বকোষে লিখিত হইয়াছে—"শাক্যসিংহের পূর্ব্বেও এই পৃথিবীতে অনেক বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ত্তমান নাই। অধুনা যে কাল অতিবাহিত হইতেছে, বৌদ্ধশাস্ত্রে ইহাকে মহাভদ্রকল্প বলে। এই কল্পের অতীতকাল মধ্যে ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি, কাশ্যপ, ও শাক্যসিংহ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ক্রকুচ্ছন্দ খ্রীঃ পূঃ ৩১০১ অব্দে, কনকমুনি খ্রীঃ পূঃ ২০৯০ অব্দে, কাশ্যপ খ্রীঃ পূঃ ১০14 অব্দে এবং শাক্যসিংহ খ্রীঃ পূঃ ৬৩৩ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদের পূর্ব্বে আর একশত বিশজন 'তথাগত' আবির্ভূত হন। তাঁহাদের পূর্ব্বে অশীতি কোটি বুদ্ধ জন্মিয়াছিলেন। বস্তুত এই অনাদি সংসারে সর্ব্বশুদ্ধ কয়জন বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা করা মানুষের সাধ্যাতীত ; বৌদ্ধগণের এইরূপ বিশ্বাস।" (বিশ্বকোষ, ত্রয়োদশ ভাগ, পৃষ্ঠা ৫৯ ; শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু কর্ত্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত।) বাংলা অভিধানেও দেখা যায় ইঁহাকে···পঞ্চবিংশতিতম ও শেষ বুদ্ধ বলা হইয়াছে। (শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস সঙ্কলিত ও সম্পাদিত বাংলা ভাষার অভিধানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'বুদ্ধ' শব্দ স্থানে দ্রষ্টব্য।) অতএব এই বুদ্ধদেবের বহু পূর্ব্বের বুদ্ধমতের খণ্ডন তিনি করিয়াছেন ইহাই নিশ্চিত হয়। আর বুদ্ধমত খণ্ডনের জন্য যদি দ্বাপরান্তে শ্রীনিম্বার্কের আবির্ভাব অস্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মসূত্রকার ভগবান্ বেদব্যাসকেও বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বাপর যুগের বলা যায়না। কারণ তিনিই ত ব্রহ্মসূত্রের মূল সূত্রে বুদ্ধমত খণ্ডন করিয়াছেন! নিম্বার্কভাষ্যে ঐ সূত্রগুলির ব্যাখ্যাই ত করা হইয়াছে? বেদব্যাসই "ক্ষণিকত্বাৎ" (২।২।৩২ ব্রঃ সূঃ) এই ব্রহ্মসূত্রে বুদ্ধের ক্ষণিক বাদের স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন। * সাংখ্য দর্শনেও বৌদ্ধমতবাদের খণ্ডন করিয়াছেন। (১।২৭-৪৭ ও ৫।৭৭ সূত্র দ্রষ্টব্য)। "ন বিজ্ঞানমাত্রং বাক্যপ্রতীতেঃ" (১।৪২) "শূন্যং তত্ত্বং ভাবো বিনশ্যতি, বস্তুধর্ম্মত্বাদ্বিনাশস্য" (১।৪৪) ইত্যাদি সূত্রে স্পষ্টরূপে

* কেহ কেহ বলেন—"বেদবিভাগকর্ত্তা ও মহাভারতরচয়িতা বেদব্যাস হইতে ব্রহ্মসূত্রকার ব্যাস ভিন্ন ব্যক্তি; "ব্যাস" একটি উপাধি, সেই "ব্যাস" উপাধিধারী কোন পণ্ডিত পরবর্ত্তিকালে এই ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছেন, ইহা বুদ্ধদেবের পরবর্ত্তিকালে রচিত।" তাঁহাদের এই উক্তি কল্পনাপ্রসূত, তাহাতে কোন প্রমাণ নাই। যে ব্রহ্মসূত্র বেদবিভাগকর্ত্তা ও মহাভারতরচয়িতা কর্তৃক রচিত বলিয়া সর্ব্বমান্য প্রামাণিক গ্রন্থ হওয়ায় তাহার ভাষ্য শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের ন্যায় প্রাচীন আচার্য্য এবং অন্যান্য আচার্য্যগণ রচনা করিয়াছেন, পাণিনিগুরু উপবর্ষ যাহার বার্ত্তিক ও বৌধায়নঋষি বৃত্তি রচনা করিয়াছেন, কল্পনা করিয়া সেই ব্রহ্মসূত্রকে অর্ব্বাচীন বলা যে একান্ত অসঙ্গত, তাহা সুধীজন মাত্রই সহজেই বুঝিবেন। ঐরূপ উক্তি নাস্তিক্যেরই পরিচায়ক। ব্রহ্মসূত্র ব্যাস উপাধিধারী কোন পণ্ডিতের লিখিত হইলে রচয়িতার নাম কেবল মাত্র "ব্যাস" হইতনা, নাম সহিত উপাধি থাকিত। ঐরূপ কল্পনা করিয়া এক একটা মত প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে ভ্রান্তিধারণার সৃষ্টি করা একান্ত অসঙ্গত। ব্রহ্মসূত্র যে শ্রীমদ্ভাগবত রচনার পূর্ব্বে রচিত, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বপ্রথম শ্লোক হইতেই প্রমাণিত হয়। কারণ ব্রহ্মসূত্রের ২য় সূত্র "জন্মাদ্যস্য যতঃ" দিয়াই শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বপ্রথম শ্লোকের আরম্ভ করিয়াছেন, যথা—"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াৎ..."ইত্যাদি। অতএব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৌদ্ধমতের উল্লেখ আছে। তাহা হইলে কি কপিলদেবকে বুদ্ধের পরবর্ত্তী বলিতে হইবে ? * মহাভারত শান্তিপর্ব্ব মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায় ২১৮ অধ্যায়ে ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী সৌগত (বৌদ্ধ) মতের খণ্ডন আছে। অতএব বৌদ্ধমতের খণ্ডন করিয়াছেন বলিয়া শ্রীনিম্বার্ককে বর্ত্তমান বুদ্ধের পরবর্ত্তী বলা যায় না। যখন বৌদ্ধমত খণ্ডন করা সত্ত্বেও ভগবান্

শ্রীমদ্ভাগবত রচনার পূর্ব্বেই ব্রহ্মসূত্র রচিত হইয়াছিল, তাহা ইহার দ্বারাও প্রমাণিত হয়। আর তাহা যে মহাভারতরচনারও পূর্ব্বে রচিত, তাহা গীতার "ব্রহ্মসূত্র পদৈশ্চৈব" (১৩।৪) এই ভগবদ্বাক্যের দ্বারাই প্রমাণিত হয়। এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামী (যদ্বা কল্পে) লিখিয়াছেন—"অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা ইত্যাদীনি ব্রহ্মসূত্রাণি গৃহ্যন্তে।" এই "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ব্রহ্মসূত্রের সর্ব্বপ্রথমসূত্র। শ্রীকেশবকাশ্মীরি ভট্টজীও এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—"ব্রহ্মসূত্রৈঃ শারীরিক-মীমাংসাসূত্রৈঃ" ইত্যাদি। শারীরিকমীমাংসা ব্রহ্মসূত্রের নামান্তর। অতএব গীতায় যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, তখন তাহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তির পূর্ব্বে রচিত তাহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়। ইহাতেও যদি কেহ বলেন—"ব্রহ্মসূত্রের কোন কোন সূত্রে গীতার কোন কোন শ্লোক প্রমাণস্বরূপে লক্ষিত হইয়াছে দেখা যায়, তাহা হইলে ব্রহ্মসূত্র গীতার ঐ ভগবৎ উক্তির পূর্ব্বে রচিত কিরূপে বলা যাইতে পারে ?" তাহার উত্তর এই যে, ঐ শ্লোকগুলি ভাষ্যকারগণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, মূলসূত্রে উল্লিখিত হয় নাই। সুতরাং ভাষ্যকারগণের ভাষ্যে গীতার শ্লোক উদ্ধৃতির দ্বারা ব্রহ্মসূত্রের গীতা হইতে পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব অসিদ্ধ হয়না।

* বিজ্ঞানভিক্ষু তাঁহার সাংখ্যপ্রবচনসূত্র ভাষ্যের মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন—

"কালার্কভক্ষিতং সাংখ্যশাস্ত্রং জ্ঞানসুধাকরম্।
কলাবশিষ্টং ভূয়োঽপি পূরয়িষ্যে বচোঽমৃতৈঃ ॥"

—জ্ঞানসুধাকর সাংখ্যশাস্ত্র কালসূর্য্য কর্ত্তৃক ভক্ষিত (কালসূর্য্য গ্রাস করিয়াছেন) এক্ষণে কলামাত্র অবশিষ্ট আছে। আমি বাক্যামৃতের দ্বারা পুনরায় তাহা পূর্ণ করিব।

বিজ্ঞান ভিক্ষুর এই বাক্য অবলম্বন করিয়া অনেকে বলেন—সাংখ্যপ্রবচন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদব্যাস দ্বাপরযুগের ও কপিলদেব সত্যযুগের বলিয়া নিশ্চিত হন, তখন শ্রীনিম্বার্কের আবির্ভাব 'দ্বাপরান্তে' বলিতে কি বাধা থাকিতে পারে? বাস্তবিক বৌদ্ধমত অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া ঐ বৌদ্ধমত কপিলদেব, বেদব্যাস প্রভৃতি খণ্ডন করিয়াছেন। বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে যে বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়াছেন তাহাই শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়াছেন। সুতরাং শ্রীনিম্বার্কের

সূত্র কপিলের রচিত নহে, তাহা বিজ্ঞানভিক্ষুর রচিত। কিন্তু তাহা ঠিক নহে; বাস্তবিকই কপিলরচিত সূত্রগুলির ভাষ্যই তিনি করিয়াছেন—সূত্র রচনা তিনি করেন নাই। এই বিষয়ে আমার পূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেবের উক্তি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন—

"কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বিজ্ঞানভিক্ষু প্রণীত ভাষ্যই সেই বাক্যামৃত; "বাক্যামৃত দ্বারা পূরণ" বিষয়ক তাঁহার উক্তি, মূলসূত্র সম্বন্ধে তিনি প্রয়োগ করেন নাই। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে সাংখ্যদর্শনের কোন কোন অংশের অপব্যাখ্যা অবলম্বনে নাস্তিক বৌদ্ধমত এই দেশকে অধিকার করিয়াছিল; শঙ্করের তর্কবলে পরাস্ত হইয়া তাহা এই দেশ পরিত্যাগ করে; এবং তৎসঙ্গে সাংখ্যমতও অনাদৃত হইয়া পড়ে; এবং তৎসম্বন্ধীয় আলোচনাও অতি বিরল হইয়া যায়। "কলাবশিষ্টং" পদ দ্বারা বিজ্ঞানভিক্ষু ইহাই প্রকাশিত করিয়াছেন। আলোচনার অভাবে লুপ্ত প্রায় সাংখ্যশাস্ত্রীয় উপদেশসকল তিনি স্বীয় ভাষ্যবলে পুনরায় বিস্তৃতভাবে প্রচার করিবেন, ইহাই তাঁহার বাক্যের অর্থ। সূত্রসকল তিনি স্বয়ং প্রণয়ন করিয়াছেন, এই কথা বলা যদি এই বাক্যের অভিপ্রায় হইত, তবে সূত্রসকল তাঁহার নিজ রচনা এই কথা স্পষ্টরূপে বলিয়া পুনরায় ("কপিল মূর্ত্তির্ভগবানুপদিদেশ") কপিলমূর্ত্তিধারী ভগবান্ এই ষড়ধ্যায় গ্রন্থ উপদেশ করিয়াছিলেন, এই কথা তিনি উক্তবাক্যের কয়েকটি শ্লোক পরেই বলিতেন না। অধিকাংশ সূত্র বিজ্ঞানভিক্ষু স্বয়ং রচনা করিয়াছেন, ইহাই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য হইলে, স্পষ্টরূপে এই কথা সর্ব্বসাধারণকে বলিয়া, পুনরায় ঐসকল সূত্র কপিলোপদিষ্ট বলিয়া পণ্ডিত-সমাজে প্রচারিত করিতে চেষ্টা করা বাতুলের কর্ম্ম হইত।" (শ্রীগুরুদেব অনূদিত সাংখ্যদর্শন প্রারম্ভে ১৮০-১৮১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবির্ভাব দ্বাপরান্তে হওয়ার কথা যে ভবিষ্যপুরাণে বলা হইয়াছে তাহাকে অযৌক্তিক বলা যাইতে পারে না।

(২) ঐ গ্রন্থে যে উক্ত হইয়াছে,—"নৈমিষখণ্ডের রচনা কাল এখনও পর্য্যন্ত সুনির্ণীত হয় নাই বলিয়া তাহার উপর ভিত্তি করিয়াও শ্রীনিম্বার্কের আবির্ভাবের সময় সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা যাইতে পারে না।"

এই কথাও যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ বর্ত্তমানে যাঁহারা পুরাণাদির রচনাকাল নির্ণয় করিয়া থাকেন, তাঁহারা দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন অভ্রান্ত পুরুষ নহেন; সুতরাং তাঁহারা রচনা কাল নির্ণয় করিলেই তাহা অভ্রান্ত বলা যায় না। পুরাণ রচনা ভগবান্ বেদব্যাস করিয়াছেন ইহা মহাভারত

বাস্তবিক সাংখ্যসূত্র শিষ্যপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছিল। তাহাই তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া তাহা ভাষ্যে লিখিয়াছেন। ইহাই যে যথার্থ তাহা ঈশ্বর-কৃষ্ণাচার্য্য (যাঁহার প্রাচীনত্ব পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মতেও স্বীকৃত) রচিত সাংখ্যকারিকার শেষের ৭১-৭২ শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ শ্লোক দুইটি এই—

"শিষ্যপরম্পরয়াগতমীশ্বর কৃষ্ণেন চৈতদার্য্যাভিঃ।
সংক্ষিপ্তমার্য্যমতিনা সম্যগ্ বিজ্ঞায় সিদ্ধান্তম্॥ (৭১)
সপ্তত্যা কিল যেঽর্থাস্তেঽর্থাঃ কৃৎস্নস্য ষষ্টিতন্ত্রস্য।
আখ্যায়িকাবিরহিতাঃ পরাপবাদবিবর্জ্জিতাশ্চাপি॥" (৭২)

—শিষ্যপরম্পরাক্রমে আগত এই সাংখ্যশাস্ত্র ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রাপ্ত হইয়া তাহা স্থির সবলমতিতে সম্যক্ অবগত হইয়া আর্য্যাচ্ছন্দে সংক্ষেপে এই গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। (৭১)॥ আখ্যায়িকাভাগ এবং পরমতখণ্ডন ভাগ ভিন্ন সমগ্র ষষ্টিতন্ত্রের (সাংখ্যদর্শনের) প্রতিপাদ্য বিষয় এই গ্রন্থে সপ্তুতি সংখ্যক শ্লোকে সম্যক্ বিবৃত হইয়াছে।

অতএব ষড়ধ্যায় সাংখ্যদর্শন, যাহার ভাষ্য বিজ্ঞানভিক্ষু করিয়াছেন তাহা ভগবান্ কপিলদেব কর্ত্তৃক লিখিত এবং শিষ্যপরম্পরাক্রমে আগত, ইহাই প্রমাণিত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে এবং ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।* পুরাণগুলি বেদব্যাসের সময়ে দ্বাপর যুগে বা কলির প্রারম্ভে রচিত হইয়াছিল। বেদব্যাসের সময়ে রচিত না বলিয়া পরবর্ত্তিকালে রচিত বলিয়া যে আধুনিক পণ্ডিতগণ বলিতেছেন, তাহা ভ্রম মাত্র। কারণ পরবর্ত্তিকালের হস্তলিখিত পুঁথি পরীক্ষার দ্বারা মূল গ্রন্থের রচনাকাল নির্ণয় করা যাইতে পারে না। যে সমস্ত হস্তলিখিত পুঁথি পরীক্ষা করা হয়, সেগুলি পরবর্ত্তিকালে লিখিত, কারণ হস্তলিখিত পুঁথি বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে লিখিয়া (অনুলিপি করিয়া) থাকেন। বেদব্যাসের স্বহস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপি যদি পাওয়া যাইত তাহা হইলে তাহাকেই আসল পাণ্ডুলিপি বলা যাইত। কিন্তু তাহা পাওয়া সম্ভব নহে, তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং পরবর্ত্তিকালের হস্তলিখিত পুঁথি পরীক্ষার দ্বারা কোন পুরাণের রচনা কাল নির্ণয় করিলে তাহা প্রকৃত পক্ষে রচনা কাল নহে। কারণ সমস্ত পুরাণই ভগবান্ বেদব্যাস স্বয়ং রচনা করায় পরবর্ত্তিকালকে তাহার

*শ্রীমদ্ভাগবত "ভগবান্ বেদব্যাসের রচিত নহে—বোপদেবের রচিত"—এইরূপ অনেক খ্যাতনামা ঐতিহাসিক পর্য্যন্ত বলিয়া থাকেন। দয়ানন্দ (আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা) প্রথম এই মত প্রকাশ করেন, তাহার পর হইতে এই মতকে অন্ধবিশ্বাসের মত অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া হইতেছে। যাঁহারা মানিতেছেন, তাঁহারা গবেষণা করিয়া দেখেন না ঐ মত ঠিক কিনা। বাস্তবিক শ্রীমদ্ভাগবত বোপদেব কর্ত্তৃক রচিত নহে। তাহা প্রামাণিক ভাবেই জানা যায়। প্রমাণ এই :—বোপদেবের সময় খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী। (১) বোপদেবের নিজেরই "মুক্তাফল" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের একটি টীকা আছে। (২) শ্রীমন্ মাধ্বাচার্য্য, যাঁহার আবির্ভাবকাল বোপদেবের পূর্ব্বে—১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ধরা হয়, "ভাগবততাৎপর্য্য নির্ণয়" নামক গ্রন্থ লিখিয়া ভাগবতের গূঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন; তিনি ভাগবতকে পঞ্চম বেদ বলিয়া মান্য করিয়াছেন। (৩) শ্রীরামানুজাচার্য্য, যাঁহার জন্মকাল বোপদেবের অনেক পূর্ব্বে ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দ মানা হয়, তাঁহার রচিত "বেদান্ততত্ত্বসার" গ্রন্থে ভাগবতের বেদস্তুতি (১০ম স্কঃ ৮৭ অঃ) হইতে এবং একাদশ স্কন্ধ হইতে কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রচনার কাল বলা যাইতে পারে না। অতএব পরবর্ত্তিকালীন পাণ্ডতগণের নির্ণীত পুরাণের রচনাকালের উপর নির্ভর করিয়া শ্রীনিম্বার্কের আবির্ভাব-কাল নির্ণয় করা যায় না। হস্তলিখিত পুঁথি পরীক্ষা করিয়া তাহার যে কাল নির্ণয় করা হয়, তাহা যে অভ্রান্ত বা যথার্থ নির্ণয় নহে, তাহার দৃষ্টান্ত বহু আছে এবং তাহা অনেকেই জানেন। এইস্থলে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি—১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন নামে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের মূল পাণ্ডুলিপিটি পরীক্ষা করা হয়। ভনিতা হইতে পদকর্ত্তার নাম চণ্ডীদাস বলিয়া জানা যায়। অনেকে বলিলেন পুঁথিটি জাল। ভাষাতাত্ত্বিক শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিচার করিয়া দেখাইলেন—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকে অর্ব্বাচীন বলা কোন মতেই চলে না। প্রাচীন লিপিবিশারদ শ্রীরাখালদাস বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয় বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুঁথিটি ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে

---

(৪) কাশীর সরস্বতী ভবন পুস্তকালয়ে বঙ্গাক্ষরে লিখিত একটি ভাগবতের পুঁথি আছে; তাহার অনুলিপিকাল দশম খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া নির্ব্বিবাদে সিদ্ধ হইয়াছে।
(৫) শ্রীশঙ্করাচার্য্যের পরমগুরু গৌড়পাদ তাঁহার "পঞ্চীকরণ ব্যাখ্যায়" ভাগ-বতের ১ম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক "জগৃহে পৌরুষং রূপং……" উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তিনি উত্তর গীতার টীকায় ভাগবতের "শ্রেয়ঃস্তৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ····" ভাগবত ১০।১৪।৪) এই শ্লোকটি অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর হইলে তাঁহার পরম গুরু (গুরুর গুরু) অন্ততঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর হইবেন। এই সমস্ত প্রমাণদ্বারা ভাগবত যে বোপদেবের রচিত নহে, তাহা নিঃসংশয়রূপে নিশ্চিত হয়। (কাশী নাগরী প্রচারিণী সভা হইতে প্রকাশিত পণ্ডিত বলদেব উপাধ্যায় এম, এ কর্তৃক লিখিত ভাগবত সম্প্রদায় নামক গ্রন্থের ১৫১-১৫৩ পৃষ্ঠা এই বিষয়ে দ্রষ্টব্য)।

কেহ কেহ বলেন—"শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষা যেরূপ কঠিন, এবং তাহাতে যেরূপ বিভিন্ন প্রকার ছন্দ প্রভৃতি আছে, তাহার দ্বারা ইহা যে বেদব্যাসের লেখা নহে তাহা প্রমাণিত হয়; কারণ বেদব্যাসের লেখা মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণাদি অন্যান্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে লিখিত হইয়াছে। ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয়ের মতে ইহার লিপিকাল ১৪৫০ হইতে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ। ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয় মনে করেন ইহার রচনা কাল ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে। সুতরাং পাঁচ ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত পুঁথি সম্বন্ধে লিপিতত্ত্ব বিশারদদের যখন এই অবস্থা তখন বহুপ্রাচীন কালের লিখিত পুঁথির কাল নিরূপণ করিলে তাহা যে অভ্রান্ত বা যথার্থ নির্ণয় তাহা কিরূপে নিশ্চয় করা যাইতে পারে ?

(৩) উক্ত গ্রন্থে যে আরও বলা হইয়াছে—"...মূল ভবিষ্যপুরাণের (আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রে যাহার উল্লেখ আছে) রচনাকাল যদি খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ বা ৭ম শতাব্দীও ধরা যায় এবং সেই মূল পুরাণে যদি নিম্বার্কের উল্লেখ সূচক ঐ শ্লোকটির ("উদয়ব্যাপিনী গ্রাহ্যা......নিম্বার্কো ভগবান্ যেবাং" শ্লোকটির) থাকা স্বীকার করাও যায়, তথাপি এই মত গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কারণ মূল ভবিষ্যপুরাণে নিম্বার্কের উল্লেখ

পুরাণের ভাষা এত কঠিন নহে, অধিকাংশই অনুষ্টুপ্ ছন্দে লেখা। কিন্তু ভগবতের ভাষা ছন্দ প্রভৃতি তদ্রূপ নহে—ইত্যাদি।

তাঁহাদের এই উক্তিও ঠিক নহে। কারণ ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে যে, অন্য সমস্ত গ্রন্থ রচনার পরেও বেদব্যাসের হৃদয় তৃপ্ত হয় নাই বলিয়া অসম্পূর্ণের ন্যায়ই মনে করিয়া দুঃখিত অন্তঃকরণে অবস্থান করিতেছিলেন। এমন সময় দেবর্ষি নারদ তাঁহার নিকট আগমন করেন এবং বেদব্যাসের অসন্তোষ অতৃপ্তির কারণ বলিয়া তাঁহাকে ভাগবত উপদেশ করেন—ভগবল্লীলাগুণ বর্ণন কিরূপে করিতে হইবে, তাহা উপদেশ করেন। তখন বেদব্যাস সমাহিত হইয়া কিরূপে ভাগবত প্রণয়ণ করিতে হইবে, তাহা আরও উত্তমরূপে অনুভব করিয়া এই ভাগবত প্রণয়ন করেন; সুতরাং ইহা যে তাঁহার রচিত অন্যান্য গ্রন্থ হইতে অন্য প্রকার হইয়াছে, ইহা স্বাভাবিকই। দেবর্ষি নারদের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ও সমস্ত তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া ব্যাসদেব এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। অতএব ইহার অভিনবত্ব দেখিয়া ইহা তাঁহার লেখা নহে, ইহা বলা যাইতে পারে না। যে বেদব্যাস সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী, তাঁহার ছন্দোজ্ঞান ছিল না, ইহা মনে করাও ভ্রমমাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকা সত্য হইলে, নিম্বার্ক ভবিষ্যপুরাণ রচনারও পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছেন ইহাই বলিতে হয়। ······কিন্তু ইহা একেবারেই অযৌক্তিক। ···সুতরাং তিনি কোন ক্রমেই বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারেন না। ······অতএব ভবিষ্যপুরাণের উক্তি গ্রহণযোগ্য নহে, তাহা প্রক্ষিপ্তই বলিতে হইবে।"

এই কথাগুলির উত্তর ১নং ও ২নং উত্তরেই বলা হইয়া গিয়াছে। আর "উদয়ব্যাপিনী······নিম্বার্কো ভগবান্ যেষাং" এই বাক্যে নিম্বার্কের উল্লেখ থাকায় ভবিষ্যপুরাণ রচনারও পূর্ব্বে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল ইহাই বলিতে হয়—ইহা অবশ্য সত্য। কিন্তু শ্রীনিম্বার্কের আবির্ভাব দ্বাপরান্তে (কলির প্রারম্ভে) হইলে তাঁহার আবির্ভাবের পর বেদব্যাস ভবিষ্যপুরাণ রচনা করিয়াছিলেন বলিলে কোন অসামঞ্জস্য থাকে না।

(৪) উক্ত গ্রন্থে যে বলা হইয়াছে "বামনপুরাণ······প্রভৃতি গ্রন্থে নিম্বার্কের নামোল্লেখ থাকিলেও···এই সমস্ত গ্রন্থের রচনাকালও সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে নির্ণীত হয় নাই বলিয়া ইহাদের উপর ভিত্তি করিয়াও নিম্বার্কের কাল বিষয়ে কোন সুনির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত করা যুক্তিসঙ্গত নহে।" ইহার উত্তরও পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়া গিয়াছে। অতঃপর তাঁহার ঐ গ্রন্থে লিখিত অন্যান্য বিষয়গুলিরও আলোচনা পূর্ব্বক উত্তর দেওয়া হইতেছে।

৫। আর ঐ গ্রন্থে বলা হইয়াছে—

"ধর্ম্মভৃতাং বরিষ্ঠস্য যুধিষ্ঠিরস্য ভূভৃত;।
রাজ্যাদুত্তরকালেঽভূদ্ বজ্রনাভো নৃপোত্তমঃ॥
স শশাস মহাভাগো মথুরামণ্ডলে মহীম্।
তদা শ্রীনিবাসাচার্য্যো গুরূণাং শরণং গতঃ॥"

আচার্য্যচরিতম্ পৃঃ ১১৪

—এই শ্লোকটির মৌলিকতা ও প্রামাণ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। কারণ উল্লিখিত শ্লোকটি শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য রচিত "আচার্য্য চরিতম্" গ্রন্থে উদ্ধৃত দেখা যায়, কিন্তু কোন্ গ্রন্থের শ্লোক সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়ে সেখানে কিছুই লেখেন নাই। সুতরাং কেবল মাত্র এই শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য ও তাঁহার গুরু শ্রীনিম্বার্কের আবির্ভাবকাল বিষয়ে কোনরূপ সিদ্ধান্ত করা চলে না। (পৃষ্ঠা ৯৬)—কিন্তু তাঁহার এই উক্তিও অসঙ্গত। কারণ শ্রীনিবাসাচার্য্যের প্রশিষ্য (শিষ্য বিশ্বাচার্য্যের শিষ্য) গুরু বিশ্বাচার্য্যের নিকট যেরূপ শুনিয়াছেন, তাহাই এই শ্লোকে নিজে রচনা করিয়া তিনি বর্ণনা করিয়াছেন ; সুতরাং উহা কোন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত নহে বলিয়া ইহার মৌলিকতায় ও প্রামাণ্যে সন্দেহ হইতে পারে না। অতএব শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাব কাল দ্বাপরান্তে বলিয়া ভবিষ্যপুরাণে যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই যথার্থ।

(৬) গ্রন্থকার ঐ গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"সুতরাং এই শূরসেন রাজ্যের রাজধানী মথুরায় যদি শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র 'বজ্র' রাজা ছিলেন ধরা যায় তাহা হইলেও তাঁহার সময় খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী। কিন্তু ঐ সময় অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে শ্রীনিবাস বা শ্রীনিম্বার্কের বর্ত্তমানতা যুক্তিসঙ্গত হয় না।" (৯৬ পৃষ্ঠা)। ইহার উত্তর এই যে, এখানে বজ্রকে শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বলিয়াও তাঁহার সময় খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দী অর্থাৎ এখন হইতে ১৯৭০ + ৫০০ = ২৪৭০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী বলা হইয়াছে। অথচ শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণের ধরাধামে বর্ত্তমান অবস্থায় মৌষল যুদ্ধের পর একমাত্র বজ্রই জীবিত ছিলেন (ভাঃ ১০।৯০।৩৭ দ্রষ্টব্য।) মহাভারতেও বর্ণিত হইয়াছে যে যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান কালে তিনি পরীক্ষিতের উপর হস্তিনাপুরের এবং বজ্রের উপর ইন্দ্রপ্রস্থের ভার দিয়া গিয়াছিলেন। (মহাভারত মহাপ্রস্থানিক পর্ব্ব ১ম অঃ ৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।) মথুরায় অভিষেকের কথাও স্কন্দপুরাণে বলা হইয়াছে। তাহা ৫০০০ বৎসরেরও অধিক বৎসর পূর্ব্বের কথা। সেই বজ্র সেই সময় হইতে ২৫০০ বৎসরেরও পরে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে (এখন হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী ২৫০০ হইতে ২৬০০ বৎসর মধ্যে) মথুরায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজা ছিলেন, ইহা কি সম্ভব ? অতএব ইহাও ভ্রান্তিপূর্ণ নির্ণয়। এই বজ্রই যে বজ্রনাভ, তাহা স্কন্দপুরাণের বিষ্ণুখণ্ডের ভাগবত মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে যে তাঁহার সম্বন্ধে বর্ণনা আছে, তাহাতেই জানা যায়। তথায় বজ্রনাভকে মথুরাপুরে ও পৌত্র পরীক্ষিৎকে হস্তিনাপুরে অভিষেক করিয়া যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান করার কথা বলা হইয়াছে। অতএব বজ্র ও বজ্রনাভ একই ব্যক্তি।

(৭) গ্রন্থকার উক্ত গ্রন্থে আরও যে লিখিয়াছেন—"শ্রীনিম্বার্ক হইতে মাত্র ৪ পুরুষ অধস্তন শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য (পূর্ব্বে উল্লিখিত গুরুপরম্পরা দ্রষ্টব্য) শঙ্করের পরবর্ত্তী—ইহাতে সন্দেহ নাই। কারণ শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য তাঁহার রচিত "বেদান্ত রত্নমঞ্জুষা" গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্য সম্মত অদ্বৈতবাদের নানামতবাদ (যথা প্রতিবিম্ববাদ, অবচ্ছেদবাদ, কেবলাদ্বৈতবাদ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদ, নির্গুণবাদ, প্রভৃতি মতবাদ) খণ্ডন করিয়াছেন। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে শাঙ্করিক অদ্বৈতবাদ পরিপুষ্ট হইয়া পূর্ণাঙ্গরূপ গ্রহণ করতঃ প্রচারিত হইবার পর শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্যের আবির্ভাব হয়। কিন্তু পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে যে শ্রীনিম্বার্ক ও তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য—আচার্য্য শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী, অতএব নিম্বার্ক হইতে চতুর্থ অধস্তন পুরুষ শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য শঙ্করের পরবর্ত্তী হইলে পরিশেষে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, নিম্বার্ক হইতে তৃতীয় অধস্তন আচার্য্য শ্রীবিশ্বাচার্য্যের সময়েই শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হন। অর্থাৎ নিম্বার্ক হইতে তৃতীয় অধস্তন আচার্য্য বিশ্বাচার্য্য ও শঙ্কর সমসায়িক। অতএব নিম্বার্ক শঙ্করাচার্য্য অপেক্ষা পূর্ব্বকালীন হইলেও খুব বেশী পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারেন না, বড় জোর নিম্বার্ক শঙ্কর অপেক্ষা একশত বা দেড়শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারেন—এইরূপ অনুমান করিতে হয় এবং এইরূপ অনুমানই স্বাভাবিক। সুতরাং আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মথুরায় বজ্রনাভ রাজার রাজত্বকালে নিম্বার্কের ও শ্রীনিবাসাচার্য্যের আবির্ভাব কোনক্রমেই যুক্তি সঙ্গত হয় না। সুতরাং শ্রীনিম্বার্কের কাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়ে সাম্প্রদায়িক যত যথোপযুক্ত যুক্তির অভাবে গ্রহণ যোগ্য নহে।" (৯৬-৯৭ পৃষ্ঠা)

এতৎ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্যের বেদান্ত রত্নমঞ্জুষা নিবিষ্ট চিত্তে ও বিশেষ অনুধাবন পূর্ব্বক গবেষণা করিলে বুঝা যাইবে যে তাহাতে যে প্রতিবিম্ববাদ অবচ্ছেদবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদের খণ্ডন আছে, তাহা শঙ্করের মতবাদের খণ্ডন নহে। ঐ সব মতবাদ সাংখ্য দর্শনেও আছে, সেই গুলিরই খণ্ডন তাহাতে করা হইয়াছে।* কোন কোন স্থলে নিজে শঙ্কা উঠাইয়া তাহার নিরসন করিয়াছেন। যত রকম শঙ্কা হইতে পারে সব শঙ্কাই উঠাইয়া তাহা নিরসন করিয়াছেন, ইহাই বুঝিতে হইবে; যেমন উকিলেরা জেরা করার সময় সব রকম প্রশ্নই করে এবং অপরপক্ষ উত্তর দেয়, তদ্রূপ। শ্রীশঙ্করাচার্য্য ব্যবহৃত কোন শব্দের দ্বারা শঙ্কা উঠাইয়া তাহার নিরসন করিলেই তাহার দ্বারা শঙ্করের মত খণ্ডন হয়না। উপাধি, অধ্যাস, অদ্বৈত, অবিদ্যা ইত্যাদি শব্দ সাংখ্যদর্শনেও আছে। যেমন সাংখ্যদর্শনের ১।৫১, ১।১৫০, ১।১৫১, ৬।৪৬, ৬।৫৯ প্রভৃতি সূত্রে "উপাধি" শব্দ, ১।২০, ৫।১৩, ৫।৬৫ প্রভৃতি সূত্রে "অবিদ্যা" শব্দ ও ১।১৫২ সূত্রে "অধ্যাস" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে।† অদ্বৈত প্রতিপাদক শ্রুতিও আছে। অবিদ্যা শব্দও

---

* এই বিষয়ে—"অন্তঃকরণস্য তদুজ্জ্বলিতত্বাল্লোহবদধিষ্ঠাতৃত্বম্" (১।৯৯) এই সাংখ্য সূত্রের বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত টীকা দ্রষ্টব্য। ঐ টীকায় বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন—"সংযোগবিশেষজন্যচৈতন্যপ্রতিবিম্বস্যৈবান্তঃকরণোজ্জ্বলনরূপত্বাৎ।··· বুদ্ধৌ চৈতন্যপ্রতিবিম্বশ্চৈতন্যদর্শনার্থং কল্পতে দর্পণে মুখপ্রতিবিম্ববৎ···অয়মেব চ চিৎপ্রতিবিম্বো বুদ্ধৌ চিচ্ছায়াপত্তিরিতি চৈতন্যাধ্যাস ইতি চিদাবেশ ইতি চোচ্যতে।" অতএব প্রতিবিম্ববাদ সাংখ্যেই উপদিষ্ট হইয়াছে, আর অন্তঃকরণাবচ্ছেদে চৈতন্য প্রতিবিম্ব উক্ত হওয়ায় সাংখ্যমতে অবচ্ছেদবাদও স্বীকার করা হইয়াছে। শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য তাহারই খণ্ডন করিয়াছেন।

† সূত্রগুলি এই—"গতিশ্রুতিরপ্যুপাধিযোগাদাকাশবৎ" (১।৫১) উপাধি—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রুতিতে আছে, যেমন "অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা" (কঠ ১।২৪) "অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ" (কঠ ১।২।৫) ইত্যাদি।

সাংখ্য দর্শন রচনার পূর্ব্বেও অদ্বৈতবাদ ছিল বলিয়াই ৫।৬১ প্রভৃতি সূত্রে সেই অদ্বৈত বাদের খণ্ডন করিয়াছেন।‡ অতএব ঐ সব মতবাদের খণ্ডন করাতেই শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্যজীকে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী বলা যায়না।

৮। উক্ত গ্রন্থে আরও বলা হইয়াছে যে, (১) "শ্রীনিম্বার্ক শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য তাঁহার "বেদান্তকৌস্তুভ" নামক ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে এই সূত্রের (২।২।১৮ সূত্রের) ব্যাখ্যায় এই বৌদ্ধমতের বিস্তার করিয়াছেন। সেখানে তিনি "বৈভাষিক" "সৌত্রান্তিক 'যোগাচার' এবং 'মাধ্যমিক' নামক চারি প্রকার বৌদ্ধমতেরই উল্লেখ করিয়া ইহাদের মতের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। সুতরাং বৌদ্ধমত এই চারি প্রকারে বিভক্ত হইয়া সমাজে বিশেষভাবে প্রচারিত ও সুদৃঢ়বদ্ধ হইবার পর শ্রীনিম্বার্কের সাক্ষাৎ শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্যের আবির্ভাব হইয়াছিল; ইহাতে কোন সন্দেহ থাকেনা। (২) আবার ২।২।৩৩—৩৭ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীনিম্বার্ক জৈন ও পাশুপত মত খণ্ডন করিয়াছেন, এবং শ্রীনিবাসাচার্য্যও তাঁহার বেদান্ত-কৌস্তুভ ভাষ্যে "নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ"(ব্রঃসূঃ ২।২।৩৩) ও "পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।২।৩৭) সূত্রদ্বয়ে যথাক্রমে জৈনমতের ও পাশুপত মতের বিস্তৃত

ভেদেঽপ্যৈকস্থ নানাযোগ আকাশস্যেব ঘটাদিভিঃ" (১।১৫০) "উপাধির্ভিদ্যতে ন তু তদ্বান্".(১।১৫১), "উপাধিশ্চেৎ তৎসিদ্ধৌ পুনর্দ্বৈতম্" (৬।৫৬. "গতিশ্রুতিশ্চ ব্যাপকত্বেঽপ্যুপাধিযোগাদ্ভোগদেশকাললাভো ব্যোমবৎ" (৬।৫৯) "নাদ্বিত্বা-ত্মোঽপ্যবস্তুনা বন্ধাযোগাৎ (১।২০) "নাবিদ্যাশক্তিযোগো নিঃসঙ্গস্য" (৫।১৩)," নাত্মাবিদ্যা নোভয়ং জগদুপাদানকারণং নিঃসঙ্গত্বাৎ" (৫।৬৫ "এবমেকত্বেন পরিবর্ত্তমানস্য ন বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যাসঃ" ১।১৫২

‡ সূত্রগুলি এই—"নাদ্বৈত-মাত্মনো লিঙ্গাৎ তদ্ভেদপ্রতীতেঃ" ৫।৬১) "নানাত্মনাপি, প্রত্যক্ষবাধাৎ" (৫।৬২) "নোভাভ্যাং তেনৈব" (৫।৬৩। "অন্যপরত্ব-মবিবেকানাং তত্র" (৫।৬৪)—এই সূত্রগুলিতে অদ্বৈতবাদের খণ্ডন করা হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিবরণও দিয়াছেন। সুতরাং জৈনমতের ও পাশুপত মতের সমাজে বিশেষ প্রচার ও প্রচলনের পরেই শ্রীনিবাসাচার্য্যের আবির্ভাব হইয়াছিল ইহাই বলিতে হয়। (৩) ব্রহ্মসূত্রের ২।২।১৯ সূত্রের ভাষ্যে বেদান্ত-কৌস্তুভে শ্রীনিম্বার্ক শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য "ইতি বুদ্ধবচনাৎ" বলিয়া "অস্তি কর্ম্মাঽস্তি বিপাকঃ" এই বাক্যটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং পরবর্ত্তী ২।২।২৮ সূত্রেও ("নাভাব উপলব্ধেঃ" এই সূত্রেও) 'উক্তঞ্চ বিপ্রভিক্ষুণা বলিয়া বৌদ্ধ সন্ন্যাসী 'বিপ্রভিক্ষুর' (ধর্ম্মকীর্ত্তির) রচিত এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা ঃ—

"অপ্রত্যক্ষোপলম্ভস্য নার্থদৃষ্টিঃ প্রসিধ্যতি।"

"অবিভাগোঽপি বুদ্ধ্যাত্মা বিপর্য্যাসিতদর্শনৈঃ
গ্রাহ্যগ্রাহকসংবিত্তিভেদবানিব লক্ষ্যতে ॥"

এই 'বিপ্র ভিক্ষু' শব্দে ধর্ম্মকীর্ত্তিকে বুঝান হইয়া থাকে। কারণ তিনি প্রথমে বিপ্র ছিলেন, পরে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া 'ভিক্ষু' হন। উপরে লিখিত শ্লোকটির মধ্যে প্রথম শ্লোকটি ধর্ম্মকীর্ত্তির রচিত বলিয়া "সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ" পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। আর "অবিভাগোঽপি বুদ্ধ্যাত্মা" এই দ্বিতীয় শ্লোকটি ধর্ম্মকীর্ত্তির বিখ্যাত গ্রন্থ "প্রমাণ বার্ত্তিকের" শ্লোক। সুতরাং শ্রীনিবাসাচার্য্য যে এই ধর্ম্মকীর্ত্তির পরবর্ত্তী কিংবা অন্ততঃ একই সময়ের ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। এই ধর্ম্মকীর্ত্তির আবির্ভাব কাল ৬ষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দী। সুতরাং শ্রীনিবাসাচার্য্য ধর্ম্ম-কীর্ত্তির সমসাময়িক হইলেও তাঁহাকে খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বের লোক বলা যায়না। আর শ্রীনিবাসাচার্য্য খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ—৭ম শতাব্দীর লোক হইলে তাঁহার শ্রীগুরুদেব শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যও অবশ্যই ৬ষ্ঠ—৭ম শতাব্দীর লোক হইবেন। অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী তাঁহাকে বলা যায় না। সুতরাং শ্রীনিম্বার্ক বুদ্ধদেবের পরবর্ত্তী এবং শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং তাঁহার আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ বা ৭ম শতাব্দী ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয়, এবং এইরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত হয়। আর পূর্ব্বে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লিখিত গুরুপরম্পরার হিসাবমত প্রতি পুরুষে আনুমানিক অন্ততঃ ২০ বৎসর করিয়া ধরিলেও কেশবকাশ্মীরি ভট্ট হইতে ৩০ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রীনিম্বার্কের কাল ৩০ × ২০ = মোট ৬০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী হয়। এবং কেশবকাশ্মীরি ভট্টের আবির্ভাবকাল দ্বাদশ শতাব্দী হইলে (যাহা পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে) এবং শ্রীনিম্বার্কের কাল তদপেক্ষা আনুমানিক ৬০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে তাঁহার কাল খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীই হয়। (পূর্ব্বের ৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। সুতরাং এই গুরু পরম্পরার হিসাবমতও শ্রীনিম্বার্কের কাল খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীই হয় এবং ইহাও আমাদের সিদ্ধান্তের সহিত মিলিয়া যাইতেছে।” (৯৮-১০০ পৃষ্ঠা)—এই সমস্ত কথার উত্তর এই যে—শ্রীনিবাসাচার্য্যের ভাষ্যের উপরোক্ত (১) নম্বরের প্রায় অনুরূপ কথা এবং (৩) নম্বরের লিখিত শ্লোকগুলি শ্রীকেশবকাশ্মীরি ভট্টজীর ভাষ্যেও আছে এবং উভয় ভাষ্যের এই অংশ-গুলির ভাষাও প্রায় একই প্রকার এবং অধিকাংশ স্থলেই হুবহু এক।* ইহার দ্বারা ইহাই নিশ্চিত হয় যে, শ্রীকেশব কাশ্মীরী ভট্টজীর ভাষ্যের ঐ সব বাক্য শ্রীনিবাসাচার্য্যের ভাষ্যে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে ; অতএব শ্রীনিবাসাচার্য্যের ভাষ্যের ঐ সব বাক্য প্রক্ষিপ্ত।† সুতরাং ঐ প্রক্ষিপ্ত বাক্যসমূহের উপর নির্ভর করিয়া শ্রীনিবাসাচার্য্যের ও তাঁহার গুরু

---

* গ্রন্থবিস্তার ভয়ে এখানে উভয় ভাষ্য উদ্ধৃত করিলাম না। যাঁহাদের ইচ্ছা হইবে, তাঁহারা উভয় ভাষ্য মিলাইয়া দেখিতে পারেন।

† বাস্তবিক, যে শ্রীনিবাসাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যের অন্য কোনও স্থানে নাম উল্লেখ করিয়া কোন মতের বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণনা করিয়া খণ্ডন করেন নাই, তিনি এই স্থানে এইরূপ বিভিন্ন মতের বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণনা করিয়া এবং নাম উল্লেখ করিয়া শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়া সেই সব মতের যে খণ্ডন করিবেন ইহা অস্বাভাবিক মনে করিয়া অন্বেষণ করিতে থাকিলে দেখা গেল শ্রীকেশবকাশ্মীরি ভট্টজীর ভাষ্যে ঠিক ঐ সব মতের বর্ণনা, নাম, তাঁহার শ্লোক এবং খণ্ডন প্রায় একই প্রকার আছে তাহা দেখিয়া বুঝা গেল শ্রীনিবাসের ভাষ্যে এইগুলি প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাবকাল নির্ণীত হইতে পারে না এবং ভবিষ্য-পুরাণের উক্তি ও সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য অনুসারে শ্রীনিম্বার্কের অবির্ভাব কাল যে "দ্বাপরান্তে" নিশ্চয় করা হইয়া থাকে তাহাকে অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে না।

আর উপরোক্ত (২) নম্বরে যে শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে ও শ্রীনিবাসভাষ্যে জৈনমত ও পাশুপতমত খণ্ডনের উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের মত বিশেষ প্রচার ও প্রচলনের পর শ্রীনিবাসাচার্য্যের আবির্ভাব-

---

বাস্তবিক প্রাচীনকালে ঐসব ভাষ্য পরম্পরাক্রমে হাতে লিখিয়া রাখা হইত। অধিক পুরাতন হইলে অনেক সময় পুঁথির কোন কোন অংশ নষ্ট হইয়া যাইত। খুব সম্ভব যে পুঁথি হইতে শ্রীনিবাসের ভাষ্য মুদ্রিত করা হইয়াছিল, সেই পুঁথির ঐসব স্থানের পাতা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল; সেইজন্য শ্রীকেশবকাশ্মীরি ভট্টজীর ভাষ্যের ঐ অংশগুলি লইয়া ঐ সূত্রগুলির শ্রীনিবাসের ভাষ্যে কোন সাম্প্রদায়িক পণ্ডিত পূরণ করিয়া দিয়াছেন, এইরূপই মনে হয়। যাহা হউক ঐ অংশগুলি যে প্রক্ষিপ্ত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মুদ্রিত পুস্তকসমূহের বহুস্থানে এইরূপ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। সেই সমস্ত প্রক্ষিপ্ত অংশগুলিকে ধরিতে না পারায় বহুপ্রকার ভ্রান্ত ধারণা হইয়া থাকে। যেমন—

(১) শ্রীদেবাচার্য্যজী কৃত "সিদ্ধান্ত জাহ্নবী" গ্রন্থের শ্রীসুন্দর ভট্টজী কৃত "সিদ্ধান্ত সেতুকা" টীকায় ৩৪ পৃষ্ঠায় আছে—"ইত্যুক্তপ্রকারেণ মায়াবাদিনির্ণয়ে প্রাপ্তে সতি এতদযুক্তং চেত্যন্যে **ভেদবাদিনো মাধ্বাঃ** প্রাহুরিতন্বয়ঃ" এই স্থলের "ভেদবাদিনো মাধ্বাঃ" এই কথাগুলি থাকায় ঐ টীকাকার শ্রীসুন্দর ভট্টজীকে মাধ্বাচার্য্যের পরবর্ত্তী প্রমাণ করা হইতেছিল। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া বৃন্দাবনের "পড়রৌনা" নামক কুঞ্জে একখানি হস্তলিখিত পুঁথি পাইলে তাহাতে দেখা যায় "**ভেদবাদিনো মাধ্বাঃ**" এই কথাগুলি নাই। তাহাতে আছে— "ইত্যুক্ত প্রকারেণ মায়াবাদি নির্ণয়ে প্রাপ্তে সতি এতদযুক্তং চেত্যন্যে প্রাহুরিত্যন্বয়ঃ"। তখন জানা গেল "ভেদবাদিনো মাধ্বাঃ" এই অংশ প্রক্ষিপ্ত। তখন ঐ ভ্রম দূর হয়।

(২) এইরূপ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে "অথার্দ্ধরাত্রবিদ্ধা সমাধানম্" শিরোনামা

৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাল বলা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ জৈনমত বহু প্রাচীন, সত্যযুগে আবির্ভূত ঋষভদেব এই জৈন ধর্ম্মের আদি প্রবর্ত্তক। (বাংলা অভিধানে 'জৈন' শব্দে দ্রষ্টব্য)। বিশ্বকোষে লিখিত আছে—"শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর জৈনদিগের বহুতর গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, শকরাজের ৬০৫ বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৫২৭ অব্দে শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর বা বর্দ্ধমান নির্ব্বাণলাভ করেন। **Wiener Zietschrift fur die Kunde des Morgenlandes, Vol. I 165 ff III P.I. and Epigraphia Indica Vol. I.** (৺নগেন্দ্র নাথ বসু সংকলিত বিশ্বকোষের "জৈন" শব্দের স্থলে ১৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। নাগরী প্রচারিনী সভা, বারানসী হইতে

দিয়া কয়েকটি শ্লোক ও তাহার টীকা সন্নিবেশিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের চিরাচরিত অর্দ্ধরাত্রবেধ পরিত্যাগ করিয়া একাদশী ব্রত বিধানের খণ্ডন করা হইয়াছে। এই প্রকরণটি সম্বন্ধে আমি এক প্রবন্ধ লিখিয়া পণ্ডিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। নবদ্বীপ, কলিকাতা, ভাটপাড়া, কাঁথি, কাশী প্রভৃতি স্থানের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহোদয়গণ অভিমত দিয়া, এমন কি ব্যবস্থাপত্র পর্য্যন্ত দিয়া অর্দ্ধরাত্রবেধ মতের খণ্ডন করা যায় না বলিয়াছেন। সেই সমস্ত একত্র করিয়া "অর্দ্ধরাত্রবেধবাদ" নামক একটি পুস্তক ভাটপাড়ার শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা পাঠ করিলে সমস্ত বিষয় উত্তমরূপে জানা হইবে।

(৩) "সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ-শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজ" নামক একখানি পুঁথির আদিতে অবতরনিকারূপে "শ্রীনন্দগৃহে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্ট্বা তং স্তৌতি ভগবন্নিম্বার্কঃ" এই কথাগুলি লিখিত থাকায় "শ্রীনিম্বার্ককৃত" বলিয়া তাহা মুদ্রিত করা হয়, তাহাতে সকলের ধারণা হইয়াছিল, ঐ গ্রন্থ নিম্বার্ককৃত, এবং তাহাতে শঙ্করাচার্য্যের মতের খণ্ডন থাকায় অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে. শ্রীনিম্বার্ক বহু পরবর্ত্তিকালের। তৎপর অন্যান্য বহু পুঁথি দেখিলে দেখা গেল, ঐ কথাগুলি অন্য কোনটিতেই নাই। তাহাতে বুঝা গেল উহা প্রক্ষিপ্ত। তখন ভ্রম দূর হইল। এইরূপ প্রক্ষিপ্ত অংশগুলির দ্বারা বহু অনর্থ সৃষ্টি হয়। এইরূপ আরও বহু দৃষ্টান্ত আছে, এখানে এই তিনটিরই উল্লেখ করিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশিত হিন্দী বিশ্বকোষেও "জৈনধর্ম্ম" শব্দ স্থলেও এইরূপ লিখা হইয়াছে যে—"জৈন মান্যতাকে অনুসার জৈনধর্ম্ম অনাদিকাল সে চলা আয়া হ্যা, ঔর অনাদিকাল তক চলতা রহেগা। ইস ধর্ম্মকা প্রচার করনে কে লিয়ে সময় সময় পর অনেক তীর্থঙ্করোঁকা আবির্ভাব হোতা রহতা হ্যা। জৈনধর্ম্ম কে ২৪ তীর্থঙ্করোঁ সে ঋষভ প্রথম ঔর মহাবীর অন্তিম তীর্থঙ্কর থে।" বিষ্ণুপুরাণেও ৩।১৮।১১ শ্লোকে এই জৈন (আর্হত) ধর্ম্মের কথা বলিয়াছেন। অতএব জৈনমত বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে সেই মতের খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য ও শ্রীনিবাসাচার্য্য তাঁহাদের ভাষ্যে ঐ সূত্রসমূহের ব্যাখ্যা করায় তাঁহাদিগকে ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীর লোক বলা যাইতে পারে না। মহেশ্বর (পশুপতি) প্রণীত পঞ্চাধ্যায়ীতে উপদিষ্ট পাশুপত মতও বহু প্রাচীন। সুতরাং তাহার খণ্ডন থাকায়ও শ্রীনিবাসের সময় পরবর্ত্তিকালে বলা যায় না। তবে জৈনমত ও পশুপতি মত যেরূপে বর্ণনা করিয়া শ্রীনিবাসের ভাষ্যে খণ্ডন আছে, তাহাও শ্রীকেশবকাশ্মীরি ভট্টজীর ভাষ্য হইতে লইয়া সন্নিবেশিত করা হইয়াছে; কারণ উভয়ের ভাষা প্রায় একই প্রকার। অতএব ঐ অংশগুলি প্রক্ষিপ্ত।

এই পর্য্যন্ত আলোচনার দ্বারা জানা গেল যে, ডক্টর ভট্টাচার্য্যের ঐ গবেষণা গ্রন্থে যে সমস্ত প্রমাণ অবলম্বনে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাব কাল ৬ষ্ঠ বা ৭ম শতাব্দী বলিয়া স্থির করা হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। অতঃপর এখন প্রশ্ন উঠে, তাহা হইলে তাঁহার আবির্ভাব কোন্ সময়ে হইয়াছিল। ইহার উত্তরে প্রথমতঃ ঐ গবেষণা গ্রন্থে লিখিত কতকগুলি প্রমাণ এবং গ্রন্থকারের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া যুক্তি বিচারের দ্বারা তাঁহার আবির্ভাবকাল নির্ণয়ের চেষ্টা করিব। তৎপর ভাটপাড়ার জ্যোতিষীর ও ভৃগুসংহিতার গণনাতে যে আবির্ভাব কাল নির্ণীত হইয়াছে, তাহাও উদ্ধৃত করিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডক্টর ভট্টাচার্য্যের ঐ গবেষণাগ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—

"আর পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রীহরিব্যাস দেবজীর শিষ্য শ্রীপরশুরাম দেবাচার্য্য ১৭৫ বৎসর জীবিত ছিলেন—ইহা প্রামাণিক ভাবেই জানা যায়। প্রমাণ যথা ঃ—

(১) শ্রীপরশুরাম দেবাচার্য্য যোধপুর ষ্টেটের অন্তর্গত খেজড়লা নামক স্থানের এক যুবরাজের গলায় ১৫১৫ সম্বতে (১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দে) কণ্ঠীমালা বাঁধিয়া দীক্ষা দিয়াছিলেন। এইরূপ কথা তাঁহাদের সেই সময়ের কার্য্যবিবরণী খাতায় লিখিত আছে, যথা ঃ—

'তবারীখে খেজড়লারা ভাটী সরদারান্ কী তবারীখ—সম্বৎ ১৫১৫ পন্দ্রহ সৌ পন্দ্রহ কী সাল অর্জ্জুনজীরা বেটা সাঁবন্ত সিংহজী কুঁবর পথে থা, সু জমুনাজীরৈ ভটৈ মাথৈ স্বা (স্বামী) পরশুরামজী কণ্ঠী বাঁধী তহাঁ গাঁব সলেমাবাদ তাঁবাপত্তর হুকুম করা দিয়ো নে বাদশাহী নৌ মুহরো করায় দিয়ো।' (এই সকল সলেমাবাদ আচার্য্যপীঠ হইতে সংগৃহীত) এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই সলেমাবাদ আচার্য্যপীঠের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রবর্ত্তক ছিলেন এই পরশুরাম দেবজী।

(২) এই পরশুরাম দেবজীকে ১৬৬৯ সম্বতে (১৬১৩ খ্রীঃ) কিষণ-গড়ের মহারাজা পুণ্যার্থে ১০১ বিঘা জমী দিয়া একটি পাট্টা লিখিয়া দিয়াছিলেন। ইহার পর কোন পাট্টায় শ্রীপরশুরাম দেবজীর নাম পাওয়া যায় না। ঐ পাট্টাতে এইরূপ লিখা আছে ঃ—

'শ্রীধ শ্রীমহারাজা রাজা শ্রীকিশণ সিংজী বচনায়ত স্বামী শ্রীপরশু রামজী নৌপুণ্য অর্থ ধরতী বিঘা ১০১ অঙ্কে হী একসো একবিঘা কোসেটো ১ কস্বে সলেমাবাদ মো পীঙ্গলোদ মো উদীক কর দিধী ধরতী বঞ্জরখীল দু শ্রীমুখপরবানগী ভাটী ভীমজী লিখতং বা হেমরাজ তা ১ মাহ জিলকাদ স ১০১৯ বিঃ সঃ ১৬৬৯ মু কোসাথল।' (পাট্টাটি সলেমাবাদ আচার্য্যপীঠে সুরক্ষিত আছে।)

(৩) পুষ্করের ১২টি প্রাচীন স্থানের মধ্যে শ্রীপরশুরাম দেবজীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুফা একটি প্রধান স্থান। উহার পুষ্কর দ্বারে এইরূপ শিলালেখ আছে যে ১৬৮৯ সম্বতে শ্রীপরশুরাম দেবজীর শিষ্য শ্রীহরিবংশ দেবাচার্য্য গুফার নিকট একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। নীচে শিলালিপির প্রতিলিপি দেওয়া হইল, যথা :—

"শ্রীগোপালজী মহারাজ সত্য সম্বৎ ১৬৮৯ বর্ষে মাঘ সুদি পুরণমাসী সোমবার সালাং স্বামী শ্রীপরশুরামজী মন্দির বিরাজমান, শ্রীকৃষ্ণজয়তি সত্য সখামদ স্বামী দামোদরদাস মথুরা বালা পাতসাহ, শ্রীশাহজহাংরাজে স্বামী শ্রীহরিবংশ দেব, শ্রীপরশুরামজী কা শিষ্য, স্বামী পূরণদাস সাখামেঁ ছুরসদ সেবক রামদাস।'

এই শিলালিপির দ্বারা ইহাই নিশ্চিত হয় যে, শ্রীপরশুরাম দেবজী ১৬৮৯ সম্বতের পূর্ব্বেই দেহরক্ষা করিয়াছেন এবং তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থে তাঁহার শিষ্য এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আর অন্ততঃ ২০ বৎসর বয়সেও পরশুরাম দেবজী উক্ত যুবরাজের গলায় কণ্ঠীমালা বাঁধিয়া দীক্ষা দিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ ১৬৬৯।৭০ সম্বত পর্য্যন্তও তিনি জীবিত ছিলেন যদি ধরা যায়, (উপরে উদ্ধৃত শিলালেখ, পাট্টা ও খেজড়লার বিবরণের তারিখ দ্রষ্টব্য) তথাপি তিনি ১৭৫ বৎসর জীবিত ছিলেন দেখা যায়—ইহাতে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকেনা; এবং তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাও ইহা হইতে বুঝা যায়। কারণ উপরে লিখিত খেজড়লার কার্য্যবিবরণী খাতার বিবরণ হইতে জানা যায় যে, শ্রীহরিব্যাসদেবাচার্য্যের শিষ্য পরশুরামদেবাচার্য্য স্বয়ং গুরুরূপে ১৫১৫ সম্বতে (১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দে) অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে খেজড়লার যুবরাজকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। অতএব ইহার দ্বারা ইহাও নিশ্চয় করা যাইতে পারে যে শ্রীপরশুরাম দেবজীর গুরু শ্রীহরিব্যাসদেবাচার্য্যজী শিষ্য পরশুরামদেবকে অন্ততঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই দীক্ষা দিয়াছিলেন। সুতরাং এই হরিব্যাস দেবজীর আবির্ভাবকাল দাঁড়াইতেছে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ বা শেষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাগ। অন্ততঃ শ্রীহরিব্যাস দেবজী যে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন, ইহাতে কোনই সন্দেহ থাকেনা।

শ্রীহরিব্যাস দেবজীর আবির্ভাব কাল বিষয়ে অন্য প্রমাণও দেওয়া যাইতেছে। কাশীর 'সরস্বতী ভবন পুস্তকালয়ে' 'শ্রীনৃসিংহ পরিচর্য্যা' নামক একখানি পুস্তক আছে। তাহার শেষে এইরূপ লিখিত আছে যে, শ্রীহরিব্যাস দেবজী ১৫২৫ সম্বতে (১৪৬৯ খ্রীঃ) এই পুস্তকখানি নিজ হস্তে লিখিয়াছেন। (মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ এম. এ., মহাশয়ের Note Book হইতে উদ্ধৃত,—'যুগলশতক'—ভূমিকা —৮পৃষ্ঠা—ব্রজবল্লভ শরণ বেদান্তাচার্য্য সম্পাদিত) ইহা হইতে জানা যায় যে, শ্রীহরিব্যাস দেবাচার্য্য খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রায় শেষভাগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ এই হরিব্যাস দেবজীর অন্যতম শিষ্য শ্রীরূপ রসিকদেব কৃত 'লীলাবিংশতির রচনা কাল ১৫৮৭ বিঃ সম্বৎ। (১৫৩১ খ্রীঃ)*

ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রূপরসিক দেবজী জীবিত ছিলেন। সুতরাং রূপরসিক দেবজীর গুরু হরিব্যাস দেবাচার্য্যজী যে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন তাহা ইহা হইতেও বুঝা যায়।

পূর্ব্বোক্ত হরিব্যাস দেবজীর গুরু শ্রীভট্টজী "যুগল শতক" নামে হিন্দী ভাষায় পদ্যাত্মক একখানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইহা 'ব্রজভাষা-আদিবাণী' নামে প্রসিদ্ধ। ইহার শেষে তিনি নিজেই এই গ্রন্থখানি লিখিবার সময় ১৩৫২ সম্বৎ (১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দে) লিখিয়াছেন, যথা ঃ—

২ ৫ ৩ ১
'নয়নবাণ পুনি রাম শশি গণো অঙ্কগতি বাম
শ্রীভট প্রগটত জুগলশত যহ সম্বৎ অভিরাম ॥'

---

* "পন্দ্রহ সৌ সত্তাসিয়া মাসোত্তম আসোজ। যহ প্রবন্ধ পূরণ ভয়ো শুক্লা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই গ্রন্থের তারিখ হইতেই ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় যে, শ্রীভট্টজী ১৩৫২ সম্বৎ বা ১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। আর পূর্ব্বোক্ত শিষ্য হরিব্যাস দেবজীর ও প্রশিষ্য শ্রীপরশুরাম দেবজীর কালের সহিত তুলনা করিলেও গুরু শ্রীভট্টজীর আবির্ভাব আনুমানিক ভাবে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ বা দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। কারণ শ্রীভট্টজীর শিষ্য শ্রীহরিব্যাস দেবজীর আবির্ভাবকাল চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ বা শেষ ভাগ বলিয়া উপরে প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব হরিব্যাস দেবজীর গুরু শ্রীভট্টজীর আবির্ভাব কাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ বা দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগই ধরিতে হয়। যুগলশতকের রচনার কালও (১২৯৬ খ্রীঃ) ইহাই প্রমাণিত করে। আর পরে উল্লিখিত কেশবকাশ্মীরি ভট্টজীর পাট্টায়ও এই শ্রীভট্টজীর নাম পাওয়া যায়। ঐ পাট্টার তারিখ ১২১৭ সম্বৎ বা ১১৬১ খ্রীঃ অঃ। সুতরাং দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও শ্রীভট্টজী বর্ত্তমান ছিলেন বুঝা যায়; কারণ ঐ পাট্টায় লিখিত আছে যে, এই পাট্টাখানি কেশবকাশ্মীরি ভট্টের হস্তে প্রদত্ত হইলে, তিনি উহা তাঁহার শিষ্য শ্রীভট্টের হস্তে প্রদান করেন। (পরবর্ত্তী ৬৩-৬৫ পৃষ্টায় পাট্টা দ্রষ্টব্য) সুতরাং দ্বাদশ শতাব্দীই শ্রীভট্টের আবির্ভাবকাল বলিয়া নিশ্চিত হয়।'.........

এই শ্রীভট্টজীর গুরু ছিলেন শ্রীকেশবকাশ্মীরি ভট্টজী। ইনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। এই কেশবকাশ্মীরি ভট্টজী শ্রীনিম্বার্ক হইতে ৩০ পুরুষ অধস্তন আচার্য্য। (পূর্ব্বে লিখিত গুরুপরম্পরার তালিকা দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৫৪) এই শ্রীকেশবকাশ্মীরি ভট্টের নামে লিখিত একটি "পাট্টা" পাওয়া গিয়াছে। ১২১৭ সম্বতে (১১৬১ খ্রীঃ) ব্রজ-

---

শুভদিন দায়োজ॥"—রূপরসিকদেবকৃত "লীলাবিংশতির" অন্তর্গত "বৃন্দাবনমাধুরী" খণ্ড পৃঃ ৩৪ (নিম্বার্ক শোধমণ্ডলের সংস্করণ, বৃন্দাবন)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাসিগণ তাঁহাকে এই পাট্টাটি লিখিয়া দিয়াছিলেন। মথুরায় যবনগণ অত্যাচার করিয়া হিন্দুদিগকে বিধর্ম্মী করিতে আরম্ভ করিলে তিনি তন্ত্রসম্মত "যন্ত্র তন্ত্র" বলে যবনদিগকে পরাস্ত করিয়া ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন।* এই কারণে তাঁহকে তাঁহারা এই পাট্টা লিখিয়া দিয়াছিলেন। এই পাট্টাটির প্রতিলিপি নিম্নে দেওয়া হইল ঃ—

'সম্বৎ ১২১৭ সত্তরকে শাল লিখিতং কর দিয়া—সিধ শ্রীমধুপুরীজী মথুরা মণ্ডল ব্রজচৌরাসিকোশকে পঞ্চ মিল লিখিতং কর দিয়া। ব্রাহ্মণ ছত্রী বৈশ্য শূদ্র শেখ শৈয়দ মোগল পৈঠান হিন্দু মুসলমান মথুরা মণ্ডল ব্রজচৌরাসী কোশকে পঞ্চ দোনো দিন মিল করকে লিখিতং কর দিয়া। আদ অনাদসো নিমাবৎ সম্প্রদাকা তিরথ জেত্তা তীরথ জেত্তাবন জেত্তা রাম রামদাস সব ঠৌর পে জমীদারী নিমাবৎ সম্প্রদাকা বৈষ্ণব শ্রীস্বামী কেশবকাশ্মির ভট্টজী মহারাজ কা বৈঠক দখল হুকম। সব পে নিমাবৎ সম্প্রদাকা বৈষ্ণব কেশোকাশ্মির ভট্টজী মহারাজকা রৈয়ৎ ইনি হিকা তহসিল সো ইনকোঁ দেনা বরসোঁ বরস সম্বৎ কা সম্বৎ ইনিকো দেনা, ঔর কিসিকা ইসমেঁ দখল নহী। সংসারি গিরস্ত হিন্দু মুসলমান গুরুমুখী কণ্ঠীবন্ধ ইনিহিকা, নহী ঔর কিসিকা কণ্ঠীবন্ধ সেবক হোনে পাবে, মথুরা মণ্ডল চৌরাসীকোশকী বিচমেঁ নিমাবৎ সম্প্রদা কা কণ্ঠী বংধী চলী জায়গী, হিন্দুকা গুরু মুসলমান কা পীর ইন সিবায় ঔর কোঈ দেসী পরদেসী রাজা প্রজা মুকমদা দস্যা কা সংসারী বৈরাগী সংপ্রদাই ষট্‌দরসন পংথাই, জো কোই তিরথ সেবন করেগা, বন সেবন করেগা, গাম মেঁ বসেগা, সো ব সোডিহাসিল সংবৎ কা সংবৎ সাখ কা সাখ দেনা হোগা, ইনিহিকা হোকর রহেগা, হুকম সাধেগা, ইনিহিকা মরজীপার মান রহেগা, ইন্ সিবায় জো কোঈ আপনা মরজী চলাবেগা উসকা রাজদরবার মেঁ উসকে মাথে দণ্ড

---

* নাভাজীকৃত মূল ভক্তমাল গ্রন্থে ইহার বর্ণনা আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লেকে সজা দেকরকে মথুরা মণ্ডল ব্রজচৌরাসিকোশকে সীমসে বাহর কর দেনা। কোই হোয় হিন্দু মুসলমান হোয়, দিন সে বাহর কোঈ, ঔর দিন হোয়, তিসরা চৌথা পাঁচমা দিন হোয়, কলিজুগ হোয়, অনেক দিন অনেক ধরম অনেক অধরম অনেক পাষণ্ড হোগা চলেগা, জো ধরম হৈ, আদজুগাদ কা নিমাবৎ সংপ্রদাকা জো ধরম কোঈ ন মানে, হিন্দু মুসলমান দোঈ দিন মেঁ সোঁ কোঈ ঔর দিন হোয়, ঔর ধরম হোয় অধরম হো, পাষণ্ড হোয়, জো কোঈ নিম্বাদিত্য সংপ্রদাকো জো ধরম হৈ ইস্ ধরমকো কোই ন মানে তো হিন্দুকে হিন্দু দিনধরম কা সৌগন্ধ, মুসলমান কি মুসলমান দিনইমান কা সৌগন্ধ, ঔর কোই দিন হোয়, উস দিন কো উস দিনধরম কা সৌগন্ধ, ঔর কোই জো দিন ধরম জো কোই মানে উসকো উস দিন ধরম কা সৌগন্ধ য জো আদ জুগাদ সনাতন্ ধরম হোয়, জো সনাতন্ ধরম কোই ন মানে উসকো দিনঘাতি জান্ না, ধরমঘাতি জান্না, ইষ্টঘাতি জান্না, কুলঘাতি জান্না, গুরুঘাতি জান্না, গোঘাতি, ব্রহ্মঘাতি ঔর স্ত্রীঘাতি, সর্ব্বঘাতি, মহাপাপী উস্কো জান্না নিশ্চেকরকে জান্না, সৎকরকে মান্না, য জো সনাতন ধরম কোই অসৎ করকে জানে তো ইন্কো বীচমেঁ ঈশ্বর হরিগুরু সাক্ষী, সূরজ চন্দ্রমা সাক্ষী, মিতি বৈশাখ, সুদ কৃষ্ণপক্ষ, গুরুবার, দুতিয়া, লিখেতং কর দিয়া শ্রীস্বামী কেশোকাশ্মীর ভট্টজী মহারাজ-জীকে হাথ মেঁ দিয়া, বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণার্পণং শুভমস্তু, কল্যাণমস্তু, স্বামীজীনে শ্রীশ্রীভট্টজীকে হাথ দিয়া শ্রীভট্টজী। দসখৎ ধরম চৌবে। দসখৎ মহাসিং ঠাকুর। দসখৎ সাবকার অমির চন্দ। দসখৎ লাল লামহাদাস। দসখৎ সেখ আদম। দসখৎ সৈয়দ রসুল। দসখৎ বেগ আব্দুলা। দসখৎ পৈঠান মুসহ। দসখৎ পঞ্চ দো দীনোঁ কো কিয়া।' (এই পাট্টাটি সালিমাবাদ শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যপীঠে সুরক্ষিত আছে। সেখান হইতেই ইহা সংগৃহীত হইয়াছে।)

এই কেশবকাশ্মীরি ভট্টজীর নামীয় উল্লিখিত পাট্টাখানি ১২১৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্বতে অর্থাৎ ১১৬১ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হওয়ায় তিনি যে দ্বাদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন, ইহা সুস্পষ্ট। তাহা ছাড়া এই কেশব-কাশ্মীরি ভট্টের শিষ্য শ্রীভট্টজীর আবির্ভাবকালের দ্বারাও (যাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে) কেশবকাশ্মীরি ভট্টজীর আবির্ভাবকালও নির্ণীত হইতে পারে। শ্রীভট্টজীর আবির্ভাবকাল দ্বাদশ শতাব্দী বলিয়া পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে। (পৃঃ ৬১ দ্রষ্টব্য) সুতরাং তাঁহার গুরু শ্রীকেশব-কাশ্মীরি ভট্টজীর অবির্ভাবকালও অন্ততঃ দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। এই কেশবকাশ্মীরি ভট্টের প্রশিষ্য (শিষ্যের শিষ্য) শ্রীহরিব্যাস দেবাচার্য্যের কালের দ্বারাও এই কেশবকাশ্মীরি ভট্টের কাল-নির্ণয় করা যাইতে পারে। এই হরিব্যাস দেবাচার্য্যের কাল উপরে চতুর্দ্দশ শতাব্দী বলিয়া নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে এবং তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে (পৃঃ ৫৯-৬০ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং এই হরিব্যাস দেবাচার্য্যজীর গুরুর গুরু কেশবকাশ্মীরি ভট্টের অবির্ভাবকাল দ্বাদশ শতাব্দীই হইবে ; তাহা ইহার দ্বারাও অনুমিত হইতে পারে। কেশব কাশ্মীরি ভট্টের নামীয় পাট্টার তারিখ তাহাই সমর্থন করে।

আর পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, এই কেশবকাশ্মীরি ভট্টজী শ্রীনিম্বার্ক হইতে ৩০ পুরুষ অধস্তন আচার্য্য। (পূর্ব্বে লিখিত গুরুপরম্পরার তালিকা দ্রষ্টব্য— ৫৫ পৃঃ) সুতরাং এই কেশবকাশ্মীরি ভট্টজীই যদি দ্বাদশ শতাব্দীর লোক হন (যাহা উপরে প্রমাণিত হইল) তাহা হইলে তাঁহার ৩০ পুরুষ উৰ্দ্ধতন আচার্য্য শ্রীনিম্বার্ক কিরূপে একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীর লোক হইতে পারেন ? ইহা একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং যে সমস্ত পণ্ডিতেরা ('বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস' প্রণেতা স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী, আর জি, ভাণ্ডারকর, রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ, ডক্টর রমা চৌধুরী প্রভৃতি) শ্রীনিম্বার্কের কাল একাদশ শতাব্দী বা তাহারও পরবর্ত্তী বলিয়া বলেন, তাঁহারা পূর্ব্বোদ্ধৃত ঐতিহাসিক উপাদান ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রমাণাবলী না পাওয়াতেই নিম্বার্কের কাল সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হইয়াছেন।” (শ্রীনিম্বার্ক ও দ্বৈতাদ্বৈতদর্শন গ্রন্থের ৫৮-৬৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

ঐ গ্রন্থে ইহাও লিখিত হইয়াছে যে—(১) “সাম্প্রদায়িক ইতিবৃত্ত হইতে অবগত হওয়া যায় যে, এই নিম্বার্কসম্প্রদায়ের অধিকাংশ আচার্য্যই বাল্যকালে সদ্‌গুরুর নিকট নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং যোগ সাধনা করিয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন। আধুনিককালের মাপকাঠির সাহায্যে যোগীশ্বর মহাপুরুষগণের আয়ুষ্কাল নির্ণয় করা অতিশয় দুরূহ। ভারতবিখ্যাত মহাপুরুষ নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের অন্যতম আচার্য্য শ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবাই তো (নিম্বার্ক হইতে ৫৪ পুরুষ অধস্তন—গুরুপরম্পরা ৫৪পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ১২০ বৎসর জীবিত ছিলেন এবং ৮০ বৎসর গুরুর গদিতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শ্রীসন্তদাস বাবাজী মহারাজও (নিম্বার্ক হইতে ৫৫ পুরুষ অধস্তন) ২৫ বৎসর গুরুর গদিতে ছিলেন। (এই বিষয়ে ইহাদের জীবনীগ্রন্থ দ্রষ্টব্য······।) * বর্ত্তমানে মহন্ত শ্রীধনঞ্জয়দাসজী বাবাজী মহারাজ আজ ৩১ বৎসর হইল গুরুর গদীতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। (১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মহন্তপদে গুরুর গদীতে অধিষ্ঠিত হন)।† সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন আচার্য্যগণ অধিকাংশই যে পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের অপেক্ষা অধিকতর দীর্ঘজীবী হইয়া গুরুর গদীতে অধিষ্ঠিত ছিলেন, ইহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, (বিশেষতঃ তাঁহারা যখন সকলেই বাল্যকালেই গুরুর নিকট আগমন করিয়া নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন)।” (শ্রীনিম্বার্ক ও দ্বৈতাদ্বৈতদর্শন গ্রন্থের ৫৭—৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

---

* শ্রীসন্তদাসজী মহারাজ দীর্ঘকাল গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া বৃদ্ধাবস্থায় সংসারাশ্রম ত্যাগ করেন, এজন্য তিনি কম বৎসর গুরুর গদীতে ছিলেন। কিন্তু এই পরম্পরায় অন্য সকল আচার্য্য নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন এবং দীর্ঘকাল গুরুর গদীতে আসীন ছিলেন।

† এক্ষণে ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দ হওয়ায় ৩৭ বৎসর হইয়া গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২) "উপরে লিখিত প্রমাণ পঞ্জী হইতে ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, শ্রীপরশুরাম দেবজী হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী ৪র্থ পুরুষ শ্রীকেশব কাশ্মীরি ভট্টজী পর্য্যন্ত (ঐ পাট্টা লিখিয়া দেওয়ার সময় পর্য্যন্ত) এই চারিপুরুষেই মোট সম্বৎ ১৬৬৯-১২১৭ সম্বৎ = ৪৫২ বৎসর প্রামাণিক ভাবেই পাওয়া যায়। এই চারিপুরুষেই যদি ৪৫২ বৎসর হয়, তবে ৩০ পুরুষে কত বৎসর হইতে পারে, তাহা সুধীজনেরই বিবেচ্য।" (ঐ গ্রন্থের ৬৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) গ্রন্থকারের উপরোক্ত কথাগুলির উপর এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় ৪ পুরুষে ৪৫২ বৎসর হইলে প্রতি পুরুষে ১১৩ বৎসর হয়। তাহার স্থানে প্রতি পুরুষ ২০ বৎসর ধরিয়া তিনি শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের সময় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দী বলিয়া যে নির্ণয় করিয়াছেন তাহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? তাহা ছাড়া তিনি শ্রীপরশুরাম দেবাচার্য্যের দেহরক্ষার সময় ১৬৬৯ সম্বৎ হইতে শ্রীকেশব কাশ্মীরি ভট্টজীকে পাট্টা লিখিয়া দেওয়ার সময় পর্য্যন্ত ৪ পুরুষে ৪৫২ বৎসর ধরিয়াছেন, ইহার দ্বারা শ্রীকেশবকাশ্মীরি ভট্টজীর আবির্ভাব সময় ৪৫২ বৎসর পূর্ব্বে বলা হয় নাই। তিনি ২৫০ বৎসর জীবিত ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।* সুতরাং যদি ১০০ বৎসর বয়সে ঐ পাট্টাটি লিখিত হইয়াছিল ধরা যায়, তাহা হইলে ১২১৭-১০০ = ১১১৭ সম্বৎ (১০৬১ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁহার আবির্ভাব কাল হয়। ইহার দ্বারা সুস্পষ্টরূপে

---

* গ্রন্থকার নিজেই প্রমাণ দেখাইয়া লিখিয়াছেন—

"আর পূর্ব্বোল্লিখিত (শ্রীহরিব্যাস দেবজীর শিষ্য) শ্রীপরশুরাম দেবাচার্য্যজী তো ১৭৫ বৎসর জীবিত ছিলেন, ইহা প্রামাণিকভাবে জানা যায়।" (৫৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য) অতএব, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী চতুর্থ পুরুষ সিদ্ধযোগী শ্রীকেশবকাশ্মীরি ভট্টজী ২৫০ বৎসর জীবিত ছিলেন, ইহা অত্যুক্তি বলিয়া মনে হয়না। তৈলঙ্গস্বামী ২৮০ বৎসর জীবিত ছিলেন (স্বামী কৃষ্ণানন্দ লিখিত জীবনী দ্রষ্টব্য) ইহাও সকলেই অবগত আছেন। বর্ত্তমান কালেও এরূপ অনেক দীর্ঘজীবী লোকের সংবাদ প্রায়ই পাওয়া যাইতেছে— এখানে দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রমাণিত হয় যে, শ্রীপরশুরাম দেবজী হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী ৪র্থ পুরুষ শ্রীকেশবকাশ্মীরি ভট্টজী পর্য্যন্ত এই চারি পুরুষেই মোট সম্বৎ ১৬৬৯-১১১৭=৫৫২ বৎসর পাওয়া গেল (৪৫২ বৎসর নহে)। তাহা হইলে (৫৫২কে ৪ দিয়া ভাগ করিলে) প্রতি পুরুষে ১৩৮ বৎসর হয়। তাহার স্থানে গ্রন্থকার প্রতি পুরুষ গড়ে ২০ বৎসর ধরিয়া ৩০ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের যে সময় নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা কি ভ্রান্তিপূর্ণ নির্ণয় নহে ?† প্রতি পুরুষে ১৩৮ বৎসর হইলে শ্রীকেশবকাশ্মীরি ভট্টজী

---

(১) প্রবর্ত্তক মাসিক পত্রিকার ১৩৭৩ সনের ভাদ্র সংখ্যার সাময়িকীতে লিখিয়াছেন—

"সোবিয়েত রাশিয়ার দীর্ঘায়ু রেকর্ড :—ইউ. এন. আই এর সংবাদ প্রকাশ, সোবিয়েত রাশিয়ার অন্তর্গত 'উত্তর' ককেশাস অঞ্চলের টেবজা এ্যাবজিগা (Tabza Abzega) নামক একব্যক্তি সম্প্রতি ২৮০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। আরও প্রকাশ হয় যে, সোবিয়েত মহিলাদের মধ্যে এমন কয়েকজন আছেন যাঁদের আয়ু একশো বছরের অধিক। ইফ্রোসিনিয়া ও নিগ্রবভ কাজ-হাক পল্লী মহিলা দুজনের বয়স যথাক্রমে ১১৯ ও ১৩১ বৎসর। এখানে উল্লেখ-যোগ্য যে দীর্ঘায়ু ব্যক্তিদের প্রায় সকলই শান্ত পল্লী অঞ্চলের অধিবাসী।"

(২) ঐ পত্রিকার ১৩৭৩ সনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার সাময়িকীতে লিখিয়াছেন—

"পৃথিবীর বয়োজ্যেষ্ঠের মৃত্যু :—হজ মহম্মত বেন বছির সম্প্রতি কাশাব্লাঙ্কাতে ১৬১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বছিরের বর্ত্তমান বয়স ১১০ বৎসর এবং তিনি সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যবান্। বছির সাহেবের পুত্র কন্যার সংখ্যা ৩৫ ও দৌহিত্রীর সংখ্যা ১৫১ জন।"

সুতরাং নৈষ্টিক ব্রহ্মচারী পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীকেশবকাশ্মীরি ভট্টজী যে এরূপ দীর্ঘজীবী ছিলেন ইহাতে সন্দেহ কি থাকিতে পারে ?

† বিচক্ষণ পাঠক পাঠিকাগণের মনে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যিনি এত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দার্শনিক গবেষণাগ্রন্থ লিখিয়া ডি, ফিল, ডিগ্রি পাইয়াছেন, এমন কি ডি, লিট ডিগ্রির যোগ্য গ্রন্থ লিখা হইয়াছে বলিয়া মন্তব্যও কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি শ্রীনিম্বার্কের সময় নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া প্রথমে পাট্টাদির প্রমাণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে ৩০ পুরুষ ১৩৮×৩০=৪১৪০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাব বলিতে হয়। শ্রীকেশবকাশ্মীরি ভট্টজীর আবির্ভাব কাল ১১১৭ সম্বৎ অর্থাৎ ১০৬১ খ্রীষ্টাব্দ হইলে ৪১৪০-১০৬১= ৩০৭৯ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাব ধরিতে হয় অর্থাৎ আজ হইতে ১৯৭০+৩০৭৯=৫০৪৯ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাব হইয়াছিল, ইহাই বলিতে হয় এবং তাহাতে কলির প্রারম্ভেই তাঁহার আবির্ভাব কাল ডক্টর অমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের মতেও দাঁড়ায়।

এই পর্য্যন্ত আলোচনার দ্বারা দেখা গেল যে, শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাব সময় সম্বন্ধে যাঁহারা লিখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও নির্ণয় ঠিক নহে, অথচ নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য হইল—"দ্বাপরান্তে কলির প্রারম্ভে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল।" ডঃ অমরপ্রসাদ ভট্টচার্য্যের মতের যে আলোচনা করা হইল, তাহাতেও দেখা গেল, এই ঐতিহ্যের সহিত মিলিয়া গিয়াছে।

ভবিষ্যপুরাণের কয়েকটি শ্লোকে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের জন্ম সময় ও গ্রহ-সংস্থান বর্ণিত হইয়াছে। তাই মনে হইয়াছিল সেই বর্ণনা হইতে তাঁহার জন্মকুণ্ডলী কোন জ্যোতিষী প্রস্তুত করিয়া তাঁহার জন্মসময় নির্ণয় করিতে পারেন কিনা চেষ্টা করিয়া একবার দেখা যাক। ভবিষ্যপুরাণের ঐ শ্লোক-গুলি হইতে কোন ভাল জ্যোতিষী যদি শ্রীনিম্বার্কের গ্রহসংস্থান অনুসারে

দিয়া ৪ পুরুষে ৪৫২ বৎসর (পাট্টা লিখার সময় পর্য্যন্ত) লিখিয়াও পরে প্রতি পুরুষে ২০ বৎসর ধরিয়া শ্রীনিম্বার্ককে ৬ষ্ঠ বা ৭ম শতাব্দীর লোক লিখিলেন, এত বড় ভুল তাঁহার হইল কিরূপে ? এ সম্বন্ধে আমার মনে হইয়াছিল বোধ হয় আধুনিক ঐতিহাসিকদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তিনি এইরূপ লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন।

তৎপর আমি তাঁহাকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও তদ্রূপই বলিয়াছেন। যাহা হউক আমি যাহা নির্ণয় করিলাম, তাঁহার বাক্য হইতেই যে তাহা নির্ণীত হয়, তাহা এক্ষণে পাঠকপাঠিকাগণ স্পষ্টরূপে বুঝিবেন আশা করি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্মকুণ্ডলী প্রস্তুত করিতে পারেন এবং শ্লোকে বর্ণিত জন্ম মাস, তিথি ও সময় ইত্যাদি সব ঠিক মিলিয়া যায়, তাহ হইলে তাহাই শ্রীনিম্বার্কের যথার্থ জন্মসময় বলিয়া নিশ্চিত হইবে—ইহাই স্থির করি।

ভবিষ্যপুরাণে শ্রীনিম্বার্কের জন্মসময় ও গ্রহসংস্থান যে কয়েকটি শ্লোকে স্পষ্টরূপে বর্ণনা আছে সেই শ্লোকগুলি এই ঃ—

"কার্ত্তিকস্য সিতে পক্ষে পূর্ণিমায়াং বৃষে বিধৌ॥
কৃত্তিকাভে মহারম্যে উচ্চস্থে গ্রহপঞ্চকে।
সূর্য্যাবসানসময়ে মেষলগ্নে নিশামুখে॥
জয়ন্ত্যাং জয়রূপিন্যাং জজান জগদীশ্বরঃ॥*

এই শ্লোকগুলির দ্বারা কোন ভাল জ্যোতিষী জন্মকুণ্ডলী (রাশি-চক্র) তৈয়ার করিয়া তাঁহার নিশ্চিত জন্ম সময় বলিয়া দিতে পারেন কিনা, তাহার অনুসন্ধান করিতে থাকি। এই বিষয়ে ভাট পাড়ার শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ভাট পাড়ার পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত হরিচরণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নাম করেন এবং তাঁহার নিকট বিষয়টি উত্থাপিত করিতে আমাকে পরামর্শ দেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য সুবিখ্যাত। তখন আমি ভবিষ্য-পুরাণের শ্লোকগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয়ের মাধ্যমে তাঁহার নিকট পাঠাই। তাহা হইতে ঐ জ্যোতিষী পণ্ডিত মহাশয় প্রচুর পরিশ্রম করিয়া শ্রীনিম্বার্কের সঠিক জন্মকুণ্ডলী তৈয়ার করেন এবং তাঁহার নিশ্চিত জন্মসময় নির্ণয় করেন। ঐ জন্মকুণ্ডলী নির্ভুল কিনা তাহা নিরূপণ করিবার জন্য কাশীর শ্রীশ্রীঅন্নদা দেবী মাতৃ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্তা গঙ্গাদেবী পঞ্চতীর্থের নিকট ঐ জন্মকুণ্ডলী পাঠাইয়া দিয়া 'ভৃগুসংহিতার' গণনা করাইতে অনুরোধ করি। তিনি 'ভৃগুসংহিতা' হইতে গণনা লিপিবদ্ধ করাইয়া ও তাহাতে ভৃগু জ্যোতিষীর স্বাক্ষর করাইয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন,

* এই শ্লোকগুলির অর্থ এই প্রথমভাগের প্রথম অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাতে দেখি ভাটপাড়ার শ্রদ্ধেয় হরিচরণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের গণনার সহিত এই ভৃগুর গণনার সুন্দর মিল হইয়াছে—তিনিও তাহাতে শ্রীনিম্বার্কের জন্মসময় একই প্রকার নির্ণয় করিয়া লিখিয়াছেন। এই ভাবে দেখা যায় ভবিষ্যপুরাণে শ্রীশ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের জন্মসময়ের গ্রহসংস্থান ঠিকই বর্ণিত হইয়াছে।† এই সমস্তগুলি পরে প্রদর্শিত হইবে। ডক্টর অমর ভট্টাচার্য্যের গবেষণা গ্রন্থের পূর্ব্বোক্ত বাক্য হইতেও শ্রীনিম্বার্কের সময় প্রায় কলির প্রারম্ভেই (এখন হইতে ৫০৪৯ বৎসর পূর্ব্বে) বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে।

নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য কি এবং ঐ সমস্তের সহিত তাহার কিরূপে মিল হইয়াছে তাহা এক্ষণে ক্রমশঃ আলোচনা করিতেছি—

---

† পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিতগণের মধ্যে অনেকেই সমস্ত পুরাণকেই অগ্রাহ্য করেন—পুরাণের বাক্যকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করেন না, অধিকন্তু কোন বিষয়ে পুরাণের প্রমাণ দিলেই তুচ্ছতাচ্ছিল্যের ভাব দেখান। কিন্তু ইহা তাঁহাদের অজ্ঞানতারই পরিচায়ক। এই পুরাণকে শ্রুতি স্বয়ং পঞ্চম বেদ বলিয়াছেন, যথা ঃ—"ইতিহাস-পুরাণং পঞ্চমং বেদং অধ্যেমি" (ছন্দোগ্যোপনিষৎ ৭।১।২), মহাভারতেও বলিয়াছেন—"আখ্যানপঞ্চমৈর্ব্বেদৈঃ......" (উদ্যোগপর্ব্ব সনৎসুজাত প্রকরণ ৪৩ অঃ ৪১), শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন—"ইতিহাসপুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে" (ভাঃ ১।৪।২০) ইত্যাদি। অতএব যে পুরাণকে পঞ্চম বেদ বলিয়া শ্রুতি মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, যে পুরাণ সমূহের বাক্য অবলম্বনে বঙ্গদেশের স্মার্ত্ত রঘুনন্দন, কাশীর কমলাকর ভট্ট প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া বিরাট স্মৃতিগ্রন্থ রচনা পূর্ব্বক শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপের বিবিধ ব্যবস্থা করিয়া দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, যে পুরাণ সম্বন্ধে মহাভারতে বলিয়াছেন—পুরাণরূপ পূর্ণচন্দ্রের দ্বারা শ্রুতি-জ্যোৎস্না প্রকাশিত হইয়াছে—(পুরাণপূর্ণচন্দ্রেণ শ্রুতিজ্যোৎস্নাঃ প্রকাশিতাঃ—মহা আঃ পঃ ১।৬), সেই পুরাণসমূহকে অগ্রাহ্য করা নাস্তিক্যেরই পরিচায়ক। বাস্তবিক পুরাণসমূহে বেদেরই অর্থ ও সিদ্ধান্ত রোচকরূপে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ শ্রীনিম্বার্কের সময় সম্বন্ধে নিম্বার্কসম্প্রদায়ের ঐতিহ্য ॥

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য এই যে—সুদর্শন চক্রাবতার শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য দ্বাপরান্তে (কলির প্রারম্ভে) অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি বেদব্যাসের সমসাময়িক ছিলেন। ভবিষ্যপুরাণেও দ্বাপরান্তেই শ্রীনিম্বার্কের জন্মগ্রহণ করার কথাই পাওয়া যায়, যথা ঃ—

সুদর্শনো দ্বাপরান্তে কৃষ্ণাজ্ঞাপ্তো জনিষ্যতি।
নিম্বাদিত্য ইতি খ্যাতো ধর্ম্মগ্লানিং হরিষ্যতি ॥

(ভঃ পুঃ, প্রতিসর্গপর্ব্ব, ৪র্থ খণ্ড, ৭ম অঃ ৬৭)

—দ্বাপরের অন্ত হইলে (কলির প্রারম্ভে) সুদর্শন শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাপ্রাপ্ত

হইয়াছে, 'তাহাকে মান্য না করা বা উপেক্ষা করা অনুচিত। শ্রীযুক্ত বলদেব উপাধ্যায় এম. এ. মহাশয় লিখিয়াছেন—

"স্মৃতি ও পুরাণসমূহে প্রতিপাদিত সিদ্ধান্ত যে বেদসমূহেরই মাননীয় সিদ্ধান্ত, ইহাতে সন্দেহ করা যাইতে পারেনা। যে সমস্ত সজ্জন বেদসমূহে শ্রদ্ধা রাখেন, তাঁহাদের পুরাণের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হওয়া অনুচিত; কারণ কেবল ভাষা ও প্রণালী ভেদ ভিন্ন বেদ হইতে আমাদের এই ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহে কোনও প্রকার ভেদভাব নাই। বেদসমূহে প্রতিপাদিত সিদ্ধান্তই পুরাণ-সমূহে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। বেদ ও পুরাণ উভয়ের প্রণালীতে ভেদ থাকিলেও উভয়ের মধ্যে সৈদ্ধান্তিক কোনও প্রকার বিরোধ পরিলক্ষিত হয় না।······পুরাণে তো বেদেরই অর্থ ও সিদ্ধান্তকেই বোধগম্য ভাষায় রোচক প্রণালীর আশ্রয় লইয়া প্রতিপাদিত করা হইয়াছে। অতএব বেদসমূহের প্রতি আস্থা রাখা এবং পুরাণ সমূহের প্রতি বিমুখ থাকার কারণই হইল উভয়ের প্রণালীভেদের ঠিক ঠিক জ্ঞানাভাব ···· এই জন্যই প্রাচীন গ্রন্থকারগণ বেদকে বুঝিবার জন্য ইতিহাস ও পুরাণের আবশ্যকতা আছে বলিয়াছেন :—

† 'ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্ বেদো মাময়ং প্রতরেদিতি ॥'

—ইতিহাস পুরাণে অল্পজ্ঞ পুরুষসমূহ হইতে বেদ সদাই ভয় করেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি নিম্বাদিত্য নামে খ্যাত হইবেন ও ধর্ম্মগ্লানি হরণ করিবেন।

ভবিষ্যপুরাণের আর একটি শ্লোকেও শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের ব্যাসসমকালিনত্ব প্রমাণিত হয়। শ্লোকটি এই ঃ—

"উদয়ব্যাপিনী গ্রাহ্যা কুলে তিথিরুপোষণে।
নিম্বার্কো ভগবান্ যেষাং বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদঃ ॥"

এই শ্লোকে ভগবান্ ব্যাসদেব শ্রীনিম্বার্ক সম্বন্ধে ভগবান্ শব্দ ব্যবহার করিয়া তাঁহার প্রতি মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই শ্লোকটির দ্বারা শ্রীনিম্বার্ক ভবিষ্যপুরাণ রচনার পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন এবং বেদব্যাসের সমকালীন বলিয়া প্রমাণিত হয়।

যে, ইহারা আমাকে প্রতারিত না করে—আমার যথার্থ অর্থ না বলিয়া লোকসমূহকে বিপথে না লইয়া যায়। এই জন্যই ইতিহাস ও পুরাণসমূহের অভিজ্ঞতা বেদার্থানুশীলনের জন্য অত্যন্ত আবশ্যক। অতএব এই সমস্ত গ্রন্থে বেদসমূহের মন্ত্রসকলের অর্থ বিকসিতরূপে পাওয়া যায় অথবা তাহার সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। পরম্পরাগত অর্থের সর্ব্বথা উপলব্ধি এই সমস্ত (ইতিহাস ও পুরাণ) গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়। অতএব বেদার্থের জন্য ইহাদের উপযোগ না করা বা উপেক্ষা করা নিতান্তই নিন্দনীয় কার্য্য।" (শ্রীবলদেব উপাধ্যায় এম, এ, (হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, কাশী) প্রণীত "বৈদিক সাহিত্য ঔর সংস্কৃতি" —দ্বিতীয় সংস্করণ পৃঃ ১২১—১২৫ দ্রষ্টব্য।)

অতএব ভবিষ্যপুরাণে বর্ণিত 'শ্রীনিম্বার্কের গ্রহাবস্থানাদি অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে না। কেহ কেহ বলেন—অন্যান্য পুরাণকে মান্য করিলেও ভবিষ্যপুরাণের বাক্য প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কারণ ভবিষ্যপুরাণের বহু শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে দেখা যায়। অতএব উপরোক্ত কার্ত্তিকস্য সিতে পক্ষে……" ইত্যাদি শ্রীনিম্বার্কের জন্মসম্পর্কীয় শ্লোকগুলি প্রামাণিকরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না।" তাঁহাদের এই উক্তি অসঙ্গত। কারণ ভবিষ্যপুরাণের কোন কোন শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইলেও সম্পূর্ণ ভবিষ্যপুরাণটিই প্রক্ষিপ্ত নহে। কারণ শ্রীমদ্ভাগবতে ভবিষ্যপুরাণের শ্লোকসংখ্যা বলিয়াছেন—১৪৫০০ (চৌদ্দহাজার পাঁচ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যের প্রশিষ্য (শিষ্যের শিষ্য) শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য তাঁহার রচিত "আচার্য্যচরিতম্" গ্রন্থে লিখিয়াছেন "তাঁহার পরম গুরু (গুরুর গুরু) শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য যুধিষ্ঠিরের রাজ্যের পর যখন বজ্রনাভ রাজত্ব করিতেছিলেন তখন শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের শিষ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই উক্তিটি পূর্ব্বেই ডক্টর অমরপ্রসাদের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।*

বজ্রনাভের রাজত্বকালে শ্রীনিবাসাচার্য্য শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের শরণ গ্রহণ করায় শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য তাহার অনেক পূর্ব্বেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহাই প্রমাণিত হয়।

শত)—"চতুর্দ্দশ ভবিষ্যং স্যাৎ তথা পঞ্চশতানি চ" (ভাঃ ১২।১৩।৬)। অতএব যে শ্লোকগুলি নিশ্চিতরূপে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণিত হয় না, সেই শ্লোকগুলিকে প্রক্ষিপ্ত কিরূপে বলা যাইতে পারে? সুতরাং "কার্ত্তিকস্য সিতে পক্ষে……" ইত্যাদি শ্রীনিম্বার্কের জন্মসম্পর্কীয় শ্লোকগুলিকে নিশ্চিতরূপে প্রক্ষিপ্ত বলা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ ঐ শ্লোকগুলিতে বর্ণিত গ্রহাবস্থানাদি জ্যোতিষগণনায় এবং ভৃগুসংহিতারও গণনায় যখন সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া গিয়াছে তখন সেগুলিকে প্রক্ষিপ্ত কিরূপে বলা যাইতে পারে। পরে দেখা যাইবে সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষীর গণনায় ও ভৃগুসংহতির গণনায় ঐ শ্লোকগুলির গ্রহাবস্থানাদি সমস্তই সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া গিয়াছে। তাহার দ্বারাই নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে ভবিষ্যপুরাণের ঐ শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত নহে—যথার্থ।

* শ্লোকটি এই :—

ধর্ম্মভৃতাং বরিষ্ঠস্য যুধিষ্ঠিরস্য ভূভৃতঃ।
রাজ্যাদুত্তরকালেঽভূদ্ বজ্রনাভো নৃপোত্তমঃ॥
স শশাস মহাভাগো মথুরামণ্ডলে মহীম্।
তদা শ্রীনিবাসাচার্য্যো গুরূণাং শরণং গতঃ॥ (আচার্য্যচরিতম্ ১১৪ পৃঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ আচার্য্য জগদ্বিজয়ী শ্রীকেশবকাশ্মীরি ভট্টজী, যাঁহার আবির্ভাবকাল একাদশ শতাব্দী (১০৬১ খ্রীঃ) বলিয়া পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে, তৎকৃত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তত্ত্বপ্রকাশিকা নামক টীকার ভূমিকায় উপরোক্ত "উদয়ব্যাপিনীগ্রাহ্যা" ইত্যাদি ভবিষ্যপুরাণের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের সুপ্রাচীনত্ব খ্যাপন করিয়াছেন। ঐ ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন—

"উদয়ব্যাপিনী গ্রাহ্যা কুলে তিথিরুপোষণে।
নিম্বার্কো ভগবান্ যেষাং বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়কঃ॥

—ইতি ভবিষ্যপুরাণে শ্রীব্যাসবচনাচ্ছ্রীনিম্বার্কাচার্য্যস্যৈব ভগবচ্ছব্দাভিহিতত্বেন সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ সর্ব্বেভ্যঃ প্রাচীনাচার্য্যত্বাচ্চ তদ্ব্যাখ্যানস্যৈব সর্ব্বশ্রুতিসূত্রাবিরুদ্ধত্বেন পরমশ্রেয়োঽর্থিভিরুপাদেয়ত্বম্......।"

—'নিম্বার্ক ভগবান্ যাঁহাদের অভিলষিত ফলপ্রদাতা তাঁহার কুলে (সম্প্রদায়ে) প্রবিষ্ট, তাঁহারা উপবাসস্থলে উদয়ব্যাপিনী তিথি গ্রহণ করিবেন। (উদয়ব্যাপিনী বলিতে দিনারম্ভক অর্দ্ধরাত্রব্যাপিনী বুঝিতে হইবে।) শ্রীব্যাসদেবের ভবিষ্যপুরাণবচনে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের সম্বন্ধেই "ভগবৎ" শব্দ অভিহিত হওয়ায় তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং সকল হইতে প্রাচীন আচার্য্য। অতএব তাঁহার ব্যাখ্যানই সমস্ত শ্রুতিসূত্রের অবিরুদ্ধ বলিয়া পরমশ্রেয়োলাভেচ্ছু ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক উপাদেয় (অবলম্বনীয়)।"

"বিক্রম ১৭০০ হইতে ১৮৭০ সম্বতের মধ্যবর্ত্তী শ্রীবৃন্দাবন দেবাচার্য্য, শ্রীগোবিন্দ দেবাচার্য্য, শ্রীগোবিন্দ শরণ দেবাচার্য্য, শ্রীসুন্দর কুঁবরী (কৃষ্ণগড় নরেশ সাবন্তসিংহজীর ভগিনী—প্রসিদ্ধ নাম নাগরীদাসজী) ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক লেখকগণও শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের সময় দ্বাপরান্তে বলিয়া মান্য করিয়াছেন। তাঁহাদের পরের সকল সাম্প্রদায়িক লেখকগণও নিজ নিজ নিবন্ধে ঐ সময়ই নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের সময় সম্বন্ধে এই সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য সুপ্রাচীনকাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে চলিয়া আসিতেছে। তটস্থ লেখকগণের মধ্যেও ভারতেন্দু হরিশচন্দ্রজী প্রভৃতি বিদ্বান্ লেখকগণও উপরোক্ত সময়কেই পুষ্ট করিয়াছেন। (শ্রীব্রজবল্লভশরণ বেদান্তচার্য্য-পঞ্চতীর্থ কর্ত্তৃক লিখিত "শ্রীযুগল শতক গ্রন্থের" ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

পূজ্যপাদ্ গুরুদেব শ্রী ১০৮ স্বামী সন্তদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ ভবিষ্যপুরাণের উক্ত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া যে ভাবে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যকে প্রাচীন ঋষি বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। তিনি লিখিয়াছেন—

"বঙ্গদেশে শ্রীভগবান্নিম্বার্ক সম্বন্ধে অধিকাংশ লোক অনভিজ্ঞ। তৎকৃত বেদান্তভাষ্যে তিনি আপনাকে নারদশিষ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীভগবান্নিম্বার্ক প্রাচীন ঋষি; ভবিষ্যপুরাণে তাঁহার সম্বন্ধে ভগবান্ বেদব্যাস নিম্নলিখিত শ্লোকে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন; যথা ঃ—

"উদয়ব্যাপিনী গ্রাহ্যা কুলে তিথিরুপোষণে।
নিম্বার্কো ভগবান্ যেষাং বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদঃ॥

এই শ্লোকটিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া কেহ আশঙ্কা করিতে পারেন না; কারণ ইহা বহু শতাব্দী পূর্ব্বে অসাম্প্রদায়িক কাশীবাসী পণ্ডিতের রচিত সুবিখ্যাত 'নির্ণয়সিন্ধু' নামক স্মৃতিগ্রন্থে জন্মাষ্টমী ব্রতবিচারে উদ্ধৃত করা হইয়াছে এবং আরও বহু শতাব্দী পূর্ব্বে খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত প্রসিদ্ধ 'হেমাদ্রি' নামক গ্রন্থেও ভবিষ্যপুরাণের এই শ্লোক উদ্ধৃত করা আছে। (খ্যাতনামা পণ্ডিতপ্রবর ভরতচন্দ্র শিরোমণি সঙ্কলিত 'হিমাদ্রি' নামক গ্রন্থ যাহা এশিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে, তাহার ৭৮৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এই শ্লোকে ভগবান্ বেদব্যাস শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যকে 'ভগবান্' বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনা পাঠে ভগবান্ নিম্বার্কাচার্য্য যে প্রাচীন সিদ্ধ ঋষি ছিলেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারেনা। তিনি অরুণ নামক ঋষির পুত্র, সুতরাং আরুণি নামেও শাস্ত্রগ্রন্থে কোন কোন স্থলে বর্ণিত হইয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নারদকৃত ভক্তি সূত্রে এই আরুণি ঋষিকে ভক্তিমার্গের প্রসিদ্ধ আচার্য্য শ্রেণীতে ভুক্ত করা হইয়াছে। জয়দেব গোস্বামী এই নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার পূজিত শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ এযাবৎ নিম্বার্কীয় বৈষ্ণবদিগের গদিতে সলিমাবাদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। জয়দেবের স্থাপিত এক মন্দির তাঁহার জন্মস্থান কেন্দুয়া গ্রামে আছে ; তৎসম্বন্ধে সম্প্রতি মোকদ্দমা হইয়া ইহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, তিনি নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে টাট্টি নামক নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের স্থানের (যাহা আকবরের গায়ক প্রসিদ্ধ তানসেনের গুরু নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত সিদ্ধ হরিদাস স্বামীর ভজন স্থান, তাহার) গুরু পরম্পরা বিবরণে জয়দেব স্বামীর নাম উল্লিখিত আছে। এই জয়দেবস্বামী ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন বলিয়া বর্ত্তমানে স্থিরীকৃত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত গুরুপরম্পরা বিবরণে জানা যায় যে, জয়দেবের ৪৯ পুরুষ পূর্ব্বে এবং হরিদাস স্বামী যিনি আকবরের সময় ষোড়শ শতাব্দীতে প্রকটিত হইয়াছিলেন তাঁহার ৬৩ পুরুষে পূর্ব্বে শ্রীনিম্বার্ক আচার্য্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন ; সুতরাং তিনি যে শঙ্করাচার্য্যের বহু পূর্ব্বের লোক ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যায়। অতএব শ্রীনিম্বার্ক আচার্য্যকৃত বেদান্ত-দর্শনের ভাষ্যে যে শঙ্করাচার্য্যের মত খণ্ডন অথবা ভাষ্যের কোন উল্লেখ থাকা দৃষ্ট হয়না তাহা স্বাভাবিকই বটে। পরন্তু শঙ্কর ভাষ্যে ভেদাভেদ সিদ্ধান্তের খণ্ডন করিবার চেষ্টা দেখা যায়। এতদ্বারা ইহাই অনুমিত হয় যে, তিনি শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এবঞ্চ ভট্টভাস্কর যিনি বেদান্ত দর্শনের এক ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তিনিও নিম্বার্ক সম্প্রদায়-ভুক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার প্রণীত ভাষ্যের বহু প্রাচীন একখানি হস্তলিপি গ্রন্থ সলিমাবাদ গদীতে বর্ত্তমান আছে ; তাহাতে দেখা যায় যে, গ্রন্থকার সর্ব্ব প্রথমে নিম্বার্কাচার্য্যকে প্রণাম করিয়া গ্রন্থারম্ভ

* কাহারও কাহারও এইরূপ ধারণা আছে যে, শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদী, কিন্তু ভট্টভাস্কর (ভাস্করাচার্য্য) ঔপাধিক ভেদাভেদবাদী ; সুতরাং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছেন। ভট্টভাস্কর যে প্রাচীন কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাও এইক্ষণকার পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হইয়াছে। আমাদের সম্প্রদায়ে এইরূপ কিম্বদন্তীও পরম্পরারূপে চলিয়া আসিতেছে যে, শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য জন্মেজয়ের রাজত্বকালে প্রকটিত হইয়াছিলেন।* উপরোক্ত বিবরণগুলির দ্বারা শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাব কাল দ্বাপরান্তে কলির প্রারম্ভে বলা হইয়াছে এবং তাহাই নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য।

ভবিষ্যপুরাণের শ্লোকগুলি অবলম্বনে ভাটপাড়ার প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী শ্রীহরিচরণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় ও তাঁহার পুত্র শ্রীশান্তিপ্রসাদ শাস্ত্রী

ভট্টভাস্কর শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য হইতে ভিন্ন মতবাদী হওয়ায় তিনি নিম্বার্ক সম্প্রদায়-ভুক্ত বৈষ্ণব ছিলেন, ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে? তাহার উত্তর এই যে, একই সম্প্রদায়ের পরবর্ত্তিগণের মধ্যে কাহারও কাহারও মত হইতে কোন কোন বিষয়ে ভিন্নমত হইয়াছে, এইরূপ প্রায় সব সম্প্রদায়েই দেখা যায়। বিশেষতঃ শ্রীভাস্করাচার্য্য যে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মত খণ্ডন করার জন্যই ব্রহ্মসূত্রভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজেই ভাষ্যপ্রারম্ভেই বলিয়াছেন, যথা—

"সূত্রাভিপ্রায় সংবৃত্যা স্বাভিপ্রায় প্রকাশনাৎ।
ব্যাখ্যাতং যৈরিদং শাস্ত্রং ব্যাখ্যেয়ং তন্নিবৃত্তয়ে॥"

সুতরাং সেই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া তিনি ঐ ভাষ্য রচনা করিয়া তাহার কিঞ্চিদংশে ঔপাধিক ভেদাভেদবাদ স্থাপন করিলেও তাঁহার শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়-ভুক্ত হওয়াতে কোন অসামঞ্জস্য নাই। পূর্ব্বোক্ত ডক্টর নারায়ন দত্ত শর্ম্মা এম. এ., পি. এইচ. ডি., মহোদয়ও তাঁহার গবেষণাগ্রন্থের ৯১ পৃঃ লিখিয়াছেন—

"ভট্টভাস্কর কো বহুত সে লোগ নিম্বার্ক সম্প্রদায় কে অন্তর্গত হী মানতে হ্যাঁ। ইহ সম্ভব ভী হ্যা, কিন্তু কুছ বিচারধারায়োঁ মে নিম্বার্কাচার্য্যকে সিদ্ধান্ত সে উনকা মন্তব্য ভিন্ন হ্যা।" তবে তাঁহার ঐ ঔপাধিক ভেদাভেদবাদ যে ঠিক নহে, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

* শ্রীগুরুদেব কর্ত্তৃক লিখিত—"শিবপুরে শ্রীনিম্বার্ক আশ্রম স্থাপন উপলক্ষে লিখিত প্রবন্ধ দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত" নামক পুস্তিকার ৩১-৩২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে জন্মকুণ্ডলী প্রস্তুত করিয়া তাহার ফল ও জন্মসময় লিখিয়া আমার নিকট পাঠাইয়াছেন এক্ষণে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

"শ্রীশ্রীনিম্বার্কাচার্য্যদেবের জন্মপত্রিকা—
উদ্ধার ও তাহার বিচার"

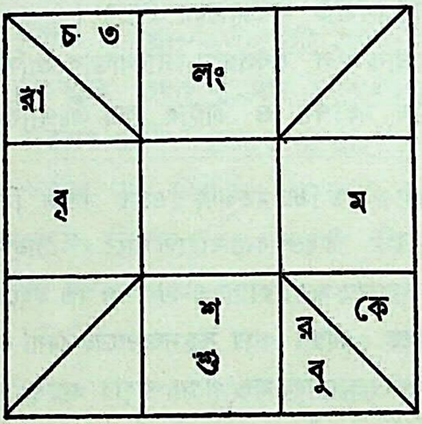

যুগাবতার শ্রীশ্রীনিম্বার্কাচার্য্যদেবের আবির্ভাব কাল দ্বাপরযুগ ও কলির সন্ধ্যাংশ গত হইবার ১৫শ কল্যব্দে। এই মহাপুরুষের আবির্ভাব কোন্ সময়ে হইয়াছিল তাহার বিবরণ ভবিষ্যপুরাণে প্রতিসর্গ পর্ব্বে ৪র্থ খণ্ড, ৭ম অধ্যায়ে ৭৭-৭৯ শ্লোক হইতে কয়েকটি শ্লোক পাওয়া যায়। ঐ শ্লোকে উক্ত আছে যে ঃ—

"অথ সর্ব্বগুণোপেতে কালে পরম শোভনে।
কার্ত্তিকস্য সিতে পক্ষে পূর্ণিমায়াং বৃষে বিধৌ॥ ৭৭
কৃত্তিকাভে মহারম্যে উচ্চস্থ গ্রহ পঞ্চকে।
সূর্য্যাবসানসময়ে মেষলগ্নে নিশামুখে ॥৭৮
জয়ন্ত্যাং জয়রূপিণ্যাং জজান জগদীশ্বরঃ।
যেন সর্ব্বমিদং বিশ্বং বেদধর্ম্মে নিয়োজিতম্॥ ৭৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া শ্রীশ্রীনিম্বার্কাচার্য্যদেবের জন্মপত্রিকা রচিত হইল।

ঐ শ্লোক হইতে শ্রীশ্রীনিম্বার্কাচার্য্যদেবের কোষ্ঠীতে গ্রহ যোগ সম্বন্ধে যে উক্তি রহিয়াছে তাহার কাল এখন হইতে ৫০৫৩ বর্ষ আগে বুঝায়।

হিন্দুসিদ্ধান্ত জ্যোতিষ অনুযায়ী কলির আরম্ভে গ্রহগণ মেষাদি বিন্দুতে ছিল। এই কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান ১৮৮৮ শকাব্দ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় পঞ্চগ্রহ উচ্চস্থ একমাত্র ঐ ১৫শ কল্যব্দে সম্ভব হয়। কাজেই ঐ সময়ের গ্রহ গণনা করিলে শ্রীশ্রীনিম্বার্ক মহারাজের জন্মচক্রের অবস্থিত গ্রহগণের সঙ্গে সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। এই কারণেই জ্যোতিষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শ্রীশ্রীমহারাজের জন্মপত্রিকা রচনা করা সম্ভবপর হইতেছে।

পুরাণের কথা হইতে আমরা জানিতে পারি যে শ্রীশ্রীমহারাজ হরির অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই কথার সত্যতা ভৃগুবচন হইতেও প্রমাণিত হয়। ভৃগু সংহিতার কর্ম্মবিপাক অধ্যায়ের ৪র্থ খণ্ড অষ্টাদশ শ্লোক হইতে কয়েকটি শ্লোকে উক্ত আছে যথা ঃ—

শুক্র উবাচ—ভবেদেতাদৃশী পত্রী যজ্জীবস্য মহামতে।
তৎ কিংফলমবাপ্নোতি বিস্তরাদ্ বদমে প্রভো॥
ভৃগুরুবাচ—মেষলগ্নোদয়ে জন্ম চন্দ্রো ধনে সমন্বিতঃ।
সুখগৃহে গুরুশ্চৈব কর্ম্মে মহীসুতোমুনে॥
দ্যূনগেহে শনিশুক্রৌ আয়ুগে চ রবিবুধৌ।
রাহৌ ভ্রাতৃগৃহে চৈব কেতু ভাগ্যোদয়ে মুনে॥
এতাদৃশী যস্য পত্রী ধর্ম্মগুরুর্ভবেচ্ছ্রীমান্।
হরেরংশে ভবেজ্জন্ম সত্যং বচ্মি মহামুনে।"

ইহার অর্থ এই, শুক্র কহিলেন এইরূপ যাঁহার জন্মপত্রিকা তাঁহার ফল কি হইবে ইহা বিস্তারিত বলুন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভৃগু কহিলেন—মেষলগ্নে যাঁহার জন্ম, ধনস্থানে চন্দ্র, চতুর্থ স্থানে বৃহস্পতি এবং কর্ম্মস্থানে মঙ্গল, ৭ম স্থানে শনি শুক্র, ৮ম স্থানে রবি বুধ, তৃতীয়ে রাহু ও ভাগ্যস্থানে কেতুগ্রহ অবস্থান করে, তিনি ধর্ম্মগুরু হইবেন এবং সত্য কহি যে তাঁহার হরির অংশে জন্ম হইবে। ভৃগু সংহিতায় লিখিত গ্রহাবস্থানের সহিত সিদ্ধান্তজ্যোতিষ মতের কেমন সুন্দর সামঞ্জস্য হইতেছে।

জ্যোতির্নিবন্ধ গ্রন্থের প্রমাণে পাওয়া যায় যে—বলবান্ ধর্ম্মপতি কেন্দ্র কোনস্থ এবং বলবান্ লগ্নপতি লগ্নদর্শী হইলে জাতক বহুধর্ম্মরত হয়। "বলবতি শুভনাথে কেন্দ্র কোণাপযাতে শুভশতমুপযাতি স্বামি দৃষ্টে বিলগ্নে ··· বীতভোগস্তপস্বী।" কাজেই এই যোগ শ্রীশ্রীমহারাজের কোষ্ঠীতে পূর্ণরূপে বিদ্যমান। নবমপতি বৃহস্পতি কেন্দ্রে (৪র্থে) উচ্চস্থ হইয়া পূর্ণবলে বলীয়ান, আবার লগ্নপতি মঙ্গল মকরে উচ্চস্থ হইয়া পূর্ণবলে বলীয়ান্ হইয়া লগ্নকে দেখার ফলে বহু-ধর্ম্মরত এই যোগ সূচিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীমহারাজের কোষ্ঠীতে চন্দ্র, বৃহস্পতি, শনি, মঙ্গল ও রাহু এই পাঁচটি গ্রহ উচ্চস্থানগত ছিল। এই প্রকার পাঁচটি গ্রহ উচ্চস্থ থাকিলে সেই জাতক স্বয়ং ভগবান্ রূপে মর্ত্ত্যে লীলা প্রকটিত করিবার উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হন। শ্রীশ্রীকৃষ্ণভগবানেরও জন্মকালে পাঁচটি গ্রহ উচ্চস্থ ছিল। কাজেই শ্রীশ্রীমহারাজ শ্রীহরির অংশে (সুদর্শনাংশে) জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কলিযুগে পতিত পাবন করিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ইহাতে সন্দেহ নাই। আর্ত্ত পীড়িত মানব-গণের মলিনতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যেই লোকাচার সমন্বিত ইহ জগতে তিনি আবির্ভূত হইয়া স্বীয় লীলা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন এবং নিজ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রচলন করিয়া বহুজনের কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে আরও উল্লেখ আছে যে—বলবান্ শনি ধর্ম্মস্থানে দৃষ্টি করিলে সর্ব্বত্যাগী ধর্ম্মপ্রচারক এই ফল সূচিত হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে। ধর্ম্মস্থানে কেতুও এই মহাপুরুষের মহান্ কীর্ত্তির পক্ষে সহায়ক এবং শনি দৃষ্ট হইয়া পূর্ণ ধর্ম্মপথে মোক্ষলাভের কারণ হইয়াছে। নবমপতি কেন্দ্রে থাকিয়া চন্দ্রপ্রভা যোগের কারণ হওয়ায় রাজাধিরাজ তুল্য সম্মানী এবং পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবার যোগও বুঝাইয়া দেয়। ইহার প্রমাণ—পুণ্যাধিপঃ পুণ্য গৃহে চ কেন্দ্রে চন্দ্রপ্রভা যোগ ইহ প্রণীতঃ রাজাধিরাজ গুণবান্ বরেণ্যো গঙ্গাতটে মুঞ্চতি জীবনং সঃ॥

স্বাক্ষর—শ্রীহরিচরণ স্মৃতিতীর্থ
শ্রীশান্তি প্রসাদ শাস্ত্রী
১৭ই মে ১৯৬৭

৺কাশীধাম হইতে যে ভৃগুসংহিতার গণনা আসিয়াছে, এক্ষণে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।—

"পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭৫—৩য় অধ্যায়, যোগাধ্যায়।

কল্যব্দ ১৫

কার্ত্তিক শুক্ল ১৫ গুরৌ।

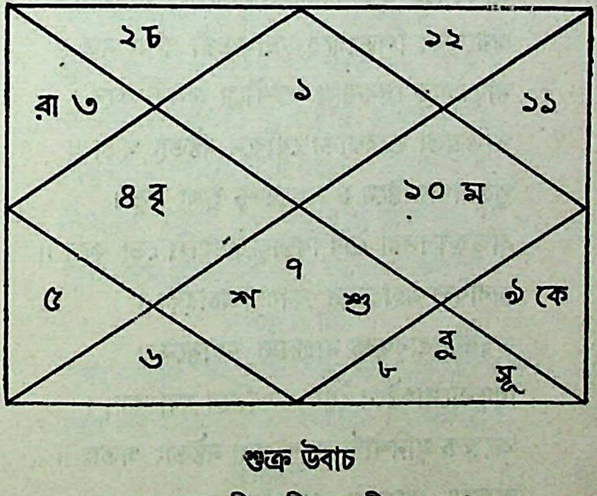

শুক্র উবাচ

ভবেদেতাদৃশী পত্রী যজ্জীবস্য মহামতে।
স কিং কলমবাপ্নোতি বিস্তরাদ্বদ মে প্রভো॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভৃগুরুবাচ

মেষ লগ্নোদয়ে জন্ম তদীশে তাত ভাবকে।
প্রশংসিতে কুলে জন্ম উচ্চবংশে মহামুনে॥

শ্যামবর্ণোঽপি জায়েত লম্বদেহো ভবিষ্যতি।
মুখং চ লম্বকং তাত ভৃকুটিঃ শুভমানদ॥

দিব্যকান্তিঃ প্রজায়েত অর্কবন্মুনিপুঙ্গব।
আজানুলম্বিতো বাহুঃ কৃষ্ণাজ্ঞয়া জনিষ্যতি॥

মেরোশ্চ দক্ষিণে পার্শ্বে নর্ম্মদা তটকে শুভে।
নিম্বাদিত্য ইতি খ্যাতো ভগবাংশ্চ সুদর্শনঃ॥

দ্বাপরান্তে কলেরাদৌ দেশে তৈলঙ্গকে শুভে।
পিতাঽরুণ ইতি খ্যাতো জয়ন্তী জননী সতী॥
কোষগেহে নিশানাথো ধনধান্য সুখং কবে।
প্রতিষ্ঠা যাদৃশী লোকে তপোবলং চ তাদৃশম্॥
ভ্রাতৃগেহে তমঃ প্রোক্তো ভ্রাতৃযোগবিহীনকঃ।
স্বয়ন্তেকঃ পিতুর্গেহে ভ্রাতৃভগ্নী সুখং নতু॥
মাতৃগেহে দেবনাথঃ সুশীলা জননী কবে।
পতিব্রতা ভবেন্মাতা যৌবনে নষ্টতাং গতা॥
পুত্রনাথশ্চাষ্টমে চ সন্ততেশ্চ সুখং নতু।
বুদ্ধিস্তীব্রতরা চৈব বিদ্যাযুক্তোঽপি ভো কবে॥
দেববিদ্যা মহাপ্রাজ্ঞ বেদধর্ম্মপ্রচারকঃ।
তত্ত্বজ্ঞানপ্রবুদ্ধশ্চ নারদাচ্চ মহামুনে॥
রিপুনাথোঽষ্টমে চৈব শত্রুচিন্তা যদা কদা।
অন্তে চ মুনিশার্দ্দুল শত্রবো নষ্টতাং গতাঃ॥
দারগো ভাস্করিঃ প্রোক্তো ভৃগুপুত্রেণ সংযুতঃ।
দারযোগো ন জায়েত যোগমার্গে রুচিঃ কবে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আয়ুর্গেহে চন্দ্রপুত্রো দিবানাথেন সংযুতঃ।
পূর্ণায়ুঃ সুখদং শর্ম্মন্ দীর্ঘজীবী ভবিষ্যতি ॥
উচ্চস্থাশ্চ গ্রহাঃ পঞ্চ জন্মকালে মহামতে।
নিশামুখে ভবেজ্জন্ম বৃষে চ রজনীকরে ॥
কার্ত্তিকে চ শুভে মাসে পূর্ণিমায়াং তিথৌ মুনে।
জাতোঽয়ং নিয়মানন্দো গোদাবরীতটে মুনে ॥......
ভাগ্যগেহে শিখী প্রোক্তো ভাগ্যদোধনদঃ কবে।
পূর্ব্বপুণ্য প্রভাবেন ভৃগুবংশে জনির্মুনে ॥
তাতগেহে ভূমিপুত্রঃ পিতা তস্য প্রতাপবান্।
অরুণাখ্য ঋষির্নাম্না বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥
যৌবনেঽপি মহাপ্রাজ্ঞ পিতুর্মৃত্যুর্ভাবিষ্যতি।
লাভনাথঃ সপ্তমে চ লাভদো ধনদঃ কবে ॥
সিদ্ধিলাভো ভবেত্তাত রাধাকৃষ্ণ প্রসাদতঃ।
খ্যাতিঃ কীর্ত্তিশ্চ বহুলা ধর্ম্মলাভঃ সদা ভুবি ॥
দেবদর্শনমাপ্নোতি দীর্ঘজীবী ভবিষ্যতি।
শ্রুতি স্মৃতি পুরাণেষু পারগশ্চ স্বয়ং কবে ॥
ব্যয়নাথ কেন্দ্রবর্ত্তী ব্যয়ং দীর্ঘং প্রজায়তে।
সাধুনাং ভোজনে দানে বহুদ্রব্য ব্যয়ং কবে ॥
দীনানাং পালনং চৈব ধর্ম্মমার্গে ব্যয়ং বহু।
পূর্ব্ব কর্ম্ম প্রভাবেন সোঽবতীর্ণশ্চ ভূতলে ॥

শুক্র উবাচ

পূর্ব্ব জন্মনি কিং কর্ম্ম কৃতং তদ্ ঘোররূপকম্।
তন্মে বদ মহাযোগিন্ যেনাভূচ্চ ত্রিকালগঃ ॥

ভৃগুরুবাচ

সুদর্শনস্য চাশোঽয়ং পূর্ব্বজন্মনি ভো মুনে।
চৈকদা সময়ে তাত কৃষ্ণশ্চাজ্ঞাপয়ৎ স্বয়ম্ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্মপ্রচারণার্থায় চাবতরতু ভূতলে।
তেনাদিষ্টেন মুনিনা বেদধর্ম্মঃ প্রচারিতঃ ॥
অস্থাপয়ৎ সম্প্রদায়ং স্বনাম্না চ মহামতে।
গ্রন্থাশ্চ বিবিধা ব্রহ্মণ্ বেদবেদান্তমূলকাঃ ॥
নির্ম্মিতাশ্চ মহাপ্রাজ্ঞ ভক্তানাং মোক্ষ হেতবে।
দিগ্বিজয়ী মহাবুদ্ধে স্বীয় বিদ্যাপ্রভাবতঃ ॥
অলৌকিকানি কর্ম্মাণি কৃতানি চ মহামতে।
ব্রহ্মচারী স্বয়ং তাত পূর্ণত্যাগী তথা মুনে ॥"

× × ×

ইতি ভৃগুশুক্রসংবাদে জন্মকুণ্ডল্যাং যোগাধ্যায়ে ফলাদেশঃ সমাপ্তঃ ॥

শ্রীরস্তু শ্রীরস্তু শ্রীরস্তু শুভম্

স্বাক্ষর—পং উমেশচন্দ্র শর্ম্মা (চৌষট্টী ঘাট)

২১/৯ রাণামহল—বঙ্গালীটোলা, বারাণসী

বঙ্গানুবাদ

পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৭৫—৩য় অধ্যায়, যোগাধ্যায়।

কল্যব্দ—১৫

কার্ত্তিক শুক্লা ১৫ (পূর্ণিমা) বৃহস্পতিবার।

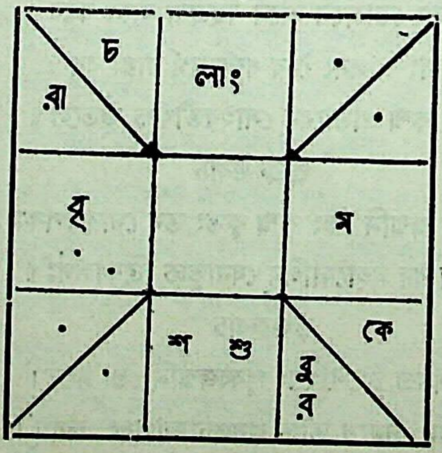

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুক্র বলিলেন—"হে মহামতে, হে প্রভো, যে জাতকের এইরূপ জন্মপত্রিকা, সে কিরূপ ফললাভ করে, তাহা আপনি বিস্তার পূর্ব্বক আমাকে বলুন।"

ভৃগু বলিলেন—"হে তাত! এই জাতকের মেষলগ্নে জন্ম। হে মহামুনে! প্রশংসিত কুলে উচ্চবংশে এই জাতকের জন্ম। এই জাতক শ্যামবর্ণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন এবং দীর্ঘদেহ হইবেন। ইঁহার মুখ দীর্ঘাকৃতি (লম্বা) এবং ভ্রূকুটি (ভ্রূযুগল) শুভ ও সম্মানলাভসূচক হইবে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! ইনি সূর্য্যের ন্যায় দিব্যকান্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন। ইঁহার বাহু আজানুলম্বিত হইবে। ইনি কৃষ্ণের আজ্ঞায় মেরুর দক্ষিণ দিকে শুভ নর্ম্মদা নদীর তীরে মঙ্গলময় তৈলঙ্গদেশে দ্বাপর যুগের শেষে ও কলির প্রথমে জন্মগ্রহণ করিবেন। ইনি ভগবান্ সুদর্শন, ইনি নিম্বাদিত্য নামে বিখ্যাত হইবেন। ইঁহার পিতা "অরুণ" নামে খ্যাত এবং মাতা সতী জয়ন্তী দেবী। হে কবে (শুক্র)! ইঁহার জন্মপত্রিকার কোষগৃহে (ধনস্থানে) নিশানাথ চন্দ্র থাকায় ইঁহার ধনধান্য সুখলাভ হইবে। লোকে ইঁহার প্রতিষ্ঠা যেরূপ হইবে, ইঁহার তপোবলও সেইরূপ হইবে (অর্থাৎ লোকে ইঁহার তপোবল ও প্রতিষ্ঠা বিশেষভাবে বিস্তৃত হইবে)। ভ্রাতৃস্থানে তমঃ (অর্থাৎ রাহু) থাকায় ইনি ভ্রাতৃযোগ বিহীন হইবেন, অর্থাৎ ইঁহার কোনও ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করিবে না—ইনিই ইঁহার পিতার একমাত্র পুত্র হইবেন। পিতৃগৃহে একমাত্র ইনিই থাকিবেন, ইঁহার ভ্রাতা বা ভগ্নী লাভ জনিত সুখ হইবেনা। মাতৃগৃহে (চতুর্থস্থানে) বৃহস্পতি থাকায় ইঁহার মাতা সুশীলা ও পতিব্রতা হইবেন, কিন্তু যৌবন কালেই তাঁহার মৃত্যু হইবে। অষ্টমে পুত্রনাথ (পঞ্চমপতি) থাকায় ইঁহার সন্ততিসুখ লাভ হইবেনা। হে কবে! এই জাতকের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইবে, ইনি দেব বিদ্যাযুক্ত মহাপ্রাজ্ঞ এবং বেদ-ধর্ম্মের প্রচারক হইবেন! হে মহামুনে! ইনি নারদ হইতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া জ্ঞানী (প্রবুদ্ধ) হইবেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! অষ্টমে রিপুনাথ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(ষষ্ঠপতি) থাকায় সূচিত হইতেছে যে ইঁহার কখনও কখনও শত্রু-বিষয়ে চিন্তা উপস্থিত হইবে কিন্তু পরিণামে ইঁহার সমস্ত শত্রু বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। দারস্থানে (সপ্তম স্থানে) শনি ভৃগুপুত্রের সহিত সংযুক্ত আছেন, ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, ইঁহার বিবাহ হইবেনা এবং যোগমার্গেই ইঁহার রুচি হইবে। ইঁহার আয়ুস্থানে (অর্থাৎ অষ্টমে) "চন্দ্রপুত্র-বুধ" সূর্য্যের সহিত সংযুক্ত হইয়া আছেন। ইহার দ্বারা সূচিত হয় যে, ইনি সুখদ পূর্ণায়ুঃ লাভ করিবেন এবং দীর্ঘজীবী হইবেন। হে মহামতে! এই জাতকের জন্মকালে পাঁচটি গ্রহ উচ্চস্থ থাকায় নিশামুখে (সন্ধ্যাকালে) ইঁহার জন্ম হইবে। এবং তখন ইঁহার চন্দ্র বৃষ রাশিতে থাকিবেন। হে মুনে! শুভ কার্ত্তিক মাসে পূর্ণিমা তিথিতে (কার্ত্তিকী পূর্ণিমায়) গোদাবরী নদীর তীরে এই নিয়মানন্দ জন্মগ্রহণ করিবেন।* হে কবে! এই জাতকের ভাগ্যস্থানে (নবম স্থানে) কেতুর অবস্থিতি ভাগ্যদায়ক ও ধনদায়ক বলিয়া কথিত হইয়াছে। হে মুনে! পূর্ব্বপুণ্য প্রভাবে ইঁহার ভৃগুবংশে জন্ম হইবে। এই জাতকের পিতৃস্থানে ভূমিপুত্র (মঙ্গল) অবস্থিত ; অতএব ইহার দ্বারা সূচিত হয় যে, ইঁহার পিতা পরম প্রতাপশালী হইবেন। তিনি বেদবেদাঙ্গ শাস্ত্রে পারদর্শী হইবেন এবং অরুণ নামক ঋষি ইঁহার নাম হইবে। হে মহাপ্রাজ্ঞ! এই জাতকের যৌবন কালেই পিতার মৃত্যু হইবে। হে কবে! সপ্তম স্থানে লাভনাথ (একাদশ পতি) লাভদায়ক ও ধনদায়ক হইবে। হে তাত!

---

* প্রথমে বলিয়াছেন—"নর্ম্মদাতটে জন্মগ্রহণ করিবেন।" এই স্থলে বলিলেন—"গোদাবরী নদীর তীরে জন্মগ্রহণ করিবেন।" এই উক্তিদ্বয়ের সামঞ্জস্য কিরূপে হইতে পারে? একই ব্যক্তির দুইস্থানে জন্ম হইতে পারে না ত? এই প্রশ্ন উদিত হইতে পারে। ইহার উত্তর এই যে—নর্ম্মদানদীর তীরবর্ত্তী জয়ন্তী দেবীর পিত্রালয়ে তিনি গর্ভস্থ হইয়া ছিলেন এবং গোদাবরী তীরস্থ অরুণাশ্রমে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন বলিয়া ঐরূপ দুইস্থানে জন্মগ্রহণের কথা বলিয়াছেন ইহাই বুঝিতে হইবে।—গ্রন্থকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরাধাকৃষ্ণের কৃপায় ইঁহার সিদ্ধিলাভ হইবে, পৃথিবীতে বহুল পরিমাণে ইঁহার খ্যাতি, কীর্ত্তি ও ধর্ম্মলাভ হইবে। ইনি দেবদর্শন লাভ করিবেন এবং দীর্ঘজীবী হইবেন। হে কবে! ইনি শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদি শাস্ত্রে স্বয়ং পারদশা হইবেন। ব্যয়াধিপতি কেন্দ্রবর্ত্তী হওয়ায়, ইনি বহু পরিমাণে ব্যয়শীল হইবেন। সাধুগণের ভোজনে ও দানে ইনি বহুদ্রব্য ব্যয় করিবেন এবং দীনগণের পালন করিবেন। ইনি ধর্ম্মমার্গে বহুব্যয় করিবেন। ইনি পূর্ব্বকর্ম্মপ্রভাবে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন।

শুক্র বলিলেন—"হে মহাযোগিন্! আপনি আমাকে বলুন—ইনি পূর্ব্বজন্মে কোন্ মহান্ কর্ম্ম করিয়াছিলেন যাহার দ্বারা ইনি ত্রিকালজ্ঞ হইলেন।" ভৃগু বলিলেন—"হে মুনে! পুর্ব্বজন্মে ইনি সুদর্শনের অংশ ছিলেন। একদা কৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহাকে আদেশ করিবেন—"ধর্ম্মপ্রচারের জন্য তুমি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হও।" হে মহামতে! তাঁহার দ্বারা আদিষ্ট হইয়া এই মুনির দ্বারা বেদধর্ম্ম প্রচারিত হইবে এবং নিজের নামে ইনি সম্প্রদায় স্থাপন করিবেন। হে ব্রহ্মণ্! ভক্তগণের মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য ইনি বেদান্তমূলক বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিবেন। হে মহাবুদ্ধে! ইনি নিজ বিদ্যার প্রভাবে দিগ্বিজয়ী হইবেন এবং অনেক অলৌকিক কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন। হে মুনে! ইনি ব্রহ্মচারী ও পূর্ণত্যাগী হইবেন।........"

ভৃগুশুক্রসংবাদে জন্মকুণ্ডলীতে যোগাধ্যায়ে ফলাদেশ সমাপ্ত হইল।

শ্রীরস্তু শ্রীরস্তু শ্রীরস্তু শুভম্

স্বাক্ষর—পং উমেশচন্দ্র শর্ম্মা (চৌষট্টী ঘাট)

২১।৯ রাণামহল—বাঙ্গালীটোলা, (বারাণসী)

এই পর্য্যন্ত আলোচনার দ্বারা দেখা গেল যে, ভবিষ্যপুরাণে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাবকালের গ্রহসংস্থান রাশি ও লগ্ন যেরূপ উক্ত হইয়াছে এবং তদনুসারে ভাটপাড়ার প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী শ্রীযুক্ত হরিচরণ স্মৃতিতীর্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাশয় শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের যে জন্মকুণ্ডলী তৈয়ার করিয়া তাঁহার আবির্ভাবকাল নির্ণয় করিয়া ফল বর্ণনা করিয়াছেন, ভৃগুসংহিতাতেও সেই জন্মকুণ্ডলী পাওয়া গিয়াছে এবং আবির্ভাবকাল ও গণনার ফল ইত্যাদি সবই মিলিয়া গিয়াছে। পাঁচটি গ্রহ উচ্চস্থ থাকা ইত্যাদি ভবিষ্যপুরাণের বাক্যের সহিতও মিলিয়া গিয়াছে, ভৃগুসংহিতারগণনায় শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের নাম পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। অতএব নিম্বার্কসম্প্রদায়ের ঐতিহ্য যে যথার্থ, তাহার দ্বারা তাহাও প্রমাণিত হইল। অতএব ডঃ অমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের লেখা অনুসারে যে ৫০৮৯ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীনিম্বার্কের আবির্ভাব কাল পূর্ব্বে হিসাব করিয়া বলা হইয়াছে, তাহাও প্রায় মিলিয়া গিয়াছে (এত দীর্ঘকালের হিসাবে ৫।৭ বৎসর কম হওয়া দোষের নহে)। অতএব এই সমস্ত প্রমাণ দ্বারা শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাবকাল কলির ১৫শ অব্দ, ইহাই প্রামাণিক ভাবে নির্ণীত হইল।*

---

* শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য সম্পর্কীয় ভবিষ্যপুরাণের পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলি যে প্রক্ষিপ্ত নহে, উপরোক্ত বিচার দ্বারা তাহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হইল। অতএব ঐ শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া আশঙ্কা করার আর বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকিল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থ অধ্যায়

॥ শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যরচিত গ্রন্থসমূহের বিবরণ ॥

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যরচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে এক্ষণে মাত্র ৭ খানি গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়— ১। বেদান্তপারিজাতসৌরভ (ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য) ২। বেদান্তকামধেনু বা দশশ্লোকী, ৩। মন্ত্ররহস্যষোড়শী, ৪। প্রপন্ন কল্পবল্লী, ৫। রাধাষ্টকম্, ৬। কৃষ্ণাষ্টকম্ এবং ৭। প্রাতঃস্মরণ স্তোত্রম্। এতদ্ভিন্ন তাঁহার রচিত আরও তিনখানা গ্রন্থের নাম পূর্ব্বাচার্য্যদের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। (১) উপরোক্ত বেদান্তকামধেনুর শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্যকৃত বেদান্তরত্নমঞ্জুষা নামক টীকায় শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য কৃত "সদাচার প্রকাশ" নামক এক গ্রন্থের উল্লেখ আছে (কাশী সংস্করণ ৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। (২) তাহা ছাড়া শ্রীসুন্দর ভট্টজী কৃত বেদান্তদর্শনের "সিদ্ধান্ত সেতুকা" টীকায় "প্রপত্তিচিন্তামণি" নামক গ্রন্থের এবং (৩) কেশবকাশ্মীরি ভট্টজী কৃত গীতার টীকা "তত্ত্বপ্রকাশিকা"র অন্তিম শ্লোকে "গীতা-বাক্যার্থ" নামক গ্রন্থের নাম দৃষ্ট হয়। তাঁহার রচিত "রহস্যমীমাংসা" নামক এক বৃহৎ গ্রন্থ ছিল। উপরোক্ত ৩ নং "মন্ত্ররহস্যষোড়শী" ও ৪ নং "প্রপন্ন কল্পবল্লী" নামক গ্রন্থদ্বয় তাহারই অন্তর্গত দুইখণ্ড। এই দুইটি খণ্ড ব্যতীত ঐ বৃহৎ গ্রন্থের অন্তর্গত অন্যান্য খণ্ডগুলি পাওয়া যাইতেছেনা। এতদ্ভিন্ন তাঁহার রচিত 'উপনিষদ্-ভাষ্য' ও 'শ্রীমদ্ভাগবতভাষ্য, প্রভৃতি আরও কোনও কোনও গ্রন্থ ছিল, তৎসমস্ত বিধর্ম্মীদের অত্যাচারের সময় নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়।

॥ ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন নাম ও তাহাদের অর্থ ॥

বেদব্যাসরচিত শ্রুতিবাক্যসকলের সামঞ্জস্যবিধায়ক সূত্রসমূহাত্মক যুক্তিমূলক গ্রন্থ ব্রহ্মসূত্র। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রন্থ। বেদান্ত-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শন, উত্তরমীমাংসা ও শারীরকমীমাংসা এই তিন নামে এই ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থখানি আখ্যাত হইয়া থাকে। বেদের অন্ত (উপনিষৎ) ভাগের সার বলিয়া ইহাকে "বেদান্ত" এবং ষড়্দর্শনের অন্তর্গত বলিয়া দর্শন বলা হয়। এইজন্য বেদান্ত ও দর্শন উভয় শব্দ মিলিয়া বেদান্তদর্শন নাম হইয়াছে।

ইহা বেদের উত্তরভাগের (অন্তভাগের) মীমাংসাত্মক (বিচারপূর্ব্বক তত্ত্বনির্ণায়ক) বলিয়া ইহাকে উত্তর মীমাংসাও বলে।

এই গ্রন্থকে শারীরক মীমাংসাও বলে। শরীরে বিদ্যমান এই অর্থে "শারীর"। জীবাত্মসমূহ শরীরসমূহে বিদ্যমান থাকে বলিয়া "শারীর" শব্দে জীবাত্মসমূহকে বুঝায়। "ক" শব্দের অর্থ "আনন্দ", অতএব "ক" শব্দে আনন্দরূপ আত্মাকে বুঝায়; সুতরাং "শারীরক" শব্দের অর্থ হইল জীবাত্মসমূহের আনন্দরূপ আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা পরব্রহ্ম। অথবা "ক" শব্দের অর্থ "আনন্দরূপ মোক্ষ"। শারীরসমূহের (জীবাত্মসমূহের) "ক" অর্থাৎ আনন্দরূপ মোক্ষ যাঁহা হইতে হয় সেই ব্রহ্মই "শারীরক"। শারীরকের মীমাংসা—এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস দ্বারা "শারীরক মীমাংসা" এই পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। এই ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থে শারীরকের (ব্রহ্মের) মীমাংসা (বিচারপূর্ব্বক তত্ত্বনির্ণয়) করা হইয়াছে বলিয়া ইহাকে "শারীরক মীমাংসা" বলা হয়।

ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মস্বরূপ, জীবস্বরূপ, জগৎস্বরূপ, ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের সম্বন্ধ, ব্রহ্মপ্রাপ্তির অর্থাৎ মোক্ষলাভের সাধন, মোক্ষের স্বরূপ, মোক্ষের মার্গ ইত্যাদি বিষয় বিশেষরূপে আলোচিত ও নির্ণীত হইয়াছে।

॥ ব্রহ্মসূত্রের নিম্বার্কভাষ্যের বিশেষত্ব ॥

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য এই ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তাহার নাম "বেদান্তপারিজাতসৌরভ"। পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীহংসভগবান্, সনকাদি-চতুঃসন্ ও দেবর্ষি নারদ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট সিদ্ধান্তই শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি

CC0: In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রমাণসহ বিচার ও যুক্তির দ্বারা এই ভাষ্যে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। তাঁহার এই কৃতিত্ব অতুলনীয়, অপরিমেয়।

এই নিম্বার্কভাষ্য সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সারগর্ভ। ভাষা সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল। দ্রষ্টা পুরুষের বক্তব্যে ভাষার কাঠিন্য বা অস্পষ্টতা এবং কোনওরূপ অসামঞ্জস্য থাকেনা—এই ভাষ্যেও তাহা নাই; বক্তব্য প্রকাশে তাঁহার সংশয় বা অনিশ্চয়তা ভাষ্যের কোথাও দৃষ্ট হয়না। সর্ব্ববিষয়ে নিঃশঙ্ক এবং আত্মজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থিত হইয়াই দ্রষ্টাপুরুষ স্বীয় বক্তব্য বলিয়া থাকেন। এই ভাষ্যেরও এই সকল গুণ স্পষ্টতঃই লক্ষিত হয়। সাম্প্রদায়িকতার সংস্কারমুক্ত যথার্থ সত্যান্বেষীর পক্ষে ভাষ্যের এই সকল বিশেষত্ব বুঝিতে বিলম্ব হয়না।

আপাতপ্রতীয়মান সকল বিরোধের সামঞ্জস্য বিধানই এই ভাষ্যের প্রধানতম বিশেষত্ব। সমন্বয়ের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য লইয়া অভাবনীয় সামঞ্জস্যের কীর্ত্তিতে ইহা সমুজ্জ্বল। ব্যষ্টি বা সমষ্টি জীবনে—গৃহ, সমাজ, রাষ্ট্র, যেখানে যা বিরোধ, এই ভাষ্যে উপদিষ্ট সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া চলিলে তৎসমস্তেরই সুষ্ঠু মীমাংসা হইতে পারিবে।

এই ভাষ্যের আর একটী লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ইহাতে পরমত খণ্ডন নাই। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয় যে, এই ভাষ্যরচনার পূর্ব্বে এমন কোনও ভাষ্যই রচিত হয় নাই, যাহাতে শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের সহিত কোনওরূপ বিরোধ দৃষ্ট হইত, হইলে তাহা খণ্ডন না করিয়া তিনি ভাষ্য রচনা করিতে পারিতেন না। অতএব ইহার দ্বারা এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই সমীচীন যে, তাঁহার ভাষ্যের পূর্ব্বে অন্য কোনও ভাষ্য রচিত হয় নাই, খণ্ডন-মণ্ডন-সমন্বিত, যে সকল ভাষ্য দৃষ্ট হয়, তৎসমস্ত তাঁহার রচিত ভাষ্যের পরবর্ত্তিকালে রচিত হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মসূত্রের সেই সমস্ত ভাষ্য হইতে নিম্বার্কভাষ্য যে প্রাচীনতম, তাহা ইহার দ্বারা সূচিত হয়। আর "নিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাবকাল" শীর্ষক পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে তাঁহার আবির্ভাবকাল বিস্তৃতভাবেই আলোচিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছে। তাহার দ্বারাও তাঁহার ভাষ্য যে বহু প্রাচীন তাহা স্বতঃই প্রমাণিত হয়।

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের দার্শনিক সিদ্ধান্ত কতটা বেদ, বেদানুকূল স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি নিখিল শাস্ত্রসমূহের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ, অতঃপর তাহা প্রদর্শন করার চেষ্টা করিব। প্রথমতঃ মূল ব্রহ্মসূত্র, তাহার নিম্বার্কভাষ্য ও শ্রীনিম্বার্কের রচিত "বেদান্তকামধেনু (দশশ্লোকী)" নামক অতি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থখানি বঙ্গানুবাদ সহ এই চতুর্থ অধ্যায়ে উদ্ধৃত করিতেছি ; কারণ তাঁহার এই ভাষ্য ও বেদান্তকামধেনু গ্রন্থখানির উপরই ভিত্তি করিয়া শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের দার্শনিক সিদ্ধান্তের বিচার-বিশ্লেষণ করা হইবে বলিয়া, প্রথমে তাঁহার ভাষ্য ও ঐগ্রন্থখানির বিষয়বস্তু জানা থাকিলে পাঠকপাঠিকাগণের পক্ষে পরবর্ত্তী দার্শনিক বিচার-বিশ্লেষণাদি সহজে বোধগম্য হওয়ার সুবিধা হইবে। শ্রীগুরুদেব বেদান্তদর্শনে নিম্বার্কভাষ্যের যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাই এখানে প্রদত্ত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ শ্রীব্রহ্মসূত্রম্—সানুবাদ নিম্বার্কভাষ্যসহিতম্ ॥

প্রথমাধ্যায়ে প্রথমপাদঃ

১ম অঃ ১ম পাঃ ১ম সূত্র। অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥

ভাষ্য।—অথাধীতষড়্‌ঙ্গবেদেন কর্ম্মফলক্ষয়াক্ষয়ত্ববিষয়কবিবেকপ্রকারকবাক্যার্থজন্যসংশয়াবিষ্টেন, ততএব জিজ্ঞাসিতধর্ম্মমীমাংসাশাস্ত্রেণ তন্নিশ্চিতকর্ম্ম-তৎপ্রকার-তৎফলবিষয়কজ্ঞানবতা, কর্ম্মব্রহ্মফল-সান্তত্ব-সাতিশয়ত্ব-নিরতিশয়ত্ব-বিষয়ক-ব্যবসায়জাত-নির্ব্বেদেন, ভগবৎ-প্রসাদেপ্সুনা তদ্দর্শনেচ্ছালম্পটেনাচার্য্যৈকদেবেন শ্রীগুরুভক্ত্যেকহার্দ্দেন, মুমুক্ষুণাঽনন্তাচিন্ত্যস্বাভাবিকস্বরূপগুণশক্ত্যাদিভির্বৃহত্তমো যো রমাকান্তঃ পুরুষোত্তমো ব্রহ্মশব্দাভিধেয়স্তদ্বিষয়িকা জিজ্ঞাসা সততং সম্পাদনীয়েত্যুপক্রমবাক্যার্থঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—ষড়ঙ্গের সহিত বেদাধ্যয়নের পর কর্ম্মফলের ক্ষয়াক্ষয়ত্ববিষয়ক বিভিন্ন বেদবাক্যার্থ চিন্তা করিয়া কর্ম্মফলের ক্ষয়াক্ষয়ত্ববিষয়ে বিচার উপস্থিত হইয়া তৎপ্রতি সংশয় জন্মিলে, ধর্ম্মের (বৈদিক ধর্ম্মের) স্বরূপ অবগত হইবার জন্য ইচ্ছার উদ্রেক হয় ; তদনুসারে ধর্ম্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু পুরুষের পূর্ব্বে মীমাংসাদর্শনপাঠে ধর্ম্মের স্বরূপ ও প্রকার ভেদ এবং তৎফলের জ্ঞান উপজাত হয়। অতঃপর কর্ম্মফলের সান্তত্ব, সাতিশয়ত্ব ও নিরতিশয়ত্ববিষয়ক বিচার দ্বারা ইহার পরিচ্ছিন্নতাবিষয়ে নিশ্চিতজ্ঞান উপজাত হইলে, তৎপ্রতি অনাস্থা উৎপন্ন হয় ; এই প্রকারে কর্ম্মফলে অনাদর বিশিষ্ট মুমুক্ষু পুরুষ শ্রীভগবানের গুণগ্রাম শ্রবণে তৎপ্রতি আকৃষ্টচিত্ত হইয়া ভগবৎপ্রসন্নতা ও ভগদদ্দর্শনলাভেচ্ছাবশতঃ প্রীতিপূর্ব্বক সদ্‌গুরুর একান্ত শরণাপন্ন হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার নিকট স্বভাবতঃ অনন্ত, অচিন্ত্য, স্বরূপ গুণ ও শক্তি প্রভৃতি দ্বারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্ববিধ বিভূতির আশ্রয় (রমাকান্ত), ব্রহ্মশব্দবাচ্য, পুরুষোত্তমের বিষয় অবগত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিবেন। ইহাই গ্রন্থারম্ভক বাক্যের অভিপ্রায়।

১ম অঃ ১ম পাঃ ২য় সূত্র। জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥

ভাষ্য। তল্লক্ষণাপেক্ষায়াং সিদ্ধান্তমাহ—অস্যাঽচিন্ত্যবিচিত্রসংস্থান-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্পন্নস্যাসংখ্যেয়নামরূপাদিবিশেষাশ্রয়স্যাচিন্ত্যরূপস্য বিশ্বস্য সৃষ্টিস্থিতি-লয়া যস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞাদ্যনন্তগুণাশ্রয়াদ্ ব্রহ্মেশকালাদিনিয়ন্তুর্ভগবতো ভবন্তি, তদেব পূর্ব্বোক্তনির্ব্বচনবিষয়ং ব্রহ্মেতি লক্ষণবাক্যার্থঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—জিজ্ঞাসিত ব্রহ্মের লক্ষণ সম্বন্ধে সূত্রকার সিদ্ধান্ত বলিতেছেনঃ—পরস্পরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত অনন্ত অঙ্গবিশিষ্ট, অনন্ত নাম ও রূপে প্রকাশিত, এই অচিন্ত্য বিচিত্র বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, ও লয় যাঁহাদ্বারা সাধিত হয়, সুতরাং যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও অনন্তগুণের আশ্রয়, যিনি ব্রহ্মা মহেশ্বর এবং কালাদিরও নিয়ন্তা, তিনিই সেই জিজ্ঞাসিত ব্রহ্ম। জিজ্ঞাসিত ব্রহ্মের লক্ষণ এই সূত্রের দ্বারা অবধারিত হইল।

১ম অঃ ১ম পাঃ ৩য় সূত্র। শাস্ত্রয়োনিত্বাৎ ॥

ভাষ্য—কিং প্রমাণকমিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং সিদ্ধান্তমাহ—শাস্ত্রমেব যোনিস্তজ্‌জ্ঞপ্তিকারণং যস্মিংস্তদেবোক্তলক্ষণলক্ষিতং বস্তু ব্রহ্মশব্দাভি-ধেয়মিতি।

ভাষ্যানুবাদ :—এই ব্রহ্ম কি প্রকার প্রমাণগম্য, তৎসম্বন্ধে সূত্রকার সিদ্ধান্ত বলিতেছেন :—শাস্ত্রই উপরিউক্ত লক্ষণাক্রান্ত ব্রহ্মের যোনি অর্থাৎ জ্ঞাপক (তাঁহার সম্বন্ধে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ)। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া ব্রহ্ম-শব্দের অভিধেয় বস্তুকে শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। (জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কারণ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ বস্তুই ব্রহ্ম ; ইহা শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারা অবগত হওয়া যায়)।

১ম অঃ ১ম পাঃ ৪র্থ সূত্র। তত্তু সমন্বয়াৎ ॥

ভাষ্য।—ননু সমস্তস্যাপি বেদস্য ক্রিয়াপরত্বেন তদ্ভিন্নবিষয়কাণাং বেদান্তবাক্যানামপ্যর্থবাদবাক্যানাং তৎপ্রাশস্ত্যপ্রতিপাদনদ্বারা পরম্পরয়া, বিধিবাক্যৈকবাক্যতাবৎ ক্রত্বঙ্গকর্তৃপ্রাশস্ত্যপ্রতিপাদনেন বিধ্যেকপরত্বাৎ, কথমিব শাস্ত্রৈকপ্রমাণকং ব্রহ্মেতি প্রাপ্তে, রাদ্ধান্তং, তজ্জিজ্ঞাস্যং বিশ্বকারণং শাস্ত্রপ্রমাণকং ব্রহ্মৈব ন কর্ম্মাদি ; তত্রৈব প্রতিপাদকতয়া কৃৎস্নস্যাপি বেদস্য সমন্বয়াৎ মুখ্যবৃত্ত্যাঽন্বয়ঃ। যদ্বা বেদেষু তস্যৈব প্রতিপাদকতয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমন্বয়াদিতি সংক্ষেপঃ। ন চ কর্ম্মণি তৎসমন্বয়ো বক্তুং শক্যঃ; তস্য তু বিবিদিষোৎপাদনেনৈব নৈরাকাঙ্ক্ষ্যাৎ ক্রত্বঙ্গং ব্রহ্মেতি তু বালভাষিতম্। তস্য সর্ব্বকর্ম্মকর্ত্রাদিকারকনিয়ন্তৃত্বেন স্বাতন্ত্র্যাৎ, তৎ-ফলদাতৃত্বাচ্চ। প্রত্যুত কর্ম্মণ এব বিবিদিষোৎপাদনেন পরম্পরয়া তৎপ্রাপ্তিসাধনীভূতজ্ঞানোৎপত্ত্যুপকারকত্বেন সমন্বয় ইতি নিশ্চীয়তে বিবিদিষাশ্রুতেঃ। ননু প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণাবিষয়কত্ববচ্ছব্দপ্রমাণাবিষয়ত্ব-স্যাপি শ্রুতিসিদ্ধত্বান্ন শাস্ত্রৈকপ্রমেয়ং ব্রহ্মেতিপ্রাপ্তে, ব্রূমঃ, জিজ্ঞাস্যং ব্রহ্ম শাস্ত্রপ্রমাণকমেব, নান্যপ্রমাণকম্; সমস্তশ্রুতীনাং সাক্ষাৎ পরম্পরয়া বা তত্রৈব সমন্বয়াৎ। তত্র লক্ষণপ্রমাণাদি-বাক্যানাং স্বত এব তদ্বিষয়কত্বেন, শাণ্ডিল্যপঞ্চাগ্নিমধুবিদ্যাদিবাক্যানাং প্রতীকাদিপ্রকারকানাং চ পরম্পরয়া সমন্বয়ঃ। যদ্বা সর্ব্বেষামপি বাক্যানাং ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তকত্বেঽপি সাক্ষাদেব ব্রহ্মণি সমন্বয়ঃ, তত্তদ্বাক্যবিষয়াণাং সর্ব্বেষামপি ব্রহ্মাত্মকত্বাবিশেষেণ মুখ্যবাক্যত্বাৎ। নচৈবং বিষয়নিষেধ-পরাণাং বাধঃ শঙ্কনীয়স্তেষাং ব্রহ্মস্বরূপগুণাদিবিষয়কেয়ত্তানিষেধপরত্বেন সমবিষয়ত্বাৎ। কিঞ্চাত্র প্রষ্টব্যো ভবান্ "শব্দাঽবিষয়ংব্রহ্মে"-তিবাক্যস্য বাচ্যং ব্রহ্মাভিপ্রেতং ন বেতি? আদ্যে বাচ্যত্বসিদ্ধেরবাচ্যত্বপ্রতিজ্ঞাভঙ্গঃ, দ্বিতীয়ে সুতরাং বাচ্যতেতি। তস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বাচিন্ত্যশক্তিবিশ্বজন্মাদি-হেতুর্বৈদৈকপ্রমাণগম্যঃ সর্ব্বাভিন্নাভিন্নো ভগবান্ বাসুদেবো বিশ্বাত্মৈব জিজ্ঞাসাবিষয়স্তত্রৈব সর্ব্বং শাস্ত্রং সমন্বেতীত্যৌপনিষদানাং সিদ্ধান্তঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—(পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে যে, শাস্ত্রই ব্রহ্মবিষয়ে প্রমাণ অর্থাৎ জ্ঞপ্তিকারণ)। কিন্তু ইহাতে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, (জৈমিনিমীমাংসায় "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্" ইত্যাদি সূত্রে ইহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে) সমস্ত বেদ যাগাদিক্রিয়াকেই মুখ্যরূপে প্রতিপাদিত করে; ক্রিয়ার্থ প্রকাশ করেনা, এইরূপ যে বেদোক্ত অর্থবাদবাক্য, তৎসমস্ত পরম্পরাসূত্রে ক্রিয়াবোধক বিধিবাক্যসকলেরই অর্থ বিস্তার করিয়া প্রকাশ করে (ইহারা বিধিবাক্যসকলেরই স্তাবক; "বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থ্যঃ" ইত্যাদি জৈমিনিসূত্রে ইহা প্রকাশিত আছে) এইরূপে এই সকল অর্থবাদবাক্য পরম্পরাসূত্রে বিধিবাক্যসকলের সহিত একার্থতা প্রাপ্ত হইয়া সার্থক হয় ; ইহাদের নিজের কোন স্বতন্ত্র অর্থ নাই। তদ্রূপ ব্রহ্মবিষয়ক বেদান্তবাক্য-সকলও যাগাদিক্রিয়াবোধক বিধিবাক্যসকল হইতে স্বতন্ত্র অর্থ প্রতিপাদন করে না বলিয়াই সিদ্ধান্ত করা উচিত। কর্ম্মকর্ত্তা ক্রতুরই একাঙ্গ; "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বেদান্তবাক্যে ঐ কর্ম্মকর্ত্তারই ব্রহ্মত্ব উপদেশ করা হইয়াছে ; তদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, বেদের অর্থবাদবাক্যের ন্যায়, বেদান্তের ব্রহ্মবিষয়ক বাক্যসকলও ক্রতুর অঙ্গীভূত যে কর্ম্মকর্ত্তা, তাঁহারই স্তাবকবাক্য মাত্র ; ঐ সকল বাক্যের দ্বারা বেদ স্বতন্ত্র কোন অর্থ প্রকাশ করেন নাই। ইহারা পরম্পরাসূত্রে বেদোক্ত কর্ম্মবিষয়ক বিধিবাক্যেরই প্রাধান্য প্রকাশ করে, সর্ব্বপ্রধানরূপে ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করে না। অতএব পূর্ব্বসূত্রে যে বিশ্বকারণরূপে (সুতরাং যাগাদি কর্ম্মেরও কারণরূপে) ব্রহ্মকে শাস্ত্র প্রমাণিত করে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা গ্রাহ্য নহে। এইরূপ আপত্তির উত্তরে সূত্রকার সিদ্ধান্ত বলিতেছেন "তত্তু সমন্বয়াৎ", "তৎ" অর্থাৎ জিজ্ঞাস্য ব্রহ্মই বিশ্বকারণ এবং শাস্ত্র তাঁহাকেই প্রতিপন্ন করে ; কারণ মুখ্যজ্ঞাতব্য বিষয়রূপে ব্রহ্মেতেই মুখ্যবৃত্তিতে সমস্ত বেদবাক্যের অন্বয় হয়। অথবা সংক্ষেপতঃ সূত্রার্থ এই যে, ব্রহ্ম প্রতিপাদক বলিয়া বেদবাক্য সকলে ব্রহ্মেরই সমন্বয় হয়। কর্ম্মে বেদবাক্য সকলের সমন্বয় হয়, এই কথা বলা যাইতে পারে না ; কারণ ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইবার ইচ্ছামাত্র উৎপাদন করিয়াই কর্ম্মশক্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ; এই ইচ্ছামাত্র উৎপাদন করাই কর্ম্মের শেষ ফল। অতএব ব্রহ্মকে ক্রতুর অঙ্গস্বরূপে মাত্র উপদেশ করাই বেদের অভিপ্রায়, ইহা নির্ব্বোধ বালকের উপযুক্ত কথা। ক্রতুসম্বন্ধীয় কর্ম্ম, কর্ত্তা, করণ, ইত্যাদি সমুদয় কারকই ব্রহ্মের নিয়ন্তৃত্বের অধীন বলিয়া শ্রুতি বর্ণনা করিয়য়াছেন, এবং যজ্ঞের ফলদাতাও তিনি ("যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে," "অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং." "ত্বং সর্ব্বে দেবা নমন্তি," "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইত্যাদি শ্রুতি দ্রষ্টব্য) ; সুতরাং তিনি তৎসমস্ত হইতে স্বতন্ত্র। এবঞ্চ "তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন" ইত্যাদি (বৃ, ৪অঃ ৪ব্রা) শ্রুতিবাক্যে ইহা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্মসম্বন্ধীয় বিবিদিষা (জিজ্ঞাসা) উৎপাদন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া, ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনভূত যে জ্ঞান, তাহার উৎপত্তিবিষয়ে পরম্পরাসূত্রে উপকারক হয় বলিয়াই কর্ম্মের সার্থক্য হয়, এবং শ্রুতিও এই নিমিত্তই কর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন।

পরন্তু কেহ কেহ এইরূপও আপত্তি করেন যে, শাস্ত্র যেমন একদিকে ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগম্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; তদ্রূপ তাঁহাকে শব্দপ্রমাণেরও অগম্য-বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, অতএব পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় সূত্রে যে ব্রহ্মকে শাস্ত্রপ্রমাণগম্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা অপসিদ্ধান্ত; (কারণ শাস্ত্রবাক্যসকলও শব্দমাত্র, ব্রহ্ম শব্দের অবিষয় হওয়াতে, তিনি শাস্ত্রপ্রমাণগম্য হইতে পারেন না)। এই আপত্তির উত্তরে আমরা বলি যে, "তৎ" জিজ্ঞাসিত ব্রহ্ম নিশ্চয়ই শাস্ত্রপ্রমাণগম্য; তিনি প্রত্যক্ষাদি অন্য প্রমাণগম্য নহেন; কারণ সাক্ষাৎসম্বন্ধে অথবা পরম্পরাসম্বন্ধে ব্রহ্মেতেই সমস্ত শ্রুতির সমন্বয় হয়। তন্মধ্যে যে সকল শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মের লক্ষণ এবং প্রমাণাদিবিষয়ক, সাক্ষাৎসম্বন্ধেই তাহাদের ব্রহ্মেতে সমন্বয় হয়; এবং শাণ্ডিল্য-বিদ্যা, পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, মধুবিদ্যা প্রভৃতি-বিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন প্রতীকোপাসনাপর বাক্যসকলেরও পরম্পরাসম্বন্ধে ব্রহ্মেতেই সমন্বয় হয়। বস্তুতঃ, ভিন্নার্থবোধক হইলেও সমস্ত বেদবাক্যেরই সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্মেতেই সমন্বয় হয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়; কারণ তত্তদ্‌বাক্যসকলের বিষয়ীভূত সমস্ত পদার্থেরই সমভাবে ব্রহ্মাত্মকরূপেই মুখ্যবাচ্যত্ব হইয়াছে। ("সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য তাহার প্রমাণ) এই সিদ্ধান্তে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে না যে, ব্রহ্মকে শ্রুতিপ্রমাণগম্য বলিলে, শব্দের অবিষয়রূপে যে সকল শ্রুতি তাঁহাকে বর্ণনা করিয়াছেন, (যথা অবাঙ্মনসগোচরঃ" "অশব্দমস্পর্শম্" "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদি) সেই সকল শ্রুতি এই মীমাংসানুসারে নিরর্থক হইয়া পড়ে কিন্তু শ্রুতিকে নিরর্থক বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারেনা; অতএব এই সিদ্ধান্তই ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু বস্তুতঃ এই সিদ্ধান্তের সহিত পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্য সকলের কোন বিরোধ নাই; কারণ যে সকল শ্রুতি ব্রহ্মকে শব্দের অবিষয়রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, সেই সকল শ্রুতি ব্রহ্মের স্বরূপ ও স্বরূপগত গুণসকলের "ইয়ত্তা" নিষেধপর মাত্র অর্থাৎ ব্রহ্ম যে এইমাত্রই নহেন এবং কেবল শব্দাদিশক্তিমত্তাতেই যে তাঁহার স্বরূপগত শক্তিসকল পর্য্যাপ্ত হয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না, তদতিরিক্ত ভাবেও যে তিনি আছেন, তন্মাত্র প্রকাশ করাই সেই সকল শ্রুতির অভিপ্রায়; কারণ সেই সকল শ্রুতি স্বয়ং শব্দমাত্র হইয়াও ব্রহ্মকে বাচ্যরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। আর এই স্থলে আপত্তিকারীকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, 'শব্দের অবিষয় ব্রহ্ম" এই যে বাক্য, ইহার বাচ্য ব্রহ্ম কিনা, এই বিষয়ে তাঁহার অভিমত কি? যদি বলেন যে, এই বাক্যের বাচ্য ব্রহ্ম, তবে তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল; ব্রহ্ম শব্দের বাচ্য হইয়া পড়িলেন; আর যদি বলেন যে, না, তাহা হইলেও এই "না" বলা দ্বারাই কার্য্যতঃ ব্রহ্মের শব্দবাচ্যত্ব সিদ্ধ হইল। (কারণ "ব্রহ্ম"—শব্দের বাচ্য যে ব্রহ্মবস্তু, তাহা তিনি ঐ শব্দের দ্বারাই বুঝিয়াছেন,- না বুঝিলে এইরূপ উত্তর করিতে পারেন না)। অতএব সমস্ত উপনিষদের সিদ্ধান্ত এই যে ব্রহ্মেতেই সমস্ত শাস্ত্র সমন্বিত হয়। গ্রন্থারম্ভে জিজ্ঞাসার বিষয় বলিয়া যে ব্রহ্মকে উল্লেখ করা হইয়াছে তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি এই অচিন্তশক্তিক বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-হেতু, তিনি একমাত্র বেদপ্রমাণগম্য; তিনি সমগ্র বিশ্ব হইতে ভিন্নও বটেন, এবং অভিন্নও বটেন, এবং তিনিই সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ বিশ্বাত্মা বাসুদেব। তাঁহাতেই সকলশাস্ত্র সমন্বিত হয়। ইহাই উপনিষদ্‌বেত্তাদিগের সিদ্ধান্ত।

১ম অঃ ১ম পাঃ ৫ম সূত্র। ঈক্ষতের্নাশব্দম্ ॥

ভাষ্য।—সাংখ্যাভিমতমচেতনং প্রধানং তু অশব্দম্ শ্রুতিপ্রমাণ-বর্জ্জিতম্, অতো নৈব জগৎকারণম্; জগৎকর্ত্তুশ্চেতনধর্ম্মস্যেক্ষণস্য শ্রবণাৎ।

ভাষ্যানুবাদ:—সাংখ্যশাস্ত্রে কথিত অচেতন প্রধানের জগৎকারণতাবিষয়ে কোন প্রমাণ শ্রুতিতে নাই, তাহা জগৎকারণ নহে, অচেতন প্রধানকে জগৎ কারণ বলা শ্রুতির অভিপ্রায় নহে; কারণ শ্রুতি স্পষ্টরূপে জগৎ কারণের "ঈক্ষণ" শক্তি (জ্ঞানপূর্ব্বক দর্শনশক্তি) থাকার উল্লেখ করিয়াছেন; প্রধানের সেই শক্তি স্বীকৃতমতেই নাই ও থাকিতে পারে না; কারণ প্রধান অচেতন। অতএব সাংখ্যাভিমত অচেতন প্রধানের জগৎকারণত্ব শ্রুতিবিরুদ্ধ।

১ম অঃ ১ম পাঃ ৬ষ্ঠ সূত্র। গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ ॥

ভাষ্য। গৌণাপীক্ষতিরযুক্তা, কুতঃ? আত্মশব্দাৎ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্যানুবাদ :—শ্রুতি যে গৌণঅর্থে ঈক্ষণশব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, এইরূপ বলা সঙ্গত নহে ; কারণ শ্রুতি অবশেষে জগৎকারণ-সম্বন্ধে "আত্মা" শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন ; ঐ আত্মাশব্দকে অচেতন প্রধান অর্থে কখনই গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

১ম অঃ ১ম পাঃ ৭ম সূত্র। তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ ॥

ভাষ্য।—সদীক্ষিত্রাত্মাদিপদার্থভূতকারণনিষ্ঠস্য বিদুষস্তদ্ভাবাপত্তি-লক্ষণমোক্ষোপদেশান্ন প্রধানং সদাত্মশব্দবাচ্যম্।

ভাষ্যানুবাদ :—এই স্থলে সৎ এবং আত্মা শব্দ অচেতন প্রধান অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই ; কারণ "সদেব" ইত্যাদি পূর্ব্বদ্ধৃত শ্রুতিতে বর্ণিত "সৎ" "আত্মা" ও "ঈক্ষণকর্ত্তা" প্রভৃতি পদের বাচ্য যে আদিকারণ, তাঁহার চিন্তনে ভজন-কারী পুরুষের যে ধ্যেয়রূপ প্রাপ্তি হয়, তাহাকে মোক্ষ বলিয়া ছান্দোগ্যশ্রুতি পরে উল্লেখ করিয়াছেন।

১ম অঃ ১ম পাঃ ৮ম সূত্র। হেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥

ভাষ্য।—সর্ব্বজ্ঞেন হিতৈষিণা সদাদিশব্দৈরুপদিষ্টস্যাচেতনস্য মোক্ষে হেয়স্য হেয়ত্বমবশ্যং বক্তব্যমুপদেশেঽপ্রয়োজনঞ্চ বক্তব্যম্, তদুভয়বচনা-ভাবান্ন সদাদিপদবাচ্যং প্রধানম্।

ভাষ্যানুবাদ :—অচেতন প্রধানই শ্রুত্যুক্ত "সৎ" প্রভৃতি শব্দের বাচ্য হইলে, পরম হিতৈষী শ্রুতি তাহা হেয় (ত্যাজ্য) বলিয়া উপদেশ করিতেন, এবং তাহা যে সাধকের পক্ষে অপ্রয়োজন, তদ্বিষয়েও শ্রুতি উপদেশ করিতেন, তাহা না করিয়া "স আত্মা তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্য বলিয়া সাধককে প্রতারিত করিতেন না ; অতএব পূর্ব্ব কথিত বাক্যোক্ত "সৎ" "আত্মা" ইত্যাদি পদবাচ্য বস্তুর হেয়ত্ব শ্রুতি উপদেশ না করাতে, তাহা অচেতন প্রধান নহে।

১ম অঃ ১ম পাঃ ৯ম সূত্র। প্রতিজ্ঞাবিরোধাৎ ॥

ভাষ্য।—কিঞ্চৈকবিজ্ঞানাৎ সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাবিরোধাদপি নাচেত-নকারণবাদঃ সাধুঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—যে এক বস্তুর বিজ্ঞানে সকলের বিজ্ঞান হয়, তাহা উপদেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবেন বলিয়া শ্রুতি পূর্ব্বোক্ত "সদেব সৌম্য" ইত্যাদি বাক্য বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন ; পরন্তু ঐ বাক্যের প্রতিপাদ্য বস্তু অচেতন প্রধান হইলে, তদ-তিরিক্ত চৈতন্যবস্তুর উপদেশ উক্ত ষষ্ঠ প্রপাঠকে না থাকায়, শ্রুতির প্রতিজ্ঞাও লঙ্ঘিত হয় ; কারণ অচেতন প্রধানের বিজ্ঞান হইলেই চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার জ্ঞান হয় না ; ইহা সাংখ্যশাস্ত্রের অভিমত। অতএব শ্রুতির প্রতিজ্ঞা বিরোধ হয় বলিয়াও অচেতন প্রধান "সৎ" শব্দের বাচ্য হইতে পারে না।

১ম অঃ ১ম পাঃ ১০ম সূত্র। স্বাপ্যয়াৎ ॥

ভাষ্য।—সচ্ছব্দার্থং জগৎকারণং প্রকৃত্য "স্বপ্নান্তমেব সৌম্য বিজানীহীতি যত্রৈতৎপুরুষঃ স্বপিতি নাম সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতী"-ত্যাদিনোক্তস্যার্থস্যাচেতনকারণাবগতেরসম্ভবাৎ ব্রহ্মৈব জগৎ-কারণং যুক্তম্।

ভাষ্যানুবাদ :—"সৎ" শব্দ যে উক্ত স্থলে প্রধানবাচক নহে, তাহার কারণান্তর এই যে, জগৎকারণকে "সৎ" শব্দ দ্বারা আখ্যাত করিয়া, তৎসম্বন্ধে ঐ প্রপাঠকেই শ্রুতি বলিয়াছেন যে, সুষুপ্তিকালে জীব এই সদাত্মাতে লীন হয়।

১ম অঃ ১ম পাঃ ১১শ সূত্র। গতিসামান্যাৎ ॥

ভাষ্য।—সর্ব্বেষু বেদান্তেষু চেতনকারণাবগতেস্তুল্যত্বাৎ অচেতন-কারণবাদো নহি যুক্তঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—কেবল ছান্দোগ্যশ্রুতি নহে, অপরাপর সমস্ত শ্রুতিই জগতের চেতনকারণত্ব উপদেশ করিয়াছেন ; সুতরাং সমস্ত শ্রুতিরই সমান ভাবে বিজ্ঞাপন এই যে, সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই জগৎকারণ ; অতএব অচেতন প্রধান জগৎকারণ নহে।

১ম অঃ ১ম পাঃ ১২শ সূত্র। শ্রুতত্বাচ্চ ॥

ভাষ্য।—তস্মাৎ সদাদিশব্দাভিধেয়স্য সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বনিয়ন্তুঃ সর্ব্বেশ্ব-রস্য চেতনত্বেন কারণত্বস্য শ্রুতত্বান্ন প্রধানগ্রহঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—যিনি "সৎ" প্রভৃতি শব্দবাচ্য জগৎকারণ, তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বেশ্বর ও চেতনস্বভাব বলিয়া শ্রুতি স্পষ্টরূপেই প্রকাশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করাতে, অচেতন প্রধান জগৎকারণ নহে। (এবং প্রধানলীন—প্রধানতাপ্রাপ্ত কোন জীবও জগৎকারণ নহেন)।

১ম অঃ ১ম পাঃ ১৩শ সূত্র। আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ ॥

ভাষ্য। আনন্দময়ঃ পরমাত্মৈব ন তু জীবঃ; কুতঃ? পরমাত্মবিষয়কানন্দপদাভ্যাসাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—তৈত্তিরীয় উপনিষদুক্ত "আনন্দময় আত্মা" শব্দের বাচ্য পরমাত্মা পরব্রহ্ম, পরমাত্মাই ঐ শব্দের বাচ্য, জীব নহে। কারণ ঐ শ্রুতি আনন্দময় শব্দ পরব্রহ্ম অর্থে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিয়াছেন।

১ম অঃ ১ম পাঃ ১৪শ সূত্র। বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন, প্রাচুর্য্যাৎ ॥

ভাষ্য। বিকারার্থে ময়ট্‌শ্রবণান্নানন্দময়ঃ পরমাত্মেতি চেন্ন, কস্মাৎ? প্রাচুর্য্যার্থকস্যাপি ময়টঃ স্মরণাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—আনন্দময়শব্দটী ময়ট্‌প্রত্যয়ান্ত; ঐ ময়ট্ প্রত্যয় বিকারার্থবোধক; অতএব অবিকারী পরমাত্মা আনন্দময়শব্দের বাচ্য হইতে পারেন না; যদি এইরূপ আপত্তি কর, তবে তাহা গ্রাহ্য নহে; কারণ প্রাচুর্য্যার্থেও ময়ট্ প্রত্যয়ের বিধান আছে। অর্থাৎ ব্রহ্ম অপরিসীম আনন্দের আলয়, তাহাতে কোন প্রকার দুঃখসম্পর্ক নাই, তিনি আনন্দস্বরূপ—ইহাই আনন্দময় শব্দের অর্থ।

১ম অঃ ২ম পাঃ ১৫শ সূত্র। তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ ॥

ভাষ্য। জীবানন্দহেতুত্বাদপি পরমাত্মৈবানন্দময়ঃ।

ভাষ্যানুবাদ :-ব্রহ্মকে জীবের আনন্দের হেতু বলিয়া ঐ শ্রুতি উপদেশ করাতেও পরমাত্মাই আনন্দময়পদবাচ্য। শ্রুতি পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে; যথা -"এষ হ্যেবানন্দয়াতি"। (দ্বিতীয়বল্লী সপ্তম অনুবাক)

১ম অঃ ১ম পাঃ ১৬শ সূত্র। মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে ॥

ভাষ্য।—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মে"-তি মন্ত্রপ্রোক্তং মান্ত্রবর্ণিকং তদেবানন্দশব্দেন গীয়তে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্যানুবাদ :—তৈত্তিরীয় শ্রুতির দ্বিতীয়বল্লীর প্রারম্ভেই যে ঋক্ মন্ত্র "সত্যং জ্ঞানম্‌অনন্তং ব্রহ্ম" উল্লিখিত আছে, সেই মন্ত্রোক্ত ব্রহ্মই আনন্দময়বাক্যে গীত হইয়াছেন। অতএব ব্রহ্মই আনন্দময়শব্দবাচ্য।

১ম অঃ ১ম পাঃ ১৭শ সূত্র। নেতরোঽনুপপত্তেঃ ॥

ভাষ্য।—আনন্দময়পদার্থমুদ্দিশ্য শ্রূয়মাণানাং তদসাধারণধর্ম্মাণাং তদিতরস্মিন্ননুপপত্তেরিতরো জীবো নানন্দময়পদার্থঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—আনন্দময়কে লক্ষ্য করিয়া তৈত্তিরীয় শ্রুতি যে সকল অসাধারণ ধর্ম্মের উক্তি করিয়াছেন, তাহা জীবে উপপন্ন হইতে পারেনা; তদ্ধেতু ব্রহ্মই আনন্দময়শব্দের বাচ্য,—জীব নহেন।

১ম অঃ ১ম পাঃ ১৮শ সূত্র। ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥

ভাষ্য।—"রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতী"-তি বাক্যেন লব্ধৃলব্ধব্যয়োর্ভেদব্যপদেশাজ্জীবো নানন্দময়ঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" (দ্বিতীয়-বল্লী সপ্তম অনুবাক্) এই বাক্য দ্বারা লব্ধব্য আনন্দময় ব্রহ্ম ও লব্ধা জীবের ভেদ শ্রুতি প্রদর্শন করাতে, জীব উক্ত আনন্দময় শব্দের বাচ্য নহে।

১ম অঃ ১ম পাঃ ১৯শ সূত্র। কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা ॥

ভাষ্য।—প্রত্যগাত্মনঃ কারণত্বস্বীকারে, অনুমানস্য প্রধানস্য করণাদি-রূপস্যাপেক্ষা ভবেৎ, কুলালাদের্ঘটাদিজননে মৃদাদ্যপেক্ষাবৎ ; অপ্রাকৃতস্যানন্দময়স্য সর্ব্বশক্তেঃ পুরুষোত্তমস্য তু ন, কুতঃ ? কামাৎ সঙ্কল্পাদেব "সোঽকাময়ত বহু স্যা"-মিত্যাদিশ্রুতেঃ অতস্তদ্ভিন্ন আনন্দময়ঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—আনন্দময়সম্বন্ধে ঐ শ্রুতি বলিয়াছেন :—"সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি"। তদ্দ্বারা স্পষ্টই দেখা যায় যে, আনন্দময় নিজেই কেবল নিজ ইচ্ছা হইতে, অন্য কোন উপাদানের অপেক্ষা না করিয়া, সৃষ্টি বিস্তার করিলেন ; কিন্তু জীব এই আনন্দময় হইলে, অনুমান-গম্যের (প্রধানরূপ উপাদানের) সাহায্য না লইয়া কেবল নিজের ইচ্ছাবশতঃ তিনি সৃষ্টি রচনা করিতে পারেন না ; যেমন কুম্ভকার কখন মৃত্তিকার সাহায্য ব্যতীত ঘট রচনা করিতে সমর্থ হয়না ; অতএব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ আনন্দময়শব্দের জীব অর্থ কোন প্রকারে হইতে পারে না ; আনন্দময়শব্দের বাচ্য যে অপ্রাকৃত সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষোত্তম, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

১ম অঃ ১ম পাঃ ২০শ সূত্র। অস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি ॥

ভাষ্য।—তদ্‌যোগমানন্দযোগং শাস্তি শ্রুতিঃ "রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বাঽনন্দী ভবতী"-তি জীবস্য যল্লাভাদানন্দযোগঃ স তস্মাদন্য ইতি সিদ্ধম্।

ভাষ্যানুবাদ :—"রসো বৈ সঃ" ইত্যাদি এবং "যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্… প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে" "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বাঽনন্দী ভবতি" ইত্যাদি বাক্যে তৈত্তিরীয় শ্রুতি আনন্দময়কে লাভ করিয়া জীবের আনন্দময়ত্ব প্রাপ্তির এবং সংসার ভয় হইতে মুক্তির উপদেশ করিয়াছেন। সুতরাং আনন্দময়শব্দে ব্রহ্ম ভিন্ন জীব বুঝাইতে পারে না।

১ম অঃ ১ম পাঃ ২১শ সূত্র। অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ ॥

ভাষ্য।—আদিত্যাঽক্ষ্ণোরন্তস্থো মুমুক্ষুধ্যেয়ো হি পরমাত্মৈব, ন তু জীববিশেষঃ ; কুতস্তস্যৈবাপহত-পাপ্মত্বসর্ব্বাত্মত্বাদীনাং ধর্ম্মাণামুপদেশাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—আদিত্য ও চক্ষুর অন্তরে স্থিত যে পুরুষ মুমুক্ষুগণের উপাস্য-রূপে উক্ত হইয়াছেন, তিনি ব্রহ্ম (তিনি জীব নহেন) ; কারণ নিষ্পাপত্ব; সর্ব্বাত্মকত্ব, দেবাদি সমস্ত প্রধান জীবেরও নিয়ন্তৃত্বপ্রভৃতি গুণ সেই পুরুষের আছে বলিয়া উক্ত শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন। পরন্তু সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা ও সর্ব্বব্যাপী বলাতে তিনি ব্রহ্ম,—জীব হইতে পারেন না ; এই সকল ধর্ম্ম জীবাতীত ব্রহ্মেরই ধর্ম্ম।

১ম অঃ ১ম পাঃ ২২শ সূত্র। ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ ॥

ভাষ্য।—আদিত্যাদিজীববর্গাদন্যোঽস্তি পরমাত্মা, কুতঃ ? "আদিত্যে তিষ্ঠন্নি"-ত্যাদিনা ভেদব্যপদেশাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—"আদিত্যে তিষ্ঠন্" ইত্যাদি বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে আদিত্যাদি শরীরাভিমানী জীব হইতে তদন্তরস্থ পুরুষ ভিন্ন বলিয়া উপদেশ আছে। শ্রুতি-সকল পরস্পর বিরুদ্ধ হইতে পারেনা ; সুতরাং ছান্দোগ্যের উদ্গীথোপাসনোক্ত আদিত্যান্তরস্থ পুরুষ ব্রহ্ম, জীব নহেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১ম অঃ ১ম পাঃ ২৩ সূত্র। আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ ॥

ভাষ্য।—"অস্য লোকস্য কা গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচে"-ত্যত্রাকাশশব্দবাচ্যঃপরমাত্মা ; কুতঃ ? "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যা-কাশাদেবোৎপদ্যন্তে" ইতি সর্ব্বস্রষ্টৃত্বাদিতল্লিঙ্গাৎ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রথম প্রপাঠকের নবম খণ্ডে যে আকাশই সমস্ত লোকের গতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সেই আকাশশব্দে ব্রহ্মকেই বুঝায় ; কারণ উক্ত বাক্যের পরই পরমাত্মার স্রষ্টৃত্বাদি লিঙ্গ ঐ আকাশের বর্ত্তমান থাকা "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশাদেবোৎপদ্যন্তে" এই শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন।

১ম অঃ ১ম পাঃ ২৪ সূত্র। অতএব প্রাণঃ ॥

ভাষ্য।– "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেব সংবিশন্তি প্রাণ-মভ্যুজ্জিহতে" ইত্যত্রাপি সংবেশনোদ্গমনরূপাদ্ ব্রহ্মলিঙ্গাৎ পরমাত্মৈব প্রাণঃ।

ভাষ্যানুবাদ : – উদ্গীথোপাসনাবর্ণনে ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন যে, সচরাচর বিশ্ব প্রাণে লয় প্রাপ্ত হয়, সেইস্থলেও প্রাণশব্দে ব্রহ্মকেই বুঝায় ; কারণ, ঐ শ্রুতি ব্রহ্মবোধক লিঙ্গ (চিহ্ন, ধর্ম্ম) প্রাণের থাকার উল্লেখ করিয়াছেন।

১ম অঃ ১ম পাঃ ২৫শ সূত্র। জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ।

ভাষ্য।—"দিবো জ্যোতিরিতি" জ্যোতির্ব্রহ্মৈব, "পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানী"-তি চরণাভিধানাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—ছান্দোগ্য তৃতীয় প্রপাঠকের ১৩শ খণ্ডে "দিবো জ্যোতিঃ" ইত্যাদি বাক্যে যে "জ্যোতিঃ" শব্দ আছে তাহাও ব্রহ্মার্থ-বোধক ; কারণ পূর্ব্বে মন্ত্রভাগে এই সচরাচর বিশ্ব ঐ জ্যোতির একপাদ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

১ম অঃ ১ম পাঃ ২৬শ সূত্র। ছন্দোঽভিধানান্নেতি চেন্ন তথা চেতোঽর্পণনিগদাত্তথাহি দর্শনম্ ॥

ভাষ্য।—পূর্ব্ববাক্যে গায়ত্র্যাখ্যচ্ছন্দোঽভিধানাৎ তৎপরা চরণশ্রুতি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রস্তু ন ব্রহ্মপরেতি চেন্ন, গুণযোগাদ্ গায়ত্রীশব্দাভিধেয়ে ভগবতি চেতোঽর্পণাভিধানাৎ, দৃষ্টশ্চ বিরাট্শব্দঃ প্রকৃতপরঃ।

ভাষ্যানুবাদ:—পূর্ব্বোক্ত "পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি" (৩য় অঃ ১২শ খণ্ড) ইত্যাদি বাক্যের পূর্ব্বে "গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বম্" ইত্যাদি বাক্যে গায়ত্র্যাখ্যছন্দোমাত্র কথিত হওয়ায়, সেই গায়ত্রীছন্দেরই পাদরূপে বিশ্ব পরবর্ত্তী মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে বুঝা যায়; অতএব ব্রহ্ম সেই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য নহেন। যদি এইরূপ আপত্তি হয়, তবে তাহা সঙ্গত নহে; কারণ গায়ত্রীশব্দবাচ্য ব্রহ্মে চিত্তসমাধান করিবার ব্যবস্থা ঐ শ্রুতি করিয়াছেন; তাহা অপর শ্রুতিতে স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বিশেষতঃ ব্রহ্মসম্বন্ধেই শাস্ত্রে বিরাট্‌রূপত্ব উক্ত হইয়াছে। অতএব এই আপত্তি সঙ্গত নহে।

১ম অঃ ১ম পাঃ ২৭ সূত্র। ভূতাদিপাদব্যপদেশোপপত্তেশ্চৈবম্॥

ভাষ্য।—ন কেবলং তথা চেতোঽর্পণনিগদাদগায়ত্রী ব্রহ্মেত্যুচ্যতে, ভূতপৃথিবীশরীরহৃদয়ানাং ব্রহ্মণি ভগবত্যুপপত্তেশ্চৈবম্।

ভাষ্যানুবাদ:—কেবল চিত্তসমাধানের উপদেশ হেতুই যে গায়ত্রীকে ব্রহ্ম বলিয়া সিদ্ধান্ত করা উচিত, তাহা নহে; গায়ত্রীকে ভূত, পৃথিবী, শরীর ও হৃদয় এই চতুষ্পাদবিশিষ্ট বলিয়া ঐ শ্রুতি উপদেশ করাতে, এবং এই সকল উক্তি ব্রহ্মতেই প্রযোজ্য হয় বলিয়া, ব্রহ্মই গায়ত্রীশব্দদ্বারা অভিহিত হইয়াছেন বলিয়া উপপন্ন হয়।

১অঃ ১ম পাঃ ২৮শ সূত্র। উপদেশভেদান্নেতি চেন্নোভয়স্মিন্নপ্যবিরোধাৎ॥

ভাষ্য।—পূর্ব্বমধিকরণত্বেন পুনরবধিত্বেন ("ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ইত্যত্র সপ্তমীবিভক্ত্যা অধিকরণত্বেন, পুনরপি "অতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দ্দীপ্যতে" ইত্যত্র পঞ্চম্যা বিভক্ত্যা অবধিত্বেন) দ্যৌর্নির্দ্দিশ্যতে ইত্যুপদেশভেদান্ন ব্রহ্ম প্রত্যভিজ্ঞায়তে; ইতি ন; কুতঃ? উভয়ত্রাপি ব্রহ্মণে একত্বস্যাবিরোধাৎ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্যানুবাদ :—পরন্তু যদি বল, পূর্ব্বোক্ত "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" এই স্থলে দিব্ শব্দ সপ্তমীবিভক্ত্যন্ত থাকাতে তাহা অধিকরণার্থ-জ্ঞাপক, এবং পরে উক্ত "যদতঃ পরো দিবো জ্যোতিঃ" ইত্যাদি বাক্যে দিব্ শব্দ পঞ্চমীবিভক্ত্যন্ত হওয়ায়, তাহা অবধিত্ব (সীমা)-জ্ঞাপক; অতএব শ্রুতিতে এইরূপ উপদেশের ভেদ থাকাতে উভয়বাক্যোক্ত ব্রহ্ম এক নহেন; তাহা সঙ্গত আপত্তি নহে; কারণ পূর্ব্বাপর শ্রুতি পাঠ করিলে, এই শ্রুতিবাক্যদ্বয় অবিরোধে এক পরব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিতেছেন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। যেমন "বৃক্ষাগ্রে শ্যেনঃ", "বৃক্ষাৎ পরতঃ শ্যেনঃ" ইত্যাদি স্থলে একই শ্যেন উক্ত হয়, বৃক্ষশব্দে একবার সপ্তমী এবং পুনরায় পঞ্চমী বিভক্তির যোগ থাকাতে অর্থের কোন তারতম্য হয় না; তদ্রূপ উক্ত শ্রুতিতেও অর্থের কোন তারতম্য নাই। এক ব্রহ্মই উভয়স্থলে উক্ত হইয়াছেন।

১মঃ অঃ ১ম পাঃ ২৯ সূত্র। প্রাণস্তথাঽনুগমাৎ ॥

ভাষ্য।—প্রাণোঽস্মীত্যাদিবাক্যে প্রাণাদিশব্দবাচ্যঃ পরমাত্মা হিততমত্বাঽনন্তত্বাদিধর্ম্মাণাং পরমাত্মপরিগ্রহেঽবগমাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—কৌষীতকী-ব্রাহ্মণোপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাণোপাসনা বর্ণনে প্রাণকেই উপাস্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; উক্ত স্থলেও প্রাণশব্দ ব্রহ্মবাচক; কারণ, পূর্ব্বাপর ঐ শ্রুতিবাক্যসকলের আলোচনা দ্বারা ব্রহ্মই ঐ সকল বাক্য দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছেন বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। কারণ হিততমত্ব, অনন্তত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম যাহা পরমাত্ম-বোধক, তাহা ঐ প্রাণসম্বন্ধে শ্রুতি-উল্লেখ করিয়াছেন।

১মঅঃ ১মপাঃ ৩০শ সূত্র। ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেদধ্যাত্ম-সম্বন্ধভূমা হ্যস্মিন্ ॥

ভাষ্য।—প্রাণাদিশব্দবাচ্যং ব্রহ্ম ন ভবতি, কুতঃ? "মামেব বিজানীহি" ইতি বক্তৃস্বরূপাভিন্নোপদেশাদিতি চেৎ (যদি আশঙ্ক্যতে, সা অনুপপন্না; কুতঃ?) অস্মিন্ প্রকরণে পরমাত্মসম্বন্ধস্য বাহুল্যমস্ত্যতঃ প্রাণেন্দ্রাদিপদার্থঃ পরমাত্মৈব।

ভাষ্যানুবাদ :—যদি বল, ব্রহ্ম প্রাণাদিশব্দ-বাচ্য নহেন; কারণ বক্তা ইন্দ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"মামেব বিজানীহি" (আমাকেই অবগত হও, ইহাই মনুষ্যের পক্ষে হিততম) ইত্যাদি বাক্যে স্বীয় স্বরূপই উপাস্যরূপে অবগত হইবার বিষয় উপদেশ করিয়াছেন বলিয়া অনুমিত হয়, তাহা নহে; কারণ এই অধ্যায়ে পরমাত্মবিষয়ে উপদেশ বহুল পরিমাণে আছে। মাতৃ-পিতৃ-বধাদি পাপ কিছুই ইন্দ্রের উপাসককে স্পর্শ করেনা, সেই প্রাণোপাসক সাধু কর্ম্ম করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, এবং অসাধু কর্ম্ম করিয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয়েন না; সেই প্রাণই লোকসকলকে সাধু ও অসাধু কর্ম্ম করাইয়া উর্দ্ধ এবং অধোলোকসকলে প্রেরণ করেন ইত্যাদি বাক্য কেবল সামান্য প্রাণ-সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া কখনও সিদ্ধান্ত হইতে পারেনা; অতএব উক্ত স্থলে প্রাণ ইন্দ্র ইত্যাদি শব্দের বাচ্য ব্রহ্ম।

১ম অঃ ১ম পাঃ ৩১ সূত্র। শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ ॥

ভাষ্য। ইন্দ্রো হি সর্ব্বস্য ব্রহ্মাত্মকত্বমবধার্য্য "মামেব বিজানীহী"-তি শাস্ত্রদৃষ্ট্যা যুক্তমুক্তবান্। "তত্র কঃ শোকঃ কো মোহ একত্বমনুপশ্যত" ইত্যাদি শাস্ত্রম্, যথা "অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ" ইতি বামদেব উক্তবান্, তদ্বৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—"যিনি সকলকে এক ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন, তাঁহার শোক অথবা মোহ নাই" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে আপনাকে ব্রহ্মরূপে ভাবনার উল্লেখ আছে। বৃহদারণ্যকে শ্রুতি ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, বামদেব ঋষি পরমাত্ম-তত্ত্ব জানিবার পর বলিয়াছিলেন ও জানিয়াছিলেন যে "আমিই মনু, আমিই সূর্য্য" ইত্যাদি। এতৎ-শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্তে ইন্দ্রও আপনার এবং বিশ্বের পরমাত্মত্ব চিন্তা করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন যে, "মামেব বিজানীহি"; তাহার এই উক্তি বামদেবের উক্তিসদৃশই বুঝিতে হইবে। অতএব তাঁহার এই উক্তি সঙ্গত।

১ম অঃ ১ম পাঃ ৩২শ সূত্র। জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেন্নোপাসা-ত্রৈবিধ্যাদাশ্রিতত্বাদিহ তদ্‌যোগাৎ ॥

ভাষ্য। "ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাৎ" "ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রমহন্নি"ত্যাদি জীবলিঙ্গাৎ, "প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মেদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তী"-তি মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাচ্চ নাত্র ব্রহ্মপরিগ্রহ ইতি চেন্ন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপাসকতারতম্যেন ব্রহ্মোপাসনায়াস্ত্রৈবিধ্যাজ্জীববর্গান্তর্য্যামিত্বেন প্রাণাদ্য-চেতনান্তর্য্যামিত্বেন তদুভয়বিলক্ষণেন চান্যত্রাশ্রিতত্বাদিহাপি তদ্‌যোগাৎ।

ভাষ্যানুবাদ ঃ –"ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাৎ" "ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রমহন্" ইত্যাদি জীবধর্ম্ম-প্রতিপাদক বাক্য এবং "প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মেদং শরীরং পরিগৃহ্যো-ত্থাপয়তি" ইত্যাদি মুখ্যপ্রাণধর্ম্ম-প্রতিপাদক বাক্য সকল (যাহা ইন্দ্রপ্রতর্দ্দন-সংবাদে উল্লিখিত হইয়াছে) তদ্দ্বারা দেখা যায় যে, উক্ত সংবাদে উপাস্যরূপে ব্রহ্ম পরিগৃহীত হয়েন নাই। এইরূপ আশঙ্কা হইলে বলিতেছি যে, তাহা প্রকৃত নহে। উপাসকের অধিকার বিষয়ে তারতম্যহেতু ব্রহ্মোপাসনা ত্রিবিধ ঃ—জীববর্গের অন্তর্য্যামিরূপে, প্রাণাদি অচেতন পদার্থের অন্তর্য্যামিরূপে, এবং তদুভয় ব্যতিরিক্ত-রূপে, এই ত্রিবিধরূপে ব্রহ্মোপাসনা অন্যত্র শ্রুতিতেও আশ্রিত (অবলম্বিত) হইয়াছে ; তদ্রূপ এই শ্রুতিতেও এই ত্রিবিধত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে ; অতএব ব্রহ্মই এ স্থলে ইন্দ্র ও প্রাণ-শব্দের বাচ্য।

ইতি—প্রথমাধ্যায়ে প্রথমপাদঃ সমাপ্তঃ ॥

প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদঃ

১ম অঃ ২য় পাঃ ১ম সূত্র। সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ ॥

ভাষ্য। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত" ইত্যুপক্রম্য শ্রূয়তে "মনোময়ঃ প্রাণশরীর" ইতি। অত্র মনোময়-ত্বেনোপাস্যঃ সর্ব্বকারণভূতঃ পরমাত্মা গৃহ্যতে ন প্রত্যগাত্মা ; কুতঃ? সর্ব্বেষু বেদান্তেষু প্রসিদ্ধস্য পরমাত্মন এব পূর্ব্বত্র সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেত্যাদ্যুপদেশাৎ।

ভাষ্যানুবাদ ঃ—ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩য় অঃ ১৪শ খঃ) এইরূপ উক্তি আছে, যথা ঃ—এতৎ সমস্তই ব্রহ্ম ; এতৎ সমস্ত তজ্জ (তাঁহা হইতে জাত হয়), তল্ল (তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয়), তদন্ (তাঁহাতে স্থিতি করে, তৎকর্ত্তৃক পরিচালিত হয়)। ইহা জানিয়া শান্ত (অর্থাৎ কামক্রোধাদি বিকারবর্জ্জিত ও আত্মপরবুদ্ধি-বিরহিত) হইয়া উপাসনা করিবে। এইরূপে উপক্রম করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন "মনোময় প্রাণশরীর।" এইস্থলে সর্ব্বকারণ পরব্রহ্মই মনোময়ত্বাদিধর্ম্মের দ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপাস্যরূপে অবধারিত হইয়াছেন. প্রত্যগাত্মা—জীবাত্মা নহে। কারণ সমস্ত বেদান্তে প্রসিদ্ধ পরমাত্মাই এইস্থলের বাক্যের প্রারম্ভভাগে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম বাক্যে উপদিষ্ট হইয়াছেন।

১ম অঃ ২য় পাঃ ২য় সূত্র। বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ ॥

ভাষ্য। "মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প" ইত্যাদীনাং বিবক্ষিতানাং মনোময়ত্ব-সত্যসঙ্কল্পত্বাদীনাং গুণানাং ব্রহ্মণ্যেবপপত্তেশ্চ।

ভাষ্যানুবাদ :—আরও কারণ এই যে, "মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে বিবক্ষিত মনোময়ত্ব সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণসমূহের ব্রহ্মেই উপপন্ন হয়।

১ম অঃ ২য় পাঃ ৩য় সূত্র। অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ ॥

ভাষ্য। মনোময়ত্বাদিগুণকঃ পর এব, ন জীবস্তস্মিন্মনোময়ত্ব-সত্যসঙ্কল্পত্বাদ্যনুপপত্তেঃ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—ব্রহ্মই পূর্ব্বোক্ত কারণে মনোময়ত্বাদিগুণবিশিষ্ট, শারীর জীব নহে। যেহেতু মনোময়ত্ব সত্যসঙ্কল্পাদি গুণসকল শারীর জীবাত্মায় উপপন্ন হয় না।

১ম অঃ ২য় পাঃ ৪র্থ সূত্র। কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশাচ্চ ॥

ভাষ্য। ইতোঽপ্যত্র মনোময়াদিপদবাচ্যো ন শারীরঃ। "এতমিতঃ প্রেত্য সম্ভবিতাস্মী"-তি কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—"আমি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে (আমার উপাস্যকে) প্রাপ্ত হইয়াছি" এই বাক্যে শারীর জীবের কর্ত্তৃত্ব এবং ('এতং' পদবাচ্য) পরমাত্মার কর্ম্মত্ব, উপদেশ আছে বলিয়াও শারীর জীবাত্মা মনোময়াদি পদবাচ্য নহে।

১ম অঃ ২য় পাঃ ৫ম সূত্র॥ শব্দবিশেষাৎ ॥

ভাষ্য। মনোময়ত্বাদিগুণকঃ শারীরাদন্যঃ পরমাত্মা "এষ মে আত্মান্তর্হৃদয়ে" ইতি জীবপরমাত্মনোঃ ষষ্ঠীপ্রথমান্তশব্দবিশেষাৎ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্যানুবাদ :—শ্রুতি বলিয়াছেন "এষ মে আত্মান্তর্হৃদয়ে" এই আত্মা আমার হৃদয়ে, এইস্থলে জীবসম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি যোগ করিয়া "মে" শব্দ উক্ত হইয়াছে, এবং উপাস্য আত্মাকে প্রথমাবিভক্ত্যন্ত করিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এইরূপ বিশেষ করিয়া শব্দের প্রয়োগ হওয়াতে শ্রুতিবাক্যোক্ত মনোময়ত্বাদি গুণ জীবের সম্বন্ধে উক্ত হয় নাই,—পরমাত্মার সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

১ম অঃ ২য় পাঃ ৬ষ্ঠ সূত্র। স্মৃতেশ্চ ॥

ভাষ্য। "ঈশ্বরং সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুনতিষ্ঠতী"-তি স্মৃতেশ্চ জীবপরমাত্মনোর্ভেদোঽস্তি।

ভাষ্যানুবাদ :—"হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সর্ব্বপ্রাণীর হৃদ্দেশে অবস্থান করেন, তিনি হৃদ্দেশে থাকিয়া মায়াদ্বারা জীব সকলকে যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় ভ্রাম্যমান করেন" এই স্মৃতি হইতেও জীব ও পরমাত্মাতে ভেদ আছে নিশ্চিত হয়।

১মঅঃ ২য়পাঃ ৭ম সূত্র। অর্ভকৌকস্ত্বাত্তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতি চেন্ন নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ ॥

ভাষ্য। "এষ মে আত্মা হৃদয়ে" (ছান্দোগ্য ৩য় অঃ ১৪খ) ইত্যল্পায়তনত্বাৎ, "অণীয়ান্ ব্রীহের্ব্বা" ইত্যল্পত্বব্যপদেশাচ্চাত্র ন ব্রহ্মেতি চেৎ, নৈব, তথাত্বেন ব্রহ্মণ ইহোপাস্যত্বাৎ বৃহতোঽল্পত্বন্ত গবাক্ষব্যোমবৎ সংগচ্ছতে।

ভাষ্যানুবাদ :—এই আত্মা আমার হৃদয়ে" এই শ্রুতিবাক্যে আত্মার অল্পায়তনত্ব বোধগম্য হয়; "আত্মা ব্রীহি অপেক্ষাও ক্ষুদ্র" এই স্পষ্ট উপদেশও তৎসম্বন্ধে আছে; তদ্বারা আত্মার অল্পত্বই উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্ম বিভু স্বভাব; অতএব ব্রহ্ম ঐ শ্রুতির উপদেশের বিষয় হইতে পারেন না। এইরূপে আপত্তি সঙ্গত নহে। কারণ, উক্ত স্থলে উপাসনার নিমিত্ত ব্রহ্ম ক্ষুদ্ররূপেই উপদিষ্ট হইয়াছেন; আকাশ অনন্ত হইলেও গবাক্ষব্যোম (গবাক্ষস্থ আকাশ) ইত্যাদি স্থলে যেমন বৃহত্তের অল্পত্ব বিবক্ষা হয়, তদ্রূপে বিভু আত্মারও ঐ প্রকার ক্ষুদ্রত্ব উপদেশ অসঙ্গত নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১ম অঃ ২য় পাঃ ৮ম সূত্র। সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশেষ্যাৎ ॥

ভাষ্য। সর্ব্বহৃদয়সম্বন্ধাৎ সুখদুঃখসম্ভোগপ্রাপ্তির্ব্রহ্মণোঽপি জীবস্যেবেতি চেন্নায়ং দোষঃ, স্বকৃতকর্ম্মফলভোক্তৃত্বেনাপহতপাপ্মত্বেন চ জীবব্রহ্মণোঽত্যন্তবিশেষাৎ।

ভাষ্যানুবাদঃ—সকলের হৃদয়ের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হওয়াতে জীবের ন্যায় ব্রহ্মেরও সুখদুঃখ ভোগ সম্ভব হইতে পারে; (পরন্তু ব্রহ্মের সুখদুঃখাদি সম্বন্ধ নাই বলিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন; সুতরাং ব্রহ্ম উক্ত বাক্যের প্রতিপাদ্য নহেন) যদি এইরূপ আপত্তি কর, তবে তাহা সঙ্গত নহে; ব্রহ্মকে হৃদয়স্থ বলাতে কোন দোষ হয়না। কারণ, স্বকৃত কর্ম্মফলের ভোক্তৃত্ব জীবে আছে; ব্রহ্ম সর্ব্বদাই নির্ব্বিকার (অপাপবিদ্ধ); জীব ও ব্রহ্মের এইরূপ প্রভেদ শ্রুতিই বর্ণনা করিয়াছেন।

১ম অঃ ২য় পাঃ ৯ম সূত্র। অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ ॥

ভাষ্য। "যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনং, মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র স" ইত্যত্রাত্তা শ্রীপুরুষোত্তমঃ। কুতঃ? মৃত্যুপসেচনৌদনস্য ব্রহ্মক্ষত্রোপলক্ষিতচরাচরাত্মকস্য বিশ্বস্য গ্রহণাৎ।

ভাষ্যানুবাদঃ—ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় যাঁহার অন্ন, মৃত্যু যাঁহার উপসেচন মাত্র (ঘৃতাদি বস্তু যাহা অন্নে মাখিয়া খাওয়া যায়, তদ্রূপ উপসেচন মাত্র)। তাঁহার স্বরূপ কি, এবং তাঁহার স্থিতি বা কোথায়, তাহা কে জানিতে পারে?

এই বাক্যে যিনি অত্তা অর্থাৎ ভক্ষক বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তিনি ব্রহ্ম; কারণ মৃত্যুকেও তাঁহার উপসেচনমাত্র বলায় ব্রহ্মক্ষত্রোপলক্ষিত চরাচর বিশ্ব সমস্তই তিনি গ্রহণ (আত্মসাৎ) করেন বলা হইল; ব্রহ্মেই জগৎ লয়প্রাপ্ত হয়, সুতরাং এই অত্তা (ভক্ষক) ব্রহ্মই।

১ম অঃ ২য় পাঃ ১০ম সূত্র। প্রকরণাচ্চ ॥

ভাষ্য। অত্তা ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ "মহান্তং বিভু"-মিতি তস্যৈব প্রকৃতত্বাচ্চ।

ভাষ্যানুবাদঃ—কঠোপনিষদের যে প্রকরণে (প্রথম প্রকরণের দ্বিতীয় বল্লীতে)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ বাক্য উক্ত হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মবিষয়ক প্রকরণ; সুতরাং ব্রহ্মই ঐ বাক্যের প্রতিপাদ্য। উক্ত প্রকরণের প্রতিপাদ্য আত্মাকে প্রথমে "মহান্তং বিভুং" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি পরমাত্মাকেই সুস্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন। অতএব পরমাত্মাই উক্ত বাক্যের কথিত অত্তা (ভক্ষণকর্ত্তা)।

১ম অঃ ২য় পাঃ ১১শ সূত্র। গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ ॥

ভাষ্য। "ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে, গুহাং প্রবিষ্টা"-বিত্যত্র গুহাং প্রবিষ্টৌ আত্মানৌ হি চেতনৌ হি জীবপরমাত্মানৌ বোধ্যৌ; কুতস্তদ্দর্শনাত্তয়োরেবাস্মিন্ প্রকরণে গুহাপ্রবেশব্যপদেশদর্শনাৎ। "তদ্ দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতমি"-তি পরমাত্মনঃ "যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতির্দেবতাময়ী গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তী সা ভূতেভির্ব্যজায়তে"-তি জীবস্য।

ভাষ্যানুবাদ :—কঠবল্লীতে "গুহাং প্রবিষ্টৌ" (কঠ ১ম অঃ ৩য়া বল্লী) ইত্যাদি বাক্যে "গুহাতে প্রবিষ্ট" বলিয়া যে আত্মা-দ্বয়ের কথা উল্লিখিত আছে, সেই দুই আত্মাকে পরমাত্মা ও জীবাত্মা বলিয়া বুঝিতে হইবে; কারণ, এই প্রকরণে জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই উভয়কেই গুহাপ্রবিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

১ম অঃ ২য় পাঃ ১২শ সূত্র। বিশেষণাচ্চ ॥

ভাষ্য। জীবপরয়োরেবাত্র গুহাপ্রবিষ্টত্বেন পরিগ্রহঃ; যতোঽস্মিন্ প্রকরণে "ব্রহ্মযজ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্বা নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি", "যঃ সেতুরীজানানা"-মিত্যাদিষু তয়োরেবোপাস্যোপাসকভাবেন বেদ্যত্ব-বেত্তৃত্বাদিনা চ বিশেষিতত্বাচ্চ।

ভাষ্যানুবাদ :—পরমাত্মা ও জীবাত্মাই যে "গুহাপ্রবিষ্ট" বাক্যের অর্থ; তাহার অন্যতর কারণ এই যে, উক্ত শ্রুতিতে "ব্রহ্মযজ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্বা নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি," "যঃ সেতুরীজানানাং (৩য় ব) ইত্যাদি একের বেদ্যত্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপরের বেতৃত্ব, একের উপাস্যত্ব, অপরের উপাসকত্ব, ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা উভয়ের ভেদ প্রদর্শন করা হইয়াছে।

১ম অঃ ২য় পাঃ ১৩শ সূত্র। অন্তর উপপত্তেঃ ॥

ভাষ্য। "য এষোঽন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে" ইত্যক্ষিণ্যন্তরঃ পুরুষোত্তম এব নান্যঃ; কুতঃ? "এষ আত্মেতি হোবাচ এতদমৃতমভয়মেতদ্ব্রহ্মেতি", "এতং সংযদ্বাম ইত্যাচক্ষতে" ইত্যাত্মত্বাভয়ত্বাদীনাং সংযদ্বামত্বাদীনাং চ পুরুষোত্তমে এবোপপত্তেঃ।

ভাষ্যানুবাদঃ—ছান্দোগ্যশ্রুতিতে উপকোশলবিদ্যা প্রকরণে (৪ অঃ ১৫শ খ) উক্ত আছে "য এষোঽন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে" (চক্ষুর অভ্যন্তরে যে পুরুষ দৃষ্ট হয়েন)। এই স্থলেও চক্ষুরভ্যন্তরস্থ পুরুষ ব্রহ্ম,—জীব নহেন; কারণ, উক্ত শ্রুতিবাক্যে এই চক্ষুরভ্যন্তরস্থ পুরুষকে আত্মত্ব, অভয়ত্ব, অমৃতত্ব, সংযদ্বামত্বাদি ব্রহ্মগুণসম্পন্ন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, এই সকল গুণপ্রকাশক বাক্যের প্রয়োগ ব্রহ্ম সম্বন্ধে হইতে পারে (জীব সম্বন্ধে নহে)।

১ম অঃ ২য় পাঃ ১৪শ সূত্র। স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ ॥

ভাষ্য।—পরমাত্মনো "যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠন্নি"-ত্যাদিশ্রুত্যা স্থানাদের্ব্যপদেশাচ্চাক্ষিপুরুষঃ স এব।

ভাষ্যানুবাদঃ—(বৃহ ৩ অঃ) যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্, যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠন্; তস্যোদিতি নাম হিরণ্যশ্মশ্রু" (যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেন, যিনি হিরণ্ময় শ্মশ্রুবিশিষ্ট) ইত্যাদি শ্রুতিতেও ব্রহ্মের ধ্যানের জন্য স্থান, নাম ও রূপ উপদিষ্ট হইয়াছে দেখা যায়। অতএব এই স্থলেও ব্রহ্মকে চক্ষুরভ্যন্তরস্থ পুরুষ বলাতে দোষ হয় নাই।

১ম অঃ ২য় পাঃ ১৫শ সূত্র। সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ ॥

ভাষ্য। অক্ষিগতঃ পর এব "কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্মে-তি সুখবিশিষ্টাভিধানাচ্চ।

ভাষ্যানুবাদঃ—"প্রাণো ব্রহ্ম, কং ব্রহ্ম" (ছাঃ ৪ অঃ ১০ খ) ইত্যাদি বাক্যে অক্ষিগত পুরুষকে প্রাণস্বরূপ, সুখস্বরূপ (আনন্দময়) ইত্যাদিরূপে অভিহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করা হইয়াছে ; কিন্তু জীব সুখময় নহে—জীব দুঃখে নিপতিত ; সুতরাং উক্ত স্থলে অক্ষিগত পুরুষ পরমাত্মাই।

১ম অঃ ২য় পাঃ ১৬শ সূত্র। অতএব চ তদ্‌ব্রহ্ম ॥

ভাষ্য। তৎ কং ব্রহ্মেতি সুখবিশিষ্টং ব্রহ্মৈব, কুতঃ? "যদ্বাব কং তদেব খং, যদেব খং, তদেব ক"-মিতি পরস্পরবৈশিষ্ট্যপ্রতিপাদক-বাক্যাদেব চ।

ভাষ্যানুবাদ :—উক্ত শ্রুতিতে এইরূপ বাক্যও আছে, যথা—"যদ্বাব কং, তদেব খং, যদেব খং তদেব কং" (যিনি সুখস্বরূপ, তিনিই আকাশস্বরূপ ; যিনি আকাশস্বরূপ তিনিই সুখস্বরূপ)। অতএব সুখবিশিষ্ট আত্মাকে আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপক বলাতে সেই সুখময় আত্মা জীবাত্মা হইতে বিভিন্ন পরব্রহ্ম।

১ম অঃ ২য় পাঃ ১৭শ সূত্র। শ্রুতোপনিষৎকগত্যভিধানাচ্চ ॥

ভাষ্য। শ্রুতোপনিষদ্ যেন তস্য শ্রুতোপনিষৎকস্য যা গতির্দেবযানাখ্যা "অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেন শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যাদিত্যমভিজায়ন্তে এতদ্বৈ প্রাণানামায়তনমেতদমৃত-মভয়মেতৎ পরায়ণমেতস্মান্ন পুনরাবর্ত্ততে" ইতি শ্রুত্যন্তরে প্রসিদ্ধা "তস্য এবেহ তেঽর্চ্চিষমেবাভিসম্ভবন্তী" ত্যাদিনা গতেরভিধানাচ্চাক্ষ্যন্তরঃ পুরুষঃ পুরুষোত্তম এব।

ভাষ্যানুবাদ :—(উপনিষীদতি পরমাত্মানং প্রাপয়তি যা পরমাত্মবিদ্যা সা উপনিষৎ ; শ্রুতা উপনিষদ্‌যেন = শ্রুতোপনিষৎকস্তেন) রহস্যের সহিত উপনিষদ্-বেত্তা পুরুষের সম্বন্ধে শ্রুত্যন্তরে (প্রশ্নোপনিষৎ ১ম প্র ১০ম বা) "অথোত্তরেণ তপসা" ইত্যাদি বাক্যে যে গতিপ্রাপ্তি প্রসিদ্ধ আছে, সেই গতি "তস্য এবেহ" ইত্যাদি বাক্যে (ছাঃ ৪র্থঃ ১৫ খ) অক্ষিপুরুষের সম্বন্ধেও উপদিষ্ট হওয়ায় ঐ অক্ষিস্থ পুরুষ পরমাত্মা বলিয়া উপপন্ন হয়েন।

১ম অঃ ২য় পাঃ ১৮শ সূত্র। অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্য। অক্ষ্যন্তরঃ পরমাত্মেতরো ন ভবতি, কুতস্তদিতরস্য তত্র নিয়মেনানবস্থিতেবমৃতত্বাদেস্তত্রাসম্ভবাচ্চ।

ভাষ্যানুবাদ :—অক্ষিপুরুষ পরমাত্মা; জীব, ছায়াপুরুষ, অথবা দেবতা নহেন; কারণ জীবের অক্ষিতে অবস্থানের নিয়ম নাই, (জীব সর্ব্ববিধ ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট; ছায়াপুরুষ প্রতিবিম্বরূপী হওয়ায়, তাঁহার স্থিতি পরিবর্ত্তনশীল; এবং সূর্য্যদেবতাও রশ্মিদ্বারাই চক্ষুতে অবস্থিত বলিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন); এবং অমৃতত্বাদিগুণও ইহাদের নাই। অতএব ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কাহারও অক্ষিপুরুষ হওয়া অসম্ভব; সুতরাং অক্ষিপুরুষ ব্রহ্ম।

১ম অঃ ২য় পাঃ ১৯শ সূত্র। অন্তর্য্যাম্যধিদৈবাদিলোকাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ ॥

ভাষ্য। "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্নি"-ত্যুপক্রম্য "এষ তে আত্মাঽন্তর্য্যামী"তি পৃথিব্যাদ্যধিদৈবাদিসর্ব্বপর্য্যায়েষু শ্রূয়মাণোঽন্তর্য্যামী পরমাত্মৈব, কুতস্তদ্ধর্ম্মস্য সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাদেরিহ ব্যপদেশাৎ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—বৃহদারণ্যকশ্রুতি তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম ব্রাহ্মণে "যঃ পৃথিব্যাস্তিষ্ঠন্" (যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেন), এইরূপ বাক্যারম্ভ করিয়া, "এষ তে আত্মান্তর্য্যামী" (এই আত্মা তোমার অন্তর্য্যামী) বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন, এবং পরে পর্য্যায়ক্রমে অপ্, অগ্নি, অন্তরীক্ষ, বায়ু, স্বর্গ, আদিত্য, দিক্, চন্দ্র, তারকা, আকাশ, তেজঃ, সর্ব্ববিধ প্রাণিবর্গ এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গ প্রভৃতি প্রত্যেক বস্তুতে স্থিত পুরুষকে অধিদৈব, অধিলোক, অধ্যাত্মভেদে বর্ণনা করিয়া, সেই পুরুষ তোমার অন্তর্য্যামী বলিয়া বাক্য শেষ করিয়াছেন। এই অধিদৈব ও অধিলোকাদিতে অন্তর্য্যামীরূপে যে আত্মা বর্ণিত হইয়াছেন, তিনি ব্রহ্ম,—জীব নহেন। কারণ ঐ আত্মার সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাদি যে সকল ধর্ম্ম ঐ শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা ব্রহ্মের ধর্ম্ম—জীবের নহে।

১ম অঃ ২য় পাঃ ২০শ সূত্র। ন চ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ ॥

ভাষ্য। ন চ প্রধানমন্তর্য্যামিশব্দবাচ্যং, চেতনধর্ম্মাণাং সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব-সর্ব্বদ্রষ্টৃত্বাদীনাং চাভিলাপাৎ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্যানুবাদ :—সাংখ্যস্মৃত্যুক্ত প্রধান, উক্ত স্থলে অন্তর্য্যামী শব্দের বাচ্য নহে ; কারণ, অচেতন প্রধানকে ঐ অন্তর্য্যামী শব্দের বাচ্য বলিলে, সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব সর্ব্বদ্রষ্টৃত্ব প্রভৃতি উক্ত শ্রুত্যুক্ত চেতনধর্ম্ম সকলের অপলাপ হয়।

১ম অঃ ২য় পাঃ ২১শ সূত্র। ন শারীরশ্চোভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে ॥

ভাষ্য। ন চ জীবোঽন্তর্য্যামী, যতশ্চৈনমন্তর্য্যামিণো ভেদেন "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্নি"-তি কাণ্বাঃ, "য আত্মনী"-তি মাধ্যন্দিনাশ্চোভয়েঽপ্যঃ-ধীয়তে।

ভাষ্যানুবাদ :—এই স্থলে শারীর জীবও অন্তর্য্যামী শব্দের বাচ্য বলিতে পার না ; কারণ কাণ্ব এবং মাধ্যন্দিন এই উভয় শাখাতেই এই অন্তর্য্যামী হইতে জীব বিভিন্ন বলিয়া গীত হইয়াছেন।

১ম অঃ ২য় পাঃ ২২শ সূত্র। অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ ॥

ভাষ্য। আথর্ব্বণিকৈরুদাহৃতঃ অদৃশ্যমিত্যাদিনা, ঽদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ পরমাত্মৈব, কুতঃ ? "যঃ সর্ব্বজ্ঞ" ইত্যাদিনা তদ্ধর্ম্মোক্তেঃ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদের প্রথম মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডে উক্ত "যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণম্" (যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ ইত্যাদি) বাক্যে অদৃশ্যত্বাদি গুণবিশিষ্ট বলিয়া যিনি উক্ত হইয়াছেন, তিনি ব্রহ্ম ; কারণ, ঐ শ্রুতি পরে "যঃ সর্ব্বজ্ঞ" ইত্যাদি বাক্যে তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়াছেন।

১ম অঃ ২য় পাঃ ২৩শ সূত্র। বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাং চ নেতরৌ ॥

ভাষ্য। প্রধানজীবৌ ন ভূতযোন্যক্ষরপদবাচ্যৌ বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাং, "সর্ব্বগত"-মিতি বিশেষণব্যপদেশঃ, "অক্ষরাৎ পরতঃ পর" ইতি ভেদব্যপদেশশ্চ।

ভাষ্যানুবাদ :—সাংখ্যোক্ত প্রধান অথবা জীব উক্ত শ্রুত্যুক্ত ভূতযোনিও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অক্ষয়পদের বাচ্য নহে ; কারণ "সর্ব্বগত" বিশেষণ দ্বারা জীবাত্মা হইতে, এবং "অক্ষর হইতেও তিনি শ্রেষ্ঠ" (মু ২ খ) এই বাক্য দ্বারা প্রধান হইতে, শ্রুতি তাঁহার বিভিন্নতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শঙ্করভাষ্যেও এই সূত্রের এইরূপই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

১ম অঃ ২য় পাঃ ২৪শ সূত্র। রূপোপন্যাসাচ্চ ॥

ভাষ্য। "অগ্নির্মূর্দ্ধে"-ত্যাদিনা পরমাত্মনো রূপোপন্যাসাচ্চ নেতরৌ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—"অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ" (মু ২ খণ্ড) (অগ্নি ইহার শিরোদেশ, চন্দ্র ও সূর্য্য ইহার চক্ষুদ্বয়) ইত্যাদি বাক্য যাহা ঐ শ্রুতি ঐ পুরুষের রূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পরমাত্মার সম্বন্ধেই প্রয়োগ হইতে পারে। অতএব ইনি জীব নহেন,—পরমাত্মা।

১ম অঃ ২য় পাঃ ২৫শ সূত্র। বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ ॥

ভাষ্য। বৈশ্বানরঃ পরমাত্মৈব, যতোঽগ্নিব্রহ্মসাধারণস্যাপি বৈশ্বানর-শব্দস্য ব্রহ্মপরিগ্রহে দ্যুমূর্দ্ধত্বাদ্যবয়ব-বিধানেন বিশেষাবগমাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—ছান্দোগ্যোপনিষদে (৫ম অধ্যায়ে) যে বৈশ্বানর উপাসনার উল্লেখ আছে, সেই বৈশ্বানরশব্দের বাচ্য পরমাত্মা ; কারণ ঐ বৈশ্বানরশব্দ অগ্নি ও ব্রহ্ম উভয়-বাচক হইলেও "দ্যুমূর্দ্ধত্ব" দি (স্বর্গশিরস্ত্ব ইত্যাদি) বিশেষণ দ্বারা উক্ত স্থলে পরমাত্মাই উপদিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

১ম অঃ ২য় পাঃ ২৬শ সূত্র। স্মর্য্যমাণমনুমানং স্যাদিতি ॥

ভাষ্য। পরমাত্মনো হি বৈশ্বানরত্বে "যস্যাগ্নিরাস্যং দ্যৌর্মূর্দ্ধে"-ত্যাদিস্মৃত্যুক্তমপি রূপং নিশ্চায়কং স্যাৎ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—"যস্যাগ্নিরাস্যং দ্যৌর্মূর্দ্ধে"—ত্যাদি স্মৃতিতেও এই সকল রূপ ব্রহ্মেরই বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সেই স্মৃতি আপনার মূলশ্রুতির অর্থ অনুমান করায়, তদ্দারাও বৈশ্বানরশব্দের বাচ্য যে পরব্রহ্ম তাহাই সিদ্ধান্ত হয়।

১ম অঃ ২য় পাঃ ২৭ সূত্র। শব্দাদিভ্যোঽন্তঃপ্রতিষ্ঠানান্নেতি চেন্ন, তথাদৃষ্ট্যুপদেশাদসম্ভবাৎ পুরুষমভিধীয়তে ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্য। জাঠরাগ্নৌ বৈশ্বানরশব্দস্য রূঢ়ত্বাদগ্নিত্রেতাবিধানাৎ প্রাণাহুত্যাধারত্বসঙ্কীর্ত্তনাদন্তঃপ্রতিষ্ঠানশ্রবণাচ্চ ন বৈশ্বানরঃ পরমাত্মা কিন্তু জাঠরাগ্নিরিতি চেন্ন; তথা তস্মিন্ জাঠরে পরমেশ্বরদৃষ্টৈরুপদেশাৎ পরমাত্মাপরিগ্রহাভাবে দ্যুমূর্দ্ধত্বাদ্যসম্ভবাৎ পুরুষত্বশ্রবণাচ্চ বৈশ্বানরঃ পরমাত্মৈব।

ভাষ্যানুবাদ:—বৈশ্বানরশব্দের স্বাভাবিক অর্থ জাঠরাগ্নি; এবং অগ্নিশব্দ, যাহা এই শ্রুতিতে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা হৃদয়, গার্হপত্য ও মনঃ এই ত্রিবিধ অগ্নিবাচক; এবং "প্রথমমাগচ্ছেৎ" ইত্যাদি প্রাণাহুতি বাক্যে অগ্নির আধারত্বও উক্ত হইয়াছে। অতএব এই সকল কারণে, এবং পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ" ইত্যাদি বাক্যে ঐ বৈশ্বানরকে পুরুষের অন্তঃপ্রতিষ্ঠিত বলাতে, উক্ত শ্রুতিতে বৈশ্বানরশব্দ পরমেশ্বরার্থে ব্যবহৃত হয় নাই; যদি এইরূপ বল, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, এই শ্রুতি বৈশ্বানর উপাধিতে পরমেশ্বরকেই দৃষ্টি করিবার উপদেশ দিয়াছেন; বিশেষতঃ বৈশ্বানরশব্দে পরমেশ্বর না বুঝাইয়া জাঠরাগ্নি বুঝাইলে "স্বর্গ ইহার শির" ইত্যাদি যে সকল বাক্য ঐ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, তাহা অসম্ভব হয়; এবঞ্চ ঐ বৈশ্বানরকে পুরুষ বলিয়া শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—"স এষোঽগ্নির্বৈশ্বানরো যৎ পুরুষঃ, স যো হৈতমেবমগ্নিং বৈশ্বানরং পুরুষং পুরুষবিধং পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ" ইতি। অতএব উক্তস্থলে বৈশ্বানরশব্দ পরমাত্মবাচক।

১ম অঃ ২য় পাঃ ২৮শ সূত্র। অত এব ন দেবতা ভূতং চ ॥

ভাষ্য। উক্তহেতুভ্য এব দেবতা ভূতং চ ন গৃহ্যতে বৈশ্বানরশব্দেন।

ভাষ্যানুবাদ:—পূর্ব্বোক্ত কারণে বৈশ্বানরকে অগ্নিনামক দেবতা অথবা অগ্নিনামক ভূতও বলা যাইতে পারে না।

১ম অঃ ২য় পাঃ ২৯ সূত্র। সাক্ষাদপ্যবিরোধঃ জৈমিনিঃ ॥

ভাষ্য। বিশ্বশ্চাসৌ নরশ্চ সর্ব্বাত্মা ভগবান্ বৈশ্বানর ইতি সাক্ষাদুপাস্য ইত্যবিরোধং জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে।

ভাষ্যানুবাদ:—বিশ্বশ্চাসৌ নরশ্চ এইরূপ ব্যুৎপত্তি দ্বারা সর্ব্বাত্মা ভগবান্ই বৈশ্বানরশব্দের বাচ্য এবং তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে (জাঠরাগ্নিসম্বন্ধ ব্যতিরেকে)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপাস্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন বলিলেই দৃষ্টতঃও কোন বাক্য-বিরোধ হয় না, ইহা জৈমিনি মুনি বলেন।

১ম অঃ ২য় পাঃ ৩০শ সূত্র। অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ ॥

ভাষ্য। উপাসকানামনন্যানামনুগ্রহায়ানন্তোঽপি পরমাত্মা তত্তদনুরূপতয়া অভিব্যজ্যতে ইতি প্রাদেশমাত্রত্বমুপপদ্যতে ইত্যেবমভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যো মুনির্ম্মন্যতে।

ভাষ্যানুবাদ :—আশ্মরথ্য মুনি বলেন, অনন্যমতি উপাসকদিগের প্রতি অনুগ্রহের নিমিত্ত পরমাত্মা অনন্ত হইলেও বিশেষ বিশেষ রূপে প্রকাশিত হয়েন ; অতএব প্রাদেশমাত্র হৃদয়ে তিনি প্রাদেশমাত্ররূপে প্রকাশিত হয়েন। এই কারণে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে কোন দৃষ্টিবিরোধ নাই।

১ম অঃ ২য় পাঃ ৩১শ সূত্র। অনুস্মৃতের্ব্বাদরিঃ ॥

ভাষ্য। মূর্দ্ধাদিপাদান্তদেহকল্পনমনুস্মৃতেরনুস্মরণার্থমিতি বাদরিরাচার্য্যো মন্যতে।

ভষ্যানুবাদ : -বাদরি মুনি বলেন, অনুস্মৃতি অর্থাৎ ধ্যানের নিমিত্ত পরমেশ্বরকে কখন প্রাদেশপরিমাণ, কখনও শিরশ্চরণাদি অবয়ববিশিষ্টরূপে শ্রুতি আদেশ করিয়াছেন।

১ম অঃ ২য় পাঃ ৩২শ সূত্র। সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথাহি দর্শয়তি ॥

ভাষ্য। বৈশ্বানরোপাসকেন ক্রিয়মাণায়া বৈশ্বানরবিদ্যাঙ্গভূত-প্রাণাহুতেরগ্নিহোত্রত্বসম্পত্ত্যর্থং তেষামুরআদীনাং বেদ্যাদিত্বকল্পনমিতি জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে, "তথৈবাথ য এতদেবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতী"-ত্যাদিশ্রুতির্দর্শয়তি।

ভাষ্যানুবাদ :—বৈশ্বানর উপাসনার অঙ্গীভূত প্রাণাহুতির অগ্নিহোত্রত্ব সম্পাদানার্থ প্রতি তদুপাসকদিগের পক্ষে উরঃপ্রভৃতি অঙ্গকে উপাস্য বৈশ্বানর আত্মার সম্বন্ধে আপনাতে ধ্যান করিতে শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন. ইহা আচার্য্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জৈমিনি অভিমত করেন। "যে বিদ্বান পুরুষ এইরূপ অগ্নিহোত্র যাগ করেন" ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন।

১ম অঃ ২য় পাঃ ৩৩শ সূত্র। আমনন্তি চৈনমস্মিন্ ॥

ভাষ্য। দ্যুমূর্দ্ধাদিমন্তং বৈশ্বানরমস্মিন্নুপাসকদেহে পুরুষবিধমামনন্তি চ।

ভাষ্যানুবাদ :– (এইক্ষণে শ্রীভগবান্ বেদব্যাস পূর্ব্বোক্ত মতসকল অনুমোদন করিয়া বলিতেছেন :—) শ্রুতি স্বয়ং "স যো হৈতমেবমগ্নিং বৈশ্বানরং পুরুষবিধং পুরুষে অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ"ইত্যাদি বাক্যে এই দ্যমূর্দ্ধাদিবিশিষ্ট বৈশ্বানরকে উপাসকের অন্তঃপ্রবিষ্টরূপে ধ্যান করিবার উপদেশ করিয়াছেন ; অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, বৈশ্বানরশ্রুতি পরব্রহ্মবোধক।

ইতি প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদঃ সমাপ্তঃ ॥

প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয় পাদঃ।

১ম অঃ ৩য় পাঃ ১ম সূত্র। দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ ॥

ভাষ্য। "যস্মিন্ দ্যৌ"-রিতিদ্যুভ্বাদ্যায়তনং ব্রহ্ম স্বশব্দাদ্ব্রহ্মবাচকা-দাত্মশব্দাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—"মুণ্ডকোপনিষদের দ্বিতীয় মুণ্ডকে যিনি স্বর্গ-পৃথিবী-আদি আয়তনবিশিষ্ট বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, তিনি ব্রহ্ম ; কারণ ব্রহ্মবাচক আত্মশব্দ ঐ শ্রুতি তাঁহার সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়াছেন।

১ম অঃ ৩য় পাঃ ২য় সূত্র। মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ ॥

ভাষ্য। দ্যুভ্বাদ্যায়তনং ব্রহ্মৈব, কুতস্তদায়তনস্যৈব "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণ" মিত্যাদিমুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—মুক্তপুরুষেরাও ইঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন, এইরূপ উপদেশ উক্ত শ্রুতিতে থাকাতে পূর্ব্বোক্ত স্বর্গ-পৃথিব্যাদি আয়তনবিশিষ্ট পুরুষ ব্রহ্ম।

১ম অঃ ৩য় পাঃ ৩য় সূত্র। নানুমানমতচ্ছব্দাৎ ॥

ভাষ্য। নানুমানগম্যং প্রধানং তদায়তনং, তদ্বোধকশব্দাভাবাৎ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্যানুবাদ :—সাংখ্যস্মৃতির উল্লিখিত অনুমানগম্য প্রধান উক্ত স্বর্গপৃথিব্যাদি আয়তনবিশিষ্ট পদার্থ নহে ; কারণ তদ্বোধক শব্দ উক্ত শ্রুতিতে নাই।

১ম অঃ ৩য় পাঃ ৪র্থ সূত্র। প্রাণভৃচ্চ ॥

ভাষ্য। ন প্রাণভৃদপি দ্যুভ্বাদ্যায়তনং, কুতোঽতচ্ছব্দাদেব।

ভাষ্যানুবাদ :—প্রাণভৃৎ—জীবও পূর্ব্বোক্ত স্বর্গ-পৃথিব্যাদি আয়তনবিশিষ্ট পদার্থ নহে ; কারণ তদ্বোধক শব্দ উক্ত শ্রুতিতে নাই।

১ম অঃ ৩য় পাঃ ৫ম সূত্র। ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥

ভাষ্য। কিঞ্চ জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ভাবে ভেদব্যপদেশাদপি দ্যুভ্বাদ্যায়তনং ন প্রাণভৃৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—পূর্ব্বোক্ত স্বর্গপৃথিব্যাদি আয়তনবিশিষ্ট আত্মাকে জ্ঞেয় এবং জীবকে জ্ঞাতা বলিয়া শ্রুতিতে উভয়ের ভেদ প্রদর্শিত হওয়াতেও, জীব উক্ত আত্মা নহে।

১ম অঃ ৩য় পাঃ ৬ষ্ঠ সূত্র। প্রকরণাৎ ॥

ভাষ্য। পরমাত্মপ্রকরণান্ন দ্যুভ্বাদ্যায়তনত্বেন জীব পরিগ্রহঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—যে প্রকরণে পূর্ব্বোক্ত স্বর্গপৃথিব্যাদি আয়তনবিশিষ্ট আত্মার উল্লেখ হইয়াছে, সেই প্রকরণও পরমাত্মবিষয়ক। সুতরাং উক্ত বাক্যের প্রতিপাদ্য জীবাত্মা নহেন।

১ম অঃ ৩য় পাঃ ৭ম সূত্র। স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ ॥

ভাষ্য। দ্বা সুপর্ণেত্যাদিমন্ত্রে পরমাত্মনোঽভোক্তৃত্বেন স্থিতের্জীবস্যাঽদনাচ্চ ন জীবত্মা দ্যুভ্বাদ্যায়তনম্।

ভাষ্যানুবাদ :—পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে "দ্বা সুপর্ণা" ইত্যাদি মন্ত্রে পরমাত্মার অভোক্তৃত্বভাবে (কেবল দর্শকরূপে) স্থিতি এবং জীবাত্মার ফল-ভোক্তৃত্বের উল্লেখ-দ্বারা উভয়ের ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্দ্বারাও সিদ্ধান্ত হয় যে, পূর্ব্বকথিত স্বর্গপৃথিব্যাদি আয়তনবিশিষ্ট আত্মা জীবাত্মা নহেন—পরমাত্মা।

১ম অঃ ৩য় পাঃ ৮ম সূত্র। ভূমা সম্প্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্য। পরমাচার্য্যৈঃ শ্রীকুমারৈরস্মদ্‌গুরবে শ্রীমন্নারদায়োপদিষ্টৌ "ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য" ইত্যত্র ভূমা প্রাণো ন ভবতি কিন্তু শ্রীপুরুষোত্তমঃ, কুতঃ ? "প্রাণাদুপরি ভূম্ন উপদেশাৎ"।

ভাষ্যানুবাদ :—পরমাচার্য্য শ্রীসনৎকুমারাদি ঋষি আমার গুরুদেব শ্রীমন্নারদ ঋষিকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন বলিয়া, ছান্দোগ্যোপনিষদে (৭ম ২৩খ) উল্লিখিত আছে, যথা, "ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য" (যাহা ভূমা (মহৎ) তাহা তুমি জ্ঞাত হও); এই স্থলে ভূমা শব্দের বাচ্য প্রাণ নহে। কিন্তু এই ভূমা শব্দের বাচ্য শ্রীপুরুষোত্তম ; কারণ, ঐ শ্রুতি প্রাণের উপরে (প্রাণ হইতে অতীতরূপে) এই ভূমার স্থিতি উপদেশ করিয়াছেন।

১ম অঃ ৩য় পাঃ ৯ম সূত্র। ধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥

ভাষ্য। নিরতিশয়সুখরূপত্বামৃতত্বস্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতত্বাদীনাং পরমাত্মন্যেবোপপত্তেশ্চ ভূমা পরমাত্মৈব।

ভাষ্যানুবাদ :—নিরতিশয় সুখরূপত্ব, অমৃতত্ব, স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিতত্ব ইত্যাদি ধর্ম্ম উক্ত ভূমা সম্বন্ধে ঐ শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে, তৎসমস্ত ধর্ম্ম পরমাত্মাতেই উপপন্ন হয় ; অতএব পরমাত্মাই ভূমা পদবাচ্য।

১ম অঃ ৩য় পাঃ ১০ম সূত্র। অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ ॥

ভাষ্য। অক্ষরং ব্রহ্ম কুতঃ কালত্রয়বর্ত্তিকার্য্যাধারতয়া নির্দ্দিষ্টস্যাকাশস্য ধারণাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—বৃহদারণ্যকোক্ত "অক্ষর" শব্দের বাচ্য ব্রহ্ম ; কারণ, ত্রিকালে প্রকাশিত পৃথিব্যাদির আধার যে আকাশ, তাহারও ধারণকর্ত্তা বলিয়া উক্ত শ্রুতি সেই অক্ষরকে বর্ণনা করিয়াছেন ; এই সকল ধর্ম্ম ব্রহ্ম ভিন্ন কাহাতেও উপপন্ন হয়না।

১ম অঃ ৩য় পাঃ ১১শ সূত্র। সা চ প্রশাসনাৎ ॥

ভাষ্য। সা চ ধৃতিঃ পুরুষোত্তমস্যৈব, কুতঃ "এতস্যৈবাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত" ইত্যাজ্ঞাপয়িতৃত্বশ্রবণাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—সেই পৃথিব্যাদি আকাশ পর্য্যন্ত ধৃতি পরমাত্মারই ; কারণ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উক্ত শ্রুতি বলিয়াছেন যে, ইহার প্রকৃষ্ট শাসনপ্রভাবে সূর্য্য ও চন্দ্র বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে। (এতস্যৈবাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ") এইরূপ "প্রশাসনের" উল্লেখ থাকায় "অক্ষর" শব্দ পরমাত্মবোধক।

১ম অঃ ৩য় পাঃ ১২শ সূত্র। অন্যভাবব্যাবৃত্তেশ্চ ॥

ভাষ্য। অত্র প্রধানস্য জীবস্য বাঽক্ষরশব্দেন গ্রহণং নাস্তি পরমেবাক্ষরশব্দার্থঃ, কুতঃ? "তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্টৃ অশ্রুতং শ্রোতৃ অমতং মন্তৃ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ" ইত্যন্যভাবব্যাবৃত্তেঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—উক্ত স্থলে প্রধান বা জীব, অক্ষরশব্দের বাচ্য নহে; পরব্রহ্মই সেই অক্ষরশব্দের প্রতিপাদ্য; কারণ হে গার্গি! সেই অক্ষর অদৃষ্ট হইয়াও দ্রষ্টা, অশ্রুত হইয়াও শ্রোতা, তিনি অচিন্ত্য হইয়াও মননকর্ত্তা, অবিজ্ঞাত হইয়াও স্বয়ং বিজ্ঞাতা ইত্যাদি শ্রুতি সেই অক্ষরের যেরূপে বর্ণনা করিয়াছেন তদ্দ্বারা সেই অক্ষরের ব্রহ্মভিন্নত্ব নিবারিত হইয়াছে।

১ম অঃ ৩য় পাঃ ১৩শ সূত্র। ঈক্ষতিকর্ম্মব্যপদেশাৎ সঃ ॥

ভাষ্য। পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে ইতীক্ষতেঃ কর্ম্ম ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতো ব্রহ্মলোকস্থো ব্রহ্মা ন ভবতি, কিন্তু স এব প্রকৃতঃ স্বাসাধারণাপ্রাকৃত-ব্রহ্মলোকেশঃ যঃ; স পরমাত্মেক্ষিতিকর্ম্ম; কুতঃ? "যত্তচ্ছান্তমি-ত্যাদিনা তদ্ধর্মাণাং ব্যপদেশাৎ"।

ভাষ্যানুবাদ :—"পুরিশয়" ইত্যাদিবাক্যে যে পুরুষকে ইক্ষণের কর্ম্ম বলা হইয়াছে, তিনি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত ব্রহ্মলোকস্থ ব্রহ্মা নহেন; কিন্তু পরব্রহ্ম; যিনি অপ্রাকৃত ব্রহ্মলোকাধীশ; কারণ "যত্তচ্ছন্তি" মিত্যাদি বাক্যে পরব্রহ্মেরই ধর্ম্মসকল তাঁহার সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।

১ম অঃ ৩য় পাঃ ১৪শ সূত্র। দহর উত্তরেভ্যঃ ॥

ভাষ্য। "অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্ন-ন্তরাকাশ" ইতি শ্রুত্যা প্রোক্তো দহরাকাশঃ পরমাত্মা ভবিতুমর্হতি, কুতঃ উত্তরেভ্যো "যাবান্ বাঽয়মাকাশস্তাবানসৌ অন্তর্হৃদয় আকাশঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উভেঽস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজর" ইত্যাদিভির্লক্ষ্যমাণা যে পরমাত্মাসাধারণধর্ম্মাস্তেভ্যো হেতুভূতেভ্যঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—ছান্দোগ্যোপনিষদের (৮ম অঃ) "অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ" (এই ব্রহ্মপুরে দেহে যে দহর (ক্ষুদ্রগর্ত্ত) সদৃশ পদ্মাকার গৃহ আছে, এই দেহমধ্যস্থ সেই দহরাকাশ) এই বাক্যোক্ত দহরাকাশশব্দের বাচ্য পরমাত্মা ; তাহা জীব অথবা ভুতাকাশ নহে ; কারণ উক্ত প্রস্তাবের শেষভাগে উক্ত আছে, "যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানসৌ অন্তর্হৃদয় আকাশঃ, উভেঽস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে, এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরঃ" ইত্যাদি (এই বাহ্যাকাশ যৎপরিমিত অর্থাৎ যেরূপ সর্ব্বব্যাপী, এই হৃদয়স্থ আকাশও তৎপরিমিত। পৃথিবী ও স্বর্গ এই উভয় ইহারই অন্তরে অবস্থিত। এই আত্মা অপাপবিদ্ধ, নির্ম্মল, বিজর), এই সকল পরমাত্মার ধর্ম্ম ; সুতরাং উক্ত দহরাকাশশব্দের বাচ্য পরমাত্মা।

১ম অঃ ৩য় পাঃ ১৫শ সূত্র। গতিশব্দাভ্যাং তথা হি দৃষ্টং লিঙ্গঞ্চ ॥

ভাষ্য। "সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্তী"-তি গতিঃ। "ব্রহ্মলোকমিতি শব্দস্তাভ্যাং দহরঃ পর ইতি নিশ্চীয়তে"। "সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতী" তি প্রত্যহং গমনং শ্রুত্যন্তরে তথৈব দৃষ্টম্ ; কর্ম্মধারয়সমাস-পরিগ্রহে ব্রহ্মৈব লিঙ্গং শব্দসামর্থ্যঞ্চ।

ভাষ্যানুবাদ :—ছান্দোগ্যোপনিষদুক্ত (৮ অঃ ৩খ) দহরাকাশবাক্যে এইরূপ উক্তি আছে :—"এই সকল প্রজা প্রতিদিনই এই (দহরাকাশরূপ) ব্রহ্মলোকে (সুষুপ্তিকালে) গমন করিয়া থাকে ; অথচ তাহারা তাহা জানেনা। এই গতি, ও "ব্রহ্মলোক" শব্দ দ্বারা শ্রুতি জানাইয়াছেন যে, পরমাত্মাই দহরাকাশশব্দের বাচ্য অর্থাৎ জীব প্রত্যহ সুষুপ্তিকালে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়, এইরূপ বলাতে এবং "ব্রহ্মলোক" এই শব্দ ব্যবহার করাতে, দহরাকাশব্দের বাচ্য পরমাত্মা। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে অন্যত্রও এইরূপ সুষুপ্তিকালে জীবের ব্রহ্মের অবস্থানের বিষয়ের উল্লেখ আছে দৃষ্ট হয়। যথা :—"হে সৌম্য ! তৎকালে (সুষুপ্তিকালে) জীব ব্রহ্মে সম্পন্ন হয়" ইত্যাদি। শ্রুতিতে পরমাত্মা অর্থে ব্রহ্মলোকশব্দেরও ব্যবহার আছে। যথা "এষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাট্"। অতএব ব্রহ্মেতেই প্রজা অহরহঃ সুষুপ্তিকালে গমন করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্ম এব লোকঃ এই অর্থে সমানাধিকরণ কর্ম্মধারয়সমাস করিয়া "ব্রহ্মলোক" "শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, এবং পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে যে "এতং" শব্দ আছে, তাহা দহরাকাশ অর্থবোধক। সুতরাং "ব্রহ্মলোক" শব্দ ও তাহার সমাসগত অর্থ এতদুভয় দহরাকাশের ব্রহ্মবোধকত্ববিষয়ে প্রমাণ।

১ম অঃ ৩য় পাঃ ১৬শ সূত্র। ধৃতেশ্চ মহিম্নোঽস্যাস্মিন্নুপলব্ধেঃ ॥

ভাষ্য। "স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানাং" বিধারকত্বং দহরস্য পরমাত্মত্বে সঙ্গচ্ছতে অস্য চ মহিম্নো ধৃত্যাখ্যেঽস্মিন্ পরমাত্মন্যেব "এতস্য বাঽক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" ইতি শ্রুত্যন্তরে উপলব্ধেঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—উক্ত শ্রুতিতে (৮অঃ ৪খ) উল্লেখ আছে "স সেতুর্ব্বিধৃতি-রেষাং লোকানাম্" ইত্যাদি (ইনি লোকসকলের বিধারক সেতুস্বরূপ) এই বিধারকত্ব দহরাকাশের পরব্রহ্মবাচকতা প্রতিপন্ন করে। ইঁহার ধৃতিরূপ মহিমার উপলব্ধি পরমেশ্বরেই হয়, ইহা অপরাপর শ্রুতিতেও উল্লেখ আছে, যথা :—বৃহদা-রণ্যকে "এতস্য বাঽক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ' ইত্যাদি।

১ম অঃ ৩য় পাঃ ১৭শ সূত্র। প্রসিদ্ধেশ্চ ॥

ভাষ্য। আকাশো হ বৈ নামরূপয়োর্নির্বহিতা ; সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে" ইতি পরমাত্মন্যপ্যাকাশশব্দ-প্রসিদ্ধেশ্চ দহ্‌রাকাশঃ পরমাত্মৈব।

ভাষ্যানুবাদ :—শ্রুতিতে আকাশশব্দের পরমাত্মা অর্থে ব্যবহার প্রসিদ্ধই আছে ; তদ্ধেতুও দহরাকাশশব্দের বাচ্য পরমাত্মা। শ্রুতি যথা, আকাশোহবৈনামরূপয়ো-র্নির্বহিতা, "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভুতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত" (ছাঃ ১অঃ ৯খ) ইত্যাদি।

১ম অঃ ৩য় পাঃ ১৮শ সূত্র। ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেন্না সম্ভবাৎ ॥

ভাষ্য। "এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায়······"ইতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দহরবাক্যমধ্যে জীবস্যাপি পরামর্শাজ্জীবোঽস্তু দহর ইতি চেন্ন অপহত-পাপ্মত্বাদীনাং পূর্ব্বোক্তনাং জীবেঽসম্ভবাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—দহরবাক্যের শেষভাগে (৮ অঃ ৩য় খণ্ড) শ্রুতি এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন, – যথা, "এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপ-সম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে এষ আত্মেতি" (এই সুষুপ্তি অবস্থাপ্রাপ্ত জীব এই শরীর হইতে উঠিয়া পরজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া স্বীয়রূপে নিষ্পন্ন হয়েন, তিনি এই আত্মা) ; এই স্থলে জীবের উক্তি থাকায় জীবও দহরশব্দবাচ্য হইতে পারেন ; এইরূপ আপত্তি হইলে, তাহা সঙ্গত নহে ; কারণ ; তৎপূর্ব্বে অপহতপাপ্মত্বাদি যে সকল ধর্ম্ম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা জীবের পক্ষে সম্ভব নহে।

১ম অঃ ৩য় পাঃ ১৯শ সূত্র। উত্তরাচ্চেদাবির্ভূতস্বরূপস্তু ॥

ভাষ্য। উত্তরাজ্জীবপরাৎ প্রজাপতিবাক্যাজ্জীবেঽপ্যপহত-পাপ্মত্বাদিগুণাষ্টকমবগম্যতে ; অতঃ স এব দহরাকাশোঽস্থিতি চেদুচ্যতে, পূর্ব্বোক্তগুণযুক্তো নিত্যাবির্ভূতস্বরূপঃ পরমাত্মা দহর আবির্ভূতস্বরূপো জীবস্তু ন।

ভাষ্যানুবাদ :—প্রজাপতি যে শেষ উপদেশ ইন্দ্রকে দিয়াছিলেন, যথা "এষ সম্প্রসাদ" ইত্যাদি তাহাতে জীবেরও অপহতপাপ্মত্বাদি গুণ আবির্ভূত হওয়ার উল্লেখ থাকাতে, জীবই দহরপদবাচ্য হওয়া সঙ্গত ; এইরূপ আপত্তি হইলে তাহা সঙ্গত নহে ; কারণ, উক্ত ধর্ম্মসকল জীবের স্বাভাবিক নহে ; তাহা তাঁহার মুক্তাবস্থায় আবির্ভূত হয় ; জীবের যে পারমার্থিক পরব্রহ্মস্বরূপ তাহাই শ্রুতি ঐ স্থলে বুঝাইয়া দিয়াছেন। শ্রুতি এইস্থলে তাঁহার জীবরূপের উল্লেখ করেন নাই। পরমাত্মারই অপহতপাপ্মত্বাদি গুণ নিত্য ; অতএব তিনিই উক্ত স্থলে লক্ষিত হইয়াছেন।

১ অঃ ৩য় পাঃ ২০শ সূত্র। অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ ॥

ভাষ্য। জীবপরামর্শঃ পরমাত্মনো জীবস্বরূপাবির্ভাবহেতুত্বপ্রদর্শনার্থঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—উক্ত বাক্যে যে জীব উক্ত হইয়াছেন ইহা জীবের স্বরূ-পাবির্ভাবের মূলীভূত যে পরমাত্মা, তাহা প্রদর্শনের। ইহাই উক্ত বাক্যের অর্থ ; জীবত্ব প্রতিপাদন ঐ বাক্যের অভিপ্রায় নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১ অঃ ৩য় পাঃ ২১শ সূত্র। অল্পশ্রুতেরিতি চেত্তদুক্তম্ ॥

ভাষ্য। অল্পশ্রুতের্ণ বিভুরত্র গ্রাহ্য ইতি চেৎ, তৎসমাধানায় যদ্বক্তব্যং তদুক্তং পুরস্তাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :–দহর শব্দের অর্থ অল্প-সূক্ষ্ম, সুতরাং বিভু পরমাত্মা ইহার বাচ্য হইতে পারে না; এইরূপে আপত্তি হইলে, তাহার উত্তর পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। (১ম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের সপ্তম সূত্র দ্রষ্টব্য)।

১ম অঃ ৩য় পাঃ ২২শ সূত্র। অনুকৃতেস্তস্য চ ॥

ভাষ্য। তস্য নিত্যাবির্ভূতস্বরূপস্য "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্" ইত্যনুকৃতেশ্চানুকর্ত্তা জীবো নিত্যাবির্ভূতস্বরূপো দহরো ন ভবিতুমর্হতি।

ভাষ্যানুবাদ ঃ—"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্ (সেই স্বপ্রকাশ যিনি স্বতঃই প্রকাশ পাইতেছেন, যাঁহার পশ্চাৎ অপর সমস্ত প্রকাশিত হইয়াছে) ইত্যাদি মুণ্ডকশ্রুত্যুক্ত (মু ২ খঃ ৩) বাক্যে অপর সকল জীব পরমাত্মারই অনুসরণ করে, ইত্যাদি উপদিষ্ট হওয়াতে, জীব তাঁহার অনুসরণকর্ত্তামাত্র। অতএব জীব সেই নিত্যাবির্ভূতস্বরূপ দহর হইতে পারে না।

১ম অঃ ৩য় পাঃ ২৩শ সূত্র। অপি তু স্মর্য্যতে ॥

ভাষ্য। অপিচ "মম সাধর্ম্ম্যমাগতা" ইতি স্মর্য্যতে।

ভাষ্যানুবাদ :—স্মৃতিও এই তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন, যথা,—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা "বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ" "মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ" ইত্যাদি।

১ম অঃ ৩য় পাঃ ২৪শ সূত্র। শব্দাদেব প্রমিতঃ ॥

ভাষ্য। প্রমিতোঽঙ্গুষ্ঠপরিমাণকঃ পুরুষোত্তম এব "ঈশানো ভূত-ভব্যস্যে"-তিশব্দাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—কঠোপনিষদুক্ত অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ পরমাত্মা; (প্রমিতঃ অঙ্গুষ্ঠপরিমাণকঃ পুরুষঃ যঃ কঠোপনিষদি অভিহিতঃ স পরমাত্মৈব; শব্দাৎ ঈশানাদিশব্দাৎ) কারণ সেই শ্রুতি তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,- "ঈশানোভূত-ভব্যস্য" (তিনি ভূত ও ভবিষ্যতের ঈশান-নিয়ন্তা)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১ম অঃ ৩য় পাঃ ২৫ সূত্র। হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ ॥

ভাষ্য। উপাসকহৃদ্যঙ্কপেক্ষয়াঽঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বমুপপদ্যতে। ননু জন্তু-শরীরেষু হৃদয়স্যানিয়তপরিমাণত্বাত্তদপেক্ষয়াঽপি তথাত্বং কথমাত্রাহ মনুষ্যা-ধিকারত্বাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী হইলেও উপাসকের হৃদয়ে অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলা যায় ; কিন্তু ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে, প্রাণী ছোট বড় অনেক প্রকার আছে ; সুতরাং হৃদয়ের পরিমাণ অনিয়ত ; অতএব কেবল মনুষ্য-হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ বলিয়া শ্রুতি ব্যাখ্যা করিতেছেন, এইরূপ উক্তি সঙ্গত নহে। তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন —শাস্ত্রপাঠে মনুষ্যেরই অধিকার ; অতএব তদ্রূপ বলা হইয়াছে।

১ম অঃ ৩য় পাঃ ২৬ সূত্র। তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ ॥

ভাষ্য। তস্মিন্ ব্রহ্মোপাসনে মনুষ্যাণামুপরিষ্টাদপি যে দেবাদয়ো হি তেষামপ্যধিকারোঽস্তীতি ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে।

ভাষ্যানুবাদ :—বাদরায়ন (বেদব্যাস) বলেন যে, ব্রহ্মোপাসনাবিষয়ে মনুষ্যের উপরিস্থ দেবাদিরও অধিক্যার আছে।

১ম অঃ ৩য় পাঃ ২৭ সূত্র। বিরোধঃ কর্ম্মণীতি চেন্নানেকপ্রতি-পত্তের্দ্দর্শনাৎ ॥

ভাষ্য। শরীরং বিনা ব্রহ্মোপাসনানুপপত্ত্যা তেষামবশ্যং বিগ্রহবত্ত্ব-মভ্যুপগন্তব্যং, তথাত্বে তু কর্ম্মণি বিরোধ ইতি চেন্নায়ং দোষঃ, কুতঃ? একস্যাপ্যনেকেষাং দেহানাং যুগপৎ প্রতিপত্তের্দ্দর্শনাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—শরীর ধারণ বিনা ব্রহ্মোপসনা অসম্ভব ; অতএব দেবতাদিগের ব্রহ্মোপাসনায় অধিকার আছে বলিলে, তাঁহাদিগকেও অস্মদাদির ন্যায় শরীর-বিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ; কিন্তু দেবতাগণ শরীরী বলিয়া স্বীকার করিলে, যাগযজ্ঞাদি বেদবিহিত কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা থাকে না ; অসংখ্যলোকে বিভিন্ন স্থানে যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম একই কালে করিয়া থাকে ; দেবতারা দেহবিশিষ্ট হইলে বিভিন্ন স্থানে যুগপৎ কি প্রকারে উপস্থিত হইবেন? অতএব তাঁহদিগকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অস্মদাদিবৎ দেহধারী স্বীকার করিলে, যাগাদি কর্ম্মের সিদ্ধতা বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হয়; কারণ এক যজ্ঞস্থানে তাঁহাদের বর্ত্তমানতা হইলে, অপর স্থানে তাঁহাদের অবর্ত্তমানতা হেতু, যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম নিষ্ফল হইয়া পড়ে। এইরূপ আপত্তি হইলে, তাহা সঙ্গত নহে; কারণ শ্রুতি একেরই যুগপৎ অনেকদেহধারণের উল্লেখ করিয়াছেন।

১ম অ। ৩য় পা। ২৮ সূত্র। শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ॥

ভাষ্য। দেবাদীনাং বিগ্রহবত্ত্বস্বীকারে তদ্বাচিনি বৈদিকে শব্দে বিরোধঃ স্যাৎ অর্থোৎপত্তেঃ প্রাগ্বিনাশানন্তরং চ নিরর্থকত্বাপত্তেরিতি চেন্নায়ং বিরোধঃ। অতঃ শব্দাদেব নিত্যাকৃতিবাচকাৎ প্রজাপতিবুদ্ধ্যুদ্বোধকাদর্থস্য প্রভাবৎ "বেদেন নামরূপে ব্যাকরোৎ" "অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা। আদৌ বেদময়ী বিদ্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যাম্।

ভাষ্যানুবাদ:—(দেবতার শরীর থাকা স্বীকার করিলে তাহা যজ্ঞবিরোধী না হইলেও) দেবতাদিগের বিগ্রহবত্ত্বাস্বীকারে তাঁহাদের অনিত্যতা স্বীকার্য্য হয়; কারণ দেহধারী সকলই উৎপত্তি ও ধ্বংসশীল। পরন্তু বৈদিক শব্দের নিত্যত্ব প্রতিপন্ন আছে, এবং সেই শব্দের তদর্থের (তত্তৎপ্রতিপাদ্য দেবতার) সহিত সম্বন্ধেরও নিত্যতা প্রতিপন্ন আছে; কিন্তু দেবতার অনিত্যত্ব স্বীকৃত হইলে, বৈদিকশব্দের অর্থের সহিত সম্বন্ধও অনিত্য হইয়া পড়ে, অর্থভূত দেবতাদিগের উৎপত্তির পূর্ব্বে এবং তাঁহাদের বিনাশের পর বৈদিকশব্দের অর্থ সম্বন্ধ থাকে না; সুতরাং বৈদিকশব্দ সকলও অর্থশূন্য হয়। এই বিরোধ অনিবার্য্য, সুতরাং দেবতার শরীর থাকা স্বীকার করা যায় না। এইরূপ আপত্তি হইলে, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, শ্রুতি শব্দ হইতে দেবতার উৎপত্তির উল্লেখ করিয়াছেন; শব্দসকল নিত্য আকৃতিবাচক। প্রজাপতি সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে শব্দসকল স্মরণ করাতে, তদ্দ্বারা তাঁহার বুদ্ধি প্রবুদ্ধ হলে, তিনি দেবতা সকল সৃষ্টি করেন। অতএব বৈদিক শব্দের স্মরণপূর্ব্বক যখন দেবতার সৃষ্টির উক্তি আছে, তখন দেবতাদের অনিত্যতা স্বীকারে কোন শব্দ-বিরোধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয় না। শব্দসকলও প্রথম অপ্রকাশ থাকে; যখন শব্দসকল প্রকাশ হয়, তখন দেবতাও প্রকাশ হন; এইরূপ প্রকাশ ও অপ্রকাশ-ভাব বাচ্য ও বাচক উভয়েরই আছে। শব্দ প্রকাশিত হইলেই যখন দেবমূর্ত্তি প্রকাশিত হয়, তখন দেব-মূর্ত্তির আবির্ভাব ও তিরোভাব (উৎপত্তি ও লয়) স্বীকার করাতে শব্দেরও তদর্থগত দেবতার সম্বন্ধের নিত্যত্বের ব্যাঘাত হয় না। শ্রুতি ও স্মৃতি উভয় দ্বারাই বৈদিক শব্দ হইতে দেবতাদিগের সৃষ্টি প্রমাণিত হয়। শ্রুতি যথা:— বেদেন নামরূপে ব্যাকরোৎ"। "স্মৃতি যথা:—অনাদিনিধনা" ইত্যাদি।

১ম অঃ ২য় পাঃ ২৯শ সূত্র। অতএব নিত্যত্বম্॥

ভাষ্য। প্রজাপতেঃ সৃষ্টিঃ শব্দপূর্ব্বিকাঽতো হেতোর্ব্বেদস্য নিত্যত্বম্।

ভাষ্যানুবাদ:—প্রজাপতির সৃষ্টিও শব্দপূর্ব্বিকা, সুতরাং বেদ নিত্য।

১ম অঃ ৩য় পাঃ ৩০শ সূত্র। সমাননামরূপত্বাচ্চবৃত্তাবপ্যবিরোধো দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ॥

ভাষ্য। এবং প্রাকৃতসৃষ্টিসংহারাত্মিকায়ামাবৃত্তাবপি ন বিরোধঃ; কল্পাদৌ সৃজ্যমানস্য কল্পান্তরাতীতেন পদার্থেন তুল্যনামরূপাদিমত্ত্বাৎ; "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়"-দিতি দর্শনাৎ, "যথাত্তাবৃতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে, দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথা ভাবা যুগাদিষু" ইতি স্মৃতেঃ।

ভাষ্যানুবাদ:—সৃষ্টির পর লয়, লয়ের পর সৃষ্টি, এইরূপ সৃষ্টি ও লয় সর্ব্বদাই আবর্ত্তিত হইতেছে সত্য, কিন্তু তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে কোন দোষ হয়না; কারণ এক কল্পের সৃষ্টি তৎপূর্ব্বকল্পের সৃষ্টির অনুরূপ, নামরূপাদি সমানই থাকে। অতএব শব্দের নিত্যতা সিদ্ধান্তের সহিত কোন বিরোধ নাই। পূর্ব্ববৎ যে সৃষ্টি হয়, তাহা 'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" এবং "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য প্রমাণিত হয়; এবং "যথার্ত্তাবৃতুলিঙ্গানি" ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যেও তাহা সিদ্ধান্ত হয়।

১ম অঃ ৩য় পাঃ ৩১ সূত্র। মধ্বাদিষ্বসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্য। উপাস্যস্যোপাসকত্বাসম্ভবাৎ মধ্বাদিষু বিদ্যাসু সূর্য্যাদীনামনধিকার ইতি জৈমিনির্মন্যতে।

ভাষ্যানুবাদ :—ছান্দোগ্য উপনিষদুক্ত মধুবিদ্যা প্রভৃতিতে সূর্য্যাদিদেবতা উপাস্য হওয়াতে তাঁহাদের পুনরায় ঐ বিদ্যার উপাসক হওয়া অসম্ভব; তদ্ধেতু উক্ত বিদ্যায় তাঁহাদের অধিকার নাই, জৈমিনি এইরূপ বলেন।

১ম অঃ ৩য় পাঃ ৩২শ সূত্র। জ্যোতিষি ভাবাচ্চ ॥

ভাষ্য। জ্যোতিষি ব্রহ্মণি তেষামুপাসকত্বেন ভাবাচ্চ মধ্বাদিষ্বনধিকার ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। ("তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—দেবতাগণ স্বপ্রকাশ (জ্যোতীরূপ) ব্রহ্মেরই উপাসনা করেন; সুতরাং মধ্বাদিবিদ্যাবিষয়ে (যাহার ফলে বসুত্বাদিপ্রাপ্তির উল্লেখ আছে এবং যাহাতে সূর্য্যাদি বেবতা উপাস্যরূপে উক্ত হইয়াছেন, তাঁহাতে) সূর্য্যাদিদেবতার অধিকার নাই; এই পূর্ব্বপক্ষ।

১ম অঃ ৩য় পাঃ ৩৩শ সূত্র। ভাবং তু বাদরায়ণোঽস্তি হি ॥

ভাষ্য। "তত্র সিদ্ধান্তমাহ, মধ্বাদিষ্বপি সূর্য্যবস্বাদীনামধিকারসদ্ভাবং বাদরায়ণো মন্যতে। হি যতস্তেষাং স্বান্তর্য্যামিব্রহ্মোপাসনেন কল্পান্তেঽপি স্বাধিকারপ্রাপ্তিপূর্ব্বকব্রহ্মলিপ্সাসম্ভবোঽস্তি।"

ভাষ্যানুবাদ : তদ্বিষয়ে সিদ্ধান্ত বলিতেছেন :— সূর্য্য-বসুপ্রভৃতি দেবতাদিগের মধ্বাদিবিদ্যাতেও অধিকার আছে, এইরূপ বাদরায়ণ সিদ্ধান্ত করেন। কারণ, স্বীয় অন্তর্য্যামি-পরমাত্মার উপাসনাদ্বারা কল্পান্তেও স্বীয় অধিকার প্রাপ্তিপূর্ব্বক, পূর্ব্ব-সংস্কারবশতঃ তদ্রূপ ব্রহ্মোপাসনাবিষয়ে তাহাদের লিপ্সা উপজাত হয়।

১ম অঃ ৩য় পাঃ ৩৪ সূত্র। শুগস্য তদনাদরশ্রবণাত্তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে হি ॥

ভাষ্য। ছান্দোগ্যে মুমুক্ষৌ গুরুপ্রযুক্তং শূদ্রপদমালোচ্য শূদ্রোঽপি ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিক্রিয়তে, ইতি নাশঙ্কনীয়মস্য মুমুক্ষোর্জানশ্রুতের্হংস-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রযুক্তানাদরবাক্যশ্রবণাৎ। তদৈব গুরুং প্রত্যাদ্রবণাৎ শুক্ সঞ্জাতা ইতি শূদ্রেতি সম্বোধনেন সূচ্যতে।

ভাষ্যানুবাদ :—(ছান্দোগ্যোপনিষদে সম্বর্গবিদ্যাকথনে চতুর্থ প্রপাঠকের প্রথম খণ্ডে এইরূপ উক্তি আছে যে, জানশ্রুতির প্রপৌত্র অতিশয় ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন ; তিনি নিত্য বহু অতিথি সৎকার করিতেন ; তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহার কল্যাণ কামনায়, ঋষিগণ হংসরূপে একদিন রাত্রিতে তাঁহার বাটীতে আগমন করিলেন ; তন্মধ্যে একটি হংস প্রথমে তাঁহার প্রশংসাসূচক বাক্য বলিলেন ; তৎশ্রবণে অপর একটি হংস তাঁহার নিন্দা করিয়া বলিলেন "শকটবিশিষ্ট রৈক্কঋষির ন্যায় ইঁহাকে এইরূপ প্রশংসা করিতেছ কেন ? ইনি কোনপ্রকারে শ্রেষ্ঠ নহেন।" এই সকল কথা শুনিয়া রাজা অতিশয় শোকসন্তপ্ত হইলেন ; রাত্রিপ্রভাতে লোক পাঠাইয়া নানাস্থান অনুসন্ধান করাইয়া এক শকটের অধোভাগে স্থিত রৈক্কঋষির সন্ধান পাইয়া, তাঁহার নিকট গমন করিলেন, এবং ছয়শত গো, কণ্ঠহার, রথ ইত্যাদি তাহার সমক্ষে উপস্থিত করিয়া তৎসমস্ত ঋষিকে গ্রহণ করিতে প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, "ঋষে ! আপনি যে বিদ্যার উপাসনা করেন, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাহা উপদেশ করুন"। হংসবাক্যে রাজা অতিশয় শোকপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার নিকট গিয়াছিলেন জানিয়া, ঋষি তাঁহাকে প্রথমতঃ প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন—"হে শূদ্র ! এই সকল বস্তু তোমারই থাকুক" ; তখন রাজা স্বীয় কন্যা গ্রাম ইত্যাদি তাঁহাকে অর্পণ করিলে, তাঁহার ঔৎসুক্য দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া ঋষি তাঁহাকে বিদ্যা অর্পণ করেন। এই আখ্যায়িকাতে ঋষি রাজাকে "শূদ্র" শব্দ দ্বারা সম্বোধন করিয়াছিলেন ; তদুপরি নির্ভর করিয়া এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, শূদ্রদিগেরও উপনিষদুক্ত ব্রহ্মোপাসনায় অধিকার আছে। এইরূপ আপত্তির উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—শূদ্রজাতীয় লোকের বেদোক্ত ব্রহ্মোপাসনায় অধিকার নাই ; কারণ, "শূদ্র" শব্দের অর্থ সেই স্থলে শূদ্রজাতীয় লোক নহে, ("শোচতীতি শূদ্রঃ। "শুচের্দশ্চ" ইতি রক্ প্রত্যয়ে ধাতশ্চো দীর্ঘে চকারস্য দকারঃ") শূদ্রশব্দের অর্থ, শোকপ্রাপ্ত। ইহাই সূত্রে বলিতেছেন, যথা,—হংসের অনাদর বাক্য শ্রবণহেতু জানশ্রুতির প্রপৌত্রের অতিশয় শোক হইয়াছিল ; এই শোকসন্তপ্তহৃদয়ে তিনি ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি রৈক্কের নিকট গমন করাতে, সেই রাজা যে শোকার্ত্ত হওয়াতেই তাঁহার নিকট গিয়াছিলেন, তাহা যোগবলে ঋষি অবগত হইয়াছিলেন ; অতএব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকে "শূদ্র" অর্থাৎ শোকার্ত্ত বলিয়া তিনি সম্বোধন করিয়াছিলেন। অতএব এই শ্রুতিবাক্য শূদ্রজাতীয় লোকের বেদোক্ত ব্রহ্মোপসনায় অধিকার জ্ঞাপন করে না।

১ম অঃ ৩য় পাঃ ৩৫ সূত্র। ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চোত্তরত্র চৈতরথেন লিঙ্গাৎ ॥

ভাষ্য। "অথ হ শৌনকং চ কাপেয়মভিপ্রতারিণং চ কাক্ষিসেণিং পরিবিষ্যমাণৌ ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে" ইত্যত্র চৈত্ররথেনাভিপ্রতারিণা ক্ষত্রিয়েণ সহ সমভিহাররূপলিঙ্গাজ্জানশ্রুতেঃ ক্ষত্রিয়ত্বস্যাবগতের্ন জানশ্রুতি শূদ্রঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—ঐ আখ্যায়িকার শেষভাগে একত্র ভোজনপ্রসঙ্গে চিত্ররথ-বংশীয় ক্ষত্রিয়জাতীয় অভিপ্রতারিনামক ব্যক্তির সমভিব্যাহারে জানশ্রুতির উল্লেখ থাকায়, তদ্দ্বারা জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্ব অবগত হওয়া যায়; অতএব তিনি শূদ্রজাতীয় নহেন; শ্রুতি যথা :—"অথ হ" ইত্যাদি (পাচক কপিগোত্রীয় শৌনক ও কক্ষসেনপুত্র অভিপ্রতারীকে পরিবেশন করিবার সময় এক ব্রহ্মচারী ভিক্ষা প্রার্থনা করিল)।

১ম অঃ ৩য় পাঃ ৩৬শ সূত্র। সংস্কারপরামর্শাৎ তদভাবাভিলাপাচ্চ ॥

ভাষ্য। বিদ্যাপ্রদেশে "তং হোপনিন্যে" ইত্যাদিনোপনয়নসংস্কার-পরামর্শাৎ "শূদ্রশ্চতুর্থোবর্ণ একজাতির্ন চ সংস্কারমর্হতীতি" তদভাবাভিলাপাচ্চ, বিদ্যায়াং শূদ্রো নাধিক্রিয়তে।

ভাষ্যানুবাদ :—শূদ্রের বেদোক্ত ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই; কারণ তাহদের উপনয়নসংস্কার নাই, (শ্রুতি উপনয়নসংস্কারবিশিষ্ট ব্যক্তিকেই ব্রহ্মবিদ্যা অর্পণ করিবার বিধির উল্লেখ করিয়াছেন), এবঞ্চ শূদ্রের পক্ষে শ্রুতি সেই সংস্কার নিষেধ করিয়াছেন; যথা :—"শূদ্রশ্চতুর্থোবর্ণঃ" ইত্যাদি (চতুর্থবর্ণ শূদ্রজাতি সংস্কারযোগ্য নহে)।

১ম অঃ ৩য় পাঃ ৩৭শ সূত্র। তদভাবনির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ ॥

ভাষ্য। কিঞ্চ গৌতমস্য জাবালেঃ শূদ্রত্বাভাবনির্ণয়ে সতি তমুপনে-তুমনুশাসিতুং প্রবৃত্তেঃ শূদ্রস্যানধিকার এবাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্যানুবাদ :- ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন যে, গৌতম ঋষি যখন জাবালির পুত্র সত্যকামের শূদ্রত্বাভাব নির্দ্ধারণ করিলেন, তখনই তাঁহার উপনয়নসংস্কার করিয়া, তাঁহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন ; অতএব শূদ্রের বেদোক্ত উপাসনায় অধিকার নাই। জাবালির আখ্যান ছান্দোগ্যোপনিষদের চতুর্থ প্রপাঠকের চতুর্থ খণ্ডে বিবৃত আছে।)

১ম অঃ ৩য় পাঃ ৩৮শ সূত্র। শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ ।।

ভাষ্য। শূদ্রো নাধিক্রিয়তে "শূদ্রসমীপে নাধ্যেতব্য"-মিত্যাদিনা তস্য বেদশ্রবণাদিপ্রতিষেধাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :— শূদ্রের বেদশ্রবণ, বেদাধ্যয়ন, তদর্থজ্ঞান—এতৎ সমস্তই শ্রুতিতে নিষিদ্ধ আছে ; সুতরাং শূদ্রের তদ্বিষয়ে অধিকার নাই। ("শূদ্রসমীপে নাধেতব্যং" ইত্যাদিনা প্রতিষেধঃ)।

১ম অঃ ৩য় পাঃ ৩৯শ সূত্র। স্মৃতেশ্চ।

ভাষ্য। "ন চাস্যোপদিশেদ্ধর্মমি"-ত্যাদিস্মৃতেশ্চ।

ভাষ্যানুবাদ :—স্মৃতিতেও এইরূপ প্রতিষেধ আছে, যথা :—"ন চাস্যোপদিশেদ্ধর্ম্মং, ন চাস্য ব্রতমাদিশেৎ" ইত্যাদি।

১ম অঃ ৩য় পাঃ ৪০ সূত্র। কম্পনাৎ ।।

ভাষ্য। প্রমিতঃ পরঃ পুরুষঃ প্রতিপত্তব্যঃ সর্ব্বজগৎকম্পকত্বান্মহদাদিভ্যশ্চ।

ভাষ্যানুবাদ :—কঠোপনিষদুক্ত অঙ্গুষ্ঠমাত্রপুরুষ-প্রকরণে (২য় ৩ ব) "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্" ইত্যাদি বাক্যে প্রাণশব্দবাচ্য অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ পরমাত্মা ; কারণ, তৎসম্বন্ধে সমস্ত জগতের কম্পকত্ব, মহত্ব ভীতিজনকত্বাদির উল্লেখ আছে।

১ম অঃ ৩য় পাঃ ৪১ সূত্র। জ্যোতির্দর্শনাৎ ।।

ভাষ্য। "তস্য ভাসে" তি জ্যোতির্দর্শনাৎ প্রমিতঃ পুরুষঃ বরঃ।

ভাষ্যানুবাদ :— কঠোপনিষদে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২য় খণ্ডে অঙ্গুষ্ঠপরিমিত-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষ প্রকরণে উক্ত প্রাণবাক্যের পূর্ব্বে "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" ইত্যাদি (২য় অঃ ২ ব) বাক্যে "ভা" শব্দবাচ্য পরমাত্মসাধারণ জ্যোতিধর্ম্মের উক্তি থাকাতে এই অঙ্গুষ্ঠপরিমাণপুরুষ শব্দ পরমাত্মবাচক।

১ম অঃ ৩য় পাঃ ৪২শ সূত্র। আকাশোঽর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ ॥

ভাষ্য। "আকাশো হ বৈ নামরূপয়োর্নির্বহিতে"-ত্যত্রাকাশশব্দবাচ্যঃ পুরুষোত্তমঃ। কুতঃ? মুক্তাত্মনঃ জীবাৎ পরমাত্মনো নামরূপো-পলক্ষিতনিখিলনামরূপবদ্বস্তুনির্বোঢ়ৃত্বয়াঽর্থান্তরত্বেন ব্যপদেশাৎ, ব্রহ্মত্বা-মৃতত্বাদিব্যপদেশাচ্চ।

ভাষ্যানুবাদ:—"আকাশো হ বৈ নামরূপয়োনির্ব্বহিতা" এই ছান্দোগ্যো-পনিষদুক্ত বাক্যে যে আকাশশব্দ উক্ত হইয়াছে, তাহা পরমাত্মবাচক; কারণ, ঐ স্থানে নিখিলনামরূপনির্ব্বাহকত্বাদি-গুণ দ্বারা সর্ব্ববিধ জীব হইতে ঐ আকাশের বিভিন্নত্ব (যাহা নামরূপবিশিষ্ট তাহা হইতে পৃথকৃত্ব) উল্লিখিত আছে। যথা, "তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্মেতি" নাম ও রূপ যাহা হইতে ভিন্ন তাহা ব্রহ্ম ইত্যাদি। এবং ঐ আকাশের সম্বন্ধে ব্রহ্মত্ব অমৃতত্ব ইত্যাদি বাক্যের প্রয়োগ হইয়াছে।

১ম অঃ ৩য় পাঃ ৪৩শ সূত্র। সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন ॥

ভাষ্য। অজ্ঞাৎ সর্ব্বজ্ঞস্য সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন ব্যপদেশাচ্চ।

ভাষ্যানুবাদ:—বৃহদারণ্যকোপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে জনক-যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদে যে পুরুষ উক্ত হইয়াছেন, তিনিও পরমাত্মা; কারণ, উক্ত শ্রুতি জীবাত্মার সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তি বর্ণনা করিয়া, জীবাত্মা হইতে পরমাত্মার ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন।

১ম অঃ ৩য় পাঃ ৪৪শ সূত্র। পত্যাদিশব্দেভ্যঃ ॥

ভাষ্য। "সর্ব্বস্যাধিপতিঃ" "সর্ব্বস্যেশানঃ" ইত্যাদি শব্দেভ্যো জীবাদ্ভেদেন পরমাত্মনো ব্যপদেশাৎ স এবাকাশ ইতি স্থিতম্।

ভাষ্যানুবাদ:—"স সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ" ইত্যাদি (বৃ ৪ অঃ ৪ব্রা) শ্রুত্যুক্ত বাক্যে "পতি" প্রভৃতি শব্দ দ্বারা জীব হইতে ভেদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া পরমাত্মার উপদেশ থাকাতে পরমাত্মাই আকাশশব্দবাচ্য বলিয়া উপপন্ন হয়।

ইতি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদঃ সমাপ্তঃ ॥

প্রথমাধ্যায়ে ৪র্থ পাদঃ

১ম অঃ ৪র্থ পাঃ ১ম সূত্র। আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেন্ন, শরীররূপকবিন্যস্তগৃহীতের্দ্দর্শয়তি চ ॥

ভাষ্য। ননু "মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পর" ইত্যত্র কঠশাখায়ামানুমানিকং প্রধানমপি শব্দবদুপলভ্যতে ইতি চেন্ন; "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবে" ত্যত্র শরীরস্য রথরূপকবিন্যস্তস্যাব্যক্তশব্দেন গ্রহণাৎ। ইন্দ্রিয়াদীনাং বশীকরণপ্রকারং প্রতিপাদয়ন্, রূপকপরিকল্পিতগ্রহণমেব দর্শয়তি চ বাক্যশেষে "যচ্ছেদ্বাঙ্ মনসি প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেদ্ জ্ঞানমাত্মনি, জ্ঞানমাত্মনি মহতি তদ্‌যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনী"-তি।

ভাষ্যানুবাদ :—সাংখ্যোক্ত প্রধান অনুমানগম্য হইলেও, ইহা শ্রুতি-সিদ্ধ বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়; কারণ কঠোপনিষদের প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয়বল্লীতে এইরূপ উক্তি আছে, যথা :—"মহতঃ পরমবক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ" (মহৎ হইতে শ্রেষ্ঠ অব্যক্ত, অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ)। সাংখ্যশাস্ত্রেও উপদিষ্ট হইয়াছে, মহত্তত্ত্ব হইতে অব্যক্তা প্রকৃতি (প্রধান) শ্রেষ্ঠ, এবং প্রকৃতি হইতে পুরুষ স্বতন্ত্র-শ্রেষ্ঠ; সুতরাং ঐ কঠশ্রুতি সাংখ্যোক্ত মহৎ, অব্যক্ত, ও পুরুষ উপদেশ করিতেছেন বলিয়া স্পষ্টই বোধহয়। এইরূপ আপত্তি হইলে, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ ঐ বাক্যের পূর্ব্বেই কঠশ্রুতি বলিয়াছেন, "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ" ইত্যাদি (আত্মাকে রথিস্বরূপ বোধ করিবে, শরীরকে রথস্বরূপ বোধ করিবে, এবং বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে প্রগ্রহ (লাগাম) স্বরূপ জানিবে ইত্যাদি)। এইস্থলে শরীরকে রথের সহিত রূপকের দ্বারা তুলনা করা হইয়াছে; এই রথস্বরূপ শরীরই পরবর্ত্তী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অব্যক্ত শব্দের বাচ্য বলিয়া, উক্ত বাক্য সকল পরস্পর মিলন করিলে প্রতীয়মান হয়; বুদ্ধি, মনঃ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে উক্ত রূপক দ্বারা শরীররূপ রথের সারথি, লাগাম, ঘোটক ইত্যাদিরূপে বর্ণনা করিয়া, শ্রুতি ইহাদিগকে বশীভূত করিবার উপায় প্রদর্শন করিয়া পূর্ব্বোক্ত "মহতঃ পরমব্যক্তম্" ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করাতে, ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, অব্যক্তশব্দের বাচ্য পূর্ব্বোক্ত রূপক-কল্পিত শরীর। পরে বাক্যশেষে শ্রুতি ইহা আরও স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা, শ্রুতি বলিয়াছেন :— "প্রাজ্ঞব্যক্তি বাক্যকে মনে উপসংহার করিবে, মনকে জ্ঞানাত্মাতে, জ্ঞানকে মহতে, এবং মহৎকে শান্ত আত্মাতে উপসংহার করিবে"। সাংখ্যমতে এই শেষোক্ত বাক্য কখনই সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ, মহৎ উক্তমতে প্রকৃতিকেই প্রাপ্ত হয়—শান্ত আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না।

১ম অঃ ৪র্থ পাঃ ২য় সূত্র। সূক্ষ্মন্তু তদর্হত্বাৎ ॥

ভাষ্য। অব্যক্তশব্দঃ সূক্ষ্মবচনশ্চেত্তদর্থভূতং শরীরমপি, সূক্ষ্মস্যৈব স্থূলাবস্থাপন্নত্বাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—"অব্যক্ত" শব্দ সূক্ষ্মপদার্থবাচক; সুতরাং স্থূল শরীরকে অব্যক্ত বলা সম্ভব নহে; এইরূপ আপত্তি হইলে, বলিতেছি যে, স্থূল শরীরও সূক্ষ্মেরই স্থূলাবস্থামাত্র। স্থূল সূক্ষ্ম হইতে উৎপন্ন হয়; অতএব শ্রুতিবাক্যের উক্ত প্রকার অর্থের কোন দোষ নাই।

১ম অঃ ৪র্থ পাঃ ৩য় সূত্র। তদধীনত্বাদর্থবৎ ॥

ভাষ্য।—ঔপনিষদং প্রধানং পরমকারণাধীনত্বাদর্থবদানর্থক্যং পরাভিমতস্য তস্যেতি ভেদঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—উপনিষদুক্ত প্রধান পরমকারণ ঈশ্বরাধীন হওয়াতে, সৃষ্টি রচনারূপ প্রয়োজন সাধন করিতে পারে (অর্থবৎ হয়); সুতরাং সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি হইতে ইহা ভিন্ন,-এক নহে; উপনিষদুক্ত প্রকৃতি ঈশ্বরেরই স্বরূপগত শক্তি—পৃথক নহে; সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন,—অচেতনস্বভাব; সুতরাং স্বয়ং অর্থবৎ হওয়া অসম্ভব। উভয়ের মধ্যে এই প্রভেদ।

১ম অঃ ৪র্থ পাঃ ৪র্থ সূত্র। জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥

ভাষ্য।—নাব্যক্তশব্দস্তান্ত্রিকপ্রধানবচনঃ জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্যানুবাদ :—পূর্ব্বোক্ত কঠশ্রুতি অব্যক্তকে "জ্ঞেয়" বলিয়া উপদেশ করেন নাই ; সুতরাং ঐ অব্যক্ত সাংখ্যোক্ত প্রধান নহে (মূল যাহা, তাহাই "জ্ঞেয়" ; যাহা বিকার, তাহাত দৃষ্টই হইতেছে ; সুতরাং তাহা জ্ঞেয় নহে ; বিকারের মূল যাহা; তাহাই অন্বেষ্টব্য-জ্ঞেয়) ।

১ম অঃ ৪র্থ পাঃ ৫ম সূত্র। বদতীতি চেন্ন প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ ।।

ভাষ্য ।—"অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং, নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে" ইতি শ্রুতেঃ প্রধানস্য জ্ঞেয়ত্বং বদতীতি চেন্ন। জ্ঞেয়ত্বেন প্রাজ্ঞঃ পরমাত্মা নির্দ্দিষ্টস্তৎপ্রকরণাৎ ।

ভাষ্যানুবাদ :—"অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং, নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে (কঠ ১ম অঃ ৩ ব) (অনাদি অনন্ত মহৎ হইতে শ্রেষ্ঠ সেই ধ্রুব বস্তুকে অবগত হইয়া সাধক মৃত্যু হইতে মুক্ত হয়েন), এই বাক্যে সাংখ্যমতে মহৎ হইতে শ্রেষ্ঠ (সূক্ষ্ম) যে অব্যক্তা প্রকৃতি, শ্রুতি তাহাকে জ্ঞেয় বস্তু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ; অতএব সাংখ্যোক্ত প্রধান শ্রুতিসিদ্ধ। যদি এইরূপ বল, তাহা ঠিক নহে ; প্রাজ্ঞ পরমাত্মাই জ্ঞেয়রূপে উক্তস্থলে উপদিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া, ঐ প্রকরণ আদ্যন্তপাঠে জানা যায়।

১ম অঃ ৪র্থ পাঃ ৬ষ্ঠ সূত্র। ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ ।।

ভাষ্য। অস্যামুপনিষদ্যুপায়োপেয়োপগং ত্রয়াণামুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ পূর্ব্বাপরবাক্যার্থবিচারেণ লভ্যতে। আনুমানিকতত্ত্বনিরূপণস্যাত্রাবকাশো নাস্তি ।

ভাষ্যানুবাদ :—এই প্রকরণে তিনটি বিষয়ক প্রত্যুত্তর এবং তিনটি বিষয়ক প্রশ্ন ; যথা, অগ্নি, জীবাত্মা, পরমাত্মা ; প্রধান বিষয়ক কোন প্রশ্ন না হওয়ায়, উত্তরও প্রধানবিষয়ক নহে।

১ম অঃ ৪র্থ পাঃ ৭ম সূত্র। মহদ্বচ্চ ।।

ভাষ্য। সাংখ্যৈর্ম্মহচ্ছব্দো বুদ্ধ্যাখ্যদ্বিতীয়ে তত্ত্বে প্রযুক্তোঽপি ততোঽন্যত্রাপি "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমি"-ত্যাদিবেদবচনেন যথা দৃশ্যতে তথাঽব্যক্তশব্দঃ শরীরপরোঽস্তু ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্যানুবাদঃ—সাংখ্যশাস্ত্রে মহৎ শব্দ "বুদ্ধি" নামক দ্বিতীয় তত্ত্ব বুঝায়। কিন্তু শ্রুত্যুক্ত "মহৎ" শব্দ সাংখ্যকথিত অচেতন মহত্তত্ত্বের বোধক নহে; শ্রুতিতে "বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ" "মহান্তং বিভুমাত্মানম্" "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্" ইত্যাদি বাক্যে বুদ্ধির অতীত আত্মা মহৎ শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়াছেন, সাংখ্য-সম্মত অচেতন মহৎ নহে। তদ্বৎ "অব্যক্ত" শব্দও সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিবোধক নহে,—ইহার অর্থ উক্ত স্থলে শরীরমাত্র।

১ম অঃ ৪র্থ পাঃ ৮ম সূত্র। চমসবদবিশেষাৎ ॥

ভাষ্য। "অজামেকামি"-ত্যাদিমন্ত্রোক্তা প্রকৃতিঃ স্মৃতিসিদ্ধা ভবতু ইতি পূর্ব্বপক্ষে রাদ্ধান্তং দর্শয়তি। মন্ত্রোক্তাঽজা ব্রহ্মাত্মিকাঽস্তু। পূর্ব্বপক্ষনির্দ্ধারণে বিশেষাভাবাৎ "অর্বাগ্বিলচমস" ইতি মন্ত্রোক্তচমসবৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের চতুর্থাধ্যায়োক্ত "অজামেকাম্" ইত্যাদি মন্ত্রে যে অজা প্রকৃতির উল্লেখ হইয়াছে, তাহা সাংখ্যস্মৃত্যুক্ত প্রকৃতি বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ হইলে, তাহার সিদ্ধান্ত সূত্রকার এই সূত্র দ্বারা প্রদর্শন করিতেছেন। উক্ত মন্ত্রোক্ত "অজা" ব্রহ্মাত্মিকা (সাংখ্যোক্ত অচেতন প্রকৃতি নহে)। কারণ, শ্রুতি অচেতন প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্ধারণ করিবার উপযোগী কোন বিশেষণ অজাশব্দের সম্বন্ধে উল্লেখ করেন নাই। বৃহদারণ্যকের ২য় অধ্যায়ের ২য় ব্রাহ্মণের ৩য় প্রকরণে "অর্ব্বাগ্বিলচমস" (নিম্নভাগে মুখরূপ গর্ত্তবিশিষ্ট চমস) মন্ত্রে চমসশব্দের কোন বিশেষণ না থাকাতে, যেমন কিরূপ চমস, তাহা নির্দ্দেশ করা যায়না, চমসশব্দের সাধারণ ভক্ষণ-সাধন বস্তু বুঝায় (যেমন হাতা প্রভৃতি), কিন্তু কোন বিশেষ বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়না; তদ্রূপ অজাশব্দেরও কোন বিশেষণ না থাকায়, তাহা সাংখ্যোক্ত অচেতন প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না।

১ম অঃ ৪র্থ পাঃ ৯ম সূত্র। জ্যোতিরুপক্রমা তু তথা হ্যধীয়ত একে ॥

ভাষ্য। ননু চমসমন্ত্রে "ইদং তচ্ছির" ইতি বাক্যশেষাচ্ছিরশ্চমস ইতি গম্যতে। অজামন্ত্রে কিং গমকং বিশেষার্থগ্রহণে ইত্যত্রোচ্যতে জ্যোতির্ব্রহ্মলক্ষণমুপক্রমঃ কারণং যস্যাঃ সাঽত্রাপ্যজামন্ত্রেণোচ্যতে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যতস্তথৈব "তস্মাদেতদ্ব্রহ্ম নামরূপমন্নং চ জায়তে" ইত্যেকেঽধীয়তে।

ভাষ্যানুবাদ :—সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি উক্ত অব্যক্তশব্দের বাচ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট না হইলেও ঐ অব্যক্তের ব্রহ্মাত্মকতাও অবধারণ করা যায় না; "অর্ব্বাগ্বিলচমস" বাক্যে বিশেষণ না থাকিলেও "ইদং তচ্ছির" এই বাক্যশেষ দ্বারা তদুক্ত "চমসের" স্বরূপ অবধারিত হয়; কিন্তু অজাবাক্যে ব্রহ্মাত্মকতাবোধক কিছু নাই। যদি এইরূপ বলা যায়, তবে তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন; জ্যোতির্ব্রহ্মরূপ উপক্রম অর্থাৎ প্রবর্ত্তক-কারণ যাহার, এবংবিধা অজাই পূর্ব্বোক্ত অজামন্ত্রে উক্ত হইয়াছেন; কারণ, তদ্রূপই আথর্ব্বণশাখায় মুণ্ডকোপনিষদে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা, "তস্মাদেতদ্ব্রহ্ম" ইত্যাদি। ("সেই সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর হইতে এই মহৎব্রহ্ম এবং নামরূপ ও অন্ন উপজাত হইয়াছে")।

১ম অঃ ৪র্থ পাঃ ১০ম সূত্র। কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধঃ॥

ভাষ্য। ব্রহ্মোপাদনকত্বাঽজাতত্বয়োরেকস্মিন্ ধর্ম্মিণি ন বিরোধঃ। সূক্ষ্মশক্তিমতো জগৎকারণাৎ ব্রহ্মণো বিশ্বসৃষ্ট্যুপদেশাদ্দ্বয়ং সঙ্গচ্ছতে, মধ্বাদিবৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—ব্রহ্মাত্মকত্ব ও অজাত্ব এই দুই ধর্ম্ম একই বস্তুর সম্বন্ধে উক্ত হওয়াতে কোন বিরোধ নাই। কারণ, ব্রহ্ম নিত্যই উক্ত অব্যক্ত—সূক্ষ্মশক্তিবিশিষ্ট তাঁহা হইতে জগৎ সৃষ্টির উপদেশ হইয়াছে। সুতরাং ঐ সূক্ষ্মশক্তির অজাত্ব (অজন্মত্ব) ও ব্রহ্মোপাদানকত্ব এই দুইটিরই একত্র সমাধান হয়।

১ম অঃ ৪র্থ পাঃ ১১শ সূত্র। ন, সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানাভাবাদতিরেকাচ্চ॥

ভাষ্য। ন চ "যস্মিন পঞ্চপঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ" ইতি সংখ্যোপসংগ্রহাদপি প্রধানাদীনাং পঞ্চবিংশতিপদার্থানাং শ্রুতিমূলকত্বমস্তি, প্রধানস্যৈকস্য শ্রুতিবেদ্যত্বে কো বিবাদ, ইতি ন বক্তব্যম্। কুতঃ? নানাভাবাৎ, যস্মিন্নিতি শ্রুতিসিদ্ধে ব্রহ্মণি প্রতিষ্ঠিতানাং পদার্থানাং ব্রহ্মাত্মকত্বপ্রতীত্যা তান্ত্রিকেভ্যঃ পৃথক্ত্বাৎ। আধারস্য ব্রহ্মণো হি তথাকাশস্য চাতিরেকত্বাচ্চ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্যানুবাদ :—বৃহদারণ্যকোক্ত "যাঁহাতে পাঁচ পাঁচ জন ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত" (৪অ: ৪ব্রা) এই বাক্যে সাংখ্যোক্ত সংখ্যার গ্রহণ হেতু সাংখ্যোক্ত প্রধানাদি পঞ্চবিংশতিপদার্থের শ্রুতিমূলকত্ব সিদ্ধান্ত হয়। এই শ্রুতি এক প্রধানেরই জগৎ-কারণত্ব প্রমাণিত করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোন বিবাদ হইতে পারেনা। পরন্তু উক্ত শ্রুতিনির্ভরে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না; কারণ উক্ত বাক্যে যে "যস্মিন্" (যাঁহাতে) পদ আছে, তাহার অর্থ শ্রুতিসিদ্ধ "ব্রহ্মেতে"; ঐ শ্রুতি এই ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত পদার্থসকলের ব্রহ্মাত্মকত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন; সুতরাং সাংখ্যোক্ত তত্ত্বসকল, যাহার ব্রহ্মাত্মকত্ব স্বীকৃত নহে, তাহা হইতে উক্ত বাক্যের লক্ষ্যীকৃত পদার্থসকল বিভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। উক্ত পদার্থ সকলের আধারস্থানীয় ব্রহ্ম, ও আকাশ ঐ বাক্যোক্ত "পঞ্চ পঞ্চ জন" হইতে অতিরিক্ত বলিয়া উক্ত বাক্য দ্বারা প্রতিপন্ন হয়; সুতরাং সাংখ্যের পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব হইতে আরও দুই অতিরিক্ত তত্ত্ব হইয়া পড়ে।

১ম অঃ ৪র্থ পাঃ ১২শ সূত্র। প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ ॥

ভাষ্য। "প্রাণস্য প্রাণম্" ইত্যাদি বাক্যশেষাৎ তে পঞ্চজনাঃ প্রাণা বোধ্যাঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—তদ্বাক্যোক্ত "পঞ্চজন" শব্দের অর্থ প্রাণাদি পঞ্চ; কারণ, বাক্যশেষে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—"প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমন্নস্যান্নং মনসো যে মনো বিদুঃ" ইত্যাদি (যে সকল উপাসক প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, অন্নের অন্ন ও মনের মনকে জানেন) ইত্যাদি।

১ম অঃ ৪র্থ পাঃ ১৩শ সূত্র। জ্যোতিষৈকেষামসত্যন্নে ॥

ভাষ্য। কাণ্বানাং বাক্যশেষে ত্বসত্যন্নে উপক্রমগতেন জ্যোতিষা পঞ্চত্বং পূরণীয়ম্।

ভাষ্যানুবাদ :—কাণ্বশাখায় উক্তবাক্যে অন্নশব্দের পাঠ নাই; পরন্তু তাঁহাদের পাঠে প্রথমে অধিকন্তু জ্যোতিস্‌শব্দ আছে, (যথা "তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ") তদ্দারা কাণ্বশাখায়ও পঞ্চসংখ্যার পূরণ হয়। অতএব সাংখ্যোক্ত পঞ্চসংখ্যা জ্ঞাপন করা শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রায় নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১ম অঃ ৪র্থ পাঃ ১৪ সূত্র। কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথা ব্যপদিষ্টোক্তেঃ ॥

ভাষ্য। সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি ব্রহ্মৈব সর্ব্বত্রাকাশাদিসৃষ্টিবিষয়কবাক্যেষু গ্রাহ্যং, লক্ষণসূত্রাদিষু যৎপ্রকারকং ব্রহ্ম ব্যপদিষ্টং, তৎপ্রকারকস্যৈবাকাশাদিত্বেন প্রতিপাদিতত্বাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :--সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মই সর্ব্বত্র আকাশাদিসম্বন্ধীয় সৃষ্টি-বিষয়ক বাক্যের গ্রাহ্য ; কারণ ব্রহ্মের লক্ষণব্যঞ্জক সূত্রাদিতে তাঁহার যে সকল ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, তৎসমস্তই কার্য্যভূত আকাশাদিতে কারণত্ব আরোপ করিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে।

১ম অঃ ৪র্থ পাঃ ১৫শ সূত্র। সমাকর্ষাৎ ॥

ভাষ্য। "সোঽকাময়ত" ইতি প্রকৃতস্য সত এব ব্রহ্মণঃ "অসদ্বা ইদম্" ইত্যত্র সমাকর্ষাৎ, "আদিত্যো ব্রহ্ম" ইতি প্রকৃতস্য ব্রহ্মণঃ "অসদেবেদম্" ইত্যত্র সমাকর্ষাৎ। অসচ্ছব্দেন সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং নামরূপাবিভাগাত্তৎসম্বন্ধিতয়াঽস্তিত্বাভাবেন সদ্রূপং ব্রহ্মৈবাভিধীয়তে। "তদেবং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীত্তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তে" ইত্যব্যাকৃত-শব্দোদিতস্যোত্তরবাক্যে "স এষ ইহ প্রবিষ্ট আ নখাগ্রেভ্যঃ" ইত্যাদৌ সমাকর্ষাদচেতনস্য প্রধানস্যান্তঃপ্রবিশ্য প্রশাসিতৃত্বাদ্যসম্ভবাৎ, তদন্তরাত্ম-ভূতমব্যাকৃতং ব্রহ্মেত্যুচ্যতে। জগৎকারণপ্রতিপাদকেষু বাক্যেষু লক্ষণসূত্রাদিনা নির্ণীতং ব্রহ্মৈব গ্রাহ্যং, ন প্রধানশঙ্কাগন্ধোঽপীতি ভাবঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—তৈত্তিরীয় উপনিষদের দ্বিতীয়বল্লীর কথিত "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" এই বাক্যে ঐ শ্রুতিতে পূর্ব্ব উক্ত "সোঽকাময়ত" বাক্যোক্ত সদ্ব্রহ্মই শ্রুতির অর্থের দ্বারা আকর্ষিত হইয়াছেন; এইরূপ "অসদেবেদং" এই ছান্দোগ্যোক্ত বাক্যে "আদিত্যো ব্রহ্ম" এই বাক্যোক্ত ব্রহ্ম অর্থের দ্বারা আকর্ষিত হইয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত বাক্যস্থ "অসৎ" শব্দে এইমাত্র বুঝায় যে, নামরূপবিভাগ-পূর্ব্বক সৃষ্টির পূর্ব্বে ঐ নামরূপ না থাকায়, তৎসম্বন্ধে জগৎ না থাকার স্বরূপ হইয়া, কেবল সৎস্বরূপ ব্রহ্মরূপে অবস্থিত ছিল। "তৎকালে জগৎ অব্যাকৃত ছিল, পরে নামরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশিত হইল, "এই বাক্যে অব্যাকৃতশব্দের দ্বারা জগতের সৃষ্টির প্রাগবস্থা প্রথমে বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে শ্রুতি বলিয়াছেন, "তিনি নখাগ্র পর্য্যন্ত ইহার সর্ব্বাঙ্গে প্রবিষ্ট হইলেন"; এই বাক্যে পূর্ব্ববাক্যোক্ত অব্যাকৃত (অপ্রকাশিত) পদার্থ আকর্ষিত হইয়াছে। পরন্তু সাংখ্যোক্ত প্রধানের এইরূপ অন্তঃপ্রবেশপূর্ব্বক প্রশাসন কার্য্য অসম্ভব। অতএব জাগতিক পদার্থের অন্তরাত্মাভূত "অব্যাকৃত" পদার্থ ব্রহ্ম বলিয়াই উপপন্ন হয়। অতএব ব্রহ্মের লক্ষণ যে সকল শ্রুতিবাক্যে স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তদুক্ত ব্রহ্মই জগৎকারণপ্রতিপাদক বাক্যসকলের অভিধেয়, তাহাতে প্রধানের গন্ধও নাই।

১ম অঃ ৪র্থ পাঃ ১৬শ সূত্র। জগদ্বাচিত্বাৎ ॥

ভাষ্য। "যো বৈ বালাকে! এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা যস্যৈতৎ কর্ম্ম" ইতি বাক্যে ধর্ম্মাধর্ম্মকর্ম্মফলভোক্তা তন্ত্রোক্তপুরুষো বেদিতব্য ইতি ন বক্তুং শক্যং, পরমাত্মৈবাত্র বেদিতব্যত্বেন নির্দ্দিষ্টঃ। কুতঃ? "ব্রহ্ম তে ব্রবাণি" ইতি ব্রহ্মপ্রকরণাৎ। ক্রিয়তে যত্তৎ কর্ম্মেতি কর্ম্মশব্দস্য জগদ্বাচিত্বাৎ, "এতদি"-ত্যনেন সর্ব্বনাম্না প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসিদ্ধস্য জগত উপস্থিতত্বাচ্চ, তন্ত্রোক্তপুরুষপ্রকরণাভাবাচ্চ।

ভাষ্যানুবাদ :—কৌষীতকী উপনিষদে "যো বৈ বালাকে! এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা যস্যৈতৎ কর্ম্ম" (হে বালাকি! যিনি এই সকল পুরুষের কর্ত্তা, এই সকল যাঁহার কর্ম্ম) এই বাক্যের বাচ্যবস্তু সাংখ্যোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্মাদি কর্ম্মফলের ভোক্তা পুরুষ বলিয়া অবধারিত হয়; ইহা বলা যাইতে পারেনা; পরন্তু পরমাত্মাই এইস্থলে বেদিতব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। কারণ "ব্রহ্ম তে ব্রবাণি (আমি তোমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করিব) এইবাক্য দ্বারা প্রকরণ আরম্ভ হইয়াছে; এবং ক্রিয়তে যৎ তৎ কর্ম্ম এই বুৎপত্তি দ্বারা কর্ম্মশব্দে এই সকল শ্রুতিতে জগৎ বুঝায়; এবং "এতৎ" শব্দও প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসিদ্ধ জগৎসম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয়। এবং বিশেষতঃ সাংখ্যোক্ত পুরুষ এই প্রকরণের উপদেশের বিষয় না হওয়াতে, পরমাত্মাই এই স্থলে উক্ত হইয়াছেন বলিয়া বুঝিতে হইবে।

১ম অঃ ৪র্থ পাঃ ১৭শ. সূত্র। জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতিচেত্তদ্ব্যাখ্যাতম্ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্য। "এষ প্রজ্ঞাত্মা এতৈরাত্মভির্ভুঙ্‌ক্তে" ইতি জীবলিঙ্গাৎ "অথাস্মিন্ প্রাণে এবৈকধা ভবতি" ইতি মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাচ্চ তদন্যতরো গ্রাহ্যো ন ব্রহ্মেতি চেত্তদ্ব্যাখ্যাতং প্রতর্দ্দনাধিকারে। জীবাদিলিঙ্গানি তত্র ব্রহ্মপরত্বেন ব্যাখ্যাতানি ; তদ্বদিহাপি জ্ঞেয়ানীত্যর্থঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—বাক্যশেষে "এষ প্রজ্ঞাত্মা" ইত্যাদি বাক্যে জীবের ও "অথাস্মিন্ প্রাণে" ইত্যাদি বাক্যে মুখ্যপ্রাণের, উপদেশ আছে ; অতএব উক্তবাক্যের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম নহেন, যদি এইরূপ আপত্তি কর, তবে তাহার উত্তর প্রথমপাদের শেষ সূত্রে প্রতর্দ্দনাধিকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উক্তস্থানে জীবাদিবাচক শব্দ সকল যে ব্রহ্মবোধক, তাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ; এই স্থলেও তদ্রূপই বুঝিতে হইবে।

১ম অঃ ৪র্থ পাঃ ১৮শ সূত্র। অন্যার্থং তু জৈমিনিঃ, প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যামপি, চৈবমেকে ॥

ভাষ্য। অস্মিন্ প্রকরণে জীবগ্রহণমন্যার্থং জীবব্যতিরিক্তব্রহ্মবোধার্থম্ ইতি জৈমিনির্মন্যতে, "ক্বৈষ এতদ্বালাকে! পুরুষোঽশয়িষ্ট, ক্ব বা এতদভূৎ, কুত এতদগাদি"-তি প্রশ্নাৎ, "যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি অথাস্মিন্ প্রাণে এবৈকধা ভবতি" ইত্যাদি প্রতিবচনাৎ বাজসনেয়িনোঽপি চ এবমেব জীবব্যতিরিক্তং পরমাত্মানমামনন্তি। তত্রাপি প্রশ্নপ্রতিবচনে ভবতঃ "ক্বৈষ তদাভূৎ কুত এতদগাৎ" ইতি প্রশ্নঃ। "য এষোঽন্তর্হৃদয়ে আকাশস্তস্মিন্ শেতে" ইতি প্রতিবচনম্।

ভাষ্যানুবাদ :—এই প্রকরণে যে জীববোধক শব্দের উক্তি আছে, তাহা অন্যার্থপ্রতিপাদক—জীবাধিকরণে তদ্ব্যতিরিক্ত ব্রহ্মবোধার্থক, এই কথা জৈমিনি বলেন ; ইহা এই প্রকরণোক্ত প্রশ্ন (ক্বৈষ এতদ্বালাকে! পুরুষোঽশয়িষ্ট"—হে বালাকি! এই পুরুষ কোন্ আশয়ে সুপ্ত ছিল, ইত্যাদি প্রশ্ন) এবং তদুত্তর ("যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি"—যখন সুপ্ত পুরুষ কোন প্রকার স্বপ্ন দেখেনা, ইত্যাদি উত্তর ; কৌষীতকী উপনিষৎ চতুর্থ অধ্যায়) হইতে তিনি মীমাংসা করেন। ঠিক এইরূপ প্রশ্নোত্তর দ্বারা বাজসনেয়শাখীরাও ব্রহ্মমীমাংসা করেন, দৃষ্ট হয়। তাহাতে প্রশ্ন এইরূপ,—যথা, "ক্বৈষ তদাভূৎ" ইত্যাদি এবং উত্তর "যএষ অন্তর্হৃদয়ে" ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১ম অঃ ৪র্থ পাঃ ১৯শ সূত্র। বাক্যান্বয়াৎ ॥

ভাষ্য। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদিনা পরমাত্মা দ্রষ্টব্যত্বেন গ্রাহ্যো, বাক্যস্যোপক্রমাদিপর্য্যালোচনয়া তত্রৈবান্বয়াৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ী"-ত্যাদি বৃহদারণ্যকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে উক্ত বাক্য দ্বারা পরমাত্মাই উপদিষ্ট হইয়াছেন। পূর্ব্বাপর বাক্যের সমালোচনা দ্বারা পরমাত্মাতেই এই সকল সমন্বিত হয়।

১ম অঃ ৪র্থ পাঃ ২০শ সূত্র। প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ ॥

ভাষ্য। প্রতিজ্ঞাসিদ্ধ্যর্থম্ একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাসিদ্ধ্যর্থং, জীবস্য পরমাত্মাকার্য্যতয়া পরমাত্মনন্যত্বাৎ তদ্বাচকশব্দেন পরমাত্মাভিধানং গমকম্ ইতি আশ্মরথ্যো মন্যতে স্ম।

ভাষ্যানুবাদ :—একের বিজ্ঞানের দ্বারা যে সর্ব্ববিষয়ের বিজ্ঞান হয়, ইহাই প্রকরণের প্রতিজ্ঞার সাধ্যবিষয়; জীব পরমাত্মার কার্য্যস্বরূপ, তাঁহা হইতে অভিন্ন; অতএব জীববাচক শব্দ এই স্থলে পরমাত্মজ্ঞাপক। প্রকরণোক্ত প্রতিজ্ঞার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, জীববাচকশব্দ পরমাত্মারই লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক। আশ্মরথ্য মুনি এইরূপ বলেন।

১ম অঃ ৪র্থ পাঃ ২১শ সূত্র। উৎক্রমিষ্যত এবম্ভাবাদিত্যৌড়ুলোমিঃ ॥

ভাষ্য। শরীরাৎ উৎক্রমিষ্যতো জীবস্য, (এবম্ভাবাৎ) অভেদভাবাৎ ব্রহ্মণা সহভাবাৎ, তচ্ছব্দেন ব্রহ্মাভিধীয়তে ইত্যৌড়ুলোমিঃ মন্যতে স্ম।

ভাষ্যানুবাদ :—ঔড়ুলোমি মুনি বলেন, শরীর হইতে উৎক্রান্ত জীবের ব্রহ্মভাব হয়; সুতরাং উক্ত জীববাচীশব্দ বস্তুতঃ ব্রহ্মেরই বোধ জন্মায়।

১ম অঃ ৪র্থ পাঃ ২২শ সূত্র। অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ ॥

ভাষ্য। জীবাত্মনি স্বনিয়ম্যে "অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্" ইত্যাদৌ প্রসিদ্ধস্য পরমাত্মনো নিয়ন্তৃত্বেনাবস্থিতের্হেতোর্নিয়ম্যপদেনোপক্রমাদৌ নিয়ন্তৃপরিগ্রহ ইতি কাশকৃৎস্নো মন্যতে স্ম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্যানুবাদ :—নিজের নিয়ন্তৃস্বাধীনতায় অবস্থিত জীবাত্মাতে "অন্তঃপ্রবিষ্ট" ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণানুসারে পরমাত্মার নিয়ন্তৃরূপে অবস্থিতিহেতু, নিয়ম্যপদে নিয়ন্তারই পরিগ্রহ বুঝিতে হইবে, ইহা কাশকৃৎস্ন মুনি বলেন।

১ম অঃ ৪র্থ পাঃ ২৩শ সূত্র। প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ ॥

ভাষ্য। প্রকৃতিরুপাদানকারণং চকারান্নিমিত্তকারণঞ্চ পরমাত্মৈব। "উত তমাদেশমপ্রাক্ষো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতং ভবত্যবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং ভবতি" ইতি প্রতিজ্ঞায়াঃ, "যথা সৌম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ" ইতি দৃষ্টান্তস্য চ সামঞ্জস্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—ব্রহ্ম জগতের কেবল প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদানকারণ নহেন; তিনি জগতের নিমিত্ত কারণও বটেন। এইরূপ সিদ্ধান্তেই শ্রুতির প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত উভয়ের সামঞ্জস্য হয় (প্রতিজ্ঞা, যথা 'উত ত্বমাদেশমপ্রাক্ষো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতং ভবত্যবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং ভবতি" = তুমি সেই উপদেশ কি জিজ্ঞাসা করিয়াছ, পাইয়াছ, যদ্দ্বারা অশ্রুতও শ্রুত হয়, অচিন্তিতও চিন্তিত হয়, অজ্ঞাতও জ্ঞাত হয়? দৃষ্টান্ত যথা—"যথা সৌম্য! একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ" = হে সৌম্য! যেমন একই মৃৎপিণ্ডের বিজ্ঞান হইলে মৃন্ময় সমস্ত বস্তুরই বিজ্ঞান হয়, (ছান্দোগ্যোপনিষৎ ষষ্ঠ প্রপাঠক)

১ম অঃ ৪র্থ পাঃ ২৪শ সূত্র। অভিধ্যোপদেশাৎ ॥

ভাষ্য। "তদৈক্ষত বহু স্যাম্" ইত্যাদিনা তদুপদেশাৎ ব্রহ্মণঃ স্রষ্টৃত্বপ্রকৃতিত্বে বর্ত্তেতে।

ভাষ্যানুবাদ :—ব্রহ্ম নিজেই বহু হইবেন, এইরূপভাবে ঈক্ষণ করিয়াছিলেন, ইহা স্পষ্টরূপে শ্রুতি উপদেশ করাতে, জগতের নিমিত্তকারণ এবং প্রকৃতি (উপাদানকারণ) যে ব্রহ্ম, তাহাই সিদ্ধান্ত হয়।

১ম অঃ ৪র্থ পাঃ ২৫শ সূত্র। সাক্ষাচ্চোভয়াম্নানাৎ ॥

ভাষ্য। "ব্রহ্মবনং ব্রহ্ম স বৃক্ষ আসীদ্‌যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুর্মনীষিণো মনসা" "পৃচ্ছ্যতে এতদ্‌যদধ্যতিষ্ঠদ্ভুবনানি ধারয়ন্নি"—তি নিমিত্তত্বমুপাদানং চ ব্রহ্মণঃ আম্নানাদ্ব্রহ্মোবোভয়রূপম্ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্যানুবাদ :—শ্রুতি ব্রহ্মের উভয়বিধ কারণত্ব সাক্ষাৎসম্বন্ধেই উপদেশ করিয়াছেন। অতএব তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। শ্রুতি যথা "ব্রহ্ম-বনং ব্রহ্ম স বৃক্ষ আসীদ্যতো দ্যাবাপৃথিবী .... এতদ্ যদধ্যতিষ্ঠদ্ভুবনানি ধারয়ন্" ইত্যাদি (ব্রহ্মই বন, ব্রহ্মই সেই বৃক্ষ, যাহা হইতে পৃথিবী ও আকাশ নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহা আচার্য্য ধ্যানযোগে নিশ্চিতরূপে অবগত হইয়া জিজ্ঞাসুগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন। এই উত্তর, এবং প্রশ্ন "এই যাহা ভুবনসমস্ত ধারণ করিয়া তাহাতে অধিষ্ঠিত আছে, তাহা কি?" এতদ্দ্বারা শ্রুতি (তৈঃ ব্রাঃ ২, ৮, ৯, ৬) ব্রহ্মকে নিমিত্ত এবং উপাদান উভয় কারণ বলিয়া বর্ণনা করাতে ব্রহ্ম উভয়রূপই বটেন।

১ম অঃ ৪র্থ পাঃ ২৬শ সূত্র। আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥

ভাষ্য। ব্রহ্মৈব নিমিত্তমুপাদানং চ। কুতঃ? "তদাত্মানং স্বয়-মকুরুত" ইত্যাত্মকৃতেঃ। ননু কর্ত্তুঃ কুতঃ কৃতিবিষয়ত্বম্? পরিণামাৎ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম স্বশক্তিবিক্ষেপেণ জগদাকারং স্বাত্মানং পরিণম্য অব্যাকৃতেন স্বরূপেণ শক্তিমতা কৃতিমতা পরিণতমেব ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ : ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ ; কারণ, "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" (তৈত্তিঃ ২ ব) (তিনি স্বয়ংই আপনাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন) এই শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মই স্বয়ং কর্ত্তা ও কর্ম্ম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। পরন্তু কর্ত্তারই কর্ম্মত্ব কিরূপে হয়, এই জিজ্ঞাসায় বলিতেছেন "পরিণামাৎ," সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি-মান্ ব্রহ্ম স্বশক্তি বিক্ষেপপূর্ব্বক আপনাকেই জগদাকারে পরিণমিত করেন, অবিকৃতরূপেও অবস্থান করেন; ইহাই তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার পরিচয়।

১ম অঃ ৪র্থ পাঃ ২৭শ সূত্র। যোনিশ্চ হি গীয়তে ॥

ভাষ্য। "যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্ম-যোনিমি"-তি চেতি যোনিশব্দেন ব্রহ্ম গীয়তে। অতো ব্রহ্মৈবোপাদানম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—"যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ' 'কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্" ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্মকে সকলের যোনি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতেও ব্রহ্ম যে জগতের উপাদানকারণ, তাহা সিদ্ধান্ত হয়।

১ম অঃ ৪র্থ পাঃ ২৮শ সূত্র। এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্য। এতেনাধিকরণসমুদায়েন সর্ব্বে বেদান্তা ব্রহ্মপরত্বেন ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—এই পর্য্যন্ত যাহা উক্ত হইল, তদ্দ্বারা উল্লিখিত অনুল্লিখিত সমস্ত বেদান্তেরই ব্রহ্মরূপত্ব ব্যাখ্যাত হইল বলিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে!

ইতি প্রথমাধ্যায়ে চতুর্থপাদঃ সমাপ্তঃ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীব্রহ্মসূত্রম্—সানুবাদ নিম্বার্কভাষ্যসহিতম্

দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথম পাদঃ

২য় অঃ ১পাঃ ১ম সূত্র। স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ॥

ভাষ্য। উক্তসমন্বয়স্যাবিরোধপ্রকারঃ প্রতিপাদ্যতে। নন্থ শ্রুত্যুপবৃংহণায় স্মৃত্যপেক্ষা বর্ত্ততে; তত্র সাংখ্যস্মৃতির্গ্রাহ্যা। ন চাচেতনকারণবাদিনী সাংখ্যস্মৃতির্ন গ্রাহ্যেতি বাচ্যম্। স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাদিতি চেন্ন; অন্যস্মৃতীনাং বেদোক্তচেতনকারণবিষয়াণাং বাধপ্রসঙ্গাদিতি বাক্যার্থঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষপাদে চেতন ব্রহ্মের জগৎকারণতাবিষয়ে যে মীমাংসা করা হইয়াছে, তাহার সহিত স্মৃতি ও যুক্তির অবিরোধ এক্ষণে প্রতিপন্ন করা যাইতেছে :—এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, শ্রুতির যাথর্থ তাৎপর্য্য বোধগম্য করিবার ও তাহার পুষ্টিসাধন করিবার নিমিত্ত স্মৃতিবাক্যবিচারের অপেক্ষা আছে; অতএব সাংখ্য-স্মৃতি যেরূপ জগৎকারণ-বিষয়ক মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই শ্রুতিপ্রতিপাদিত বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। অচেতনকারণবাদিনী বলিয়া সাংখ্য-স্মৃতি গ্রহণীয় নহে, এইরূপ যে সিদ্ধান্ত তাহা আদরণীয় নহে। কারণ জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ ব্রহ্ম, এই মত কপিলাদি আচার্য্য, যাঁহারা পূর্ণসিদ্ধ ও জ্ঞানী বলিয়া শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি আছে, তাঁহাদের প্রণীত স্মৃতির বিরুদ্ধ; এই মত সঙ্গত হইলে, কপিলাদিপ্রণীত স্মৃতির অনবস্থান দোষ ঘটে। অতএব এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত নহে। এইরূপ আপত্তি হইলে তাহা কার্য্যকর নহে। কারণ, ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব মত অস্বীকার করিলে, অপর দিকে বেদোক্তচেতনকারণ বিষয়ক অন্য মন্বাদিকৃত স্মৃতির অনবস্থান ঘটে।

২য় অঃ ১ম পাঃ ২য় সূত্র। ইতরেষাঞ্চানুপলব্ধেঃ ॥

ভাষ্য। ইতরেষাং মন্বাদীনাং বেদস্য প্রধানপরত্বানুপলব্ধেশ্চ বেদবিরুদ্ধস্মৃতেরপ্রামাণ্যম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্যানুবাদ :—বেদের প্রধানপরত্ব (অর্থাৎ প্রধানই জগৎকর্ত্তা, ইহা বেদেরই অভিপ্রেত, এই মত) সাংখ্য ভিন্ন অন্য (মন্বাদি) স্মৃতির অনভিমত হওয়াতে, বেদবিরুদ্ধ সাংখ্যস্মৃতি প্রমাণস্বরূপে গ্রহণীয় নহে।

২য় অঃ ১ম পাঃ ৩য় সূত্র। এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ॥

ভাষ্য। সাংখ্যস্মৃতিনিরাসেন যোগস্মৃতেরপি প্রত্যাখ্যাতাঽস্তি ॥

ভাষ্যানুবাদ :—এই একই কারণে সাংখ্যানুসারিণী যোগস্মৃতিরও অপ্রামাণ্য সিদ্ধান্ত হইল, বুঝিতে হইবে।

ভাষ্য। তর্কবলেন প্রত্যবতিষ্ঠতে ॥

ভাষ্যানুবাদ :—এইক্ষণে শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তিমূলে ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব বিষয়ক যে সকল আপত্তি উপস্থিত হয়, তাহা খণ্ডন করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ আপত্তির উল্লেখ হইতেছে। যথা

২য় অঃ ১ম পাঃ ৪র্থ সূত্র। ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ ॥

ভাষ্য। জগতো ন চেতনপ্রকৃতিকত্বম্ ; বিলক্ষণত্বাৎ। (জগতঃ অচেতনত্বাৎ পরমাত্মনশ্চ চেতনত্বাৎ, অস্য জগতঃ, ন তথাত্বম্। বিলক্ষণ-ত্বঞ্চ "বিজ্ঞানঞ্চবিজ্ঞানঞ্চাভবদি"—ত্যাদিশব্দাদপ্যস্যাধগব্যম্।

ভাষ্যানুবাদ :—জগৎ অচেতন, ঈশ্বর চেতন, অতএব ইহারা পরস্পর বিলক্ষণ ; সুতরাং জগৎ ঈশ্বরপ্রকৃতিক হইতে পারে না। জগতের অচেতন প্রকৃতিকত্ব শ্রুতিতেও উল্লিখিত আছে ; যথা বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চাভবৎ" (তৈত্তিঃ ২ব) ইত্যাদি।

২য় অঃ ১ম পাঃ ৫ম সূত্র। অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতি-ভ্যাম্ ॥

ভাষ্য।—পৃথিব্যব্রবীত্তে হেমে প্রাণা অহংশ্রেয়সে বিবদমানা ব্রহ্ম জগ্মুঃ" ইত্যাদৌ তু তদভিমানিনীনাং দেবতানাং ব্যপদেশঃ "হন্তাহমি-মাস্তিস্রো দেবতা" ইতি বিশেষণাৎ "অগ্নির্ব্বাগ্‌ভূত্বা মুখং প্রাবিশাদি"-ত্যাগুনুগতেশ্চ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্যানুবাদ :—"পৃথিব্যব্রবীত্তে হেমে প্রাণা অহংশ্রেয়সে বিবদমানা ব্রহ্ম জগ্মুঃ" ইত্যাদি (বৃঃ ৬ অঃ ১ব্রা) শ্রুতিতে পৃথিবী প্রাণ প্রভৃতি অচেতন পদার্থের কথা বলা, পরস্পরের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবাদ করা ইত্যাদি বিষয়ে যে উক্তি আছে, তাহা অচেতনপদার্থবোধক পৃথিব্যাদি নহে, তদভিমানিদেবতাবোধক ; হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা" ইত্যাদি বাক্যে পৃথিব্যাদিকে দেবতা বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে ; এবং অগ্নির্বাগ্‌ভূত্বা মুখং প্রাবিশ ইত্যাদি বাক্যে যে অগ্ন্যাদির মুখাদিতে অনুগতির উল্লেখ আছে, তদ্দ্বারাও শ্রুতি বাগাদ্যভিমানযুক্ত অগ্ন্যাদি দেবতারই মুখপ্রবেশনাদি কার্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব উক্ত শ্রুতিবাক্যসকল জগতের অচেতনত্বের বিরোধী নহে।

এইক্ষণে এই সকল আপত্তির উত্তর দেওয়া যাইতেছে।

২য় অঃ ১ম পাঃ ৬ষ্ঠ সূত্র। দৃশ্যতে তু ॥

ভাষ্য।—তত্রোচ্যতে পুরুষাদ্বিলক্ষণস্য কেশাদের্গোময়াদ্বিলক্ষণস্য বৃশ্চিকস্যোৎপত্তির্দৃশ্যতেঽতো ব্রহ্মবিলক্ষণত্বাজ্জগতো ন তৎপ্রকৃতিকত্বমিতি ন ব্যক্তব্যম্।

ভাষ্যানুবাদ :—কিন্তু প্রত্যক্ষই অনুমানের ভিত্তি ; চেতন হইতে অচেতন, এবং অচেতন হইতে চেতনের উৎপত্তি সচরাচরই প্রত্যক্ষীভূত হয় ; চেতন পুরুষ হইতে অচেতন কেশাদির, অচেতন গোময় হইতে চেতন বৃশ্চিকাদির উৎপত্তি সচরাচরই প্রত্যক্ষীভূত হয় ; অতএব চেতন ঈশ্বর হইতে অচেতন জগতের উৎপত্তি অনুমানবিরুদ্ধ বলিয়া যে আপত্তি করা হইয়াছে, তাহা অমূলক।

২য় অঃ ১ম পাঃ ৭ম সূত্র। অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ॥

ভাষ্য।—ননূপাদানাদুপাদেয়স্য বিলক্ষণত্বে উৎপত্তেঃ পূর্ব্বং তদসত্তবিতুমর্হতীতি ; নৈষ দোষঃ, পূর্ব্বসূত্রে প্রকৃতিবিকারয়োঃ সর্ব্বথা সাদৃশ্য-নিয়মস্য প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—পরন্তু উক্ত তর্ক যদি সঙ্গত তর্ক হয়, তবে তদনুসারে যখন কার্য্যবস্তু ও তাহার উপাদানকারণ পরস্পর বিলক্ষণ ; তখন উৎপত্তির পূর্ব্বে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও প্রলয়কালে কার্য্যবস্তু একান্ত "অসৎ" হইয়া পড়ে। কিন্তু সদ্বস্তুর একান্ত বিনাশ নাই, এবং একান্ত অসতের উৎপত্তি নাই,—ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। এইরূপ আপত্তি হইলে, তাহা সঙ্গত নহে; কারণ পূর্ব্বসূত্রে প্রকৃতি ও বিকার এই উভয়ের সর্ব্বপ্রকার সাদৃশ্য থাকার নিয়ম মাত্রই প্রতিষেধ করা হইয়াছে।

২য় অঃ ১ম পাঃ ৮ম সূত্র। অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্ ॥

ভাষ্য।—আক্ষেপঃ—প্রলয়সময়ে কার্য্যবৎ কারণস্যাপি অচেতনত্বা-দিপ্রাপ্তিপ্রসঙ্গাৎ জগদুপাদানং ব্রহ্মেত্যসমঞ্জসম্।

ভাষ্যানুবাদ :—(এই সূত্রটি আপত্তিসূচক; আপত্তি এইরূপ যথা—অচেতন জগতের একান্ত বিধ্বংস নাই স্বীকার করিলে, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রলয়কালে কার্য্যরূপ অচেতন জগতের ব্রহ্মে অবস্থিতি হেতু, চেতন ব্রহ্মেরও তৎকালে অচেতনত্ব-প্রাপ্তির প্রসঙ্গ হয়; অতএব ব্রহ্মই জগতের উপাদান, এই মত অসঙ্গত।

২য় অঃ ১ম পাঃ ৯ম সূত্র। ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ ॥

ভাষ্য।—সমাধানম্। তদ্বৎ প্রসঙ্গো নৈবাঽস্তি; যথা পৃথিবীবিকার-স্তস্যাং বিলীয়মানস্তাং ন দূষয়তি, তথা ব্রহ্মবিকারঃ সংসারঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—পূর্ব্বোক্ত আপত্তির উত্তর প্রদত্ত হইতেছে :—প্রলয়কালে ব্রহ্মের বিকার প্রাপ্তি এতদ্বারা অবধারিত হয় না; কারণ, বিকারবস্তু তদুপাদানকারণে লীন হইলে যে, তাহাতে নিজের ধর্ম্ম সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে দুষ্ট করে না, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষীভূত হয়; যথা পৃথিবী-বিকার-ভূত জীবদেহ, মল মূত্র এবং বৃক্ষাদি পৃথিবীতে পতিত হইয়া তদ্রূপতা প্রাপ্ত হয়, পৃথিবীকে বিকারিত করে না; তদ্রূপ জগদ্রূপ বিকারও ব্রহ্মে লীন হইয়া, ব্রহ্মকে বিকারিত করে না।

২য় অঃ ১ম পাঃ ১০ম সূত্র। স্বপক্ষে দোষাচ্চ।

ভাষ্য।—বেদবিরুদ্ধবাদী সাংখ্যো বক্তু মক্ষমস্তৎপক্ষেঽপ্যুক্তদোষযোগাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—যদি ইহা ব্রহ্মের জগৎকারণত্ববাদের দোষ বলিয়াই বল, তবে সাংখ্যপক্ষেও এই দোষ আছে; কারণ সাংখ্যোক্ত জগৎকারণ প্রধান সর্ব্ববিধ শব্দ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্পর্শ ও রূপাদি-বিবর্জিত ; তাহা হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপাদিবিশিষ্ট জগৎ প্রকটিত হয় বলাতে, তাহাতেও উক্ত আপত্তির সমান সম্ভাবনা হয়। সুতরাং শ্রুতিসিদ্ধ ব্রহ্মের জগৎকারণত্ববাদ কেবল এইরূপ তর্কের দ্বারা নিরস্ত হইতে পারে না।

২য় অঃ ১ম পাঃ ১১শ সূত্র। তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ ॥

ভাষ্য।—তর্কানবস্থানাচ্চোক্তসিদ্ধান্তস্য নাসামঞ্জস্যম্। দৃঢ়তর্কেণ বেদবিরুদ্ধে প্রধানাদিকে জগৎকারণেঽনুমিতে তু তাদৃশেন তর্কেণ সৎপ্রতিপক্ষসম্ভবাৎ। এবমেব তার্কিকবিপ্রতিপত্ত্যাঽনির্মোক্ষপ্রসঙ্গাদ্বেদোক্তস্যোবোপাদেয়ত্বমিতি সিদ্ধম্।

ভাষ্যানুবাদ :—বাস্তবিক তর্কের কোন স্থিরতা নাই, অদ্য যিনি তর্কের দ্বারা অপরকে পরাভূত করিতেছেন, কল্য আবার তিনিই অপরের দ্বারা পরাজিত হইতেছেন, অতএব তর্কমূলে শ্রুতিমূলক সিদ্ধান্তের অপলাপ করা সঙ্গত নহে। পরন্তু যদি বল যে কার্য্যকারণের বিলক্ষণত্ববিষয়ক পূর্ব্বোক্ত তর্ক অপ্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে উক্ত প্রকার দোষ ঘটেনা এমন অন্য প্রকার অনুমান করা যাইতে পারে, তবে তাহাতেও অনবস্থাদোষ হইতে মুক্তি পাইবে না। তার্কিকদিগের মধ্যে পরস্পরের সহিত বিরোধ সর্ব্বদাই চলিতেছে। সাংখ্যবাদী পণ্ডিতগণ এবং বৈশেষিকমতাবলম্বী পণ্ডিতগণ পরস্পর পরস্পরের তর্কে দোষ দেখাইয়া সর্ব্বদাই বিতণ্ডা করিতেছেন ; কাহারও মত নির্দ্দোষ বলিয়া সাব্যস্ত হয় না ; পুরুষদিগের মধ্যে কোন এক পুরুষের তর্কবিষয়ে নিয়ত জয়লাভ সম্ভব হয়না যে। কোন তর্কই উত্থাপিত করা যায়, তাহার বিরুদ্ধ তর্ক সর্ব্বদাই উত্থাপিত হইতে পারে। অতএব তর্কের অনবস্থা—হেতু বেদোক্ত সিদ্ধান্তই আদরণীয়।

২য় অঃ ১ম পাঃ ১২শ সূত্র। এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ ॥

ভাষ্য।—এতেন সাংখ্যপক্ষনিরাসেন পরিশিষ্টাঃ বেদবিরুদ্ধকারণবাদিনোঽন্যেঽপি প্রত্যুক্তাঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—এই সাংখ্যমতের খণ্ডনের দ্বারাই বেদবাদী শিষ্টগণের মতবিরুদ্ধ অপর মত সকলও খণ্ডিত হইল বুঝিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২য় অঃ ১ম পাঃ ১৩শ সূত্র। ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ ॥

ভাষ্য।—ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বে জীবরূপেণ ব্রহ্মণ এব সুখদুঃখ-ভোক্তৃত্বাপত্তেঃ বেদপ্রসিদ্ধো ভোক্তৃনিয়ন্তৃবিভাগো ন স্যাৎ ইতি চেৎ অবিভাগেঽপি সমুদ্রতরঙ্গয়োরিব সূর্য্যতৎপ্রভয়োরিব তয়োর্ব্বিভাগঃ স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—ব্রহ্মই জগতের উপাদান হইলে, জীবরূপে ব্রহ্মেরই সুখদুঃখাদি-ভোক্তৃত্ব সিদ্ধ হয়; সুতরাং বেদপ্রসিদ্ধ ভোক্তা ও নিয়ন্তা বলিয়া কোন ভেদ থাকে না; এইরূপ আপত্তি হইলে, তদুত্তরে আমরা বলি যে, উক্ত ভোক্তৃত্বনিয়ন্তৃত্ব-ভেদ থাকে; তাহার দৃষ্টান্তও লোকমধ্যে দৃষ্ট হয়; যেমন সমুদ্র ও তরঙ্গ অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন, যেমন সূর্য্য ও তৎপ্রভা অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন, তদ্রূপ ভোক্তা জীব ও নিয়ন্তা ঈশ্বর অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন।

২য় অঃ ১ম পাঃ ১৪শ সূত্র। তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ॥

ভাষ্য।—"কার্য্যস্য কারণানন্যত্বমস্তি, নত্বত্যন্তভিন্নত্বং, কুতঃ? "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্", "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং", "তৎ সত্যং তত্ত্বমসি", "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদিভ্যঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—কারণ-বস্তু হইতে কার্য্যের অভিন্নত্ব আছে, কারণ-বস্তু হইতে কার্য্য অত্যন্ত ভিন্ন নহে; কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন, "মৃত্তিকাই সত্য, ঘটশরাবাদি-নামে প্রকাশিত বিকার সকল কেবল পৃথক্ নাম দ্বারাই পৃথক্ হইয়াছে," "চরাচর বিশ্ব সমস্তই ব্রহ্মাত্মক," "সেই ব্রহ্ম সত্য, তুমি সেই ব্রহ্ম", "এতৎ সমস্তই ব্রহ্ম"। ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকোক্ত এই সকল বাক্যই তদ্বিষয়ে প্রমাণ।

২য় অঃ ১ম পাঃ ১৫শ সূত্র। ভাবে চোপলব্ধেঃ ॥

ভাষ্য। কার্য্যস্য কারণাদনন্যত্বং কুতোঽবগম্যতে? তত্রাহ, কারণ-সদ্ভাবে সতি, কার্য্যস্য উপলব্ধেঃ; সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—কারণ হইতে কার্য্যের অভিন্নত্ব কিরূপে অবগত হওয়া যায়? তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন যে, কারণের সদ্ভাব থাকিলেই কার্য্যের জ্ঞান হয়, না থাকিলে হয় না; ইহার দ্বারাও কারণ হইতে কার্য্যের অভিন্নত্ব জানা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায়। "হে সৌম্য! এই সকল সৎ-মূলক" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

২য় অঃ ১ম পাঃ ১৬শ সূত্র। সত্ত্বাচ্চাবরস্য ॥

ভাষ্য। "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদি"-তি সামানাধিকরণ্যনির্দেশেনাবর-কালীনস্য কার্য্যস্য কারণে সত্ত্বাত্তদনন্যত্বম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতি স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যরূপ জগৎ কারণরূপ পরব্রহ্মে অভিন্নভাবে স্থিত ছিল; সুতরাং কার্য্যের সহিত কারণের অভিন্নত্ব এতদ্দ্বারাও প্রতিপন্ন হয়।

২য় অঃ ১ম পাঃ ১৭শ সূত্র। অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন, ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ॥

ভাষ্য। "অসদ্বা ইদমগ্র আসীদি"—ত্যসদ্ব্যপদেশাৎ কার্য্যস্য সৃষ্টেঃ প্রাক্ ন সত্ত্বং ইতি চেন্ন; সূক্ষ্মত্বেন তাদৃগ্ ব্যপদেশোঽস্তি। কুতোঽবগম্যতে? "তৎ সদাসীৎ"। ইতি বাক্যশেষাৎ। যদ্যসদেব কার্য্যমুৎপদ্যতে তর্হি বহ্নের্যবাদ্যঙ্কুরোৎপত্তিঃ কুতো নাস্তীতি যুক্তেঃ "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইতি শব্দান্তরাচ্চ।

ভাষ্যানুবাদ :—"অসদ্বা ইদমগ্র আসৎ" এই শ্রুতিবাক্যে উৎপত্তির পূর্ব্বে জগৎ "অসৎ" ছিল বলিয়া যে উক্তি আছে, তদ্দ্বারা সৃষ্টির পূর্ব্বে জগতের অস্তিত্ব না থাকা প্রমাণ হয়। যদি এইরূপ আপত্তি হয়, তাহা সৎসিদ্ধান্ত নহে; কারণ, জগৎ তখন নামরূপে প্রকাশিত না থাকিয়া সূক্ষ্ম অপ্রকাশ-ধর্ম্মবিশিষ্ট অবস্থায় ছিল, ইহাই ঐ শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য। ইহাই যে শ্রুতির তাৎপর্য্য, তাহা ঐ বাক্যের শেষভাগ ("তৎসদাসীৎ") দৃষ্টে স্পষ্ট উপপন্ন হয়। যদি অসৎ কার্য্যেরই উৎপত্তি হয়, তবে বহ্নি হইতে যবাদির অঙ্কু-রোৎপত্তি কেন হয় না, ইত্যাদি যুক্তি দৃষ্টেও তাহাই সিদ্ধান্ত হয়। এবং "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" এই ছান্দোগ্যোক্ত বাক্যান্তর দ্বারাও ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

২য় অঃ ১ম পাঃ ১৮শ সূত্র। পটবচ্চ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্য। যথা চ পূর্ব্বং সংবেষ্টিতঃ পশ্চাৎ প্রসারিতঃ পটস্তদ্বদ্বিশ্বম্।

ভাষ্যানুবাদ :- -সংবেষ্টিত বস্ত্র (ভাঁজকরা, ঢাকা বস্ত্র) যেমন প্রসারিত হয়, তদ্বৎ বিশ্বও অপ্রকাশ অবস্থা হইতে প্রকাশিত হয়।

২য় অঃ ১ম পাঃ ১৯শ সূত্র। যথা চ প্রাণাদিঃ ॥

ভাষ্য। যথা চ প্রাণাপানাদিবায়ুঃ প্রাণায়ামাদিনা নিরুদ্ধঃ স্বরূপেণাবতিষ্ঠতে, বিগতনিরোধশ্চাঞ্জসা তত্তদ্রূপেণাবগৃহ্যতে তথেদমপি।

ভাষ্যানুবাদ :—প্রাণয়াম দ্বারা যেমন প্রাণাপানাদি বায়ুসকল নিরুদ্ধ হইয়া মুখ্যপ্রাণে লীন থাকে, পরে নিরোধ ভঙ্গ হইলে, পুনরায় প্রকাশিত হয়, তদ্বৎ বিশ্বও পরমাত্মায় লীন থাকিয়া পরে প্রকাশিত হয়।

২য় অঃ ১ম পাঃ ২০শ সূত্র। ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষ-প্রসক্তিঃ ॥

ভাষ্য। আক্ষেপঃ। ব্রহ্মকারণবাদে "আয়মাত্মা ব্রহ্মে"-তি জীবস্য ব্রহ্মত্বনিরূপণাৎ সর্ব্বক্লেশালয়জগজ্জননেনাত্মনো হিতাকরণাদিদোষ-প্রসক্তিঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—জগৎ সম্বন্ধে আপত্তি খণ্ডিত হইল, এইক্ষণে জীবের ব্রহ্মত্ব বিষয়ে অপর আপত্তি কথিত হইতেছে ; যথা :--

"এই আত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যে জীবেরও ব্রহ্মত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে ; কিন্তু জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, ব্রহ্ম নিজে নিজের অহিতাচরণ করেন, এই দোষ হয় ; কারণ জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি ক্লেশ ব্রহ্ম নিজের নিজে সম্বন্ধে সৃষ্টি করেন, ইহা কি সম্ভব ? তাহা হইলে তাঁহাকে জ্ঞানী বলা যায় কিরূপে ?

উত্তর—

২য় অঃ ১ম পাঃ ২১ সূত্র। অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ ॥

ভাষ্য। তৎপরিহারঃ। সুখদুঃখভোক্তুঃ শারীরাদধিকমুৎকৃষ্টং ব্রহ্ম জগৎকর্ত্তৃ ক্রমঃ, "আত্মানমন্তরো যময়তি" ইতি ভেদব্যপদেশান্ন তয়োরত্যন্তাভেদোঽস্তি যতো হিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ : —উত্তর —শ্রুতি যেমন জীবের ব্রহ্ম হইতে অভেদ নির্দ্দেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছেন, তদ্রূপ ব্রহ্মের আবার সুখদুঃখাদির ভোক্তা জীব হইতে ভেদও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা, "আত্মানন্তরো যময়তি" ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি জীব ও ব্রহ্মের অত্যন্ত অভেদ নিবারিত করিয়াছেন। অতএব ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। সুতরাং জগৎকারণ ব্রহ্মের জন্মমরণাদি ক্লেশ নাই; এবং ব্রহ্মে "হিতাকরণ"-রূপ দোষ হয় না।

২য় অঃ ১ম পাঃ ২২ সূত্র। অশ্মাদিবচ্চ, তদনুপপত্তিঃ ॥

ভাষ্য। ভুবিকারবজ্রবৈদূর্য্যাদিবদ্ব্রহ্মাভিন্নোঽপি ক্ষেত্রজ্ঞঃ স্বস্বরূপতো ভিন্ন এবাতঃ পরোক্তস্যানুপপত্তিঃ।

ভাষ্যানুবাদ—বজ্র বৈদূর্য্যাদি যেমন পৃথিবীরই বিকার, বস্তুতঃ পৃথিবী হইতে অভিন্ন; পরন্তু স্বীয় বিকৃতরূপে পৃথিবী হইতে ভিন্ন, তদ্রূপ জীবও বস্তুতঃ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও স্বীয় নামাদি বিশিষ্টরূপে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। অতএব "হিতাকরণ" প্রভৃতিবিষয়ক আপত্তি সঙ্গত নহে।

২য় অঃ ১ম পাঃ ২৩ সূত্র। উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি ॥

ভাষ্য। কুম্ভকারাদীনাম্ অনেকোপকরণোপসংহারদর্শনাৎ বাহ্যোপকরণরহিতং ব্রহ্ম ন জগৎকারণম্, ইতি চেন্ন; হি যতঃ ক্ষীরবৎ কার্য্যাকারেণ ব্রহ্ম পরিণমতে স্বকীয়াসাধারণশক্তিমত্ত্বাৎ।

ভাষ্যানুবাদ:—কুম্ভকারাদিস্থলে দৃষ্ট হয় যে বাহ্য উপকরণের সাহায্য ভিন্ন ঘটাদি নির্ম্মিত হয় না; তদ্দৃষ্টে উপকরণরহিত ব্রহ্মের জগৎকারণতা নাই বলা যাইতে পারে না; কারণ উপকরণের প্রয়োজন সকলস্থলে দৃষ্ট হয় না। দুগ্ধ স্বতঃই দধিরূপে পরিণত হয়। তদ্রূপ ব্রহ্মও স্বকীয় অসাধারণ শক্তিদ্বারা কার্য্যাকারে পরিণত হয়েন।

২য় অঃ ১ম পাঃ ২৪ সূত্র। দেবাদিবদপি লোকে ॥

ভাষ্য। যথা দেবাদয়ঃ সঙ্কল্পমাত্রেণ স্বাপেক্ষিতং সৃজন্তি, তথা ভগবানপি।

ভাষ্যানুবাদ:—দেবতা ও সিদ্ধপুরুষগণ স্বীয় সঙ্কল্পমাত্র দ্বারা বিশেষ বিশেষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বস্তু সৃষ্টি করিতে পারেন, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ ; তদ্বৎ ঈশ্বরও সঙ্কল্পমাত্রই জগৎ সৃষ্টি করেন।

২য় অঃ ১ম পাঃ ২৫ সূত্র। কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা ॥

ভাষ্য। আক্ষিপতি। ব্রহ্মণো জগৎপ্রকৃতিত্বে তন্নিরবয়বত্বাঙ্গীকারে কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ, স্বাবয়বত্বে নিরবয়বত্বাদি-শাস্ত্রং বিরুধ্যতে।

ভাষ্যানুবাদ :—পুনরায় আপত্তি বর্ণিত হইতেছে :—ব্রহ্ম যখন নিরবয়ব বলিয়া স্বীকার্য্য, সুতরাং তাঁহার যে কোন ভাগ হইতে পারে না, ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য ; তখন ব্রহ্মকে জগতের উপাদানকারণ বলিলে তিনি সর্ব্বাংশেই জগৎরূপে পরিণত হয়েন (তাঁহার কোন অংশ পরিণাম প্রাপ্ত না হইয়া জগতের অতীতরূপে থাকে, ইহা বলিতে পারা যায় না) ইহা স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং জগৎ ভিন্ন ব্রহ্ম বলিয়া আর কিছু থাকে না। এই দোষ পরিহার করিবার জন্য যদি তাঁহাকে সাবয়ব বলা যায় এবং তিনি একাংশে জগৎরূপে পরিণত হইয়া অপরাংশে তদতীত থাকেন, এইরূপ বলিয়া সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার চেষ্টা করা যায়; তবে তাঁহার নিরবয়ত্ববিষয়ক শ্রুতিবাক্যসকলের সহিত বিরোধ হয়। অতএব ব্রহ্মকে জগতের উপাদানকারণ বলা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না।

২য় অঃ ১ম পাঃ ২৬ সূত্র। শ্রুতেস্তু, শব্দমূলত্বাৎ ॥

ভাষ্য। সমাধত্তে, নোক্তদোষোঽস্তি "সোঽকাময়ত বহু স্যাং", "স্বয়মাত্মানমকুরুত" "সচ্চ ত্যচ্চাভবদেতাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ," "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে তথা পুরুষাদ্ভবতি বিশ্বং" ইত্যস্যার্থস্য শব্দমূলত্বাদন্যং নির্ম্মূলম্।

ভাষ্যানুবাদ :—আপত্তির সমাধান করিতেছেন—উপরোক্ত দোষ নাই। কারণ "তিনি বহু হইতে ইচ্ছা করিলেন" "স্বয়ং আত্মাকে সৃষ্টি করিলেন", "তিনিই সৎ (মূর্ত্তিবিশিষ্ট—স্থূল) ত্যৎ (মূর্ত্তিরহিত—সূক্ষ্ম) হইলেন; এই প্রকাশিত বিশ্ব ইহারই মহিমা, পুরুষ (ইহার স্রষ্টা হওয়ায়) তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ" "যেমন উর্ণনাভ জাল সৃষ্টি করে, তদ্রূপ পুরুষ হইতে বিশ্ব সৃষ্ট হয়"। ইত্যাদি শ্রুতির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা ব্রহ্মের জগৎ কারণত্ব প্রতিপাদিত হওয়ায় ঐ উক্তি নির্ম্মূল অর্থাৎ শ্রুতিবাক্য দ্বারা ব্রহ্ম জগদতীত হইলেও তিনিই জগতের উপাদান কারণ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছেন, সুতরাং শ্রুতিবাক্যের বিরুদ্ধে কেবল তর্কের উপর নির্ভর করিয়া তদ্বিরুদ্ধ মত সকল গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

২য় অঃ ১ম পাঃ ২৭ সূত্র। আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥

ভাষ্য। দেবাদিশরীরক্ষেত্রজ্ঞে যদা নানাবিকৃতয়ঃ সঙ্গতাঃ সন্তি, তদা সর্ব্বশক্তৌ সর্ব্বেশ্বরে জগৎকারণে কাঽনুপপত্তিঃ।

ভাষ্যানুবাদ ঃ—দেবাদি শরীর বিশিষ্ট ক্ষেত্রজ্ঞেরও যখন বিচিত্র সৃষ্টি রচনা দৃষ্ট হয়, তখন সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ জগৎকারণ পরমাত্মার এইরূপ শক্তি থাকা স্বীকারে কি আপত্তি হইতে পারে?

২য় অঃ ১ম পঃ ২৮ সূত্র। স্বপক্ষে দোষাচ্চ ॥

ভাষ্য। অস্মৎপক্ষস্তিষ্ঠতু, স্বপক্ষেঽপি ভবদুক্তদোষাপাতান্মূকীভাবো যুক্তঃ।

ভাষ্যানুবাদ ঃ—প্রতিপক্ষেও এতৎ সমস্ত দোষ আছে; সুতরাং এই দোষ দেখাইয়া শ্রুতিসিদ্ধ সিদ্ধান্তের অপলাপ করা যাইতে পারে না। অতএব এতৎ-সম্বন্ধে মূক হওয়াই কর্ত্তব্য।

২য় অঃ ১ম পাঃ ২৯ সূত্র। সর্ব্বোপেতা চ সা তদ্দর্শনাৎ ॥

ভাষ্য। "পরাঽস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ"-ত্যাদিশ্রুতেঃ সা দেবতা সর্ব্বশক্ত্যুপেতা সর্ব্বং কর্ত্তুং সমর্থা ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ ঃ—সেই পরদেবতা সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন; সুতরাং সমস্তই করিতে পারেন। শ্রুতি "পরাঽস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" (শ্বেতাশ্বতর) ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের সর্ব্বশক্তিমত্তা স্পষ্টই উপদেশ করিয়াছেন।

২য় অঃ ১ম পাঃ ৩০ সূত্র। বিকরণত্বান্নেতি চেত্তদুক্তম্ ॥

ভাষ্য। "ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে" ইতি করণনিষেধাৎ সর্ব্বশক্ত্যুপেতস্যাপি জগৎকর্ত্তৃত্বং ন সংগচ্ছতে, ইতি চেৎ অত্র বক্তব্যমুত্তরং যৎ তৎ পূর্ব্বত্রোক্তমেব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্যানুবাদ :—শ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রহ্মের কোন করণ (ইন্দ্রিয়) নাই ; সুতরাং তিনি করণশূন্য হওয়ায় সর্ব্বশক্তিমান্ হইলেও তাঁহার জগৎকর্ত্তৃত্ব সম্ভবে না। এইরূপ আপত্তি হইলে, পূর্ব্বে যে সকল উত্তর দেওয়া হইয়াছে, তৎসমস্তই এই আপত্তির উত্তর বলিয়া জানিবে।

২য় অঃ ১ম পাঃ ৩১ সূত্র। ন, প্রয়োজনবত্ত্বাৎ ॥

ভাষ্য। ননু নিত্যাবাপ্তসমস্তকামঃ পরঃ কর্ত্তা ন, কুতঃ ? কর্ত্তুঃ প্রবৃত্তেঃ প্রয়োজনবত্ত্বাদিতি।

ভাষ্যানুবাদ :—যদি ঈশ্বরকে জগৎকর্ত্তা বলা যায় তবে তিনি ঈশ্বর হইতে পারেন না ; জগৎকর্ত্তা হইলে তিনি জীববৎ প্রয়োজনবিশিষ্ট হইয়া পড়িলেন ; কারণ, প্রয়োজনভিন্ন কেহ কখনও কোন কাজ করেনা। "নিত্যাবাপ্তসমস্তকামঃ" (নিত্যই পরিপূর্ণ কাম—সর্ব্ববিধ কামনারহিত) বলিয়া যে শ্রুতি তাঁহাকে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা মিথ্যা হইয়া পড়িল।

২য় অঃ ১ম পাঃ ৩২ সূত্র। লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ ॥

ভাষ্য। তত্রোচ্যতে, পরস্যৈতদ্রচনাদি লোকপ্রসিদ্ধনৃপত্যাদি-ক্রীড়ামাত্রমিব যুজ্যতে।

ভাষ্যানুবাদ :—উক্ত আপত্তির উত্তর—ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন পূরণের নিমিত্ত সৃষ্টি রচিত নহে, সৃষ্টি তাহার ক্রীড়ামাত্র। ঐশ্বর্য্যশালী লোকের বিনা প্রয়োজনে ক্রীড়াচ্ছলে কার্য্য করিতে দেখা যায়, তদ্বৎ সৃষ্টিও ব্রহ্মের লীলামাত্র।

২য় অঃ ১ম পাঃ ৩৩ সূত্র। বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি ॥

ভাষ্য। বিষমসৃষ্টিসংহারাদিনিমিত্তবৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে জীবকর্ম্মসাপেক্ষ-ত্বাৎ পর্জন্যস্যেব জগজ্জন্মাদিকর্ত্তুর্ন স্যাতাং, তথৈব দর্শয়তি "পুণ্যোবৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা পাপঃ পাপেনে"-তি শ্রুতিঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—ধনী, দরিদ্র, উত্তম, অধম ভেদে সৃষ্টি ও সংহারাদি দ্বারা ব্রহ্মের বৈষম্য (পক্ষপাতিত্ব) ও নৈর্ঘৃণ্য (নির্দ্দয়তা) প্রকাশিত হয়না ; কারণ লোকের সুখদুঃখাদি বিভিন্ন ফলভোগ তাহাদের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মসাপেক্ষ ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পর্জ্জন্যের বিষমাঙ্কুরোৎপাদন যেমন বীজের বিভিন্নত্বসাপেক্ষ, এই স্থলেও তদ্রূপ। শ্রুতিও এইরূপ বলিয়াছেন। (শ্রুতি যথা :—"পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন কর্ম্মণা, সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপী ভবতি" (বৃ ৪ অঃ ৪ ব্রাঃ) ইত্যাদি।

২য় অঃ ১ম পাঃ ৩৪ সূত্র। ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নাঽনাদিত্বাত্তু-পপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ।

ভাষ্য। নন্তু "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমি"-তি সৃষ্টেঃ প্রাগবিভাগশ্রবণাৎকর্ম্মসাপেক্ষত্বং পরস্য ন সঙ্গচ্ছতে, ইতি চেন্ন, কর্ম্মাণাং পূর্ব্বসৃষ্টিস্থজীবকৃতানামনাদিত্বাৎ তদানীমপি সত্ত্বাৎ পূর্ব্ব সৃষ্টিরপি অকস্মাত্ত্বত্তরসৃষ্ট্যনুপপত্ত্যোপপদ্যতে চ। "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়দি"-ত্যাদাবুপলভ্যতে চাপি।

ভাষ্যানুবাদ :—জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মাপেক্ষা করিয়া ঈশ্বর ফলদান করেন, এই উক্তি সঙ্গত নহে ; কারণ সৃষ্টির পূর্ব্বে জীব ও ব্রহ্মে কোন ভেদ ছিল না, ইহা "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একম্" ইত্যাদি শ্রুতি স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন ; সুতরাং সৃষ্টির প্রাদুর্ভাবকালে তিনি বিভিন্ন জীবকে বিভিন্ন প্রকার শক্তি দিয়া সৃষ্টি করাতে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মের বৈষম্য ঈশ্বরেরই পক্ষপাতিত্ব বলিতে হইবে। এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইলে, তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ জীবের কর্ম্ম অনাদি। এই সৃষ্টির পূর্ব্বে সৃষ্টিস্থ জীবের কৃত কর্ম্মসকল এই সৃষ্টির পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল ; বর্ত্তমান সৃষ্টি প্রকাশিত হইলে পূর্ব্বসৃষ্টিকৃত কর্ম্মানুসারে পুনরায় ফল সকল প্রদত্ত হইতে থাকে (যেমন নিদ্রার পূর্ব্বের সংস্কার নিদ্রাভঙ্গের পরে উদয় হইয়া ফলদান করে, তদ্রূপ)। যুক্তি দ্বারাও সংসারের অনাদিত্ব সিদ্ধ হয় ; অকস্মাৎ সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হইল, ইহা যুক্তিসিদ্ধও নহে। এবঞ্চ শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রে, প্রবাহের ন্যায় সংসারের অনাদিত্বের উল্লেখ আছে, যথা—"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" (পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, তদ্রূপ বিধাতা চন্দ্রসূর্য্যাদি সৃষ্টি রচনা করিলেন) ইত্যাদি।

২য় অঃ ১ম পাঃ ৩৫ সূত্র। সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্য। যে যে ধর্ম্মাঃ কারণে প্রসিদ্ধাস্তেষাং সর্ব্বেষাং কারণ-ধর্ম্মাণাং ব্রহ্মণ্যেবোপপত্তেশ্চাবিরোধসিদ্ধিঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—যে যে কর্ম্ম জগৎ কারণে প্রসিদ্ধ আছে, তৎসমস্তই ব্রহ্মে প্রতিপন্ন হয়, অপরে হয়না ; অতএব ব্রহ্মকর্ত্তৃত্ববাদে কোন বিরোধ নাই—অবিরোধ সিদ্ধ হইল।

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমপাদঃ সমাপ্তঃ।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে—দ্বিতীয় পাদঃ

২য় অঃ ২য় পাঃ ১ম সূত্র। রচনাঽনুপপত্তেশ্চ নাঽনুমানম্ ॥

ভাষ্য। প্রধানমনুমানগম্যং ন জগৎকারণং ; কুতঃ ? সৃজ্যরচনান-ভিজ্ঞাত্ততো বিবিধরচনানুপপত্তেশ্চ।

ভাষ্যানুবাদ :—কেবল অনুমানগম্য সাংখ্যোক্ত অচেতন প্রধান জগৎকারণ নহে ; কারণ বিচিত্র রচনাকৌশল যাহা জগতে দৃষ্ট হয়, তৎসম্বন্ধে জ্ঞান অচেতন প্রধানের নাই ; অতএব প্রধানের দ্বারা জগৎরচনা যুক্তি দ্বারা উপপন্ন হয় না।

২য় অঃ ২য় পাঃ ২ সূত্র। প্রবৃত্তেশ্চ ॥

ভাষ্য। স্বতঃ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেশ্চ নানুমানম্।

ভাষ্যানুবাদ :—অচেতনের স্বতঃ কার্য্যে প্রবৃত্তি হইতে পারে না ; অতএব অচেতন প্রধানের জগৎকারণত্ব যুক্তিতঃ অসিদ্ধ।

২য় অঃ ২য় পাঃ ৩য় সূত্র। পয়োঽম্বুবচ্চেৎ তত্রাপি ॥

ভাষ্য। ননু ক্ষীরাদিবৎ স্বয়ং প্রধানং জগজ্জন্মাদৌ প্রবর্ত্ততে ইতি চেৎ, তত্রাপি পরঃ প্রেরকো "যোঽপ্সু তিষ্ঠন্নি"-ত্যাদিনা শ্রূয়তে।

ভাষ্যানুবাদ :—দুগ্ধ যেমন আপনা হইতে বৎস-মুখে ক্ষরিত হয়, এবং আকাশস্থ অম্বু যেমন আপনা হইতে বৃষ্টিরূপে জীবোপকরার্থ পতিত হয়, তদ্বৎ অচেতন প্রধানও আপনা হইতে জগদ্রূপে পরিণত হয়, ইহাও বলিতে পার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না; কারণ সেই সকল স্থলে অপর সেই সেই কার্যের প্রেরক। (বৎস-বৎসলা ধেনু স্নেহবশতঃ দুগ্ধ ক্ষরণ করে। অম্বুও আপনা হইতে বৃষ্টিরূপে পরিণত হয় না; হিমের দ্বারা জলাকারে পরিণত হয় এবং নিম্নস্থ পৃথিবী আকর্ষণ করে বলিয়া পতিত হয়, স্বতঃ নহে;) এবঞ্চ শ্রুতি "যোঽপ্সু তিষ্ঠন্" ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মেরই তৎসম্বন্ধে প্রবর্ত্তকত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

২য় অঃ ২য় পাঃ ৪র্থ সূত্র। ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ॥

ভাষ্য। প্রাজ্ঞেনাঽনধিষ্ঠিতং প্রধানং ন জগৎকারণং, কুতঃ? তদ্ব্যতিরিক্তস্য সহকার্য্যন্তরস্যানবস্থিতের্থতস্তব তদনপেক্ষত্বাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—যদি বল, পুরুষসহযোগে প্রধানের কর্ম্ম চেষ্টা হয়, তাহা বলিতে পার না; কারণ সাংখ্যমতে প্রধানের অতিরিক্ত তাহার প্রবর্ত্তক অপর কিছু নাই, এবং পুরুষত্ত সাংখ্যমতে নিত্য নির্গুণস্বভাব হওয়াতে সর্ব্বদাই উদাসীন, প্রধানের পরিচালক নহেন। সুতরাং অচেতন প্রধানের জগৎকারণত্ববাদ যুক্তিতঃ সিদ্ধ নহে। অথবা প্রাজ্ঞ আত্মার দ্বারা অধিষ্ঠিত না হওয়ায় প্রধান জগৎকারণ হইতে পারে না; কারণ সাংখ্যমতে প্রধানের সহকারী অন্য কারণ নাই, প্রধান স্বতন্ত্র, অন্যের অপেক্ষা করে না।

২য় অঃ ২পাঃ ৫ম সূত্র। অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ ॥

ভাষ্য। অনডুহাদ্যুপভুক্তে তৃণাদৌ ক্ষীরাকারেণ পরিণামাভাবাৎ ধেন্বাদ্যুপভুক্তং তৃণাদি যথা স্বতঃ ক্ষীরীভবতি তথাঽব্যক্তমপি মহদাদ্যাকারেণ পরিণমতে ইতি বক্তব্যম্।

ভাষ্যানুবাদ :—ধেনুভুক্ত তৃণাদি যেমন আপনা হইতে দুগ্ধরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ প্রধানও আপনা হইতে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, এইরূপ বলিতে পার না; কারণ ধেনুভিন্ন অন্যত্র তৃণের দুগ্ধরূপে পরিণাম দৃষ্ট হয় না। ষাঁড় তৃণ ভক্ষণ করিলে, তাহার শরীরে তৃণ দুগ্ধরূপে পরিণত হয় না; অতএব কারণান্তর স্বীকার না করিলে, অচেতন প্রধানের সৃষ্টিপরিণাম কোন প্রকারে সঙ্গত হয় না।

২য় অঃ ২য় পাঃ ৬ষ্ঠ সূত্র। অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্য। কথঞ্চিৎপ্রবৃত্ত্যভ্যুপগমেঽপি প্রধানং কারণং ন ভবতি, তস্যাচেতনত্বেন প্রবৃত্তিপ্রয়োজনাসম্ভবাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—প্রধানের পরিণামসামর্থ্য থাকা কোন প্রকার কল্পনা করিয়া লইলেও, প্রধানের দ্বারা সৃষ্টিরচনা সিদ্ধ হইতে পারে না, কারণ প্রধান স্বয়ং অচেতন; তাহার নিজের কোন প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত প্রবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু সাংখ্যমতেও ইহা স্বীকার্য্য যে, জগদ্রচনায় ভোগ ও মোক্ষরূপ পুরুষার্থসাধনচেষ্টা সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। অতএব সাংখ্যোক্ত অচেতন প্রধানের জগৎকারণত্ব যুক্তিবলেও সিদ্ধ হয় না।

২য়ঃ অঃ ২য় পাঃ ৭ সূত্র। পুরুষাশ্মবদিতি চেৎ তথাপি ॥

ভাষ্য। যথা পঙ্গুরন্ধমশ্মাঽয়ঃ প্রবর্ত্তয়তি তথা পুরুষঃ প্রধানমিতি চেত্তথাত্বে নিষ্ক্রিয়ত্বাঽভ্যুপগমবিরোধঃ। প্রধানস্য পরপ্রের্য্যত্বেন জগৎকারণত্বেঽপ্রাধান্যপ্রসঙ্গ।

ভাষ্যানুবাদ :—অন্ধ ও পঙ্গু পুরুষের দৃষ্টান্ত (পঙ্গু ব্যক্তি অন্ধের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পথ দেখায়, অন্ধ তদনুসারে পথ চলে, তদ্রূপ পরিণামশক্তিযুক্ত প্রধান ও অপরিণামী পুরুষ পরস্পর হইতে পৃথক্ হইলেও, উভয়ের উক্ত প্রকার যোগে সৃষ্টি হয়, এই দৃষ্টান্ত) এবং চুম্বক প্রস্তর ও লৌহের দৃষ্টান্ত (চুম্বক যেমন পৃথক্ থাকিয়াও লৌহকে চালায়, এই দৃষ্টান্ত) দ্বারা ফলসিদ্ধি হয় না, তাহাতেও দোষ পড়ে; কারণ তাহাতে পুরুষের সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়ত্ব, এবং প্রধানের সম্পূর্ণ অপ্রের্য্যত্ব বাধিত হয়। প্রধান যদি অপরের দ্বারা প্রেরিত হইয়াই জগৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তবে তিনি আর প্রধান থাকিলেন না, অপ্রধান হইয়া পড়িলেন।

২য় অঃ ২য় পাঃ ৮ম সূত্র। অঙ্গিত্বাঽনুপপত্তেশ্চ ॥

ভাষ্য। প্রলয়বেলায়াং সাম্যেনাবস্থিতানাং গুণানাং পরস্পরাঙ্গাঙ্গি-ভাবাসম্ভবাচ্চ নানুমানং জগৎকারণম্।

ভাষ্যানুবাদ :—গুণ সকলের অঙ্গাঙ্গিভাব কল্পনা করিয়া প্রধানের জগদ্রূপে পরিণাম সাংখ্যমতে ব্যাখ্যাত করা হয়; পরন্তু প্রলয়কালে গুণসকলের সম্পূর্ণ সাম্যভাব থাকা সাংখ্যের সম্মত। সুতরাং তৎকালে তাহাদের অঙ্গাঙ্গি ভাব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও (প্রধান অপ্রধান ভাব) না থাকা স্বীকার্য্য ; অতএব প্রধানের বিশেষ বিশেষ রূপে পরিণামের কোন হেতু না থাকাতে প্রধান কর্ত্তৃক জগৎ রচনা অসম্ভব।

২য় অঃ ২য় পাঃ ৯ সূত্র। অন্যথাঽনুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ॥

ভাষ্য। প্রকারান্তরেণ প্রধানানুমিতৌ চ প্রধানস্য জ্ঞাতৃত্বশক্তি-বিয়োগান্ন তৎকর্ত্তৃকং জগৎ।

ভাষ্যনুবাদ :—অন্য প্রকারে এই অঙ্গাঙ্গি ভাব ব্যাখ্যা করিয়া যদিও পরিণামের সঙ্গতি করা হয়, তথাপি জ্ঞাতৃত্বশক্তি প্রধানের না থাকাতে, কোন প্রকারেই প্রধানের জগৎকারণতার সমাধান হয় না।

২য় অঃ ২য় পাঃ ১০ সূত্র। বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্॥

ভাষ্য। অসমঞ্জসং কাপিলমতং বেদান্তবিরুদ্ধত্বাৎ পূর্ব্বাপর-বিরুদ্ধত্বাচ্চ।

ভাষ্যানুবাদ :—বেদান্তবিরুদ্ধ বলিয়া মন্বাদি পূর্ব্বাপর স্মৃতি ও যুক্তি বিরুদ্ধ বলিয়া কপিল মত সামঞ্জস্যহীন। অতএব তাঁহার অচেতন-প্রধানকর্ত্তৃত্ব মত গ্রাহ্য নহে।

২য় অঃ ২য় পাঃ ১১ সূত্র। মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্॥

ভাষ্য। সাবয়বত্বেঽনবস্থাপ্রসঙ্গান্নিরবয়বত্বে পরিণামান্তরোৎপাদকত্বা-সম্ভবাৎ পরমাণুভ্যাং দ্ব্যণুকোৎপত্তেরসামঞ্জস্যং, তেভ্যস্ত্র্যণুকোৎপত্তেশ্চ সুতরামসামঞ্জস্যং তদ্বৎ পরমাণুকারণবাদ্যভ্যুপগতং সর্ব্বমসমঞ্জসং ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ :—পরমাণুকে যদি সাবয়ব বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে তাহার পরমাণুত্বের অভাব হয়,—তাহার অনবস্থা ঘটে ; (অবয়ববিশিষ্ট হইলেই তাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রাবয়ব অনুমান করা যায়) ; পক্ষান্তরে পরমাণুকে নিরবয়ব বলিলে, তৎসংযোগে সাবয়ব বস্তুর উৎপত্তি অসম্ভব হয়। অতএব দুই পরমাণু একত্র হইয়া দ্ব্যণুক নামক অবয়ব বিশিষ্ট পৃথক্ পদার্থের উৎপত্তির সঙ্গতি কোন প্রকারে হয় না ; তাহাদিগের হইতে ত্র্যণুকপরিমাণের উৎপত্তিরও সুতরাং সঙ্গতি হয় না ; এইরূপে পরমাণুকারণবাদিগণের অভিমত সমস্তই অসঙ্গত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২য় অঃ ২য় পাঃ ১২ সূত্র। উভয়থাঽপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ ॥

ভাষ্য। অদৃষ্টস্য পরমাণুরত্তিত্বাঽসম্ভবাদাত্মসম্বন্ধিনস্তস্য পরমাণুগত-কর্ম্মপ্রেরকত্বাসম্ভবাচ্চেত্যেবমুভয়থাঽপ্যাদ্যং কর্ম্ম পরমাণুগতং ন সম্ভবত্যতঃ কর্ম্মনিবন্ধনসংযোগপূর্ব্বকদ্ব্যণুকাদিক্রমেণ জগদুদ্ভবস্যাভাবঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—অদৃষ্ট (যাহা বৈশেষিকমতে সৃষ্টিকালে পরমাণুর সংযোগের হেতু হয়, তাহা) পরমাণুতে অবস্থিত বস্তু হইতে পারে না (বৈশেষিকগণ স্বীকার করেন যে এই অদৃষ্ট পরমাণু হইতে ভিন্ন); যদি ইহা আত্মসম্বন্ধি বস্তু হয়, তবে সংযোগ কর্ম্ম, যাহা পরমাণুগত, তাহার প্রেরক এই অদৃষ্ট হইতে পারে না; এইরূপে উভয় প্রকার অনুমানেই সৃষ্টি প্রারম্ভে পরমাণুর প্রথম সংযোগকর্ম্মের সম্ভাবনা হয় না। অতএব চেষ্টার দ্বারা উৎপন্ন সংযোগ পূর্ব্বক যে দ্ব্যণুকাদিক্রমে জগৎসৃষ্টি, তাহার অভাব হয়।

২য় অঃ ২য় পাঃ ১৩ সূত্র। সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ ॥

ভাষ্য।—সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ পরমাণুকারণপক্ষাসম্ভবঃ, যথা দ্ব্যণুকং সমবায়সম্বন্ধেন স্বকারণে সমবৈত্যত্যন্তভিন্নত্বাত্তথা সমবায়োঽপি সমবায়িভ্যাং সমবায়সম্বন্ধান্তরণে সম্বধ্যেতাত্যন্তভেদসাম্যাৎ সোঽপি সম্বন্ধান্তরেণেত্যন-বস্থানাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—(বৈশেষিকগণ সমবায় বলিয়া এক পৃথক্ পদার্থ স্বীকার করেন; সমবায় দ্বারা অণুক দ্ব্যণুকের সহিত কার্য্যকারণরূপে সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয়; সমবায় অণুক ও দ্ব্যণুক উভয়কে অবলম্বন করিয়া থাকে)। পরন্তু এই সমবায়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও পরমাণুকারণবাদের সঙ্গতি হয়না; কারণ দ্ব্যণুক যেমন স্বকারণ পরমাণু হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হওয়াতে, সমবায়সম্বন্ধ দ্বারাই তাহার সহিত সমবেত হয় বলিয়া বৈশেষিকগণ কল্পনা করেন, তদ্রূপ সমবায়ও তৎসমবায়ী অণুক ও দ্ব্যণুক হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, সুতরাং সমবায়ও অন্য সমবায়সম্বন্ধ দ্বারা সমবায়ীর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হয় বলিতে হইবে। এই অত্যন্ত ভেদ যেমন দ্ব্যণুক ও পরমাণুতে আছে, তাহার সঙ্গতি করিবার নিমিত্ত সমবায়ের কল্পনা করা হয়, তদ্রূপ অত্যন্ত-ভিন্নত্ব সমবায় এবং সমবায়ীতেও আছে। এই বিষয়ে উভয়েরই সাম্য হেতু সেই সমবায়ও পুনরায় অন্য সমবায় সম্বন্ধ দ্বারা সমবায়ীর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হয় বলিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে। এইরূপে অনবস্থা দোষ ঘটে। অতএবঃঅত্যন্তভিন্ন দ্ব্যণুক ও পরমাণুকের কার্যকারণতা স্থাপন করিবার জন্য যে সমবায় কল্পনা করা হয়, তাহা নিষ্ফল।

২য় অঃ ২য় পাঃ ১৪ সূত্র। নিত্যমেব চ ভাবাৎ ॥

ভাষ্য। পরমাণূনাং প্রবৃত্তিস্বভাবত্বে প্রবৃত্তের্ভাবান্নিত্যসৃষ্টিপ্রসঙ্গাদন্যথা নিত্যপ্রলয়প্রসঙ্গাত্তদভাবঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—যদি বল পরমাণুসকলের কর্ম্মপ্রবৃত্তি স্বভাবগত, তবে কর্ম্মপ্রবৃত্তি নিত্যই থাকাতে সৃষ্টি নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; যদি বল কর্ম্মপ্রবৃত্তি পরমাণুর স্বভাবগত নহে, তবে সৃষ্টি হইতে পারেনা, প্রলয়াবস্থাই নিত্য হইয়া পড়ে।

২য়ঃ ২য় পাঃ ১৫ সূত্র। রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়োদর্শনাৎ ॥

ভাষ্য।—পরমাণূনাং কার্য্যানুসারেণ রূপাদিমত্ত্বাচ্চ নিত্যত্ববিপর্য্যয়োঽনিত্যত্বং স্যাৎ, রূপাদিমতাং ঘটাদীনামনিত্যত্বদর্শনাদন্যথা কার্য্যং রূপাদি হীনং স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—বৈশেষিকমতে পরমাণুর রূপাদিগুণ থাকা স্বীকৃত, তাহাদের কার্য্যভূত দ্ব্যণুক, ত্র্যণুক চতুরণুকাদিতে যে রূপাদিগুণ দৃষ্ট হয়, তদনুরূপ রূপাদিগুণ বৈশেষিকমতে পরমাণুরও আছে। তদ্ধেতু পরমাণুরও নিত্যত্বের বিপর্য্যয়, অর্থাৎ অনিত্যত্ব অনুমানসিদ্ধ হয়; কারণ ঘটশরাবাদি জাগতিক সমস্ত দ্রব্য, যাহার রূপাদি বর্ত্তমান আছে, তাহার অনিত্যত্ব প্রত্যক্ষগম্য। যদি বল, পরমাণুর রূপাদি নাই, তবে তৎকার্য্য দ্ব্যণুক, ত্র্যণুকাদিরও রূপাদিগুণ হইতে পারেনা।

২য় অঃ ২য় পাঃ ১৬ সূত্র। উভয়থা চ দোষাৎ ॥

ভাষ্য। যদ্যুপচিতগুণাঃ পরমাণবস্তদা পৃথিব্যপ্‌তেজোবায়ূনাং তুল্যতাপত্তিরপচিতগুণা ইত্যত্রাপি সর্ব্বেষাং পরমাণূনাং প্রত্যেকমেকৈকগুণযোগেন পৃথিব্যাদীনামপি কারণগুণানুগুণ্যেন প্রত্যেকমেকৈকগুণযোগঃ স্যাদিত্যুভয়থাঽপি দোষাত্তদভাব এব।

ভাষ্যানুবাদ :—আবার যদি পরমাণুসকলের রূপরসাদি একাধিক গুণ আছে বল, তবে পৃথিবী, অপ্, তেজঃ ও বায়ু-পরমাণুর তুল্যত্ব স্বীকার করিতে হয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাদের পার্থক্য আর কিছু থাকেনা। যদি বল, পরমাণুসকলের প্রত্যেকের রূপরসাদি এক এক বিশেষ গুণ আছে, অধিক গুণ নাই, তবে পৃথিবী-পরমাণুযোগে সম্ভূত পৃথিবী, জলপরমাণুযোগে সম্ভূত জল ইত্যাদি বস্তুরও প্রত্যেকের স্বীয় স্বীয় কারণপরমাণুর গুণানুসারে ঐ এক একটি গুণই থাকা উচিত। (পরন্তু গন্ধ রূপ স্পর্শাদি গুণ পৃথিব্যাদি সকল বস্তুরই থাকা দৃষ্ট হয়; অতএব উভয় পক্ষেই পরমাণুবাদ অপ্রতিষ্ট হওয়ায় তাহা অগ্রাহ্য)।

২য় অঃ ২য় পাঃ ১৭ সুত্র। অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা ॥

ভাষ্য। পরমাণুকারবাদস্য শিষ্টৈঃ পরিত্যক্তত্বাদত্যন্তমুপেক্ষা মুমুক্ষুভিঃ কার্য্যা।

ভাষ্যানুবাদ :—বেদাচার্য্যগণ, মন্বাদি ঋষিগণ, অথবা অপর কোন শিষ্টাচার-সম্পন্ন আচার্য্য এই পরমাণুকারণবাদ গ্রহণ করেন নাই; পরন্তু তাহা হেয় বলিয়া অনাদর করিয়াছেন। অতএব মুমুক্ষুগণ এই মত গ্রহণ করিতে পারেন না।

২য় অঃ ২য় পাঃ ১৮ সুত্র। সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ ॥

ভাষ্য। সুগতমতং নিরাকরোতি। ভূতভৌতিকচিত্তচৈত্তিকে সমুদায়েঽভ্যুপগম্যমানেঽপি সমুদায়িনামচেতনত্বাদন্যস্য সংহতি-হেতোরনভ্যুপগমাচ্চ সমুদায়া সম্ভবঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—(সুগত=বৌদ্ধ)। বৌদ্ধমত সূত্রকার খণ্ডন করিতেছেন :— ভূত-ভৌতিক চিত্ত-চৈত্তিক যে "সমুদায়" বৌদ্ধমতে উক্ত হয়, তাহা স্বীকার করিলেও ঐ সকল সমুদায়িবস্তুর অচেতনত্ব হেতু, এবং তাহাদের মিলনকারক অপর কোন হেতুর অস্তিত্ব বৌদ্ধমতে স্বীকৃত না হওয়া হেতু, ঐ সমুদায়ের সমুদায়ত্ব অসম্ভব হয়, অর্থাৎ পরস্পরের সহিত মিলন দ্বারা "সমুদায়" (সম্মিলিত বস্তু) রূপে জগৎ প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব।

২য় অঃ ২য় পাঃ ১৯ সুত্র। ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদুপপন্নমিতি চেন্ন, সঙ্ঘাতভাবাঽনিমিত্তত্বাৎ ॥

ভাষ্য। অবিদ্যাসংস্কারবিজ্ঞাননামরূপষড়ায়তনাদীনামিতরেতরহেতুত্বেন সঙ্ঘাতাদিকমুপপন্নমিত্যপি ন, তেষামপি সংঘাতং প্রত্যকারণত্বাৎ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্যানুবাদ :—অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন প্রভৃতির পরস্পরের সহিত পরস্পরের হেতু-হেতুমদ্ভাব থাকা উক্তির সংঘাত উপপন্ন হয় না ; ইহারা পরস্পর পরস্পরের উৎপত্তিকারণ হইলেও সংঘাতের কারণ হইতে পারে না, (কারণ ইহারা ক্ষণধ্বংসশীল)।

২য় অঃ ২য় পাঃ ২০ সূত্র। উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ ॥

ভাষ্য। ইতোঽপি ন তদ্দর্শনং যুক্তং, উত্তরোৎপাদে পূর্ব্বস্য ক্ষণিকত্বেন বিনষ্টত্বাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—অন্যবিধ কারণেও বৌদ্ধমত সঙ্গত নহে, যথা—পরপর বস্তুর উৎপত্তিসমকালে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থ সকল বিনষ্ট হয় ; কারণ বৌদ্ধমতে সকলই ক্ষণিক, উৎপত্তি হইলেই যদি বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তবে তাহা অপর বস্তুকে কিরূপে জন্মাইতে পারে ? পরক্ষণস্থিত বস্তুর উৎপত্তিকালে ত পূর্ব্বক্ষণস্থিত বস্তু বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

২য় অঃ ২য় পাঃ ২১ সূত্র। অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যৌগপদ্যমন্যথা ॥

ভাষ্য। অসতি হেতৌ কার্য্যোৎপত্ত্যভ্যুপগমে চতুর্ভ্যো হেতুভ্য ইন্দ্রিয়ালোকমনস্কারবিষয়েভ্যো বিজ্ঞানোৎপত্তিরিত্যস্যাঃ প্রতিজ্ঞায়া বাধঃ স্যাৎ ; সতি হেতৌ কার্য্যোৎপাদাঙ্গীকারে পূর্ব্বস্মিন্ ক্ষণে স্থিতে সতি ক্ষণান্তরোৎপত্তির্ভবেদিদং যৌগপদ্যং ভবতাং ক্ষণিকবাদিনাং মতে স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—যদি কার্য্যবস্তুর উৎপত্তিকালে কারণবস্তু না থাকিলেও বিনা কারণেই কার্য্যোৎপত্তি হইতে পারে বল, তবে "চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়লক্ষণ-অধিপতি-প্রত্যয়", "আলোকলক্ষণ—সহকারিপ্রত্যয়„, "মনস্কার (মনের দ্বারা বিষয়সংকল্প)-লক্ষণ—সমনন্তর প্রত্যয়," এবং "বিষয়লক্ষণ—ঘটাদি আলম্বনপ্রত্যয়" ইহারা বিজ্ঞানোৎপত্তি বিষয়ে কারণ, বৌদ্ধদিগের এই প্রতিজ্ঞা বাধিত হয়। (এই দোষ নিবারণার্থ) যদি ইহা স্বীকার কর যে কারণ বর্ত্তমান থাকিয়া কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তবে পূর্ব্বক্ষণ বর্ত্তমান থাকিতেই পরক্ষণের উৎপত্তি; অতএব উভয়ক্ষণেরই যুগপৎ স্থিতি স্বীকার করিতে হইল। (আর যদি বল পূর্ব্বক্ষণে স্থিত বস্তুই পরক্ষণেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে, তবে ক্ষণিকবাদ আর থাকিল না)। ক্ষণিকবাদীর মতে অবশেষে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে হয়।

২য় অঃ ২য় পাঃ ২২ সূত্র। প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তি-রবিচ্ছেদাৎ ॥

ভাষ্য। সহেতুকনির্হেতুকয়োর্নিরোধয়োরসম্ভবঃ, সন্তানবিচ্ছেদস্যা-সম্ভবাৎ, সন্তানিনাং চ প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাচ্চ।

ভাষ্যানুবাদ :—সহেতুক ও নির্হেতুক বিনাশ বলিয়া যাহা বৈনাশিকগণ কল্পনা করিয়া থাকেন, তাহাও অসম্ভব ; কারণ তাঁহাদের মতেও সন্তানপ্রবাহের বিচ্ছেদ হয়না ; কিন্তু বিনাশই সত্য হইলে এইরূপ সন্তান প্রবাহ (কার্য্যকারণরূপ প্রবাহ) অসম্ভব হইত। বিশেষতঃ সন্তানীরও (পূর্ব্বক্ষণস্থিত কারণেরও) বিনাশ নাই ; কারণ তাহা প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় হয় (যাহা পূর্ব্বানুভূত, এইটি তাহা, এইরূপ জ্ঞানের বিষয় হয়)।

২য় অঃ ২য় পাঃ ২৩ সূত্র। উভয়থা চ দোষাৎ ॥

ভাষ্য। সন্তানস্য সন্তানিব্যতিরিক্তবস্তুত্বাভাবাৎ সন্তানিনাং চ ক্ষণিকত্বাৎ অবিদ্যাদিনিরোধো মোক্ষ ইত্যপি তন্মতমসঙ্গতম্।

ভাষ্যানুবাদ :—অবিদ্যার নিরোধই মোক্ষ এই যে বৌদ্ধমত, ইহাও বৈনাশিক-মতে অসঙ্গত হয় ; কারণ সন্তানবস্তু, সন্তানী (কারণ) ব্যতিরিক্ত বস্তু হইতে পারে না, এবং পক্ষান্তরে সন্তানিবস্তুও ক্ষণিক। উভয়দিকেই অসঙ্গতি, মোক্ষ বলিয়া আর কিছু থাকেনা।

২য় অঃ ২য় পাঃ ২৪ সূত্র। আকাশে চাবিশেষাৎ ॥

ভাষ্য। আকাশে চ তৈরভাবপ্রতিজ্ঞা কৃতা, সা ন যুক্তা, পৃথিব্যাদি-ভিরবিশেষাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—বৌদ্ধগণ আকাশকেও অভাবরূপী বস্তু বলেন, (তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে) এই মতও সঙ্গত নহে ; কারণ পৃথিব্যাদি হইতে আকাশের এতদ্বিষয়ে কোন বিশেষ নাই।

২য় অঃ ২য় পাঃ ২৫ সূত্র। অনুস্মৃতেশ্চ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্য। ইদং তদিতি প্রত্যভিজ্ঞানাচ্চ তদ্দর্শনমসৎ।

ভাষ্যানুবাদ:—যাহা পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা এইক্ষণেও প্রত্যক্ষ করিতেছি, ইত্যাকার প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারাও বৌদ্ধমত মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়।

২য় অঃ ২য় পাঃ ২৬ সূত্র। নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ ॥

ভাষ্য। অভাবাদ্ভাবো নৈব জায়তেঽদৃষ্টত্বাৎ।

ভাষ্যানুবাদ:—বৌদ্ধদিগের মতে অভাববস্তু হইতে ভাববস্তুর উৎপত্তি কথিত হয়; ইহা সঙ্গত নহে; কারণ মৃত্তিকাদির অভাবে ঘটাদির উৎপত্তি কখনও দৃষ্ট হয়না। ভাববস্তু মৃৎপিণ্ডাদি হইতেই ভাববস্তু ঘটাদির উৎপত্তি দৃষ্ট হয়।

২য় অঃ ২য় পাঃ ২৭ সূত্র। উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ ॥

ভাষ্য। অন্যথাঽনুপায়তো বিদ্যাদ্যর্থসিদ্ধিঃ স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ:—যদি বল অসৎ হইতেই ভাববস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে, তবে কোন চেষ্টা ব্যতিরেকেও বিদ্যাদিসম্বন্ধে উদাসীন পুরুষদিগেরও বিদ্যাদি লাভ হইতে পারে।

২য় অঃ ২য় পাঃ ২৮ সূত্র। নাঽভাব উপলব্ধেঃ ॥

ভাষ্য। বিজ্ঞানমাত্রাস্তিত্ববাদ্যভিমতো বাহ্যস্যাভাবো ন, কিন্তু ভাব এব। কুতঃ? উপলব্ধেঃ।

ভাষ্যানুবাদ:—যে বৌদ্ধেরা বলেন বিজ্ঞানমাত্রই আছে, বাহ্যবস্তু নাই, তাঁহাদের মতও অগ্রাহ্য; বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব নাই নহে, অস্তিত্ব আছে; কারণ অস্তিত্বশীল বলিয়াই তাহাদের উপলব্ধি হয়।

২য় অঃ ২য় পাঃ ২৯ সূত্র। বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ॥

ভাষ্য। স্বপ্নাদিপ্রত্যয়দৃষ্টান্তেনাপি ন জাগ্রৎপ্রত্যয়ার্থাভাবঃ প্রতিপাদয়িতুং শক্যঃ, দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তয়োর্বৈষম্যাৎ স্বপ্নজ্ঞানস্যাপি সালম্বনাচ্চ।

ভাষ্যানুবাদ:—স্বপ্নাদিজ্ঞানের দৃষ্টান্তে জাগ্রৎজ্ঞানের বাহ্যবিষয়াভাব প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইবে না; কারণ দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্ত এই উভয়ের বৈষম্য আছে (জাগরণ দ্বারা স্বপ্নজ্ঞানের বাধ দৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষজ্ঞানের বাধ নাই)। এবঞ্চ স্বপ্নজ্ঞান সালম্বন,—প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করে; প্রত্যক্ষজ্ঞান তদ্রূপ নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২য় অঃ ২য় পাঃ ৩০ সূত্র। ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ ॥

ভাষ্য। কিঞ্চ জ্ঞানবৈচিত্র্যার্থোবাসনানাং ভাবোঽভিপ্রেতঃ, স ন সম্ভবতি, তব মতে বাহ্যার্থানামনুপলব্ধেঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—এই শ্রেণীর বৌদ্ধগণ বলেন যে (বাহ্যবস্তু না থাকিলেও) বাসনা সকল বর্ত্তমান আছে, তদ্দ্বারাই জ্ঞানবৈচিত্র্য উৎপন্ন হয় ; ইহাও সম্ভব নহে, কারণ বৌদ্ধমতে বাহ্যপদার্থের উপলব্ধিই নাই। (যদি বাহ্যপদার্থের উপলব্ধিই না থাকে, তবে তন্নিমিত্ত বাসনা কিরূপে হইতে পারে ?) ।

২য় অঃ ২য় পাঃ ৩১ সূত্র। ক্ষণিকত্বাৎ ॥

ভাষ্য। ন বাসনাভাব আশ্রয়স্য তব মতে ক্ষণিকত্বাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—বাসনাও ভাববস্তু হইতে পারে না, কারণ বৌদ্ধমতে বাসনার আশ্রয় যে অহং, তাহাও ক্ষণিক।

২য় অঃ ২য় পাঃ ৩২ সূত্র। সর্ব্বথানুপপত্তেশ্চ ॥

ভাষ্য। শূন্যবাদোঽপি ভ্রান্তিমূলঃ। সর্ব্বথানুপপন্নত্বাৎ। প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণবিরোধাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—শূন্যবাদও ভ্রান্তিমূলক। ইহা সর্ব্বপ্রকারে অসিদ্ধ। প্রত্যক্ষাদি সর্ব্ববিধ প্রমাণবিরুদ্ধ হওয়ায়, ইহা একদা অগ্রাহ্য।

২য় অঃ ২য় পাঃ ৩৩ সূত্র। নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ ॥

ভাষ্য। জৈনাবস্তুমাত্রেঽস্তিত্বনাস্তিত্বানাদিবিরুদ্ধধর্ম্মদ্বয়ং যোজয়ন্তি, তন্নোপপদ্যতে। একস্মিন্ বস্তুনি সত্ত্বাসত্ত্বাদের্বিরুদ্ধধর্ম্মস্য ছায়াতপবৎ যুগপদসম্ভবাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—জৈনগণ বস্তুমাত্রেরই অস্তিত্ব নাস্তিত্ব এই অনাদিবিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় আছে বলিয়া থাকেন, তাহা কখনও উপপন্ন হয় না। একই বস্তুতে বিদ্যমানতা ও অবিদ্যমানতা অসম্ভব ; ছায়া ও আলোক যেমন একত্র থাকা অসম্ভব, তদ্রূপ ইহাও অসম্ভব।

২য় অঃ ২য় পাঃ ৩৪ সূত্র। এবং চাত্মাঽকার্ৎস্ন্যম্ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্য। এবং শরীরপরিমাণত্বেনাঙ্গীকৃতস্যাত্মনোবৃহদ্দেহপ্রাপ্তাবপূর্ণতা স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—(জৈনমতের অপর দোষ পরিদর্শন করিতেছেন :—) জৈনগণ বলেন যে, আত্মা শরীরপরিমাণ, তাহা হইতে পারে না ; কারণ ক্ষুদ্রকায়বিশিষ্ট জীব (পিপীলিকাদি) দেহান্তে কর্ম্মবশে বৃহৎ শরীর (গজ শরীরাদি) প্রাপ্ত হইলে, তখন গজশরীরসম্বন্ধে জীব অকৃৎস্ন (অব্যাপী; ক্ষুদ্র) হইয়া পড়ে।

২য় অঃ ২য় পাঃ ৩৫ সূত্র। ন চ পর্য্যায়দপ্যবিরোধ বিকাবাদিভ্যঃ॥

ভাষ্য। উপচয়াপচয়ার্হাঽবয়বা নাত্মাঽতোন বিরোধঃ ইতি চ ন বক্তুং শক্যং, বিকারিত্বাদি দোষপ্রসক্তেঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—এইরূপ বলিতে পারিবেনা যে আমাদের মধ্যে আত্মা সবয়ব, অতএব গজশরীরে তাহার অবয়ব বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্র শরীরে অপচয় প্রাপ্তি হয়, এইরূপ পর্য্যায় হেতু "শরীরপরিমাণমতে" কোন দোষ নাই। কারণ, তাহাতে আত্মার বিকারাদি দোষ প্রসক্তি হয়। আত্মা সাবয়ব হইলে তাহা দেহাদির ন্যায় বিকারী এবং অনিত্য হইয়া পড়ে। ইত্যাদি দোষ উপস্থিত হয়।

২য় অঃ ২য় পাঃ ৩৬ সূত্র। অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ॥

ভাষ্য। অন্ত্যস্য পরিমাণস্য নিয়ততামঙ্গীকৃত্যাদিমধ্যয়োরপি নিত্যত্বমস্তীতি চেত্তর্হি সর্ব্বত্রাবিশেষঃ স্যাদ্বিনষ্টোদেহপরিমাণবাদঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—শেষদেহের (মোক্ষাবস্থাপ্রাপ্তিকালে যে দেহ হয়, তাহার) পরিমাণ অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য একরূপ. জৈনগণ এইরূপ স্বীকার করাতে, আদ্য মধ্য জীবপরিমাণও নিত্য বলিতে হয় ; সুতরাং অন্ত্যদেহ এবং তৎপূর্ব্বদেহ ইহাদের কোন তারতম্য রহিল না ; অতএব আদ্যমধ্য দেহও উপচয়-অপচয়-বিহীন বলিতে হয়। সুতরাং দেহপরিমাণবাদ অপসিদ্ধান্ত।

২য় অঃ ২য় পাঃ ৩৭ সূত্র। পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ॥

ভাষ্য। পাশুপতং শাস্ত্রমুপেক্ষণীয়ং জগদভিন্ননিমিত্তোপাদানকারণ-প্রতিপাদকবেদবিরোধিত্বাত্তুপধর্ম্মপ্রবর্ত্তকত্বাচ্চ।

ভাষ্যানুবাদ :—পাশুপতশাস্ত্র গ্রহণীয় নহে ; কারণ বেদ যে ঈশ্বরকে জগতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিমিত্ত এবং উপাদান, এই উভয় কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধ এই পশুপতিমত; এই মতে ঈশ্বরকে জগতের কেবল নিমিত্তকারণ বলা হয়, এবং ঈশ্বর হইতে বিভিন্ন অচেতন প্রধানকে উপাদান কারণ বলিয়া বর্ণনা করা হয়; এইমত বেদবিরুদ্ধ এবং উপধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, সুতরাং উপেক্ষণীয়।

২য় অঃ ২য় পাঃ ৩৮ সূত্র। সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ ॥

ভাষ্য। পশুপতেরশরীরস্য প্রেরকস্য প্রের্য্যপ্রধানাদিভিঃ সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ ন পশুপতির্জ্জগদ্ধেতুঃ।

ভাষ্যানুবাদ ঃ—পশুপতিমতে ঈশ্বর নিত্যশুদ্ধ নির্গুণ স্বভাব হওয়াতে, ঈশ্বর ও অচেতন প্রধানাদির মধ্যে প্রের্য্যপ্রেরকসম্বন্ধ কোন প্রকারে উপপন্ন হয় না; অতএব নিত্য নির্গুণ স্বভাব পশুপতি (পশু = জীব, পশুপতি = জীবপতি—ঈশ্বর) জগৎকারণ হইতে পারেন না।

২য় অঃ ২য় পাঃ ৩৯ সূত্র। অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ ॥

ভাষ্য। দৃষ্টবিরুদ্ধত্বান্নিত্যস্যোত্তরভাবিত্বাদনিত্যস্য চ শরীরস্যানুপপত্তেশ্চ ন পশুপতির্জ্জগদ্ধেতুঃ।

ভ্যাষ্যানুবাদ ঃ—লোকতঃ দৃষ্ট হয় যে, ঘটের নিমিত্তকারণ কুম্ভকার সশরীর হওয়াতেই মৃৎপিণ্ডোপাদান দ্বারা ঘট রচনা করে; পাশুপতগণ বেদের উপদেশ লঙ্ঘন করিয়া অনুমানকেই শ্রেষ্ঠ প্রমাণরূপে গ্রহণ করেন; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে অনুমান দ্বারা জগতের নিমিত্তকারণ ঈশ্বরের স্বরূপ অবধারণ করিতে হইলে, তাঁহাকে শরীরধারী বলিতে হয়; কিন্তু শরীরমাত্রই সৃষ্টি ও বিনশ্বর; পরন্তু ঈশ্বরকে নিত্য বলিয়া পাশুপতগণ স্বীকার করেন; অতএব তিনি নিত্য হইলে, (যেহেতুক তাঁহার নিত্য সশরীরত্ব উপপন্ন হইতে পারে না, অতএব) তাঁহার শরীরকে অনিত্য বলিতে হইবে, তাহাও অসম্ভব কারণ, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা অনিত্য-শরীরধারী; ইহা সর্ব্বথা অনুপপন্ন ও অসম্ভব, এইরূপ বলিলে তিনি অন্য কারণের অধীন হয়েন। অতএব ঈশ্বরের কোন প্রকার শরীর থাকা অনুমান দ্বারা সিদ্ধান্ত করা যায় না; আবার শরীর না থাকিলে, অচেতন জগতে অধিষ্ঠান প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণের অগম্য। অতএব পূর্ব্বোক্ত পশুপতি জগতের হেতু হইতে পারেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২য় অঃ ২য় পাঃ ৪০ সূত্র। করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ ॥

ভাষ্য। জীববৎকরণকলেবরকল্পনাপি ন সম্ভবতি ভোগাদিপ্রসক্তেঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—পরন্তু জীব যেমন অশরীরী হইয়াও ইন্দ্রিয়াদিকলেবর দ্বারা দেহের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হয়েন, তদ্রূপ ঈশ্বরও ইন্দ্রিয়াদিকলেবর দ্বারা জগতের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হয়েন; এইরূপ কল্পনারও সম্ভাবনা হয় না; কারণ তাহা হইলে, জীবের ন্যায় ঈশ্বরেরও সুখদুঃখাদিভোগপ্রসঙ্গ হয়, এবং তাঁহার ঈশ্বরত্ব আর কিছু থাকে না।

২য় অঃ ২য় পাঃ ৪১ সূত্র। অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা ॥

ভাষ্য। তস্য পুণ্যাদিরূপাদৃষ্টযোগেঽন্তবত্ত্বমজ্ঞত্বং চ স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—(ঈশ্বরের ভোগাদি স্বীকার করিলেও কোন দোষ হয় না, অতি সামান্য হিমকণিকা যেমন বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডের উত্তাপ খর্ব্ব করিতে পারেনা, তদ্রূপ উক্ত ভোগও ঈশ্বরকে খর্ব্ব করিতে পারে না। যদি এইরূপ আপত্তি হয়, তদুত্তরে বলা হইতেছে যে এইরূপ বলিলে) পুণ্যাপুণ্যাদি অদৃষ্টযোগে ঈশ্বরও জীবের ন্যায় অন্তবিশিষ্ট ও অসর্ব্বজ্ঞ হইয়া পড়েন; কারণ ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট সুখদুঃখাদিভোগসম্পন্ন কেহই জন্মমরণাদিবিহীন এবং পূর্ণজ্ঞ বলিয়া দৃষ্ট হয় না; লৌকিক দৃষ্টান্তে ঈশ্বরও যুগপৎ অন্তবিশিষ্ট ও অজ্ঞ হইয়া পড়েন। পরন্তু এইরূপ ঈশ্বর পাশুপতদিগেরও সম্মত নহে।

২য় অঃ ২য় পাঃ ৪২ সূত্র। উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ॥

ভাষ্য। পুরুষমন্তরেণ শক্তেঃ সকাশাজ্জগদুৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ন তৎকারণবাদোঽপি সাধুঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—পুরুষবিনা কেবল শক্তি হইতে জগতের উৎপত্তি অসম্ভব, অতএব শক্তিকারণবাদও অসাধু।

২য় অঃ ২য় পাঃ ৪৩ সূত্র। ন চ কর্ত্তুঃ করণম্ ॥

ভাষ্য। পুরুষসংসর্গোঽস্তি, ইতি চেৎ, পুরুষস্য করণং নাস্তি তদানীম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্যানুবাদ :—লোকতঃ দৃষ্ট হয় স্ত্রী, পুরুষসংসর্গ লাভ করিয়া পরে তদ্ব্যতিরেকে স্বয়ংই পুত্রোৎপাদনের হেতু হয়, তদ্রূপ শক্তিও প্রথমে পুরুষসংসর্গ লাভ করিয়া পরে স্বয়ংই সৃষ্টি রচনা করে, ইহাও বলিতে পারা যায় না ; কারণ সৃষ্টির পূর্ব্বে পুরুষের ইন্দ্রিয়াদি কোন কারণ নাই যদ্দ্বারা তিনি শক্তির সহিত সংযুক্ত হইতে পারেন।

২য় অঃ ২য় পাঃ ৪৪ সূত্র। বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ ॥

ভাষ্য। স্বাভাবিকবিজ্ঞানাদিভাবেঽঙ্গীকৃতে তু তদপ্রতিষেধঃ, স্বতোবিনষ্টঃ শক্তিবাদঃ, ব্রহ্মস্বীকারাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—পূর্ব্বোক্ত দোষপরিহারার্থ যদি বল, পুরুষ স্বভাবতঃ বিজ্ঞানাদিশক্তিসম্পন্ন, শক্তি তাঁহারই অঙ্গীভূত, তবে এই মতের কোন প্রতিষেধ নাই, বেদান্তও ব্রহ্মকে স্বাভাবিকশক্তিসম্পন্ন বলিয়াছেন, এবং সেই শক্তি দ্বারাই জগৎ সৃষ্ট হয়, ইহাই বেদান্তের উপদেশ ; কিন্তু ইহা স্বীকার করিলে, ব্রহ্ম কারণত্ব স্বীকার করা হইল, শক্তিকারণবাদ স্বতঃই বিনষ্ট হইল।

২য় অঃ ২য় পাঃ ৪৫ সূত্র। বিপ্রতিষেধাচ্চ ॥

ভাষ্য। শ্রুতিস্মৃতিবিপ্রতিষেধাচ্চ শক্তিপক্ষোঽপ্রমাণিকঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—শ্রুতি ও স্মৃতির বিরুদ্ধ হওয়াতে শক্তিকারণবাদ অপ্রামাণিক।

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদঃ সমাপ্তঃ।

দ্বিতীয়ধ্যায়ে তৃতীয়পাদঃ ॥

২য় অঃ ৩য় পাদ ১ম সূত্র। ন বিয়দশ্রুতেঃ ॥

ভাষ্য। পরপক্ষেণ স্বপক্ষস্যাঽবিরুদ্ধত্বং নিরূপিতমধুনা শ্রুতীনামান্যোন্যবিরোধাঽভাবো নিরূপ্যতে। বিয়ন্নোৎপদ্যতে। কুতঃ? ছান্দোগ্যে তদুৎপত্ত্যশ্রবণাদিতি পূর্ব্বপক্ষঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—পরপক্ষের মত খণ্ডনের দ্বারা শ্রুতি ও যুক্তির সহিত স্বীয় মতের অবিরুদ্ধতা স্থাপিত হইয়াছে ; এইক্ষণ শ্রুতি সকলের পরস্পর বিরুদ্ধতার অভাব নিরূপিত হইবে। পূর্ব্বপক্ষ :—আকাশ নিত্যপদার্থ, তাহার উৎপত্তি নাই ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারণ ছান্দোগ্যশ্রুতি জগদুৎপত্তিবর্ণনা স্থলে আকাশের উৎপত্তি বর্ণনা করেন নাই। ছান্দোগ্য শ্রুতি যথা :—"তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত" ইত্যাদি (ছান্দোগ্যোপনিষৎ ষষ্ঠপ্রপাঠক দ্বিতীয় খণ্ড)।

২য় অঃ ৩য় পাদ ২ সূত্র। অস্তি তু ॥

ভাষ্য। তত্রোচ্যতে "আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইতি তৈত্তিরীয়কেঽস্তি বিয়দুৎপত্তিরিতি।

ভাষ্যানুবাদ :—উত্তর :—ছান্দোগ্যে না থাকিলেও তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আকাশের উৎপত্তি বর্ণিত আছে। তৈত্তিরীয়শ্রুতি যথা :—তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদি।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৩ সূত্র। গৌণ্যসম্ভবাচ্ছব্দাচ্চ ॥

ভাষ্য। শঙ্কতে, নিরবয়বস্যাকাশস্যোৎপত্ত্যভাবাৎ "বায়ুশ্চান্তরিক্ষঞ্চৈতদমৃতমি"-তি শব্দাচ্চ "আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইতি শ্রুতির্গৌণী।

ভাষ্যানুবাদ :—পুনরায় আপত্তি হইতেছে—উক্ত তৈত্তিরীয়শ্রুতিতে যে আকাশের উৎপত্তি বলা হইয়াছে, তাহা গৌণার্থে গ্রহণ করা উচিত, (ঐ উৎপত্তি বাচক "সম্ভূত" শব্দকে মুখ্যার্থে গ্রহণ করা উচিত নহে ; "আকাশং করোতি" ইত্যাকার বাক্য লোকতঃও ব্যবহার হওয়া দেখা যায়, তাহাতে আকাশ সৃষ্টি করিতেছে বুঝায় না ; তদ্রূপ এই স্থলেও "সম্ভূত" শব্দের গৌণার্থই গ্রহণ করা উচিত। আকাশ হইতে আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করাই উক্ত শ্রুতি বাক্যের অভিপ্রায় বলিতে হইবে। কারণ নিরবয়ব সর্ব্বব্যাপী আকাশের উৎপত্তি অসম্ভব। এবং শ্রুতিও বলিয়াছেন "বায়ুশ্চান্তরিক্ষং চৈতদমৃতং" (বায়ু ও আকাশ অমৃত) ইত্যাদি।

২য় অঃ ৩য় পাঃ ৪ সূত্র। স্যাচ্চৈকস্য ব্রহ্মশব্দবৎ ॥

ভাষ্য। একস্য সম্ভূতশব্দস্যাকাশে গৌণত্বমুত্তরত্র মুখ্যত্বং তু "তপসো ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব তপো ব্রহ্মে"-তিবৎ স্যাৎ।

ভষ্যানুবাদ :—যদি বল এক "সম্ভূতঃ" শব্দ যেমন আকাশ সম্বন্ধে ব্যবহার হইয়াছে তদ্রূপ এই একই বাক্যে বায়ু অগ্নি, অপ্ ও পৃথিবী প্রভৃতি সম্বন্ধেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যবহৃত হইয়াছে ; অতএব শেষোক্ত স্থলে মুখ্যার্থে প্রয়োগ যখন অবশ্য স্বীকার্য্য ; তখন আকাশের স্থলেও মুখ্যার্থে প্রয়োগ হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ; তবে তদুত্তরে বলিতেছি যে, একই শব্দের একই বাক্যে ভিন্নার্থে প্রয়োগ শ্রুতিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে ; যেমন "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব, তপো ব্রহ্ম" এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মশব্দ জিজ্ঞাস্যরূপে মুখ্যার্থে এবং তপঃস্বরূপে গৌণার্থে প্রয়োগ হইয়াছে। অতএব পূর্ব্বকথিত তৈত্তিরীয় বাক্যে "সম্ভূত" শব্দ গৌণার্থে প্রয়োগ হইয়াছে বলা দৃষ্টান্ত বিরুদ্ধ নহে।

২য় অঃ ৩য় পাঃ ৫ সূত্র। প্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিরেকাচ্ছব্দেভ্যঃ ॥

ভাষ্য। শঙ্কা নিরাক্রিয়তে ; আকাশাদিবস্তুজাতস্য ব্রহ্মাঽব্যতিরেকাদ্ব্রহ্মবিজ্ঞানাৎ সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞায়াঃ অনুপরোধো ভবতি। আকাশস্যানুৎপন্নতে তু সবিজ্ঞেয়ব্যতিরেকঃ স্যাৎ, তস্মাৎ সা বাধ্যেত, সর্ব্বস্য ব্রহ্মাপৃথক্ত্বং চ "ঐতদাত্ম্যমিদমি"-ত্যাদি শব্দেভ্যঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—এক্ষণে সূত্রকার পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষসকলের উত্তর ক্রমশঃ প্রদান করিতেছেন :—এইরূপ বলিলে শ্রুতির প্রতিজ্ঞাহানি হয়, আকাশাদি বস্তুজাত ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হওয়ায় ব্রহ্মবিজ্ঞান হইলে সর্ব্ববিষয়ক বিজ্ঞান হয় বলিয়া যে ((ছান্দোগ্য শ্রুতির) প্রতিজ্ঞা, তাহা স্থির থাকে। আকাশ যদি অনুৎপন্ন বস্তু হইল, তবে তাহা ব্রহ্ম হইতে ব্যতিরিক্ত জ্ঞাতব্য বস্তু বলিয়া গণ্য হয় এবং প্রতিজ্ঞার বাধা ঘটে। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" ইত্যাদি বাক্যে ছান্দোগ্যশ্রুতি প্রথমেই আকাশাদি সর্ব্ববস্তুর ব্রহ্ম হইতে অভিন্নত্ব স্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং ছান্দোগ্য শ্রুতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া তৈত্তিরীয় শ্রুত্যুক্ত "সম্ভূত" শব্দের গৌণার্থ স্থাপন করা সঙ্গত নহে।

২য় অঃ ৩য় পাঃ ৬ সূত্র। যাবদ্বিকারং তু বিভাগোলোকবৎ ॥

ভাষ্য। উপসংহরতি, ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বমি"-ত্যাদিবাক্যৈরাকাশাদিপ্রপঞ্চস্য ব্রহ্মাত্মকত্বপ্রতিপাদনেন বিকারত্বং নিশ্চীয়তে, তথা চ যাবদ্বিকারমুদ্ভব এব গম্যতে। "তত্তেজোঽসৃজতে"-ত্যাদ্যাকাশস্যানুক্তিস্তেজ আদেঃ সৃজ্যত্বেনোক্তিশ্চ লোকবদুপপদ্যতে। লোকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবদত্তপুত্রপূগং নির্দ্দিশ্য, তত্র কতিপয়ানামুৎপত্তিকথনেন সর্ব্বেষা-মুৎপত্তিরুক্তা ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ:—"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ছান্দোগ্যে আকাশাদি সর্ব্ববিধ প্রপঞ্চের ব্রহ্মাত্মকত্ব প্রতিপাদিত হওয়াতে, এতৎ সমস্তই যে বিকারমাত্র এবং ইহারা যে সমস্তই উৎপত্তিশীল বস্তু, তাহা নিরূপিত হইয়াছে। "তত্তেজোঽসৃজত" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বাক্যে আকাশের অনুল্লেখ এবং তেজঃ প্রভৃতির উৎপত্তির যে উল্লেখ, তাহা লৌকিক দৃষ্টান্তে অযুক্ত নহে। লোকে যেমন দেবদত্তের পুত্রশ্রেণীকে লক্ষ্য করিয়া সম্মুখস্থিত কয়েকজনকে মাত্র নাম করিয়া, তাহাদের জনকের নির্দ্দেশ করিয়া স্থগিত হয়, তদ্দ্বারাই সকলের জনকবিষয়ে জ্ঞান জন্মে; তদ্রূপ প্রত্যক্ষীভূত ক্ষিতি, অপ্ ও তেজের উৎপত্তি বর্ণনা দ্বারাই শ্রুতি অপর সকলেরও উৎপত্তিকারণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। সমস্ত জাগতিক পদার্থই ব্রহ্মাত্মক বলিয়া পূর্ব্বে শ্রুতি উল্লেখ করাতে পৃথিবী, জল ও তেজের সমশ্রেণীতে বায়ু ও আকাশও ভুক্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে।

২য় অঃ ৩য় পাঃ ৭ সূত্র। এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ॥

ভাষ্য। অনেন বিয়দুৎপত্তিন্যায়েন বায়ুরপি ব্যাখ্যাতঃ।

ভাষ্যানুবাদ:—আকাশের উৎপত্তি যেরূপ যুক্তিতে নিষ্পন্ন করা হইল, তদ্দ্বারাই বায়ুরও ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি ব্যাখ্যাত হইল বুঝিতে হইবে।

২য় অঃ ৩য় পাঃ ৮ সূত্র। অসম্ভবস্তু সতোঽনুপপত্তেঃ॥

ভাষ্য। সতো ব্রহ্মণোঽসম্ভবোঽনুৎপত্তিরেব জগৎকারণোৎপত্ত্য-নুপপত্তেঃ।

ভাষ্যানুবাদ:—ব্রহ্ম নিত্য সদ্বস্তু, তাঁহার উৎপত্তি নাই, তিনি জগৎকারণ বলিয়া তাঁহার উৎপত্তি উপপন্ন হয়না।

২য় অঃ ৩য় পাঃ ৯ সূত্র। তেজোঽতস্তথা হ্যাহ॥

ভাষ্য। পূর্ব্বপক্ষয়তি "মাতরিশ্বনস্তেজো জায়তে বায়োরগ্নিরি"-তি শ্রুতেঃ।

ভাষ্যানুবাদ:—(ছান্দোগ্যশ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রহ্ম হইতেই তেজের উৎপত্তি; তৈত্তিরীয় বলিয়াছেন, বায়ু হইতে তেজের উৎপত্তি; অতএব তৎসম্বন্ধে নিশ্চয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সিদ্ধান্ত কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে সূত্রকার প্রথমে পূর্ব্বপক্ষে বলিতেছেন :— বায়ু হইতেই তেজের উৎপত্তি বলিতে হইবে, কারণ শ্রুতি তাহা স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন।

২য় অঃ ৩য় পাঃ ১০ সূত্র। আপঃ ॥

ভাষ্য। তেজস আপো জায়ন্তে "অগ্নেরাপ"-ইতি শ্রুতেঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—এইরূপ "অগ্নেরাপঃ" এই বাক্যে অগ্নি হইতেই অপের উৎপত্তি জানা যায়।

২য় অঃ ৩য় পাঃ ১১ সূত্র। পৃথিবী ॥

ভাষ্য। "অদ্ভ্যোভূর্ভবতি" "তা অন্নমসৃজন্তে"-তি শ্রুতেঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—এইরূপ "অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" এবং "তা অন্নমসৃজন্ত" এই বাক্যে অপ্ হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি জানা যায়।

২য় অঃ ৩য় পাঃ ১২ সূত্র। পৃথিব্যধিকাররূপশব্দান্তরেভ্যঃ ॥

ভাষ্য। অন্নপদেন ভূরুচ্যতে মহাভূতাধিকারাৎ। "যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যে"-তি রূপশ্রবণাৎ" "অদ্ভ্যঃ পৃথিবী-তি শব্দান্তরাচ্চ।

ভাষ্যানুবাদ :—উক্ত ছান্দোগ্যশ্রুতি সৃষ্টি বর্ণনায় বলিয়াছেন "তা আপ অন্নমসৃজন্ত" (অপ্ অন্ন সৃষ্টি করিলেন) এই স্থলে "অন্ন" শব্দের অর্থ পৃথিবী ; কারণ, মহাভূতের উৎপত্তিবর্ণনাই ঐ অধ্যায়ের অধিকার (বিষয়) ; "যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য" ইত্যাদি উক্ত অধ্যায়োক্ত বাক্যে "অন্নের" যেরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে, তদ্দ্বারাও তাহা পৃথিবীবোধক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এবঞ্চ অন্য তৈত্তিরীয় শ্রুতি "অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" বাক্যে অপ্ হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

২য় অঃ ৩য় পাঃ ১৩ সূত্র। তদভিধ্যানাত্তু তল্লিঙ্গাৎ সঃ ॥

ভাষ্য। সিদ্ধান্তয়তি, "বহুস্যামি"-তি "তদভিধানাৎ তদাত্মানং স্বয়মকুরুতে"-ত্যাদি তজ্জ্ঞাপকাৎ শাস্ত্রাচ্চ পরমপুরুষস্তদন্তরাত্মা তৎকার্য্যস্রষ্টেতি।

ভাষ্যানুবাদ : আকাশাদির স্রষ্টৃত্ব শ্রুতি বর্ণনা করিলেও সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বস্রষ্টা ; কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন "অহং বহু স্যাম্" (আমি বহু হইবে) এইরূপ সঙ্কল্প দ্বারা ঈশ্বর সৃষ্টি রচনা করিলেন ; এবং "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" ইত্যাদি ব্রহ্মবাচক শাস্ত্রবাক্যের দ্বারাও জগতের ব্রহ্মপরত্ব অবধারিত হয়। আকাশাদি নিজের সৃষ্টি করিবার অধিকার নাই ; ব্রহ্ম আকাশাদিতে অধিষ্ঠিত হওয়াতে, উক্ত তৈত্তিরীয় প্রভৃতি শ্রুতিতে যে আকাশাদিকর্ত্তৃক পর পর ভূতগ্রামের সৃষ্টি হওয়া বর্ণিত হইয়াছে ; তাহার হেতু এই যে, ব্রহ্মই আকাশাদির অন্তরাত্মারূপে স্থির হইয়া পর পর সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন, আকাশাদির যে স্রষ্টৃত্ব তাহা তাঁহারই। "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন যোঽপ্সু তিষ্ঠন্, য আকাশে তিষ্ঠন্" ইত্যাদি শ্রুতি তাহা স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন।

২য় অঃ ৩য় পাঃ ১৪ সূত্র। বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোঽত উপপদ্যতে চ ॥

ভাষ্য। অত উক্ত সৃষ্টিক্রমাৎ প্রাতিলোম্যেন প্রলয়ক্রমোঽস্তি "পৃথিব্যপ্সু প্রলীয়তে" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। জললবণন্যায়েনোপপদ্যতে চ।

ভাষ্যানুবাদ :—ভূতসকল যে ক্রমে উৎপন্ন হয়, তদ্বিপরীত ক্রমে লয় প্রাপ্ত হয়, শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন, যথা—"পৃথিব্যপ্সু প্রলীয়তে" ইত্যাদি। যুক্তি দ্বারাও এইরূপই অনুমিত হয়। লবণ (বরফ প্রভৃতি) যেমন জলে লীন হয়, তদ্বৎ।

২য় অঃ ৩য় পাঃ ১৫ সূত্র। অন্তরা বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ ॥

ভাষ্য। বিজ্ঞানমনসী, "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চে"-ত্যাদিলিঙ্গাৎ পরমাত্মনো ভূতানাং চান্তরালে স্যাতামেবং প্রাপ্তেন ক্রমেণ পূর্ব্বোক্তস্য ক্রমস্য বিরোধ ইতি চেন্ন, বাক্যস্য ক্রমবিশেষপরত্বাভাবাৎ "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ানি চে"-ত্যনেন ব্রহ্মণঃ সকাশাদেব বিজ্ঞানমনসোঃ খাদীনাং চোৎপত্তেরবিশেষাৎ। প্রকৃতের্ভূতোৎপত্তিক্রম-প্রতিপাদকে বাক্যে "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাদ্বায়ুরি"-ত্যাদৌ আত্মন আকাশস্য চান্তরালে সৃষ্টিসংহারক্রমবোধক-ব্যাক্যান্তরপ্রসিদ্ধানি বিজ্ঞানমনসীত্যনেনোপলক্ষিতানি অব্যক্তমহদহঙ্কারা-দীনি তত্ত্বানি জ্ঞেয়ানীতি সংক্ষেপঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্যানুবাদ :—"ইহা (এই আত্মা) হইতে প্রাণ মনঃ ইন্দ্রিয় আকাশ বায়ু অগ্নি অপ্ ও পৃথিবী জাত হয়," ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে আত্মা ও আকাশাদির মধ্যে বিজ্ঞান (ইন্দ্রিয়) এবং মনের উল্লেখ থাকায় পূর্ব্বোক্ত ক্রমে আকাশাদির ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি এবং যথাক্রমে ব্রহ্মে লয় সঙ্গত হয়না, ইহাদিগের মন ও ইন্দ্রিয় হইতে উৎপত্তিই সিদ্ধান্ত হয়। এইরূপ আপত্তি হইলে তাহা যুক্তিসিদ্ধ হয়না ; কারণ বিজ্ঞান ও আকাশাদি সমস্তেরই ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি উক্ত "এতস্মাজ্জায়তে" বাক্যে উল্লিখিত হইয়াছে। আকাশাদির ও ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি বিষয়ে কোন তারতম্য উক্ত শ্রুতিতে প্রদর্শিত হয় নাই। "ইহা হইতে আকাশ উৎপন্ন হয়" ইত্যাদি ভূতোৎপত্তির ক্রমপ্রতিপাদক বাক্যের দ্বারা লক্ষিত আত্মা ও আকাশের মধ্যে অব্যক্ত মহৎ ও অহঙ্কারাদি তত্ত্ব আছে বলিয়া ঐ শ্রুতির দ্বারা প্রতিপন্ন হয়।

২য় অঃ ৩য় পাঃ ১৬ সূত্র। চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু স্যাত্তদ্ব্যপদেশোভাক্তস্তদ্ভাবভাবিত্বাৎ ॥

ভাষ্য। জীবাত্মা নির্ণীয়তে ; "দেবদত্তো জাতোমৃতঃ ইতি ব্যপদেশো গৌণোঽস্তি। যতঃ, চরাচরব্যপাশ্রয়ঃ। শরীরভাবে জন্মমরণয়োর্ভাবিত্বাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—জীবাত্মা নির্ণয় করা হইতেছে :—"দেবদত্ত জাত অথবা মৃত হইয়াছে" এই বাক্যে জন্ম ও মৃত্যু গৌণার্থেই উপদিষ্ট হইয়াছে। যেহেতু চরাচর দেহকে আশ্রয় করিয়াই জন্মমৃত্যুর ব্যবহার হয়। শরীর থাকিলেই জন্ম মৃত্যু থাকে।

২য় অঃ ৩য় পাঃ ১৭ সূত্র। নাত্মাঽশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ ॥

ভাষ্য। জীবাত্মা নোৎপাদ্যতে কুতঃ ? স্বরূপতস্তদুৎপত্তিবচনাভাবাৎ "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" "নিত্যোনিত্যানাং" "অজোহ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যো জীবস্য নিত্যত্বাবগমাচ্চ।

ভাষ্যানুবাদ :—জীবাত্মার উৎপত্তি নাই ; কারণ, শ্রুতি তাঁহার স্বরূপতঃ উৎপত্তি বলেন নাই, এবং "ন জায়তে ম্রিয়তে বা" ইত্যাদি কঠ, শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি শ্রুতিতে আত্মার নিত্যত্ব অবগত হওয়া যায়।

২য় অঃ ৩য় পাঃ ১৮ সূত্র। জ্ঞোঽতএব ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্য। অহমর্থভূত আত্মা জ্ঞাতা ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ :—অহং পদের অর্থভূত জীবাত্মা নিত্য "জ্ঞ" অর্থাৎ চৈতন্য-স্বরূপ।

২য় অঃ ৩য় পাঃ ১৯শ সূত্র। উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্॥

ভাষ্য। জীবোঽণুঃ, "অনেন প্রদ্যোতনেন এষ আত্মা নিষ্ক্রামতি চক্ষুষো বা মূর্দ্ধ্না বা অন্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ, "যে বৈ কেচনাস্মাল্লোকাৎ প্রয়ন্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি", "তস্মালোকাৎ পুনরেত্যাঽস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে" ইত্যুৎক্রান্তিগত্যাগতীনাং শ্রবণাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—"ইহা (হৃদয়স্থ নাড়ীমুখ) দীপ্তিমান্ হইয়া প্রকাশিত হইলে, তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া, এই আত্মা চক্ষুঃ মূর্দ্ধা অথবা শরীরের অন্যদেশ দ্বারা উৎক্রান্ত হয়েন, তাঁহারা সকলে চন্দ্রলোকে গমন করেন," সেই লোক হইতে পুনরায় এই কর্ম্মভূমিতে কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত প্রত্যাগত হয়েন, "এই সকল শ্রুতিবাক্যে জীবাত্মার উৎক্রান্তিগতি ও পুনরাগমন উল্লেখ থাকায়, আত্মা অণুপরিমাণ, বিভুস্বভাব নহেন। (বৃহদারণ্যক চতুর্থ অধ্যায় ব্রাহ্মণ ও দ্রষ্টব্য।

২য় অঃ ৩য় পাঃ ২০শ সূত্র। স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ॥

ভাষ্য। উৎক্রান্তিঃ কদাচিৎ স্থিরস্যাপি গ্রাম্যস্বাম্যনিবৃত্তিবৎ স্যাৎ, উত্তরয়োঃ স্বাত্মনৈব সম্ভবাজ্জীবোঽণুঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—উৎক্রান্তিগতি ও অগতি যাহা পূর্ব্বকথিত শ্রুতিতে জীবের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে উৎক্রান্তি যদি বা কখনও গমনশীল ভিন্ন পুরুষের সম্বন্ধেও উক্ত হইতে পারে; যেমন গ্রামস্বামিত্ব কোন পুরুষের নিবৃত্তি হইলে, তাহা উৎক্রান্তিশব্দের অভিধেয় হয় (যথা এই পুরুষ গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন); কিন্তু শেষোক্ত দুইটি (গতি ও অগতি) ক্রিয়ার কর্তৃত্ব সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই আত্মার আছে বলিতে হইবে; অতএব জীবাত্মা অণুস্বভাব, বিভু নহে।

২য় অঃ ৩য় পাঃ ২১শ সূত্র। নাণুরতচ্ছ্রুতেরিতি চেন্নেতরাধিকারাৎ॥

ভাষ্য। জীবং প্রস্তুত্য "স বা এষ মহান্" ইত্যতদ্বচনাদ্ ন জীবোঽণুরিতি চেন্ন, মধ্যে পরমাত্মনোঽধিকারাৎ।

১৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্যানুবাদ :—"স বা এষ মহান্" (এই আত্মা মহান্) ইত্যাদি বাক্য জীব বিষয়ক প্রস্তাবে আত্মার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, অতএব জীবাত্মাই "মহান্" বলিয়া শ্রুতির উপদেশ বুঝিতে হইবে; সুতরাং শ্রুতিতে জীবের "মহত্ত্ব" (অনণুত্ব) উপদেশ থাকাতে জীব অণু নহে; যদি এইরূপ বল, তাহা সঙ্গত নহে; কারণ উক্ত শ্রুতিতে (বৃহদারণ্যক ৪র্থ ব্রাহ্মণে) যে মহত্ত্ব উপদেশ করা হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মের সম্বন্ধে, জীবের সম্বন্ধে নহে। শ্রুতি প্রস্তাবারম্ভে "যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ" (৩ব্রাঃ ৭ম বাক্য) ইত্যাদি বাক্য জীবাত্মাবিষয়ে বলিতে আরম্ভ করিয়া, পূর্ব্বোক্ত "স বা এষ মহানজ আত্মা" এই (৪ ব্রাঃ ২২ বাক্য) বাক্যে পূর্ব্বেই "যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মা" ইত্যাদি বাক্যে (৪ ব্রাঃ ১৩ বাক্য) পরমাত্মাবিষয়ে বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

২য় অঃ ৩য় পাঃ ২২শ সূত্র। স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ ॥

ভাষ্য। "এষোঽণুরাত্মা, বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ভাগো জীব"-ইতি স্বশব্দোন্মানাভ্যাং জীবোঽণুঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—(জীবাত্মা অনুপরিমাণ, জীব কেশাগ্রের শতভাগের শতভাগ সদৃশ সূক্ষ্ম) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে অণুশব্দও উন্মান্ (অল্প হইতেও অল্প) বাচক শব্দ থাকায়, জীব অণুস্বভাব, বিভু (মহৎ)-স্বভাব নহে।

২য় অঃ ৩য় পাঃ ২৩শ সূত্র। অবিরোধশ্চন্দনবৎ ॥

ভাষ্য। দেহৈকদেশস্থোঽপি কৃৎস্নং দেহং চন্দনবিন্দুর্যথাহ্লাদয়তি, তথা জীবোঽপি প্রকাশয়তি, অতঃ কৃৎস্নশরীরে সুখাদ্যনুভবো ন বিরুধ্যতে।

ভাষ্যানুবাদ :—একবিন্দু চন্দন দেহে স্পৃষ্ট হইলে, যেমন সমস্ত শরীরকে পুলকিত করে, তদ্রূপ জীবাত্মা স্বরূপতঃ অণু (সূক্ষ্ম) হইলেও সমস্ত দেহকে প্রকাশিত করেন, এবং সমস্ত দেহব্যাপী সুখাদির অনুভব করেন; সুতরাং জীবাত্মার অণুত্ব স্বীকারে সমস্ত দেহব্যাপী ভোগের কিছু বাধা হয় না।

২য় অঃ ৩য় পাঃ ২৪শ সূত্র। অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিতি চেন্নাঽভ্যু-গমাদ্ধৃদি হি ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্য। অবস্থিতিবিশেষভাবাৎ দৃষ্টান্তবৈষম্যম্ ইতি চেন্ন দেহৈকদেশে হরিচন্দনবৎ "হৃদি হ্যেষ আত্মা" ইতি জীবস্থিত্যভ্যুপগমাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—চন্দন দৃষ্টান্ত সঙ্গত নহে; কারণ দেহের স্থানবিশেষে চন্দনের অবস্থিতিহেতু চন্দন এইরূপ সমস্ত দেহকে পুলকিত করিতে পারে; কিন্তু দেহে আত্মার এইরূপ স্থানবিশেষে অবস্থিতি সিদ্ধ নহে। এইরূপ আপত্তি হইলে, তদুত্তরে বলিতেছে যে, "হৃদয়ে এই আত্মা অবস্থান করেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবাত্মার চন্দনবৎ দেহের একদেশে অবস্থিতিও উপদিষ্ট আছে।

২য় অঃ ৩য় পাঃ ২৫শ সূত্র। গুণাদ্বালোকবৎ ॥

ভাষ্য। দেহে প্রকাশো জীবগুণাদেব, কোষ্ঠে দীপালোকাদিবৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—অথবা যেমন গৃহাভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র দীপ স্বীয় গুণে সমস্ত দেহেই ব্যাপার প্রকাশিত করেন।

২য় অঃ ৩ পাঃ ২৬শ সূত্র। ব্যতিরেকো গন্ধবত্তথা হি দর্শয়তি ॥

ভাষ্য। গুণভূতস্য জ্ঞানস্য ব্যতিরেকস্তু গন্ধবদুপপদ্যতে এতাদৃশ-গুণাশ্রয়ং জীবং "স এষ প্রবিষ্ট আ লোমভ্য আ নখেভ্যঃ" ইতি শ্রুতির্দর্শয়তি।

ভাষ্যানুবাদ :—পুষ্পের গুণ যেমন অল্প স্থানস্থিত পুষ্পাদি হইতে দূরবর্ত্তী স্থানও স্বীয় বৃত্তির বিষয় করে, তদ্রূপ জ্ঞান যাহা জীবাত্মার গুণ, তাহাও সমস্ত দেহে বৃত্তিযুক্ত হয়, "স এষ প্রবিষ্ট" ইত্যাদি শ্রুতিও তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন।

২য় অঃ ৩য় পাঃ ২৭শ সূত্র। পৃথগুপদেশাৎ ॥

ভাষ্য। জীবতজ্‌জ্ঞানয়োর্জ্ঞানত্বাবিশেষেঽপি ধর্ম্মধর্ম্মিভাবো যুক্ত এব। কুতঃ? "প্রজ্ঞয়া শরীরমারুহ্যে"-ত্যাদি পৃথগুপদেশাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—"প্রজ্ঞয়া শরীরমারুহ্য" (প্রজ্ঞা দ্বারা শরীরারোহণ করিয়া) ইত্যাদি শ্রুতি জ্ঞান হইতে জীবের ভেদ উপদেশ করিয়াছেন। সুতরাং জীব ও তাহার জ্ঞান এই উভয়ের জ্ঞানত্ব বিষয়ে ভেদ না থাকিলেও জীব ধর্ম্মী, জ্ঞান তাঁহার ধর্ম্ম; এইরূপ ধর্ম্মধর্ম্মিভাবে উভয়কে ভিন্ন বলা যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২য় অঃ ৩ পাঃ ২৮শ সূত্র। তদ্‌গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ ॥

ভাষ্য। বৃহন্তো গুণা যস্মিন্নিতি ব্রহ্মেতি প্রাজ্ঞবদাত্মা বিভুগুণত্বা-"ন্নিত্যং বিভু"-মিতি ব্যপদিষ্টঃ; দৃষ্টান্তে বৃহদেব প্রাজ্ঞো গুণৈরপি বৃহদ্ভবতি দার্ষ্টান্তে তু জীবোঽণুপরিমাণকো গুণেন বিভুরিতি বিশেষঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—বৃহৎ গুণ আছে এই অর্থে প্রাজ্ঞ পরমাত্মাকে যেমন ব্রহ্ম বলা যায়, এইরূপ জীবাত্মারও গুণের বিভুত্ব থাকায় "নিত্যং বিভুং" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে কোন কোন স্থলে জীবাত্মাকে বিভু বলা হইয়াছে; পরন্তু স্বরূপতঃ জীবাত্মা বিভু নহে। প্রাজ্ঞ আত্মা (পরব্রহ্ম) বাস্তবিক স্বরূপতঃ বৃহৎ,—অণু নহেন; তথাপি তিনি গুণেও বৃহৎ হওয়াতে তাঁহাকে "বৃহন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যে বৃহদ্‌গুণবিশিষ্ট অর্থে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে; জীবাত্মা কিন্তু স্বরূপতঃ অণু, গুণেই তাহাকে বিভু বলা হইয়াছে। ইহাই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ।

২য় অঃ ৩য় পাঃ ২৯শ সূত্র। যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদ্দর্শনাৎ ॥

ভাষ্য। জীবস্য গুণনিবন্ধনো বিভুত্বব্যপদেশো ন বিরুদ্ধঃ, গুণস্য যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদ্দর্শনাৎ। "ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতে, অবিনাশিত্বাদবিনাশী বা অরে! অয়মাত্মে"-তি তদ্দর্শনাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—গুণনিবন্ধন জীবের বিভুত্ব উপদেশ দুষ্য নহে; কারণ গুণের যাবদাত্মভাবিত্ব আছে, অর্থাৎ আত্মা যতদিন, গুণও ততদিন আছে, আত্মা যেমন অবিনাশী আত্মার গুণও তেমনি অবিনাশী ও তৎসহচর। শ্রুতিও তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন; যথা :—"ন হি বিজ্ঞাতুর্ব্বিজ্ঞাতেবিপরিলোপো বিদ্যতে, অবিনাশিত্বাৎ।" "অবিনাশী বা অরে! অয়মাত্মাঽনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা" ইত্যাদি ("সেই বিজ্ঞাতা আত্মার বিজ্ঞান কখনও লোপ হয় না; কারণ তাহা অবিনাশী।" "ওহে, এই আত্মা অবিনাশী, ইহার কখন বিনাশ নাই")।

২য় অঃ ৩য় পাঃ ৩০শ সূত্র। পুংস্ত্বাদিবত্ত্বস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ ॥

ভাষ্য। অস্য জ্ঞানস্য সুষুপ্ত্যাদৌ সত এব জাগ্রদাদাবভিব্যক্তি-সম্ভবাদ্ যাবদাত্মভাবিত্বমেব। যথা পুংস্ত্বাদের্বাল্যে সত এব যৌবনেঽভিব্যক্তিঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্যানুবাদ :—সুষুপ্ত্যাদিকালে (সুষুপ্তি প্রলয় মূর্চ্ছা ইত্যাদি কালে) জ্ঞানের অসদ্ভাব হয় না, তাহা বীজভাবে থাকে, তাহাতেই জাগ্রদাদি অবস্থায় পুনরায় অভিব্যক্তির সম্ভাবনা হয়; অতএব জীবের সহিত জ্ঞানের নিত্যসম্বন্ধ আছে। যেমন পুংধর্ম্মসকল বাল্যকালে বীজভাবে থাকে বলিয়াই যৌবনে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ সুষুপ্তিপ্রলয়াদিতে জ্ঞানও বীজভাবে থাকে বলিয়া পরে প্রকাশিত হয়।

২য় অঃ ৩য় পাঃ ৩১শ সূত্র। নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গোঽন্যতরনিয়মো বাঽন্যথা ॥

ভাষ্য। সর্ব্বগতাত্মবাদে আত্মোপলব্ধ্যনুপলব্ধ্যোর্বন্ধমোক্ষয়োর্নিত্যং প্রসঙ্গঃ স্যান্নিত্যবদ্ধো বা নিত্যমুক্তো বাঽত্মেত্যন্যতরনিয়মো বা স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—জীবাত্মা সর্ব্বগত এবং স্বরূপতঃই বিভুস্বভাব স্বীকার করিলে, উপলব্ধি এবং অনুপলব্ধি (জ্ঞান ও অজ্ঞান) উভয়ই জীবাত্মার নিত্য হইয়া পড়ে, অর্থাৎ জীবাত্মা অণু না হইয়া স্বরূপতঃ ব্যাপকস্বভাব হইলে তাঁহার নিত্য সর্ব্বজ্ঞত্ব (উপলব্ধি) সিদ্ধ হয় ; এবং পক্ষান্তরে সংসারবন্ধনও (অজ্ঞানও) থাকা দৃষ্ট হওয়াতে তাঁহার সেই অজ্ঞানও নিত্য হইয়া পড়ে। অতএব বন্ধ মোক্ষ এই বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় উভয়ই নিত্য হয়। অথবা হয় নিত্যই বদ্ধ অথবা নিত্যই মুক্ত, এইরূপ দুইটির একটি ব্যবস্থা করিতে হয়। বদ্ধ থাকিয়া মুক্ত হওয়ার সঙ্গতি কোনপ্রকারে হয়না।

২য় অঃ ৩য় পাঃ ৩২শ সূত্র। কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ ॥

ভাষ্য। আত্মৈব কর্ত্তা "স্বর্গকামো যজেত, মুমুক্ষুর্ব্রহ্মোপাসীতে" -ত্যাদের্ভুক্তিমুক্ত্যুপায়বোধকস্য শাস্ত্রস্য অর্থবত্ত্বাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—জীব কর্ত্তা বলিয়া স্বর্গলাভেচ্ছায় যাগাদি কর্ম্ম, মুক্তিলাভেচ্ছায় ব্রহ্মোপাসনাদি কর্ম্ম করিতে শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন। জীবকে কর্ত্তা বলিলেই এই সকল ভুক্তি ও মুক্তির উপায় বোধক শাস্ত্রবাক্যসকল সার্থক হয়।

২য় অঃ ৩য় পাঃ ৩৩শ সূত্র। বিহারোপদেশাৎ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্য। "স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে" ইতি বিহারোপদেশাৎ স কর্ত্তা।

ভাষ্যানুবাদ :—জীব শরীরে যথেচ্ছ বিহার করেন, এইরূপ শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতেও জীবের কর্ত্তৃত্ব অবধারিত হয়।

২য় অঃ ৩য় পাঃ ৩৪শ সূত্র। উপাদানাৎ ॥

ভাষ্য। এবমেবৈষ এতান্ প্রাণান্ গৃহীত্বে-তি উপাদানশ্রবণাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—প্রাণাদি ইন্দ্রিয়সকলকে জীবাত্মা উপাদানরূপে গ্রহণ করেন, ইহাও শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন ; অতএব আত্মা কর্ত্তা। শ্রুতি যথা "এবমেবৈষ এত্তান্ প্রাণান্ গৃহীত্বা ইত্যাদি।

২য় অঃ ৩য় পাঃ ৩৫শ সূত্র। ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেন্নির্দ্দেশ-বিপর্য্যয়ঃ ॥

ভাষ্য। ক্রিয়ায়াং "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে" ইতি কর্ত্তৃত্বব্যপদেশাচ্চ আত্মা কর্ত্তাস্তি, যদি বিজ্ঞানপদেন বুদ্ধির্গৃহ্যতে ন তু জীবস্তর্হি করণ-বিভক্তিপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—"বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে" এই শ্রুতিবাক্যে বিজ্ঞানের কর্ত্তৃত্ব উল্লিখিত হইয়াছে ; যদি বল এই বিজ্ঞান শব্দ "আত্মা" বোধক নহে, তাহা হইতে পারেনা। কারণ "তনুতে" ক্রিয়ার কর্ত্তারূপে প্রথমা বিভক্তি ব্যবহার দ্বারা কর্ত্তৃপদ নির্দ্দেশিত হইয়াছে, যদি ঐ বিজ্ঞানশব্দের অর্থ আত্মা না হইত, তবে "বিজ্ঞানেন" ইত্যাকারে তৃতীয়া বিভক্তি দ্বারা কর্ত্তৃপদ নির্দ্দেশিত হইত।

২য় অঃ ৩য় পাঃ ৩৬শ সূত্র। উপলব্ধিবদনিয়মঃ ॥

ভাষ্য। ফলোপলব্ধিক্রিয়ায়াং নিয়মো নাস্তি ॥

ভাষ্যানুবাদ :—জীবাত্মা কর্ত্তা হইলে, তিনি নিজের অনিষ্টফলোৎপাদক ক্রিয়া কেন করিবেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—জীবাত্মা কর্ম্মের শুভাশুভ ফল জানিলেও যে শুভফলপ্রাপক কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবেন, ইহার কোন নিয়ম নাই ; কারণ জীবাত্মা সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন ; সুতরাং বাহ্যবস্তুর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া কখন অশুভ কর্ম্মে, কখনও বা শুভ কর্ম্মে তাঁহার প্রবৃত্তি হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২য় অঃ ৩য় পাঃ ৩৭শ সূত্র। শক্তিবিপর্য্যয়াৎ ॥

ভাষ্য। বুদ্ধেঃ কর্ত্তৃত্বে করণশক্তির্হীয়তে, কর্ত্তৃশক্তিঃ স্যাৎ, অতো জীব এব কর্ত্তা।

ভাষ্যানুবাদঃ-বুদ্ধিকে কর্ত্তা বলিলে, তাহার করণত্বের লোপ হয়, তাহা কর্ত্তৃশক্তি হইয়া পড়ে; অতএব জীবই কর্ত্তা।

২য় অঃ ৩য় পাঃ ৩৮শ সূত্র। সমাধ্যভাবাচ্চ ॥

ভাষ্য। আত্মনোঽকর্ত্তৃত্বেঽচেতনমাত্রাব্যতিরিক্তকর্ত্তৃকসমাধ্যভাব-প্রসঙ্গাদাত্মা কর্ত্তা।

ভাষ্যানুবাদঃ—আত্মার কর্ত্তৃত্ব না থাকিলে, শাস্ত্র চৈতন্যস্বরূপে অবস্থিতিরূপ যে সমাধির উপদেশ করিয়াছেন, তাহা অচেতন বুদ্ধি, যাহার সীমা লঙ্ঘন করিতে পারে না, তদ্দ্বারা হওয়ার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং সমাধির উপদেশও বৃথা হইয়া যায়।

২য় অঃ ৩য় পাঃ ৩৯শ সূত্র। যথা চ তক্ষোভয়তা ॥

ভাষ্য। আত্মেচ্ছয়া যথা তক্ষা তথা করোতি ন করোতি ইত্যুভয়থা ব্যবস্থা সিধ্যতি, বুদ্ধেঃ কর্ত্তৃত্বে ইচ্ছাভাবাত্তবস্থাঽভাবঃ।

ভাষ্যানুবাদঃ—তক্ষ (সূত্রধর) ইচ্ছাবিশিষ্ট হওয়ায় কুঠারাদি থাকিতেও যদৃচ্ছাক্রমে কখন কর্ম্ম করে, কখন করেনা, উভয় প্রকারই করিতে দেখা যায়; কিন্তু সূত্রধরের বুদ্ধিমাত্র কর্ম্মকর্ত্তা হইলে, কখনও ইচ্ছা হওয়া, কখনও না হওয়া এইরূপ অবস্থাভেদ ঘটিতে পারেনা।

২য় অঃ ৩য় পাঃ ৪০শ সূত্র। পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ ॥

ভাষ্য। তজ্জীবস্য কর্ত্তৃত্বং পরাদ্ধেতোঽস্তি। "অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানামি"-ত্যাদিশ্রুতেঃ।

ভাষ্যানুবাদঃ—জীবের কর্ত্তৃত্বাদি সমস্তই পরমাত্মার অধীন, শ্রুতিও তাহাই বলিয়াছেন, যথাঃ—"অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং" (তৈ আঃ ৩-১১) "এষ হ্যেব সাধুকর্ম্ম কারয়তি" (কৌ ৩অঃ ৮ ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২য় অঃ ৩য় পাঃ ৪১শ সূত্র। কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিতপ্রতিষিদ্ধাঽ-বৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ ॥

ভাষ্য। বৈষম্যাদিদোষনিরাসার্থস্তু শব্দঃ। জীবকৃতকর্ম্মাপেক্ষঃ পরোঽন্যস্মিন্নপি জন্মনি ধর্ম্মাদিকং কারয়তি বিহিতপ্রতিষিদ্ধাঽ-বৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ।

ভাষ্যানুবাদঃ - সূত্রোক্ত তু শব্দ ঈশ্বরকর্ত্তৃত্বের বৈষম্যাদিদোষবিষয়ক আপত্তি নিরাসার্থক। ঈশ্বরের প্রেরণা কিন্তু জীবকৃত প্রযত্ন অর্থাৎ কর্ম্মসাপেক্ষ; জীব ইহজন্মে যেরূপ কর্ম্ম করে, তদনুসারে ঈশ্বর পরজন্মে তাহাকে ধর্ম্মাদিকার্য্যে প্রবৃত্ত করেন; কারণ শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধের সার্থকতা আছে, তৎসমস্ত নিরর্থক নহে, তদ্দ্বারা জীবপ্রযত্নেরও সিদ্ধি হয়।

২য় অঃ ৩য় পাঃ ৪২শ সূত্র। অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাশকিতবাদিত্বমধীয়ত একে ॥

ভাষ্য। আংশাংশিভাবাজ্জীবপরমাত্মনোর্ভেদাভেদৌ দর্শয়তি, পরমাত্মনো জীবোঽংশঃ "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবি"-ত্যাদিভেদব্য-পদেশাৎ; "তত্ত্বমসী"-ত্যাদ্যভেদব্যপদেশাচ্চ। অপি চ আথর্বণিকাঃ "ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মেঽকিতবা"-ইতি ব্রহ্মণো হি কিতবাদিত্বমধীয়তে।

ভাষ্যানুবাদঃ—জীব ও পরমাত্মার অংশাংশিভাব ভেদাভেদভাব এক্ষণে সূত্রকার প্রদর্শন করিতেছেন :—জীব পরমাত্মার অংশ; কারণ "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবী-শানীশৌ" (জ্ঞ এবং অজ্ঞ এই দুই—ঈশ্বর এবং জীব উভয়ই অজ—নিত্য) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জীব ও ঈশ্বর ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। আবার জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়াও "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন। (এমন কি) অথর্ব্বশাখিগণ কৈবর্ত্ত, দাস এবং ধূর্ত্তগণকেও ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। অতএব জীব ও ব্রহ্মে ভেদাভেদ সম্বন্ধ।

২য় অঃ ৩য় পাঃ ৪৩শ সূত্র। মন্ত্রবর্ণাৎ ॥

ভাষ্য। "পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানী"-তি মন্ত্রবর্ণাজ্জীবো ব্রহ্মাংশঃ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্যানুবাদ :—এই অনন্তমস্তক পুরুষের একপাদ (অংশ) মাত্র এই বিশ্ব ; এই শ্রুতিমন্ত্রের দ্বারা জীব যে পরমাত্মার অংশ, তাহা প্রতিপন্ন হয়।

২য় অঃ ৩য় পাঃ ৪৪শ সূত্র। অপি চ স্মর্য্যতে ॥

ভাষ্য। "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" ইতি জীবস্য ব্রহ্মাংশত্বং স্মর্য্যতে।

ভাষ্যানুবাদ :—"জীবলোকে জীব আমারই সনাতন অংশ" এই স্মৃতি বাক্যে জীবের ব্রহ্মাংশত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে।

২য় অঃ ৩য় পাঃ ৪৫শ সূত্র। প্রকাশাদিবত্তু নৈবং পরঃ ॥

ভাষ্য। জীবস্য পরমপুরুষাংশত্বে অংশী সুখদুঃখং নানুভবতি। যথা প্রকাশাদিঃ স্বাংশগতগুণদোষবর্জ্জিতো ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ :—জীব পরমাত্মার অংশ হইলেও, পরমাত্মা জীবকৃত কর্ম্মফলের ভোক্তা (সুখ দুঃখাদির ভোক্তা) নহেন। যেমন সূর্য্যাদি প্রকাশকবস্তু, তদংশ-ভূত কিরণের মলমূত্রাদি অশুদ্ধ বস্তুর স্পর্শের দ্বারা দুষ্ট হয় না, তদ্রূপ পরমাত্মাও জীবকৃত কর্ম্মের দ্বারা দুষ্ট হয়েন না।

২য় ৩য় পাঃ ৪৬শ সূত্র। স্মরন্তি চ ॥

ভাষ্য। "তত্র যঃ পরমাত্মাঽসৌ স নিত্যো নির্গুণঃ স্মৃতঃ॥ ন লিপ্যতে ফলৈশ্চাপি পদ্মপত্রমিবাম্ভসা। কর্ম্মাত্মা ত্বপরো যোঽসৌ মোক্ষ-বন্ধৈঃ স যুজ্যতে" ইত্যাদিনা স্মরন্তি চ।

ভাষ্যানুবাদ :—পরমাত্মা যে জীবের ন্যায় সুখদুঃখাদি ভোগ করেন না, তাহা ঋষিগণও শ্রুতিবাক্যানুসারে "তত্র যঃ পরমাত্মাসৌ...·· মোক্ষবন্ধৈঃ স যুজ্যতে" ইত্যাদি বাক্য বর্ণনা করিয়াছেন।

২য় অঃ ৩য় পাঃ ৪৭শ সূত্র। অনুজ্ঞাপরিহারৌ দেহসম্বন্ধা-জ্জ্যোতিরাদিবৎ ॥

ভাষ্য। "স্বর্গকামো যজেত", "শূদ্রো যজ্ঞে নাবকৢপ্তঃ" ইত্যাদ্যনুজ্ঞা-পরিহারাবুপপদ্যেতে জীবানাং ব্রহ্মাংশত্বেন সমত্বেঽপি বিষমশরীরসম্বন্ধাৎ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথা শ্রোত্রিয়াগারাদগ্নিরাহ্রিয়তে, শ্মশানাদেস্তু নৈব। যথা বা শুচিপুরুষপাত্রাদিসংস্পৃষ্টং জলাদিকং গৃহ্যতে, নেতরং তদ্বৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—জীবের সম্বন্ধে বিধি ও নিষেধ বাক্য সকল (স্বর্গকামো ·… "শূদ্রো যজ্ঞে…ইত্যাদি) শ্রুতিতে আছে। ব্রহ্মাংশরূপতাহেতু জীবের ব্রহ্মের সহিত সমতা থাকিলেও, তাঁহার দেহসম্বন্ধহেতুই জীবসম্বন্ধে শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধ বাক্যের সামঞ্জস্য হয়। অগ্নি এক হইলেও যেমন শ্রোত্রিয়দিগের গৃহ হইতে অগ্নি গৃহীত হয়, শ্মশানাগ্নির পরিহার হয়, যেমন শুচি পুরুষের পাত্রস্থ জল গ্রহণীয় হয়, অপরের পাত্রস্থ জল হয় না, তদ্রূপ জীব পরমাত্মার অংশ হইলেও, দেহসম্বন্ধহেতু তাঁহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ের বিধি ও নিষেধ আছে।

২য় অঃ ৩য় পাঃ ৪৮শ সূত্র। অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ ॥

ভাষ্য। বিভোরংশত্বেঽপি গুণেন বিভুত্বেঽপি চাত্মনাং স্বরূপতোঽণুত্বেন সর্ব্বগতত্বাভাবাৎ কর্ম্মাদিব্যতিকরো নাস্তি।

ভাষ্যানুবাদ :—জীব বিভু পরমাত্মার অংশ হইলেও এবং জীবের গুণ সকল অপরিসীম হইলেও, স্বয়ং স্বরূপতঃ অণুস্বভাব (পরিচ্ছিন্ন) হওয়াতে, তাঁহার সর্ব্বগতত্ব নাই; অতএব কর্ম্ম ও তৎফলের বিপর্য্যয় ঘটে না, অর্থাৎ একের কৃতকর্ম্ম ও তৎফল অপরকে আশ্রয় করে না।

২য় অঃ ৩য় পাঃ ৪৯শ সূত্র। আভাসা এব চ ॥

ভাষ্য। পরেষাং কপিলাদীনাং ব্যতিকরপ্রসঙ্গাৎ সর্ব্বগতাত্ম-বাদাশ্চাভাসা এব।

ভাষ্যানুবাদ :—কপিলোক্ত সাংখ্যশাস্ত্রে আত্মার বিভুত্ব উক্ত হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের উক্তি গৃহীত হইলে কর্ম্মের ও কর্ম্মফলভোগের ব্যতিক্রম হওয়ার প্রসক্তি হয়; অতএব আত্মার সর্ব্বগতত্ববাদ (বিভুত্ববাদ) আভাস অর্থাৎ অপসিদ্ধান্ত—হেত্বাভাসমাত্র।

২য় অঃ ৩য় পাঃ ৫০শ সূত্র। অদৃষ্টানিয়মাৎ ॥

ভাষ্য। সর্ব্বগতাত্মবাদেঽদৃষ্টমাশ্রিত্যাপি ব্যতিকরো দুর্বারোঽদৃষ্টা-ঽনিয়মাৎ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্যানুবাদ :—আত্মার সর্ব্বগতত্ববাদে অদৃষ্টকে অবলম্বন করিয়াও কর্ম্ম ও কর্ম্মভোগের ব্যতিক্রম নিবারিত হয় না। কারণ সকল আত্মাই সর্ব্বগত হইলে সকলই তুল্য; অদৃষ্ট কোন আত্মাকে অবলম্বন করিবে তাহার কোন নিয়ম থাকিতে পারে না।

২য় অঃ ৩য় পাঃ ৫১শ সূত্র। অভিসন্ধ্যাদিষ্বপি চৈবম্ ॥

ভাষ্য। অহমিদং করিষ্যে, ইদং নেতি সঙ্কল্পাদিষ্বপ্যেবমনিয়মঃ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—আমি এইরূপ করিব, এইরূপ করিবনা, এবংবিধ অভিসন্ধি (সঙ্কল্পাদি) বিষয়েও আত্মার সর্ব্বগতত্ববাদে কোন নিয়ম থাকে না।

২য় অঃ ৩য় পাঃ ৫২শ সূত্র। প্রদেশাদিতি চেন্নান্তর্ভাবাৎ ॥

ভাষ্য। স্বশরীরস্থাত্মপ্রদেশাৎ সর্ব্বং সমঞ্জসমিতি চেন্ন, তত্র সর্ব্বেষামাত্মপ্রদেশানামন্তর্ভাবাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—যদি বল, যে তত্তৎশরীরাবচ্ছিন্ন আত্মপ্রদেশেই সঙ্কল্পাদি হইতে পারে; সুতরাং তদ্দ্বারা অভিসন্ধির ও কর্ম্মের নিয়মের সঙ্গতি হইতে পারে, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, সকল আত্মাই সকল শরীরের অন্তর্ভূত, অতএব কোন বিশেষ আত্মাকে কোন বিশেষদেহে বিশেষরূপে অন্তর্ভূত বলিয়া বলা যাইতে পারে না। কারণ, সকল আত্মাই সমভাবে সর্ব্বগত। অতএব জীবাত্মার সর্ব্বগতত্ববাদ অপসিদ্ধান্ত।

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়পাদঃ সমাপ্তঃ।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুর্থপাদঃ

২য় অঃ ৪র্থ পাঃ ১ম সূত্র। তথা প্রাণাঃ ॥

ভাষ্য। করণোৎপত্তিশ্চিন্ত্যতে। খাদিবদিন্দ্রিয়াণি জায়ন্তে।

ভাষ্যানুবাদ :—এক্ষণে ইন্দ্রিয়াদিকরণের উৎপত্তি বলা হইতেছে :—আকাশাদি ভূতবর্গের ন্যায় ইন্দ্রিয়সকলও ব্রহ্মকর্তৃক সৃষ্ট।

২য় অঃ ৪র্থ পাঃ ২য় সূত্র। গৌণ্যসম্ভবাৎ ॥

ভাষ্য। “ন চ এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ” ইত্যাদি সৃষ্টিপ্রকরণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করণোৎপত্ত্যশ্রবণাৎ করণোৎপত্তিশ্রুতির্গৌণীতি বাচ্যম্, উৎপত্তি-শ্রুতের্ভূয়স্ত্বাদেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাবিরোধাচ্চ গৌণ্যসম্ভবাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—"এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদি বাক্যে তৈত্তিরীয় শ্রুত্যুক্ত সৃষ্টিপ্রকরণে ইন্দ্রিয়গ্রামের উৎপত্তি বর্ণিত না হওয়ায়, পূর্ব্বোক্ত "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, তাহা গৌণার্থে বুঝা উচিত; এইরূপ সন্দেহ করা উচিত নহে; কারণ, শ্রুতি সমস্তপদার্থের উৎপত্তি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, সেই শ্রুতি অপর কোন শ্রুতির দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয় নাই এবং একের বিজ্ঞানেই সকলের বিজ্ঞান হয় বলিয়া শ্রুতি যে প্রথম প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার সহিত আপত্তির লক্ষিত সিদ্ধান্তের কোন প্রকার সামঞ্জস্য হয়না। অতএবইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তিবিষয়কবাক্যের গৌণার্থে প্রয়োগ হওয়া অসম্ভব।

২য় অঃ ৪র্থ পাঃ ৩য় সূত্র ॥ তৎপ্রাক্ শ্রুতেশ্চ ॥

ভাষ্য। তস্মিন্ বাক্যে খাদিষু মুখ্যস্থ ক্রিয়াপদস্যেন্দ্রিয়েষ্বপি শ্রুতেরিন্দ্রিয়োদ্ভবো মুখ্যঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ, খং বায়ুঃ" এই শ্রুতিতে (মুঃ ২য় ১খ) "জায়তে" পদ প্রথমেই উক্ত হইয়াছে, তৎপরে "খ (আকাশ) বায়ু, অগ্নি" ইত্যাদির পূর্ব্বে প্রাণ, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং "খ (আকাশ), বায়ু" ইত্যাদিস্থলে "জায়তে" পদের মুখ্যার্থ গ্রহণ হেতু ইন্দ্রিয়াদিস্থলেও মুখ্যার্থই গ্রহণ করিতে হইবে।

২য় অঃ ৪র্থ পাঃ ৪র্থ সূত্র। তৎপূর্ব্বকত্বাদ্বাচঃ ॥

ভাষ্য। প্রাণাঃ খাদিবদুৎপদ্যন্তে বাক্প্রাণমনসাম্ "অন্নময়ং হি সৌম্য! মনঃ আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাক্" ইত্যনেন তেজোঽবন্নপূর্ব্বকত্বাভিধানাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—"অন্নময়ং হি সৌম্য! মনঃ আপোময়ঃ প্রাণ,-স্তেজোময়ীবাক্" (ছাঃ ৬ অঃ ৫খ) (হে সৌম্য! মনঃ অন্নময়, প্রাণ আপোময়, বাক্ তেজোময়) ইত্যাদিবাক্যে মনঃ প্রাণ ও বাক্যের তেজঃ অপ্ ও অন্নময়ত্বের উল্লেখ হওয়াতে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং তেজঃ প্রভৃতির উৎপত্তি মুখ্যার্থে বলিয়া স্বীকার্য্য হওয়ায়, প্রাণের উৎপত্তিও আকাশাদির ন্যায় মুখ্যার্থেই উৎপত্তি বলিতে হইবে।

২য় অঃ ৪র্থ পাঃ ৫ম সূত্র। সপ্ত গতের্ব্বিশেষিতত্বাচ্চ ॥

ভাষ্য। তানি সপ্তৈকাদশ বেতি সংশয়ে "প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি" ইতি গতেস্তত্র সপ্তানামেব "ন পশ্যতি ন জিঘ্রতি ন রসয়তে ন বদতি ন শৃণোতি ন মনুতে ন স্পৃশতে" ইতি বিশেষিতত্বাচ্চ সপ্তৈবেন্দ্রিয়াণীতি পূর্ব্বপক্ষঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—প্রাণ (ইন্দ্রিয়) সপ্ত সংখ্যক বা একাদশ-সংখ্যক, এইরূপ সংশয়ে এই সূত্রে পূর্ব্বপক্ষে প্রাণ সপ্তসংখ্যক বলিয়া আপত্তি হইয়াছে। "প্রাণ দেহ পরিত্যাগ করিলে তৎপশ্চাৎ সকল প্রাণই দেহ পরিত্যাগ করিয়া যায়," শ্রুতি এইরূপ প্রাণের গতি উল্লেখ করিয়া তৎপরে সপ্তবিধ প্রাণেরই দেহপরিত্যাগ বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা :—"সে তখন দেখে না, আঘ্রাণ করে না, রসাস্বাদ করেনা, কথা বলে না, শ্রবণ করে না, মনন করে না এবং স্পর্শ করে না"; এইরূপে শ্রুতি স্পষ্ট করিয়া সপ্তবিধ ইন্দ্রিয়ের উৎক্রান্তি ব্যাখ্যা করাতে, প্রাণ সপ্তসংখ্যকই বলিতে হয়। এই পূর্ব্বপক্ষ।

২য় অঃ ৪র্থ পাঃ ৬ষ্ঠ সূত্র। হস্তাদয়স্তু স্থিতেঽতো নৈবম্ ॥

ভাষ্য। সপ্তভ্যোঽতিরিক্তে "হস্তো বৈ গ্রহ"-ইত্যাদিনা নিশ্চিতে সপ্তৈবেন্দ্রিয়াণীতি নৈবং মন্তব্যম্। "দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশে"-তি শ্রুতেঃ একাদশেন্দ্রিয়াণীতি সিদ্ধান্তঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—শ্রুতিতে "হস্তো বৈ গ্রহঃ" (বৃ ৩ আঃ ২ব্রা) ইত্যাদিবাক্যে হস্তও ইন্দ্রিয়মধ্যে গৃহীত হওয়ায়, এবং "দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশ" (পুরুষে দশ প্রাণ ও আত্মা একাদশ) ইত্যাদিবাক্যে প্রাণ সপ্তসংখ্যার অধিক বলিয়া বর্ণিত হওয়ায়, প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় একাদশসংখ্যক, সপ্তসংখ্যক নহে।

২য় অঃ ৪র্থ পাঃ ৭ম সূত্র॥ অণবশ্চ ॥

ভাষ্য। "সর্ব্বে প্রাণা উৎক্রামন্তি" ইত্যুৎক্রান্তিশ্রুতেঃ প্রাণা অণবঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—"সকল প্রাণ দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয়" এই পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে প্রাণসকলের উৎক্রান্তি বর্ণনহেতু, প্রাণসকলও অণুস্বভাব অর্থাৎ সূক্ষ্ম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২য় অঃ ৪র্থ পাঃ ৮ম সূত্র। শ্রেষ্ঠশ্চ ॥

ভাষ্য। "শ্রেষ্ঠো মুখ্যঃ প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠশ্চ" ইতি শ্রুতিপ্রোক্তঃ প্রাণো মহাভূতাদিবদুৎপদ্যতে। কুতঃ? "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ" ইতি সমানশ্রুতেঃ।

ভাষ্যানুবাদ: "মুখ্যপ্রাণ শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে মুখ্যপ্রাণের উল্লেখ হইয়াছে, সেই প্রাণও মহাভূতাদির ন্যায় ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়; কারণ "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে সকলেরই সমান প্রকার উৎপত্তির উল্লেখ হইয়াছে।

২য় অঃ ৪র্থ পাঃ ৯ম সূত্র। ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ ॥

ভাষ্য।—বায়ুমাত্রং করণং ক্রিয়া বা প্রাণো ন ভবতি, কিন্তু বায়ু-রেবাবস্থান্তরমাপন্নঃ প্রাণঃ ইত্যুচ্যতে। "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ, খং বায়ু" রিতি পৃথগুপদেশাৎ।

ভাষ্যানুবাদ:—মুখ্যপ্রাণ বায়ু মাত্র অথবা ইন্দ্রিয়, অথবা ইন্দ্রিয়সকলের সামান্য বৃত্তি (একীভূত ব্যাপার) নহে, তাহা উক্ত ত্রয় হইতে ভিন্ন; ইহা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত বায়ুনামক মহাভূত। কারণ শ্রুতি ইহার পার্থক্য উপদেশ করিয়াছেন; যথা,—"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ খং বায়ুঃ," "প্রাণ এব ব্রহ্মণশ্চতুর্থপাদঃ স বায়ুনা জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ" ইত্যাদি।

২য় অঃ ৪র্থ পাঃ ১০ম সূত্র। চক্ষুরাদিবত্তু তৎসহ শিষ্ট্যাদিভ্যঃ ॥

ভাষ্য।—শ্রেষ্ঠোঽপি প্রাণশ্চক্ষুরাদিবজ্জীবোপকরণবিশেষঃ। কুতঃ? প্রাণ-সংবাদাদিষু চক্ষুরাদিভিঃ সহ প্রাণস্য শিষ্ট্যাদিভ্যঃ শাসনাদিভ্যঃ।

ভাষ্যানুবাদ: মুখ্যপ্রাণ শ্রেষ্ঠ হইলেও, চক্ষুঃ প্রভৃতির ন্যায়, ঐ প্রাণও জীবের উপকরণ বিশেষ। কারণ, প্রাণসংবাদ প্রভৃতিতে চক্ষুরাদির সহিত এক শ্রেণীতে মুখ্য প্রাণেরও উপদেশ হইয়াছে। শ্রুতি, যথা,—"য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণঃ যোঽয়ং মধ্যমঃ প্রাণঃ ইত্যাদি।

২য় অঃ ৪র্থ পাঃ ১১শ সূত্র। অকরণত্বাচ্চ ন দোষস্তথাহি দর্শয়তি ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্য।—ননু প্রাণস্য জীবোপকরণত্বে তদনুরূপকার্য্যাভাবেনাকরণত্বাদ্দোষ ইতি ন, যতো দেহেন্দ্রিয়বিধারণং প্রাণাসাধারণং কার্য্যম্। "অহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং বিভজ্যৈতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামী" তি শ্রুতির্দ্দর্শয়তি।

ভাষ্যানুবাদ :—(পরন্তু ইন্দ্রিয়গণ একাদশসংখ্যকস্থানীয় বলিয়াই সিদ্ধান্ত হইয়াছে। ' মুখ্যপ্রাণও করণ হইলে দ্বাদশ ইন্দ্রিয় হইয়া পড়ে) মুখ্যপ্রাণেরও অপর ইন্দ্রিয়ের ন্যায় কিছু কার্য্য নির্দ্দিষ্টরূপে থাকা উচিত ; কিন্তু তাহার এইরূপ কোন কার্য্য থাকা দৃষ্ট হয় না। এই আপত্তির উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন যে,—

চক্ষুঃ প্রভৃতি যেরূপ "করণ", মুখ্যপ্রাণ তদ্রূপ করণ নহে ; ইহা সত্য এবং তদ্ধেতু ইহাকে সাধারণ করণগণের মধ্যে ভুক্ত করা হয় না ; পরন্তু তদ্রূপ হইলেও মুখ্যপ্রাণকে পূর্ব্বসূত্রে "চক্ষুরাদিবৎ" বলাতে কোন দোষ হয় না ; কারণ দেহেন্দ্রিয়ধারণই মুখ্যপ্রাণের কার্য্য। শ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন, যথা— "অহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং প্রবিভজ্যৈতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামি" ইত্যাদি (প্রঃ ২ প্রঃ ৩ বা) (মুখ্যপ্রাণ বলিলেন, আমি আপনাকে পঞ্চধা বিভক্ত করিয়া তদ্বিশিষ্ট শরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক ইহাকে বিধারণ করিতেছি)।

২য় অঃ ৪র্থ পাঃ ১২শ সূত্র। পঞ্চবৃত্তির্মনোবদ্ব্যপদিশ্যতে ॥

ভাষ্য। যথা বহুবৃত্তির্মনঃ স্ববৃত্তিভিঃ কামাদিভিঃ জীবস্যোপকরোতি, তথা অপানাদিবৃত্তিভিঃ পঞ্চবৃত্তিঃ প্রাণোঽপি জীবোপকারকত্বেন ব্যপদিশ্যতে।

ভাষ্যানুবাদ :—মনঃ যেমন বহুবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া জীবের কার্য্যসাধন করে, তদ্রূপ প্রাণ ও প্রাণাপানাদি পঞ্চবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া জীবের কার্য্যসাধন করে, এইরূপ শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন।

২য় অঃ ৪র্থ পাঃ ১৩শ সূত্র। অণুশ্চ ॥

ভাষ্য। উৎক্রান্তিশ্রুতেঃ প্রাণোঽণুশ্চ।

ভাষ্যানুবাদ :—মুখ্য প্রাণেরও উৎক্রান্তিবিষয়ক শ্রুতি আছে, সুতরাং মুখ্যপ্রাণও অণুপ্রকৃতিক, অর্থাৎ সূক্ষ্ম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২য় অঃ ৪র্থ পাঃ ১৪শ সূত্র। জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানং তু তদামননাৎ ॥

ভাষ্য। বাগাদিকরণজাতমগ্ন্যাদিদেবতাপ্রেরিতং কার্য্যে প্রবর্ত্ততে "অগ্নির্বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশদি"-ত্যাদিশ্রুতেঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—বাগাদি কারণসকল অগ্নি প্রভৃতি দেবতা দ্বারা প্রেরিত হইয়া, স্বীয় স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, শ্রুতি এইরূপই উপদেশ করিয়াছেন। যথা—"অগ্নির্ব্বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ" (ঐঃ ১অঃ ২ খঃ) ইত্যাদি।

২য় অঃ ৪র্থ পাঃ ১৫শ সূত্র। প্রাণবতা শব্দাৎ ॥

ভাষ্য। জীবেনৈবেন্দ্রিয়াণাং স্বস্বামিভাবঃ সম্বন্ধঃ স ভোক্তা "অথ যত্রৈতদাকাশমনুবিষণ্ণং চক্ষুঃ স চাক্ষুষঃ পুরুষো দর্শনায় চক্ষুরি"-ত্যাদিশব্দাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—অগ্নি প্রভৃতি দেবতা বাগাদি ইন্দ্রিয়ের প্রেরক হইলেও, ইন্দ্রিয়সকলের স্বস্বামিভাবসম্বন্ধ জীবেরই সহিত, তিনিই তাহাদের ভোগকর্ত্তা; কারণ শ্রুতি তদ্রূপ বলিয়াছেন, যথা—"অথ যত্রৈতদাকাশমনুবিষণ্ণংচক্ষুঃ স চাক্ষুষঃ পুরুষোদর্শনায় চক্ষুঃ" ইত্যাদি। (যেখানে সেই আকাশ (অবকাশ, ছিদ্র), তাহাতে প্রবিষ্ট যে চক্ষুঃ আছে, তাহা সেই চক্ষুরভিমানী পুরুষেরই রূপজ্ঞানার্থ (ইত্যাদি।

২য় অঃ ৪র্থ পাঃ ১৬শ সূত্র। তস্য নিত্যত্বাৎ।

ভাষ্য। উক্তলক্ষণস্য সম্বন্ধস্য জীবেনৈব নিত্যত্বান্ন ত্বধিষ্ঠাতৃদেবতাভিঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—উক্ত সম্বন্ধ জীবের সহিতই নিত্য, কার্য্যে প্রবর্ত্তক (অধিষ্ঠাতৃ) দেবতাদিগের সহিত নহে।

২য় অঃ ৪র্থ পাঃ ১৭শ সূত্র। ত ইন্দ্রিয়াণি তদ্ব্যপদেশাদন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ ॥

ভাষ্য। শ্রেষ্ঠপ্রাণভিন্নত্বেন তেষাং প্রাণানাং "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" ইতি ব্যপদেশাৎ, তে প্রাণা ইন্দ্রিয়সংজ্ঞকানি তত্ত্বান্তরাণি; ন তু শ্রেষ্ঠবৃত্তিবিশেষাঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—মুখ্যপ্রাণ হইতে ভিন্ন বলিয়া অপর সকল প্রাণ "এতস্মাজ্জুয়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে উপদিষ্ট হওয়ায়, শেষোক্ত প্রাণসকল ইন্দ্রিয়শব্দবাচ্য বিভিন্নতত্ত্ব; ইহারা মুখ্যপ্রাণের বৃত্তিবিশেষ নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২য় অঃ ৪র্থ পাঃ ১৮শ সূত্র। ভেদশ্রুতের্বৈলক্ষণ্যাচ্চ ॥

ভাষ্য। বাগাদিপ্রকরণমুপসংহৃত্য "অথ হেমমাসন্যং প্রাণমূচুরি"-তি তেভ্যো বাগাদিভ্যঃ শ্রেষ্ঠস্য প্রাণস্য ভেদশ্রবণাদ্ দেহেন্দ্রিয়াদিস্থিতিহেতোঃ শ্রেষ্ঠাৎ প্রাণাদীন্দ্রিয়াণাং বিষয়গ্রাহকত্বেন বৈলক্ষণ্যাচ্চ তানি তত্ত্বান্তরাণি।

ভাষ্যানুবাদ :—মুখ্যপ্রাণ হইতে বাগাদি অপর প্রাণসকল বিভিন্ন ; কারণ শ্রুতি বাগাদি প্রকরণের উপসংহার করিয়া "অথ হেমমাসন্যং প্রাণমুচুঃ" এই বাক্যে সেই বাগাদি হইতে মুখ্যপ্রাণের শ্রেষ্ঠতা ও বিভিন্নতা স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন ; এবং অপর প্রাণ (ইন্দ্রিয়) সকলের ধর্ম্ম বাহ্যরূপাদি বিষয়জ্ঞানোৎপাদন, মুখ্যপ্রাণের ধর্ম্ম দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির ধারণ, সুতরাং উভয়ের ধর্ম্মও বিভিন্ন ; তন্নিমিত্তও ইহারা এক নহে।

২য় অঃ ৪র্থ পাঃ ১৯শ সূত্র। সংজ্ঞামূর্ত্তিক্৯প্তিস্তু ত্রিবৃৎকুর্ব্বত উপদেশাৎ ॥

ভাষ্য।—"সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণী"-তি "তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণী"-তি নামরূপব্যাকরণমপি ত্রিবৃৎকুর্ব্বতঃ পরস্যৈব কর্ম্ম। য একৈকাং দেবতাং ত্রিরূপামকরোৎ স এব হি অগ্ন্যাদিত্যাদীনাং নামরূপকর্ত্তা। কুতঃ? "সেয়ং দেবতে"—ত্যুপক্রম্য "অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণী"-তি ব্যাকরণস্য পরদেবতা-কর্ত্তৃকত্বোপদেশাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—নাম ও রূপ ভেদে সেই ত্রিবৃৎকর্ত্তা পরমেশ্বরেরই,—জীবের নহে ; কারণ, শ্রুতি তাহা স্পষ্ট উপদেশ করিয়াছেন, যথা—"সেয়ং দেবতা" (সেই ব্রহ্ম) এই প্রকারে বাক্যারম্ভ করিয়া "অনেন জীবেনাত্মনা" ইত্যাদি বাক্যে (ছাঃ ৬ অঃ ৩খ) তাঁহারই কর্ত্তৃক অগ্ন্যাদি দেবতার সৃষ্টি এবং তাহাদের ত্রিবৃৎকরণ ও নামরূপের প্রকাশ হওয়া শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন।

২য় অঃ ৪র্থ পাঃ ২০ সূত্র। মাংসাদি ভৌমং যথাশব্দমিতরয়োশ্চ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্য।—তেষাং ত্রিবৃৎকৃতানাং তেজোঽবন্নানাং কার্য্যাণি শরীরে শব্দাদেবাবগন্তব্যানি "ভূমেঃ পুরীষং মাংসং মনশ্চেতি অপাং মূত্রং লোহিতং প্রাণশ্চেতি তেজসোঽস্থি মজ্জা বাক্ চেতি।

ভাষ্যানুবাদ :—তেজঃ অপ্ ও পৃথিবীর ত্রিবৃৎকরণদ্বারা (বিমিশ্রণ দ্বারা) শরীর গঠিত, ইহা ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন, যথা—"পৃথিবী হইতে পুরীষ, মাংস, মনঃ ; অপ্ হইতে মূত্র, শোণিত ও প্রাণ" ; তেজঃ হইতে অস্থি মজ্জা ও বাক উদ্ভূত হয়।"

২য় অঃ ৪র্থ পাঃ ২১শ সূত্র। বৈশেষ্যাত্তু তদ্বাদস্তদ্বাদঃ ॥

ভাষ্য। তেষাং ভেদেন গ্রহণং তু ভাগভূয়স্ত্বাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—মহাভূতসকলের বিমিশ্রণের দ্বারাই পরিদৃশ্যমান পৃথিবী, জল ইত্যাদি বস্তু রচিত হইয়াছে ; কিন্তু যে ভূতের ভাগ যে বস্তুতে অধিক ; সেই ভূতের নাম অনুসারেই সেই বস্তুর নাম হয়, এবং সেই ভূত হইতে সেই বস্তুর উৎপত্তিও বলা যায়।

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুর্থপাদঃ সমাপ্তঃ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীব্রহ্মসূত্রম্—সানুবাদ নিম্বার্কভাষ্যসহিতম্

তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমপাদঃ।

৩য় অঃ ১ম পাঃ ১ম সূত্র। তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ; প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্॥

ভাষ্য। সমন্বয়াবিরোধাভ্যাং সাধ্যে নিশ্চিতে; অথ সাধনানি নিরূপ্যন্তে। তত্রাদৌ বৈরাগ্যার্থং স্বর্গাদিগমনাগমনাদিদোষান্ দর্শয়তি। উক্তলক্ষণঃ প্রাণাদিমান্ জীবো হি সূক্ষ্মভূতসম্পরিষ্বক্ত এব দেহং বিহায় দেহান্তরং গচ্ছতীতি "বেত্থ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তী"—ত্যাদি প্রশ্ননিরূপণাভ্যাং গম্যতে।

ভাষ্যানুবাদ :—স্বপক্ষের সমন্বয় এবং বিরুদ্ধপক্ষের খণ্ডন দ্বারা সাধ্যবস্তু যে ব্রহ্ম, তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্ত উপদিষ্ট হইয়াছে; এক্ষণে সাধন নিরূপিত হইতেছে। তাহাতে প্রথমে বৈরাগ্যোৎপাদনের নিমিত্ত স্বর্গাদিগমনাগমনরূপ দোষসকল সূত্রকার প্রদর্শন করিতেছেন :—পূর্ব্বোক্তলক্ষণ ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট জীব সূক্ষ্মভূতসমন্বিত হইয়া দেহ পরিত্যাগান্তে দেহান্তর প্রাপ্ত হয়; ইহা শ্রুত্যুক্ত ও উত্তরদ্বারা অবধারিত হয়। (এই প্রশ্নোত্তর ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম প্রপাঠকের তৃতীয় খণ্ড হইতে দশম খণ্ড পর্য্যন্ত পঞ্চাগ্নিবিদ্যা বর্ণনা উপলক্ষে বর্ণিত হইয়াছে। প্রশ্ন যথা :—"বেত্থ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি", (তুমি কি জান, পঞ্চম-সংখ্যক আহুতিতে হোম কৃত হইলে, ঐ আহুতিসাধন জল কি প্রকারে পুরুষবাচক হয়—পুরুষাকারে পরিণত হয়?)। তৎপরে এই সংবাদে এই প্রশ্নের উত্তর সমাপন করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন "ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি" (এইরূপে পঞ্চম-সংখ্যক আহুতিতে অপ্‌ পুরুষরূপে পরিণত হয়, ইত্যাদি)।

৩য় অঃ ১ম পাঃ ২য় সূত্র। ত্র্যাত্মকত্বাত্তু ভূয়স্ত্বাৎ॥

ভাষ্য। ত্রিবৃৎকরণশ্রুত্যাঽপাং ত্র্যাত্মকত্বাদিতরয়োরপি গ্রহণং, কেবলাব্‌গ্রহণং তু তদ্ভূয়স্ত্বাদুপপদ্যতে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্যানুবাদ :—"ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণি" (প্রত্যেককে ভূত-সমস্তের ত্রিবৃৎ করণের দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে) ইত্যাদি ছান্দোগ্যোক্ত (৬অ ৩খ) বাক্যে শ্রুতি বর্ত্তমানে দৃষ্ট জলকে ত্রিবৃৎকৃত বস্তু বলিয়া বর্ণনা করাতে, অপ্ অপর সূক্ষ্ম ভূত সকলও জীবের অনুগামী হয় বুঝিতে হইবে ; কেবল অপ্ শব্দ গৃহিত হওয়ায় অভিপ্রায়এই যে, সূক্ষ্মদেহে অপেরই বাহুল্য থাকে।

৩য় অঃ ১ম পাঃ ৩য় সূত্র। প্রাণগতেশ্চ।

ভাষ্য। "তমুৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি" ইতি প্রাণগতি-শ্রবণাচ্চ ভূতসূক্ষ্মপরিবৃত এব গচ্ছতি।

ভাষ্যানুবাদ:—"জীব উৎক্রান্ত হইলে তৎসহ ইন্দ্রিয়সকলও উৎক্রান্ত হয়" এই বৃহদারণ্যকীয় (৪ অঃ ৩ব্রা) শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়েরও জীবের সহিত গতি উপদিষ্ট হওয়াতে (ইন্দ্রিয় ভূতাবলম্বন ভিন্ন থাকেনা, এই কারণে) ভূতসূক্ষ্মপরিবৃত হইয়া জীব মৃত্যুকালে দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয় বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়।

৩য় অঃ ১ম পাঃ ৪র্থ সূত্র। অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেরিতি চেন্ন ভাক্তত্বাৎ ॥

ভাষ্য। "যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্যাগ্নিং বাগপ্যেতি বাতং প্রাণশ্চক্ষুরা-দিত্যম্" ইত্যাদিনা বাগাদীনামগ্ন্যাদিষু গতের্লয়স্য শ্রবণান্ন তেষাং জীবেন সহ গমনমিতি চেন্ন, অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেঃ "ওষধীর্লোমানি বনস্পতীন্ কেশা" ইতি সহপাঠেন ভাক্তত্বাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—"মৃত পুরুষের বাক্ অগ্নিদেবতাতে, প্রাণ বায়ুদেবতাতে, চক্ষুঃ আদিত্যদেবতাতে লয়প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি বৃহদারণ্যকীয় (৩য় অঃ ২য় ব্রাহ্মণোক্ত) শ্রুতিবাক্যে মৃতব্যক্তির বাগাদি ইন্দ্রিয়ের অগ্ন্যাদিদেবতাতে লয়ের উল্লেখ আছে ; অতএব জীবের সহিত ইহাদের গমন বলা যাইতে পারে না। এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে, কারণ উক্ত অগ্ন্যাদিপ্রাপ্তিবোধক বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ উক্তি আছে, যে "লোমসকল ওষধাদিকে প্রাপ্ত হয়, কেশপকল বনস্পতিকে প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি। এবং সমস্ত একসঙ্গে উক্ত হওয়াতে জানা যায় যে, বাগাদির অগ্ন্যাদি-দেবতাপ্রাপ্তিবাচক শব্দসকল মুখ্যার্থে ব্যবহৃত হয় নাই, গৌণার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩য় অঃ ১ম পাঃ ৫ম সূত্র। প্রথমেঽশ্রবণাদিতি চেন্ন তা এব হ্যুপপত্তেঃ ॥

ভাষ্য। প্রথমে অগ্নাবপামশ্রবণাৎ কথং পঞ্চম্যামাহুতৌ তাসাং পুরুষভাব ইতি চেন্ন, যতঃ শ্রদ্ধাশব্দেন তা এবোচ্যন্তে, উপক্রমাদ্যনুপপত্তেঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—"তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধা জুহ্বতি" (এই অগ্নিতে দেবতাসকল শ্রদ্ধাকে আহুতি দেন) এই ছান্দোগ্যোক্ত (৫ অঃ ৪খ) বাক্যে পঞ্চমাহুতিতে "শ্রদ্ধার" হবনীয়ত্ব উক্ত হইয়াছে,—অপের নহে; অতএব পঞ্চম আহুতিতে অপর পুরুষাকারে পরিণতি হওয়া কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এইরূপ আপত্তি হইতে পারেনা; কারণ, প্রত্যক্ষ অগ্নিতে হবনীয় দ্রব্য অপ্‌ই শ্রদ্ধাশব্দের অর্থ; এই অর্থ গ্রহণ করিলে আদ্যোপান্ত গ্রন্থের সামঞ্জস্য হয়; নতুবা হয় না। ("শ্রদ্ধা বা আপঃ" ইত্যাদিশ্রুতিবাক্যে শ্রদ্ধাশব্দের অপ্ অর্থ থাকা প্রসিদ্ধও আছে)।

৩য় অঃ ১ম পাঃ ৬ষ্ঠ সূত্র। অশ্রুতত্বাদিতি চেন্নেষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ ॥

ভাষ্য। ভূতসম্পরিষ্বক্তো জীবো রংহতীতি ন বক্তুং শক্যমবাদিবজ্জীবস্যাশ্রবণাদিতি চেন্ন, "ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে তে ধূমমভিসম্ভবন্তী"—ত্যাদিনেষ্টাদিকারিণাং ধূমমার্গেণ চন্দ্রলোকপ্রাপ্তির্নিরূপ্যতে এব সোমশব্দেন শ্রুত্যা নিরূপ্যন্তে "এষ সোমো রাজা সম্ভবতী"তি, অত্রাপি সোমো রাজা সম্ভবতীত্যনেন প্রতীতেঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—জীব সূক্ষ্মভূতপরিবৃত হইয়া দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয়, এই কথা বলা যাইতে পারে না; কারণ, "ইষ্ট ও পূর্ত্ত কর্ম্ম করিয়া যাহারা তদুপাসনা করে, তাহারা ধূমমার্গে প্রাপ্ত হয়" (ছান্দোগ্য ৫ম প্রঃ ১০ম খণ্ড) ইত্যাদিশ্রুতিবাক্যে ইষ্ট ও পূর্ত্ত কর্ম্মকারী জীবের ধূমমার্গে চন্দ্রলোক প্রাপ্তি অবধারিত হইয়াছে "সোমরাজ' শব্দের দ্বারা চন্দ্রলোকেই যে গমন করে, তাহা শ্রুতি নিরূপণ করিয়াছেন; যথা, উক্ত ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন :—"এষ সোমো রাজা সম্ভবতি" ইত্যাদি। অতএব জীবের সহিতই ভূতসূক্ষ্মসকল গমন করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩য় অঃ ১ম পাঃ ৭ম সূত্র। ভাক্তং বাঽনাত্মবিত্ত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি ॥

ভাষ্য। কেবলকর্ম্মিণামনাত্মবিত্ত্বাদ্দেবান্ প্রতি গুণভাবে সতি "তদ্দেবানামন্নং তং দেবা ভক্ষয়ন্তি" ইতি ইষ্টাদিকারিণামন্নত্বেন ভক্ষ্যত্বং ভাক্তম্। "পশুরেব স দেবানাম্" ইতিশ্রুতেঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—যাহারা কেবল কর্ম্মমার্গাবলম্বী, তাহারা অনাত্মবিৎ হওয়াতে তাহারা দেবতাদিগের সম্বন্ধে আনন্দবর্দ্ধক (ভোগোপকরণবৎ) হয়েন; অর্থাৎ তাঁহারা দেবলোকে গমন করিয়া দেবতাদিগের আনন্দবর্দ্ধন করেন। অতএব উক্ত ছান্দোগ্য শ্রুতিতে "মৃতব্যক্তি দেবতাদিগের অন্ন হয়, তাহাকে দেবতারা ভক্ষণ করেন" ইত্যাদি (ছাঃ ৫ অঃ ১০ খ, ৪) বাক্যে ইষ্টাদিকর্ম্মকারীর যে ভক্ষণীয়ত্ব উল্লেখ আছে, তাহা বস্তুতঃ আহার্য্য অর্থের বাচক নহে; ইহা কেবল দেবলোকের সংখ্যাবৃদ্ধিদ্বারা পুষ্টিসাধন বোধক; ইঁহারা দেবতার প্রীতি উৎপাদন করেন, এইমাত্র অর্থ; কারণ শ্রুতিই "তিনি দেবতাদিগের পশুস্বরূপ" (বৃঃ ১অঃ ৪ব্রা) ইত্যাদি বাক্যে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

৩য় অঃ ১ম পাঃ ৮ম সূত্র। কৃতাঽত্যয়েঽনুশয়বান্ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাং যথেতমনেবং চ ॥

ভাষ্য। আমুষ্মিকফলপ্রদকর্ম্মক্ষয়ে সতি ঐহিকফলপ্রদকর্ম্মবান্ যথাগতমনেবং চ প্রত্যবরোহতি, "তদ্য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাসো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্নি"-ত্যাদিশ্রুতেঃ। "বর্ণা আশ্রমাশ্চ স্বকর্ম্মনিষ্ঠাঃ প্রেত্য কর্ম্মফলমনুভূয় ততঃ শেষেণ বিশিষ্টজাতিকুলরূপায়ুঃশ্রুতবৃত্তবিত্তসুখমেধসো জন্ম প্রতিপদ্যন্তে„ ইতি স্মৃতেশ্চ।

ভাষ্যানুবাদ :--জীবের চন্দ্রলোকাদিপ্রাপ্তিরূপ ফলপ্রদ কৃতকর্ম্মসকল ভোগের দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, ঐহিক-ফলপ্রদ কর্ম্মসকল বিশিষ্ট হইয়া, যে পথে মৃত্যুর পরে চন্দ্রলোকাদিতে গমন করিয়াছিলেন, জীব সেই পথেই পুনরায় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন; ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি উভয় দ্বারা অবধারিত হইয়াছে। শ্রুতি যথা :—"তদ্য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাসো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(ছান্দোগ্য ৫ম প্রঃ ১০ম খণ্ড) (যাঁহারা ইহলোকে পুণ্যকর্ম্মকারী (রমণীয় "চরণ"-সম্পন্ন), তাঁহারা (চন্দ্রলোক ভোগ করিয়া) অবশিষ্ট কর্ম্মদ্বারা ক্রূরতাদি-বর্জ্জিত রমণীয় যোনি প্রাপ্ত হন ইত্যাদি। স্মৃতি যথা:—"বর্ণা আশ্রমাশ্চ স্বকর্ম্মনিষ্ঠাঃ প্রেত্য কর্ম্মফলমনুভূয়…" ইত্যাদি। অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমী সকল স্বীয় আশ্রমোচিত বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া সেই সকল কর্ম্মের ফল চন্দ্রলোকাদিতে ভোগ করিয়া ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মের বলে বিশিষ্ট জাতি কুল আয়ু প্রাপ্ত হইয়া এবং সদাচার শ্রীসম্পন্ন ও মেধাবী হইয়া জন্মপরিগ্রহ করেন।

৩য় অঃ ১ম পাঃ ৯ম সূত্র। চরণাদিতি চেন্নোপলক্ষণার্থেতি কার্ষ্ণাজিনিঃ ॥

ভাষ্য। নন্বু "রমণীয়চরণা" ইত্যত্র চরণমাচারস্তস্মাদেবেষ্টসিদ্ধৌ ন সানুশয়স্যাবরোহঃ সম্ভবতীতি চেন্ন, যতশ্চরণশ্রুতিঃ কর্ম্মোপলক্ষণার্থা, ইতি কার্ষ্ণাজিনির্ম্মন্যতে।

ভাষ্যানুবাদ:—পরন্তু পূর্ব্বোক্ত "রমণীয়চরণা রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্" "কপূয়চরণা কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্" (যাঁহাদের রমণীয় "চরণ" তাঁহারা রমণীয় যোনি প্রাপ্ত হয়, যাহাদের কুৎসিত "চরণ" তাহারা কুৎসিত যোনি প্রাপ্ত হয়) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে 'রমণীয়চরণ' শব্দ আছে, সেই 'চরণ' শব্দের অর্থ আচরণ; এই অর্থ করিলেই যখন বাক্যার্থ হয়, (অর্থাৎ উত্তম আচরণসম্পন্ন পুরুষ উত্তম জন্মলাভ করেন, এইরূপ অর্থ করিলেই যখন বাক্যের ভাব প্রকাশিত হয়), তখন ঐ 'চরণ' শব্দের অনুশয়-কর্ম্ম অর্থ করিয়া, অনুশয়ের (অর্থাৎ ভুক্তফল কর্ম্মের অতিরিক্ত কর্ম্মের) সহিত জীব আগমন করে, এইরূপ বলা নিষ্প্রয়োজন; এইরূপ আপত্তি হইলে, তাহা সঙ্গত নহে; কারণ, 'চরণ' শ্রুতিতে লক্ষণা দ্বারা উক্ত অনুশয়ই উপলক্ষিত হইয়াছে, এই কথা কৃষ্ণাজিনি মুনি বলেন।

৩য় অঃ ১ম পাঃ ১০ম সূত্র। আনর্থক্যমিতি চেন্ন তদপেক্ষত্বাৎ ॥

ভাষ্য। নন্বু তথাত্বে চরণস্যানর্থক্যং স্যাদিতি চেন্ন কর্ম্মণাং চরণাপেক্ষত্বাৎ।

ভাষ্যানুবাদ:—পরন্তু এইরূপ বলিলে, আচরণের নিষ্ফলতা হয়, এইরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপত্তি সঙ্গত নহে ; কারণ কর্ম্ম সদাচারের অপেক্ষা করে ; আচারী ব্যক্তি ভিন্ন কেহ বৈদিক যাগাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা পুণ্যলাভ করিতে সমর্থ হয়েন না। "আচারহীনং ন পুনন্তি বেদা" ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য তাহার প্রমাণ।

৩য় অঃ ১ম পাঃ ১১শ সূত্র। সুকৃতদুষ্কৃতে এবেতি তু বাদরিঃ ॥

ভাষ্য। সুকৃতদুষ্কৃতে কর্ম্মণী চরণশব্দেনোচ্যেতে ইতি বাদরিঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—বাদরি বলেন যে, উক্ত শ্রুতিতে "চরণ" শব্দ সুকৃতি এবং দুষ্কৃতি উভয় বোধক। তাহা স্বর্গোৎপাদক না হইলে, ইহলোকে ফল—প্রদানের নিমিত্ত জীবের অনুবর্ত্তী হয়।

৩য় অঃ ১ম পাঃ ১২শ সূত্র। অনিষ্টাদিকারিণামপি চ শ্রুতম্ ॥

ভাষ্য। অনিষ্টাদিকারিগতিশ্চিন্ত্যতে। তত্র তাবৎ পূর্ব্বঃ পক্ষঃ ; নিষিদ্ধসক্তানাং বিহিতবিরক্তানাং দুষ্টানামপি "যে বৈ কে চাস্মাল্লোকাৎ প্রয়ন্তি চন্দ্রমসংতে সর্ব্বে গচ্ছন্তী"-তি গমনং শ্রুতম্।

ভাষ্যানুবাদ :—এক্ষণে অনিষ্টকর্ম্মকারী পুরুষের গতি অবধারিত হইতেছে। প্রথমে পূর্ব্বপক্ষ এই যে, অনিষ্টকর্ম্মকারী পুরুষও তবে চন্দ্রলোকে যায় বলিতে হয় ; কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন যে, যে কেহ এই লোক হইতে যায়, সেই চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়। (কৌষিতকী ১ম অঃ)।

৩য় অঃ ১ম পাঃ ১৩শ সূত্র। সংযমনে ত্বনুভূয়েতরেষামারোহাবরোহৌ তদ্গতিদর্শনাৎ।

ভাষ্য। যমালয়ে দুঃখমনুভূয়ানিষ্টাদিকারিণাং চন্দ্রমণ্ডলারোহাবরোহৌ ; "পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতেমে, বৈবস্বতং সংযমনং জনানামি"-ত্যাদিষু যমালয়গমনদর্শনাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—(তবে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে) অনিষ্টকর্ম্মকারীগণ প্রথমে যমালয়ে যাতনা অনুভব করে ; পরে তাহাদের চন্দ্রলোকে আরোহণ ও তথা হইতে অবরোহণ হয় ; কারণ শ্রুতি তাহাদিগের যমলোকে গতি প্রমাণিত করিয়াছেন ; যথা :—"এই সকল লোক যমের বশীভূত হইয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার সংযমননামক পুরীতে গমন করে" ইত্যাদি। (ইহাও পূর্ব্বপক্ষ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩য় অঃ ১ম পাঃ ১৪শ সূত্র। স্মরন্তি চ॥

ভাষ্য। পরাশরাদয়ো যমবশ্যত্বং স্মরন্তি।

ভাষ্যানুবাদ :—পরাশরাদি স্মৃতিকারেরাও এইরূপ বলিয়াছেন। যথাঃ—"সর্ব্বে চৈতে বশং যান্তি যমস্য ভগবন্ কিল ইত্যাদি।

৩য় অঃ ১ম পাঃ ১৫শ সূত্র। অপি সপ্ত॥

ভাষ্য। রৌরবাদীন্ সপ্ত নরকানপি স্মরন্তি।

ভাষ্যানুবাদ :—রৌরবাদি সপ্তবিধ নরকপুরী আছে বলিয়া স্মৃতি উল্লেখ করিয়াছেন ; তাহা অনিষ্টকারী পাপীদের জন্য উক্ত হইয়াছে।

৩য় অঃ ১ম পাঃ ১৬শ সূত্র। তত্রাপি চ তদ্ব্যাপারাদবিরোধঃ॥

ভাষ্য। রৌরবাদিষ্বপি চিত্রগুপ্তাদীনামধিষ্ঠাতৃণাং যমায়ত্ততয়া যমস্যৈব ব্যাপারাৎ তত্রাঽন্যেঽপ্যধিষ্ঠাতার ইতি নাস্তি বিরোধঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—রৌরবাদিতে চিত্রগুপ্ত প্রকৃতির অধিকার থাকা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তৎসমস্ত নরকের উপর যমের কর্ত্তৃত্ব আছে ; সুতরাং যমপুরীগমনবিষয়ক বাক্যের সহিত ইহার কোন বিরোধ নাই। অন্য অধিষ্ঠাতৃগণ যমের অধীন।

৩য় অঃ ১ম পাঃ ১৭শ সূত্র। বিদ্যাকর্ম্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ॥

ভাষ্য। অথ রাদ্ধান্তঃ। পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াম্ "অথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণ চ তানীমানি ক্ষুদ্রাণি অসকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়স্ব ম্রিয়স্বেত্যেতত্তৃতীয়ং স্থানং তেনাঽসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে "ইত্যনিষ্টাদিকারিণামনবরোহং দর্শয়তি। পথোরিতি চ বিদ্যাকর্ম্মণো-র্নির্দ্দেশস্তয়োঃ প্রকৃতত্বাৎ। 'তদ্ য ইত্থং বিদুরি"-তি দেবযানঃ পন্থা "ইষ্টাপূর্ত্তং দত্তমি"-তি পিতৃযানস্তয়োরন্যতরেণাপি যেন ন গচ্ছন্তি তানী-মানি তৃতীয়স্থানভাঞ্জি ভূতানীতি পাপিনাং চন্দ্রগতির্নাস্তীতি বাক্যার্থঃ।

ভাষ্যানুবাদ—এক্ষণে সূত্রকার এই পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত বলিতেছেন :— ছান্দোগ্যোপনিষদুক্ত পঞ্চাগ্নিবিদ্যাকথন উপলক্ষে (৫ অঃ ১০ খঃ) এইরূপ বাক্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে ; যথা :—"আর এই দুইটি পথে (দেবযান ও পিতৃযান পথে) যাহারা যাইবার অযোগ্য, তাহারা পুনঃ পুনঃ সংসারে আবর্ত্তন করিয়া, ক্ষুদ্র মশকাদি যোনি প্রাপ্ত হয়, জন্মিয়া শীঘ্র মৃত্যুপ্রাপ্ত হয় ; এইটি তৃতীয়স্থান, (অর্থাৎ চন্দ্রলোক ও পিতৃলোক হইতে ভিন্ন, তৃতীয় স্থান)। ইহারা চন্দ্রলোকে যাইতে পারেনা, এই নিমিত্ত চন্দ্রলোক পরিপূর্ণ হয়না" ; এতদ্দ্বারা অনিষ্টকারী ব্যক্তিগণের যে চন্দ্রলোকে গমন ও তথা হইতে অবরোহণ হয়না তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। উক্ত ব্যক্যে যে দুইটি পথ প্রথমে উক্ত হইয়াছে, তাহা যথাক্রমে বিদ্যা দ্বারা প্রাপ্য দেবযান পথ ও ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মদ্বারা প্রাপ্য পিতৃযান পথ ; কারণ, বিদ্যা এবং কর্ম্মের বিষয়ই উক্ত প্রকরণে পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। "যাঁহারা ইহা অবগত আছেন" এইবাক্যে জ্ঞানীদিগের পক্ষে দেবযান পথ, "এবং যাঁহারা ইষ্টাপূর্ত্তদানকারী" বাক্যে যজ্ঞাদি বিহিতকর্ম্মকারীদিগের পক্ষে পিতৃযান পথ উপদিষ্ট হইয়াছে ; যাহারা এই দুই পথে যাইবার অযোগ্য, তাহারাই তৃতীয়স্থানভাগী পাপী জীব ; তাহাদের চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি নাই, ইহাই শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রায়।

৩য় অঃ ১ম পাঃ ১৮শ সূত্র। ন তৃতীয়ে, তথোপলব্ধেঃ ॥

ভাষ্য। তৃতীয়ে স্থানেঽনিষ্টাদিকারিদেহারম্ভার্থমপি পঞ্চমাহুত্যপেক্ষা নাস্তি শ্রদ্ধাদিক্রমপ্রাপ্তাং পঞ্চমাহুতিং বিনাঽপি "জায়স্বে" তি দেহারম্ভোপলব্ধেঃ।

ভাষ্যানুবাদ : - এই তৃতীয়স্থানপ্রাপ্তিতে পঞ্চমাহুতির আবশ্যক নাই; ক্রমপ্রাপ্ত শ্রদ্ধা প্রভৃতি আহুতি বিনাও দেহের উৎপত্তি হওয়া বিষয়ে উক্ত প্রকরণে যে "জায়স্ব" ইত্যাদি বাক্য আছে তদ্দ্বারা এইরূপই উপলব্ধি হয়।

৩য় অঃ ১ম পাঃ ১৯শ সূত্র। স্মর্য্যতেঽপি চ লোকে ॥

ভাষ্য। "যজ্ঞে দ্রোণবিনাশায় পাবকাদিতি নঃ শ্রুতমি"—ত্যাদিনা ইষ্টাদিকারিণামপি ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতীনাং পঞ্চমাহুতিং বিনৈব দেহোৎপত্তিঃ স্মর্য্যতে।

ভাষ্যানুবাদ : - লোকেও এইরূপ স্মৃতিপ্রসিদ্ধি আছে, যথা "দ্রোণবিনাশের নিমিত্ত, যজ্ঞাগ্নি হইতে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা আমরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রবণ করিয়াছি" ইহা দ্বারা ইষ্টকর্ম্মকারী ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতিরও যোষিৎ—বিষয়ক আহুতি এবং পুরুষবিষয়ক আহুতি বিনা দেহোৎপত্তিশ্রবণ আছে।

৩য় অঃ ১ম পাঃ ২০শ সূত্র। দর্শনাচ্চ ॥

ভাষ্য। চতুর্ব্বিধেষু ভূতেষু স্বেদজোদ্ভিজ্জয়োঃ স্ত্রীপুরুষসঙ্গমন্তরেণোৎপত্তিদর্শনাচ্চ ন পঞ্চমাহুত্যপেক্ষা।

ভাষ্যানুবাদ :—স্ত্রীপুরুষের সঙ্গ বিনাও চারিপ্রকার জীবের মধ্যে স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই দুই প্রকার জীবের উৎপত্তি দৃষ্ট হয়; অতএব তত্তদ্দেহ-লাভের নিমিত্ত পঞ্চমাহুতির অপেক্ষা নাই।

৩য় অঃ ১ম পাঃ ২১শ সূত্র। তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য ॥

ভাষ্য। "অণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জম্" ইত্যত্র তু তৃতীয়শব্দেন স্বেদজস্য সংগ্রহঃ অতো ন চাতুর্ব্বিধ্যহানিঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—"অণ্ডজ; জীবজ ও উদ্ভিজ্জ" ছান্দোগ্যোক্ত জীবভেদবর্ণনা-সূচক এই বাক্যে উদ্ভিদ্ এই তৃতীয়োক্ত শব্দের অন্তর্ভুক্ত স্বেদজ বুঝিতে হইবে; অতএব জীব চতুর্ব্বিধ।

৩য় অঃ ১ম পাঃ ২২শ সূত্র। তৎ স্বাভাব্যাপত্তিরুপপত্তেঃ ॥

ভাষ্য। অবরোহপ্রকারশ্চিন্ত্যতে। "অথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্ততে যথেতমাকাশমাকাশাদ্বায়ুং বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি ধূমো ভূত্বাঽভ্রং ভবত্যভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতী"-ত্যত্র দেবাদিভাববদাকাশাদি-ভাবঃ? উত সাদৃশ্যপ্রাপ্তিমাত্রম্? ইতি সন্দেহে আকাশাদিভাব ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে, তৎসাদৃশ্যাপত্তিরিতি। কুতঃ? সাদৃশ্যপ্রাপ্তে-রেবোপপন্নত্বাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—এক্ষণে চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রণালী সম্বন্ধে বিচার আরম্ভ হইল। শ্রুতি বলিয়াছেন "এই পন্থা অনুসরণ করিয়াই জীব পুনরায় সংসারে প্রত্যাগত হয়; যথা—জীব প্রথমতঃ আকাশকে প্রাপ্ত হয়, আকাশ হইতে বায়ুত্ব প্রাপ্ত হয়, বায়ু হইয়া ধূমাকার প্রাপ্ত হয়, ধূমাকার প্রাপ্ত হইয়া অভ্রাকার প্রাপ্ত হয়, অভ্রাকার প্রাপ্ত হইয়া মেঘরূপ প্রাপ্ত হয়, মেঘ হইয়া জলরূপে পৃথিবীতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পতিত হয়।" (ছাঃ ৫ম ১০খ)। এইস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, চন্দ্রলোকে জীব যেমন দেবভাব প্রাপ্ত হয়, পূর্ব্বোক্ত আকাশাদিভাব—প্রাপ্তিও কি তদ্রূপ ? অথবা তৎসাদৃশ্যমাত্রের প্রাপ্তি বুঝিতে হইবে ? প্রথমে এইরূপই সন্দেহ হইতে পারে যে, আকাশাদিভাবেরই প্রাপ্তি হয়; তাহাতে সূত্রকার সিদ্ধান্ত বলিতেছেন যে, আকাশাদির সাদৃশ্যমাত্র প্রাপ্তি হয়, কারণ সাদৃশ্যপ্রাপ্তিই উক্ত বাক্যের দ্বারা উপপন্ন হয়। জীব আকাশত্ব প্রাপ্ত হইলে, বায়ু প্রভৃতি ক্রমে অবরোহণ উপপন্ন হয় না; কারণ আকাশ বিভুস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী।

৩য় ১ম পাঃ ২৩শ সূত্র। নাতিচিরেণ, বিশেষাৎ ॥

ভাষ্য। জীবোঽল্পেন কালেনাকাশাদিবর্ষান্তসাম্যং বিজহাতি পৃথিবীং প্রবিশ্য ব্রীহ্যাদিভাবমাপদ্যতে। অতঃ খলু দুর্নিষ্প্রপতরমিতি বিশেষবচনাৎ। ব্রীহ্যাদিভাবাদ্দুঃখতরনিঃসরণবাক্যং পূর্ব্বত্রাচির-কালিকমবস্থানং দ্যোতয়তি।

ভাষ্যানুবাদ :—পরন্তু অল্পকাল মধ্যেই জীব যথাক্রমে আকাশ-বায়ু-ধূম-অভ্র-বর্ষণ এই সকল অবস্থা অতিক্রম করিয়া, পৃথিবীতে প্রকৃষ্ট হইয়া, ব্রীহি প্রভৃতি ভাব প্রাপ্ত হয়। কারণ, তৎপরে জীব যে ব্রীহি প্রভৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হয় বলিয়া উল্লেখ আছে, তাহা বিলম্বে অতিবাহিত হওয়ার উপদেশ শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা—"অতো বৈ খলু দুর্নিস্প্রপতরম্" (ইহা হইতে দুঃখে নিষ্কৃতি পায়) (ছাঃ ৫ম অঃ ১০ খ)। পরবর্ত্তী ব্রীহি প্রভৃতি অবস্থা সম্বন্ধে এইরূপ অধিক বিলম্বে নিষ্কৃতি লাভ করিবার বিষয় বিশেষরূপে উক্তি থাকায়, আকাশাদি অবস্থা শীঘ্র অতিবাহিত হয় বুঝিতে হইবে।

৩য় অঃ ১ম পাঃ ২৪শ সূত্র। অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ব্ববদভিলাপাৎ ॥

ভাষ্য। "তে ইহ ব্রীহিযবা ঔষধিবনস্পতয়স্তিলমাসা ইতি জায়ন্তে" তত্রান্যক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতে ব্রীহ্যাদৌ জায়ন্তে সংসর্গমাত্রং প্রাপ্নুবন্তি ইত্যর্থো জ্ঞেয়ঃ। কুতঃ ? আকাশাদিভিরিব তেষাং ব্রীহ্যাদিভিরপি সংসর্গমাত্রকথনাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—"চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাগত জীব ব্রীহি, যব, ওষধি, বনস্পতি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিল, মাস ইত্যাদি রূপ প্রাপ্ত হয় " (ছাঃ ৫ম অঃ ১০খ) এই শ্রুতির অর্থ এইরূপ বুঝিতে হ্ইবে যে, জীব অন্য জীবাধিষ্ঠিত ব্রীহি প্রভৃতির সংসর্গমাত্র প্রাপ্ত হয় ; কারণ, পূর্ব্বে যে আকাশাদির রূপপ্রাপ্তির কথা আছে, তাহাদেরও সংসর্গমাত্র প্রাপ্ত হওয়াতে ব্রীহি প্রভৃতির সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

৩য় অঃ ১ম পাঃ ২৫শ সূত্র। অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব্দাৎ॥

ভাষ্য। তেষাং ব্রীহ্যাদিস্থাবরযোনিপ্রাপকং হিংসাযোগাজ্জ্যোতিষ্টোমাদ্যশুদ্ধং কর্ম্মাস্তীতি চেজ্জ্যোতিষ্টোমাদেরশুদ্ধত্বং নাস্তি; বিধিশাস্ত্রাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—পরন্তু যদি এইরূপ বলা হয় যে, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ, যাহার ফলে চন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয়, তাহাতে হিংসাদি অশুদ্ধি থাকাতেই ব্রীহি প্রভৃতি জন্ম হইতে পারে, অর্থাৎ তাহাতে কেবল সংশ্লিষ্ট না হইয়া তজ্জাতিত্বেরই প্রাপ্তি হইতে পারে। তবে সূত্রকার বলিতেছেন, তাহা হইতে পারে না, কারণ, জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মের অশুদ্ধত্ব নাই ; তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রবিধি থাকাতে এই সকল কর্ম্মের অশুদ্ধত্ব নিবারিত হইয়াছে।

৩য় অঃ ১ম পাঃ ২৬শ সূত্র। রেতঃসিগ্‌যোগোঽথ ॥

ভাষ্য। "যো যো হ্যন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি, তদ্ভূয় এব ভবতি" ইতি সিগ্‌ভাববদ্ ব্রীহ্যাদিভাবোঽপি ॥

ভাষ্যানুবাদ :—"যে ব্যক্তি অন্ন ভক্ষণ করে, যে রেতঃসেচন করে, জীব পুনরায় সেই অন্ন ও রেতোরূপ প্রাপ্ত হয়" (অর্থাৎ জীব ওষধি ও অন্ন প্রভৃতি রূপ প্রাপ্ত হইলে, সে অন্নাদি অপর জীব কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলে তাহা রেতোরূপে পরিণত হয়, সেই রেতঃ স্ত্রীগর্ভে সিক্ত হয় ; সুতরা জীব অন্নভক্ষণকারীর দেহকে প্রাপ্ত হয়, যে পর্য্যন্ত রেতোরূপী জীব স্ত্রীগর্ভে বিক্ষিপ্ত না হইয়াছে) কিন্তু অন্ন-ভক্ষণকারী পুরুষে জীব সংশ্লিষ্ট হইয়া মাত্র থাকে ; তদ্রূপ ব্রীহি প্রভৃতি স্থলেও কেবল সংশ্লিষ্ট হইয়া মাত্র থাকে বুঝিতে হইবে।

৩য় অঃ ১ম পাঃ ২৭ সূত্র। যোনেঃ শরীরম্ ॥

ভাষ্য। "যোনিমাশ্রিত্য শরীরী ভবতি"।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্যানুবাদ :—যোনিকে আশ্রয় করিয়া জীব স্বীয় ভোগায়তন দেহ লাভ করে।

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমপাদঃ সমাপ্ত।

তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদঃ

৩য় অঃ ২য় পাঃ ১ম সূত্র। সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি ॥

ভাষ্য। স্বপ্নমধিকৃত্য "অথ ন তত্র রথা রথযোগা ন পন্থানো ভবন্তি, অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে" ইত্যাদি শ্রূয়তে। তত্র রথাদি-সৃষ্টির্জীবকৃতা? উত ব্রহ্মকৃতা? ইতি সন্দেহে, সন্ধ্যে স্বপ্নস্থানে রথাদিসৃষ্টির্জীবকৃতা। হি যতঃ "সৃজতে", "স হি কর্ত্তে"-তি শ্রুতিরাহ।

ভাষ্যানুবাদ :—স্বপ্নাবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন "সেখানে রথ নাই রথযোজিত অশ্বাদি নাই এবং পন্থাদিও নাই; পরন্তু রথ অশ্ব ও পথ সৃষ্টি করেন "(বৃ ৪র্থ অঃ ৩য় ব্রাঃ ১০)। এইস্থলে জিজ্ঞাস্য এই, স্বপ্নে দৃষ্ট রথাদির সৃষ্টি জীবই করেন, অথবা ব্রহ্মই তাহার কর্ত্তা? এই আশঙ্কায় সূত্রকার প্রথমতঃ পূর্ব্বপক্ষে বলিতেছেন যে "সন্ধ্যে" অর্থাৎ স্বপ্নস্থানে যে রথাদির সৃষ্টি, তাহা জীবকৃত; কারণ "তিনি সেই সকল সৃষ্টি করেন", "তিনিই কর্ত্তা" বলিয়া বাক্যের উপসংহারকালে শ্রুতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

৩য় অঃ ২য় পাঃ ২য় সূত্র। নির্ম্মাতারং চৈকে পুত্রাদয়শ্চ ॥

ভাষ্য। "য এষু সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণ" ইতি স্বপ্নে একে জীবং কামানাং পুত্রাদিরূপাণাং কর্ত্তারং সমামনন্তীতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—"ইন্দ্রিয়গণ সুপ্ত হইলে যে পুরুষ কাম (কাম্যবস্তু) সৃষ্টি করিয়া জাগ্রত থাকেন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যাবলম্বনে কোন শাখিগণ বলেন যে, জীবই পুত্রাদিরূপ কাম্যবস্তু সকলের কর্ত্তা। এই পূর্ব্বপক্ষ।

৩য় অঃ ২য় পাঃ ৩য় সূত্র। মায়ামাত্রং তু কার্ৎস্ন্যেনানভিব্যক্ত-স্বরূপত্বাৎ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্য। তত্রাভিধীয়তে, স্বপ্নে সত্যসঙ্কল্পসর্ব্বজ্ঞপরমেশ্বরনির্ম্মিতমেব রথাদিকার্য্যজাতম্। যতো হ্যাশ্চর্য্যভূতং, তন্ন জীবকৃতং, তদীয়সত্যসঙ্কল্পত্বাদের্ব্বদ্ধাবস্থায়াং কার্ৎস্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—সত্যসঙ্কল্প সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরই স্বপ্নদৃষ্ট রথাদিকার্য্যের নির্ম্মাতা। যেহেতু ইহা অতি আশ্চর্য্যজনক, সর্ব্বাংশে সত্য নহে, এবং ইহাকে সর্ব্বাংশে মিথ্যাও বলা যায়না ; এইরূপ পদার্থ বদ্ধজীবের দ্বারা সৃষ্ট হইতে পারেনা ; অতএব ইহা জীবকৃত নহে, বদ্ধাবস্থায় জীবের সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণ সম্পুর্ণরূপে প্রকাশিত থাকে না।

৩য় অঃ ২য় পাঃ ৪র্থ সূত্র। সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ

ভাষ্য। "যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি, সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াত্তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে" ইতি "অথ যদা স্বপ্নেষু পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদন্তং পশ্যতি স এনং হন্তী"-তি শ্রুতেঃ স্বপ্নঃ সাধ্বাগমাসাধ্বাগময়োঃ সূচকোঽবগম্যতে, এতদেব স্বপ্নফলবিদ আচক্ষতে। অতো বুদ্ধিপূর্ব্বকেষ্টাগমসূচকস্বপ্নাদর্শনাদেবানিষ্টাগমসূচকস্বপ্নদর্শনাচ্চ পরমাত্মৈব স্বপ্নরথাদিনির্ম্মাতা।

ভাষ্যানুবাদ :—কোন অভীষ্ট কার্য্য করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তির যখন স্বপ্নে অভিলষিত স্ত্রীলাভ দর্শন হয়, তখন জানিবে যে সেই স্বপ্নদ্রষ্টার সমৃদ্ধি লাভ হইবে" (ছাঃ ৫ম অ ২খ) "যখন স্বপ্নে কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণদণ্ড পুরুষ দৃষ্ট হয়, তখন জানিবে স্বপ্নদ্রষ্টার মৃত্যু উপস্থিত" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা স্বপ্ন মঙ্গল ও অমঙ্গলসূচক বলিয়া জানা যায় ; স্বপ্নফলবেত্তারাও এইরূপ বলিয়া থাকেন। অতএব জীবের বুদ্ধিপূর্ব্বক ইষ্টসূচক স্বপ্নদর্শন না করা হেতু, এবং অমঙ্গলাগমসূচক স্বপ্নেরও দর্শন হেতু, পরমাত্মাই স্বপ্নদৃষ্টরথাদির নির্ম্মাতা বলিয়া অবধারিত হয়েন।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৫ম সূত্র। পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতং ততো হ্যস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ॥

ভাষ্য। সত্যসঙ্কল্পাদিকং স্বাপ্নপদার্থনির্ম্মাতৃত্বে জীবস্যাবশ্যমঙ্গীকরণীয়ং, তচ্চ জীবকর্ম্মানুরূপাৎ পরমেশ্বরসঙ্কল্পাদ্বদ্ধাঽবস্থায়াং তিরোহিতং, তস্মাদেব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবস্য বন্ধমোক্ষৌ ভবতঃ। "সংসারবন্ধস্থিতিমোক্ষহেতুরি"-তি শ্রুতেঃ।

ভাষ্যানুবাদ :--স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থাদি নির্ম্মাণযোগ্য সত্যসঙ্কল্পাদিশক্তি জীবের আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য ; কিন্তু বদ্ধাবস্থায় তাহা জীবের কর্ম্মানুরূপে পরমেশ্বরের সঙ্কল্পদ্বারা তিরোহিত হয় ; এইরূপেই জীবের বন্ধমোক্ষও ঘটিয়া থাকে। শ্রুতি বলিয়াছেন, "পরমাত্মাই জীবের সংসারবন্ধ স্থিতি ও মোক্ষের হেতু।"

৩য় অঃ ২য় পাঃ ৬ষ্ঠ সূত্র। দেহযোগাদ্বা সোঽপি ॥

ভাষ্য। স চ তিরোভাবোঽবিদ্যাযোগদ্বারেণ ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ :—দেহাত্মবুদ্ধি (অবিদ্যা) যোগে তাঁহার সেই শক্তি (সত্যসঙ্কল্পাদি শক্তি) তিরোহিত হয়।

৩য় অঃ ২য় পাঃ ৭ম সূত্র। তদভাবো নাড়ীষু তচ্ছ্রুতেরাত্মনি চ ॥

ভাষ্য। স্বপ্নসৃষ্টিনির্ম্মাতা পরমাত্মা। সুষুপ্তিরপি নাড়ীপুরীতৎ-প্রবেশানন্তরং খলু পরমাত্মন্যেব ভবতি "আসু তদা নাড়ীষু সুপ্তো ভবতী"-তি, "তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেতে" ইতি "য এষোঽন্তর্হৃদয়ে আকাশস্তস্মিঞ্ছেতে" ইতি চ শ্রবণাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—পরমাত্মাকেই স্বপ্নদৃষ্টসৃষ্টির নির্ম্মাতা বলা হইল। সুষুপ্তিতেও পুরীতৎ-নাড়ীপ্রবেশের পর পরমাত্মাতেই জীব অবস্থান করে। "এই সকল নাড়ীতে জীব সুপ্ত হয়," "সেই সকল নাড়ী হইতে পুরীতৎ নামক নাড়ীতে গিয়া শয়ন করে," "যিনি হৃদয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী আকাশস্বরূপ ব্রহ্ম, তাঁহাতে জীব শয়ন করে," ইত্যাদি (বৃঃ২ অঃ ১ব্রা) শ্রুতিবাক্যদ্বারা জীবের সুষুপ্তিলাভ কালে প্রথমে হিতানামক বহুসংখ্যক নাড়ীতে প্রবেশ ও তৎপর পুরীতৎ নাড়ীতে অবস্থিতি এবং ব্রহ্মে শয়ন প্রমাণিত হইয়াছে।

৩য় অঃ ২য় পাঃ ৮ম সূত্র। অতঃ প্রবোধোঽস্মাৎ ॥

ভাষ্য। অত এব "সত আগম্যে"-ত্যাদৌ শ্রূয়মাণং পরমেশ্বরাদপ্যুত্থানমুপপদ্যতে।

ভাষ্যানুবাদ :—অতএব "সৎ ব্রহ্ম হইতে আগমন করিয়া" ইত্যাদি শ্রুতিতে পরমেশ্বর হইতেই উত্থানও প্রতিপন্ন হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩য় অঃ ২য় পাঃ ৯ম সূত্র। স এব তু কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধিভ্যঃ ॥

ভাষ্য। "যঃ সুপ্তঃ স এব জীব উত্তিষ্ঠতি যস্মাৎ পূর্ব্বেদ্যুঃ কর্ম্মণোঽর্দ্ধং কৃত্বা পরেদ্যুরনুস্মৃত্য তদর্দ্ধং করোতি, তে ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা হংসো বা মশকো বা যদ্ যদ্ভবন্তি তত্তথা ভবন্তী"—ত্যাদিশব্দেভ্যঃ "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াদাত্মানমুপাসীতে"—ত্যাদিবিধিভ্যঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—"যে ব্যক্তি শয়ন করে, সেই জাগরিত হইয়া উত্থিত হয়—অপর নহে; কারণ পূর্ব্বদিনে অর্দ্ধসমাপ্ত কর্ম্ম পরদিনে নিদ্রাভঙ্গের পর স্মরণ করিয়া অবশিষ্টার্দ্ধ সে সম্পাদন করে। "সুপ্তব্যক্তি পূর্ব্বে ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃক, বরাহ, হংস, মশক অথবা যাহাই থাকিয়া থাকুক, পরে তাহাই হয়" ইত্যাদি (ছাঃ ৬ অঃ ৯খ) শ্রুতিদ্বারাও তাহা জানা যায়। এবং "স্বর্গপ্রাপ্তিনিমিত্ত অগ্নিহোত্র হোম করিবে, তত্ত্বজ্ঞানার্থ আত্মার উপাসনা করিবে" ইত্যাদি বিধিদ্বারাও তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

৩য় অঃ ২য় পাঃ ১০ম সূত্র। মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ ॥

ভাষ্য। মূর্চ্ছিতে মরণার্দ্ধসম্পত্তিঃ সুষুপ্ত্যাদিষু মূর্চ্ছা নৈকতমা, অতঃ পরিশেষাৎ সা তদতিরিক্তা।

ভাষ্যানুবাদ :—মূর্চ্ছিতাবস্থায় অর্দ্ধমরণাবস্থার প্রাপ্তি হয়, সুষুপ্তি প্রভৃতিতে ঐকান্তিক মূর্চ্ছা হয়না; কারণ জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মৃত্যু এই চারি অবস্থার মধ্যে ইহাকে গণ্য করা যায়না, ইহা এই চারি অবস্থার অতিরিক্ত।

৩য় অঃ ২য় পাঃ ১১শ সূত্র। ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি ॥

ভাষ্য। অকর্ম্মবশ্যত্বাৎ সর্ব্বান্তর্ব্বর্ত্তিনোঽপি পরমাত্মনস্তত্র তত্র দোষা ন সম্ভবন্তীত্যুপপাদিতমেব; স্থানতোঽপি দোষাঃ পরস্য ন, যতঃ সর্ব্বত্র ব্রহ্ম নির্দোষত্বস্বাভাবিকগুণাত্মকত্বাভ্যাং যুক্তমাম্নাতম্।

ভাষ্যানুবাদ :—জীবের অন্তর্ব্বর্ত্তিত্ব প্রভৃতি হেতু ব্রহ্মেতে কোন দোষ সংস্পর্শ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয় না, ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে ; পরন্ত জীবের স্বপ্ন সুষুপ্তি প্রভৃতি স্থানে স্থিতিহেতুও পরমাত্মার কোন দোষ হয়না ; কারণ শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রে তাঁহার উভয়লিঙ্গত্ব (নিত্য শুদ্ধ গুণাতীত মুক্তস্বভাব এবং সর্ব্বকর্তৃত্ব ও গুণাত্মকত্ব এই দ্বিবিধরূপত্ব) বর্ণিত হইয়াছে।

৩য় অঃ ২য় পাঃ ১২শ সূত্র। ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতদ্‌বচনাৎ ॥

ভাষ্য। বস্তুতোঽপহতপাপ্মত্বাদিযুক্তস্যাপি জীবস্য দেহযোগেনাবস্থাভেদদোষাঃ সন্ত্যেব, তথা পরস্যাপি ভবন্তিতি চেন্ন, প্রত্যেকমন্তর্য্যামিণো-দোষাপাদকবচনাভাবাৎ "এষ তে আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ" ইত্যমৃতত্ববচনাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—জীবও বস্তুতঃ নির্দ্দোষস্বভাব হইলেও, দেহযোগহেতু বিবিধ অবস্থাপ্রাপ্তিরূপ দোষযুক্ত হয় ; তদ্রূপ পরমাত্মাও সর্ব্ববিধ দেহে স্বপ্নাদি অবস্থায়, অবস্থিত হওয়ায়, তাঁহার দোষযুক্ত হওয়া উচিত ; এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে ; কারণ এইরূপ অন্তর্য্যামিত্বহেতু তাঁহার যে জীবের ন্যায় দোষ ঘটেনা, তাহা শ্রুতি সর্ব্বত্রই প্রমাণিত করিয়াছেন। "তোমার অন্তর্য্যামী এই আত্মা অমৃত" (অবিকারী) ইত্যাদি বৃহদারণ্যকীয় এবং অপরাপর শ্রুতিতে অন্তর্য্যামী পরমাত্মার অমৃতত্ব ব্যাখ্যা দ্বারা তাঁহার নির্দ্দোষত্ব স্থাপিত করা হইয়াছে।

৩য় অঃ ২য় পাঃ ১৩শ সূত্র। অপি চৈবমেকে ॥

ভাষ্য। অপি চ "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" একে শাখিন অধীয়তে।

ভাষ্যানুবাদ :—বেদের কোন কোন শাখায় স্পষ্টরূপেই শ্রুতি জীব ও পরমাত্মার একস্থানে স্থিতি প্রদর্শন করিয়া পরমাত্মার নির্লিপ্ততা বর্ণনা করিয়াছেন। যথা :— মাণ্ডুক্য তৃতীয় খণ্ডে এইরূপ উক্তি আছে "একই বৃক্ষস্থিত দুইটি পক্ষীর মধ্যে একটি (জীব) স্বাদু ফল ভক্ষণ করে, অপরটি (পরমাত্মা) কিছু ভোগ করেন না, উদাসীনভাবে থাকিয়া কেবল দর্শনমাত্র করেন।" (শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি শ্রুতিও এই মর্ম্মের)।

৩য় অঃ ২য় পাঃ ১৪শ সূত্র। অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ ॥

ভাষ্য। "নামরূপে ব্যাকরবাণী"—ত্যস্মিন্ কার্য্যেঽপি পরস্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নামরূপনির্ব্বাহকত্বেন প্রধানত্বাদ্ধেতোঃ স্বোৎপাদ্যনামরূপভোক্তৃত্বাভাবাদ্-ব্রহ্ম অরূপবদেবতি। অতো দোষগন্ধাঽনাঘ্রাতং ব্রহ্ম।

ভাষ্যানুবাদ :—"তিনি নাম ও রূপ প্রকাশ করিলেন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে নাম ও রূপ প্রকাশ করা ব্রহ্মের কার্য্য বলিয়া উক্ত হওয়াতে, সেই নামও রূপের প্রবর্ত্তক যে ব্রহ্ম, তিনি ইহাদিগহইতে অতীত; সুতরাং নিজের প্রকাশিত নাম ও রূপবিশিষ্ট বস্তুর ভোক্তা ব্রহ্ম নহেন; অতএব তিনি রূপবিশিষ্ট নহেন; সুতরাং তাঁহাতে দোষগন্ধের লেশমাত্র হইতে পারেনা।

৩য় অঃ ২য় পাঃ ১৫শ সূত্র। প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ ॥

ভাষ্য। তমোঽস্পৃষ্টং প্রকাশবদেবংভূতমুভয়লিঙ্গং ব্রহ্ম "আদিত্য-বর্ণং তমসঃ পরস্তাদি"—ত্যনেনৈকেন বাক্যেনাভিধীয়তে বাক্য-স্যাবৈয়র্থ্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—তমোময় সৃষ্টির (প্রকাশ্য জগতের) দোষে স্পৃষ্ট না হইয়া, ব্রহ্ম সেই তমোময় সৃষ্টির প্রকাশক; অতএব তিনি দ্বিরূপ। "আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" ইত্যাদি কোন কোন শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের এই দ্বিরূপতা স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে, সেই সকল শ্রুতিবাক্য ব্যর্থ হইতে পারেনা।

৩য় অঃ ২য় পাঃ ১৬শ সূত্র। আহ চ তন্মাত্রম্ ॥

ভাষ্য। বাক্যং যাবান্ যস্যার্থস্তাবন্মাত্রমাহ যদা, তদা তদেবাবৈয়র্থ্যং বোধ্যম্।

ভাষ্যানুবাদ :—যে শ্রুতি যে বিষয়ক, যে বিশেষ অর্থব্যঞ্জক, সেই শ্রুতি কেবল তাহাই মাত্র যখন বলিয়াছেন, তখন কোন শ্রুতিবাক্যই নিরর্থক নহে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

৩য় অঃ ২য় পাঃ ১৭শ সূত্র। দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্য্যতে ॥

ভাষ্য। "য আত্মা অপহতপাপ্মা" "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং", "সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্প" ইত্যাদিবাক্যগণ উভয়লিঙ্গং ব্রহ্ম দর্শয়তি। অথ স্মর্য্যতেঽপি "যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ"। "অহং সর্ব্বস্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।" "অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন! বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগদি"-ত্যাদিনা।

ভাষ্যানুবাদ :—শ্রুতি এবং স্মৃতি উভয়ই ব্রহ্মের দ্বিরূপতা প্রদর্শন করিতেছেন শ্রুতি যথাঃ—"এই আত্মা নির্দ্দোষ, নিষ্কলঙ্ক, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবদ্য নিরঞ্জন, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প"। ("আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ" "তিনি অচল হইয়াও দূরগামী নিষ্ক্রিয় হইয়াও সর্ব্বকর্ত্তা" ইত্যাদি)। স্মৃতিও বলিতেছেন :—"আমি ক্ষর-স্বভাব অচেতন জগৎ হইতে অতীত, অক্ষর জীব হইতেও শ্রেষ্ঠ; অতএব লোকে ও বেদে আমি পুরুষোত্তম নামে আখ্যাত হইয়াছি"; আবার "আমি সর্ব্বকর্ত্তা, এবং আমিই সকলের প্রেরক"; "হে অর্জ্জুন! আর অধিক তোমার জানিবার প্রয়োজন কি? আমিই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত জগতকে দৃঢ়রূপে ধারণ করিতেছি; এই সমগ্র বিশ্ব আমার একাংশমাত্র। "ইত্যাদি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাবাক্যেও ব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব সুস্পষ্টরূপে অবধারিত হইয়াছে।

৩য় অঃ ২য় পাঃ ১৮শ সূত্র। অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ ॥

ভাষ্য। যতঃ সর্ব্বগমপি ব্রহ্মোভয়লিঙ্গত্বান্নির্দ্দোষমেব। অতএব "যথাহ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বানপো ভিন্না বহুধৈকোহনুগচ্ছন্" "একো হ্যনেকস্থো জলাধারেষ্বিবাংশুমানি"—ত্যাদৌ শাস্ত্রং ব্রহ্মণো নির্দ্দোষত্বং খ্যাপয়িতুং সূর্য্যকাদিবদুপমোচ্যতে।

ভাষ্যানুবাদ :—ব্রহ্ম সর্ব্বগত হইলেও দ্বিরূপত্ব হেতু দোষলিপ্ত হয়েন না। অতএব সূর্য্যাদির সহিত শ্রুতি তাঁহার উপমা দিয়াছেন। শ্রুতি যথা :—"আত্মা এক হইয়াও সর্ব্বগত; যেমন পুষ্করিণী প্রভৃতিতে একই সূর্য্য বহুরূপে প্রতিবিম্বিত হয়েন।" এইসকল শাস্ত্রবাক্য ব্রহ্মের নির্দ্দোষত্ব জ্ঞাপন করিবার অভিপ্রায়ে সূর্য্যাদি বস্তুর সহিত তাঁহার উপমা দিয়াছেন।

৩য় অঃ ২য় পাঃ ১৯শ সূত্র। অম্বুবদগ্রহণাত্তু, ন তথাত্বম্ ॥

ভাষ্য। শঙ্কতে, সূর্য্যাদম্বু দূরস্থং গৃহ্যতে, তদ্বদংশিনঃ সকাশাৎ স্থানস্য গ্রহণাদ্দৃষ্টান্তবৈষম্যমিতি।

ভাষ্যানুবাদ :—এই সূত্রে পূর্ব্বপক্ষ বর্ণিত হইয়াছে যথা :—জল দূরস্থ থাকিয়া সূর্য্যের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে; কিন্তু পরমাত্মা বৈকারিক পদার্থ হইতে দূরস্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নহেন; সুতরাং জলস্থ প্রতিবিম্ব যেমন জলের কম্পনে কম্পিত হয়, তদ্রূপ পরমাত্মা বিকারস্থ হওয়াতে, তাঁহারও বিকারের গুণ প্রাপ্ত হওয়া উচিত। অতএব সূর্য্য দৃষ্টান্তে ব্রহ্মের নির্দ্দোষিতা স্থাপিত হয়না, ঐ দৃষ্টান্ত বিষম।

৩য় অঃ ২য় পাঃ ২০শ সূত্র। বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়সামঞ্জস্যাদেবম্॥

ভাষ্য। তত্রাহ, স্থানিনঃ স্থানান্তর্ভাবাত্তৎপ্রযুক্তবৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বং দৃষ্টান্তেন নিরাক্রিয়তে, উভয়সামঞ্জস্যাদেবং বিবক্ষিতাংশমাত্রং গৃহ্যতে।

ভাষ্যানুবাদ:—এই আপত্তির উত্তর বলিতেছেন:—জলের হ্রাস্ বৃদ্ধি (কম্পন প্রভৃতি) দ্বারা জলস্থ সূর্য্যের হ্রাস বৃদ্ধি দৃষ্ট হইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে সূর্য্যের হ্রাস বৃদ্ধি নাই। তদ্রূপ আত্মা বিকারজাতের অন্তর্ভূত হইয়াও যে দুষ্ট হয়েন না, এই অংশে সাম্য প্রদর্শন করাই উক্ত দৃষ্টান্তের অভিপ্রায়। যে অংশে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, সেই অংশকেই গ্রহণ করিতে হয়, সর্ব্বাংশে কখনও দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্য হয়না। বিবক্ষিত অংশমাত্র গ্রহণ করিলে উভয়ের সামঞ্জস্য দৃষ্ট হইবে।

৩য় অঃ ২য় পাঃ ২১শ সূত্র। দর্শনাচ্চ॥

ভাষ্য। সিংহ ইব মাণবক ইতি লোকে দর্শনাচ্চৈবম্॥

ভাষ্যানুবাদ:—এই বালক সিংহসদৃশ, এইরূপ বাক্যের ব্যবহারও লোকে সচরাচর দৃষ্ট হয়; তাহাতেও যে অংশে দৃষ্টান্ত, সেই অংশকেই গ্রহণ করিতে হয়।

৩য় অঃ ২য় পাঃ ২২শ সূত্র। প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ॥

ভাষ্য। কিং "নেতি নেতী"-তি বাক্যং "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তং চামূর্ত্তং চে"—ত্যাদিনা প্রকৃতং মূর্ত্তামূর্ত্তাদিরূপং প্রতিষেধত্যথবা প্রকৃতরূপযোগাৎ প্রাপ্তং ব্রহ্মণ এতাবত্ত্বমিতি সন্দেহে, রূপং প্রতিষেধতীতি প্রাপ্তে, উচ্যতে; প্রকৃতৈতাবত্ত্বমেব প্রতিষেধতি, ততো ভূয়ো "ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্তী"—ত্যাদিবাক্যশেষো ব্রবীতি।

ভাষ্যানুবাদ:—বৃহদারণ্যকোপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণে শ্রুতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথমে বলিয়াছেন "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চ" ইত্যাদি, অর্থাৎ ব্রহ্মের দুই প্রকার রূপ,— মূর্ত্ত (স্থূল) ও অমূর্ত্ত (সূক্ষ্ম) ইত্যাদি ; এইরূপ বলিয়া ক্ষিত্যাদি ভূতসকলকে মূর্ত্তরূপ, এবং আকাশ ও বায়ুকে অমূর্ত্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এইস্থলে জিজ্ঞাস্য এই :—

"নেতি, নেতি" (তিনি এই নহেন, তিনি এই নহেন) এই যে শ্রুতিবাক্য আছে, তদ্দ্বারা ব্রহ্মের যে "মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত দ্বিবিধরূপ" প্রথমে উক্ত হইয়াছে, তাহা সম্যক নিষিদ্ধ হইয়াছে, অথবা তদ্দ্বারা ব্রহ্মের ঐ স্থূলসূক্ষ্ম রূপমাত্রত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে (অর্থাৎ এই স্থূলসূক্ষ্ম রূপ তাহার একদা নাই, এই কথা বলা হইয়াছে, অথবা তিনি তন্মাত্রই নহেন; ইহার অতীতও আছেন, এইরূপ বলা হইয়াছে ?) এই সন্দেহ নিরাসার্থ সূত্রকার বলিতেছেন যে, পূর্ব্বোক্ত স্থূলসূক্ষ্মরূপমাত্রত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে, এই সকল রূপ তাঁহার একদা নাই, শ্রুতির এইরূপ অভিপ্রায় নহে, তিনি যে তন্মাত্রই নহেন, তাহার অতীতও আছেন, তাহা প্রকাশ করাই পূর্ব্বোক্ত "নেতি নেতি" বাক্যের অভিপ্রায়! কারণ ঐ "নেতি নেতি" বাক্য বলিয়া শ্রুতি পুনরায় "ন হেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্তি" (ইহা হইতেও শ্রেষ্ঠ যে তাঁহার অপর রূপ নাই, তাহা নহে, অপর শ্রেষ্ঠ রূপও আছে) এই বাক্যের দ্বারা পূর্ব্বের "নেতি নেতি" বাক্যের অর্থ শ্রুতি প্রকাশ করিয়ছেন।

৩য় অঃ ২য় পাঃ ২৩শ সূত্র। তদব্যক্তমাহ হি ॥

ভাষ্য। "ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচে" ত্যাদি শাস্ত্রং ব্রহ্মাব্যক্তমাহ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—চক্ষু অথবা বাক্ তাঁহাকে ধারণ করিতে পারেনা, ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মকে অব্যক্ত (ইন্দ্রিয়াতীত) বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

৩য় অঃ ২য় পাঃ ২৪শ সূত্র। অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ॥

ভাষ্য। ভক্তিযোগে ধ্যানে তু ব্যজ্যতে ব্রহ্ম"জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ", "ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যাম্।

ভাষ্যানুবাদ :—ভক্তিযোগে আরাধিত হইলে ব্রহ্ম প্রকাশিত হয়েন, শ্রুতি ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্মৃতি ইহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, শ্রুতি যথা—জ্ঞানপ্রসাদে যঁাহার চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে, তিনি ধ্যানপরায়ণ হইয়া সেই নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্মকে দর্শন করেন" (মুঃ ৩, ১খ) স্মৃতি যথা—হে পরন্তপ অর্জ্জুন! অনন্যা ভক্তি দ্বারাই এইরূপ আমাকে তত্ত্বের সহিত জ্ঞাত হওয়া যায়, এবং আমার দর্শন লাভ করা যায়, এবং আমাতে প্রবিষ্ট হওয়া যায়" (গীতা, ১১ অঃ ৫৪) ইত্যাদি।

৩য় অঃ ২য় পাঃ ২৫শ সূত্র। প্রকাশ্যাদিবচ্চাবৈশেষ্যং, প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ ॥

ভাষ্য। সূর্য্যাগ্ন্যাদীনাং যথা তদর্থিকৃতসাধনাভ্যাসাদাবির্ভাবস্তদ্বদ্ব্রহ্মণোঽপ্যবৈশেষ্যং, ব্রহ্মপ্রকাশো ভবতি, সংরাধনলক্ষণাদুপায়াদ্ব্রহ্মদর্শনং ভবতীত্যর্থঃ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—যেমন সূর্য্য ও অগ্নিপ্রভৃতি তত্তদুপযোগী সাধনদ্বারা (দর্পণ কাষ্ঠদ্বয় ঘর্ষণ ইত্যাদি দ্বারা) আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মও উপযুক্ত সাধন দ্বারা প্রকাশিত হয়েন, ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনারূপ সাধন দ্বারাই ব্রহ্ম প্রত্যক্ষীভূত হয়েন।

৩য় অঃ ২য় পাঃ ২৬শ সূত্র। অতোঽনন্তেন তথাহি লিঙ্গম্ ॥

ভাষ্য। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাদ্ধেতোস্তেন সহ সাম্যং যাতি 'যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং, তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" ইতি জ্ঞাপকাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে উপাসক তৎসহ সমতা প্রাপ্ত হয়, শ্রুতি তাহাই জ্ঞাপন করিয়াছেন, যথা :—"যখন উপাসক সেই উজ্জ্বল সর্ব্বকর্ত্তা ঈশ্বর, যিনি ব্রহ্মাদিরও উৎপত্তিস্থান, তাঁহাকে দর্শন করেন, তখন পাপপুণ্য উভয় হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া তিনি অপাপবিদ্ধ হয়েন, এবং ব্রহ্মের সহিত সাম্য লাভ করেন"। (মুঃ ৩মুঃ ১খ)

৩য় অঃ ২য় পাঃ ২৭শ সূত্র। উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ ॥

ভাষ্য। মূর্ত্তামূর্ত্তস্যাপ্রতিষেধ্যত্বং দ্রঢ়য়তি, মূর্ত্তামূর্ত্তাদিকং বিশ্বং ব্রহ্মণি স্বকারণে ভিন্নাভিন্নসম্বন্ধেন স্থাতুমর্হতি ভেদাভেদব্যপদেশাদহিকুণ্ডলবৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—ব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব আরও দৃঢ় করিবার নিমিত্ত সূত্রকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিতেছেন :—স্থূল ও সূক্ষ্ম বিশ্ব স্বকারণ ব্রহ্মের সহিত ভিন্নাভিন্ন সম্বন্ধে অবস্থিত; কারণ, ব্রহ্মের সহিত ভেদসম্বন্ধ ও অভেদসম্বন্ধ উভয়ই শ্রুতি প্রকাশ করিয়াছেন। সর্প যেমন কুণ্ডলাকারে থাকিলে তাহার অঙ্গসকল অপ্রকাশিত থাকে, প্রসারিত হইলে ফণা-লাঙ্গুলাদি অবয়ব প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে জগৎ প্রকাশিত হয়, এবং প্রলয়কালে তাহাতে গুপ্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রুতি যথা :— "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" ইত্যাদি ভেদব্যপদেশঃ, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি অভেদব্যপদেশঃ।

৩য় অঃ ২য় পাঃ ২৮শ সূত্র। প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ ॥

ভাষ্য। জীবপুরুষোত্তময়োরপি তথা সম্বন্ধো জ্ঞেয়ঃ। উভয়-ব্যপদেশাৎ প্রভা-তদ্বতোরিব। অতোঽনন্তেনেত্যনেন কেবলভেদো ন শঙ্ক্য ইতি ভাবঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—জীব এবং পরমেশ্বরেরও এইরূপ সম্বন্ধই জানিতে হইবে। ভেদাভেদ উভয় তাঁহার সম্বন্ধেও উক্ত হওয়ায়, যেমন প্রভা এবং প্রভাশীলের মধ্যে সম্বন্ধ, তদ্রূপ জীব ও পরমেশ্বরের মধ্যে সম্বন্ধ; অতএব পূর্ব্বোক্ত "অতোঽনন্তেন" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা কেবল ভেদসম্বন্ধ থাকা মনে করিবেনা।

৩য় অঃ ২য় পাঃ ২৯শ সূত্র। পূর্ব্ববদ্বা ॥

ভাষ্য। কৃৎস্নপ্রসক্ত্যাদিদোষাভাবশ্চ পূর্ব্ববদ্ বোধ্যঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—কৃৎস্নপ্রসক্ত্যাদিদোষের আপত্তি হইলে, তাহা পূর্ব্বে দ্বিতীয়া-ধ্যায়ের প্রথম পাদোক্ত ২৫ সংখ্যক সূত্রে বিবৃত হইয়া তাহার যেরূপ খণ্ডন, হইয়াছে, এইস্থলেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে।

৩য় অঃ ২য় পাঃ ৩০শ সূত্র। প্রতিষেধাচ্চ ॥

ভাষ্য। "ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন" ইত্যাদি প্রতিষেধাচ্চ ন প্রকৃতস্য ব্রহ্মণো দোষযোগঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—"তিনি লোকের দুঃখে লিপ্ত হয়েন না" ব্রহ্ম এইরূপ প্রতিষেধ দ্বারাও শ্রুতি ব্রহ্মের দোষযোগ নিবারণ করিয়াছেন।

৩য় অঃ ২য় পাঃ ৩১শ সূত্র। পরমতঃ সেতূন্মানসম্বন্ধভেদব্যপ-দেশেভ্যঃ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্য। পূর্ব্বপক্ষয়তি। অতঃ প্রকৃতাদ্ব্রহ্মণঃ পরমপি কিঞ্চিত্তত্ত্বমস্তি "অথ য আত্মা সেতুরিতি" সম্বন্ধব্যপদেশাৎ। "তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ং" ইতি ভেদব্যপদেশাচ্চ।

ভাষ্যানুবাদ :—এই সূত্রে পূর্ব্বপক্ষ বলিতেছেন :—উপদিষ্ট ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ অপর কোন তত্ত্ব আছে, "কারণ যে আত্মা সেতুস্বরূপ" (ছাঃ ৮ অঃ ৪খ) বাক্যে পরমাত্মাকে সেতু বলা হইয়াছে; ব্রহ্মকে সেতু বলাতে, সেতু অবলম্বন করিয়া যেমন লোকে অন্য গন্তব্যস্থলে গমন করে, তদ্রূপ পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়াও অন্য শ্রেষ্ঠস্থানে জীব গমন করে বুঝিতে হয়। "অমৃতস্যৈষ সেতুঃ" এই সেতুবাক্যে ব্রহ্ম অপর অমৃতের সহিত সম্বন্ধ করিয়া দেন, এইরূপও বুঝিতে হয়॥ ব্রহ্মের উন্মান (পরিমাণ) ও "চতুষ্পাদ্ব্রহ্ম ষোড়শকলম্" (ব্রহ্ম চতুষ্পাদ্ ষোড়শকলাবিশিষ্ট) ইত্যাদি বাক্যে বলা হইয়াছে। এবং "সেই পুরুষের দ্বারা এতৎ সমস্ত পূর্ণ হইয়াছে; যাহা ইহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, তাহা অরূপ ও অনাময়" ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্ম অপর কোন শ্রেষ্ঠ পদার্থ হইতে ভিন্ন, এইরূপও বলা হইয়াছে। অতএব ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ অপর কেহ আছে।

৩য় অঃ ২য় পাঃ ৩২শ সূত্র। সামাণ্যাত্তু॥

ভাষ্য। সিদ্ধান্তমাহ। তুশব্দঃ পক্ষনিষেধার্থঃ। জগৎকারণাৎ সর্ব্বেশ্বরাৎ পরং ন কিঞ্চিদস্তি, সেতুব্যপদেশস্তদ্বিধারণসারূপ্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত বলিতেছেন :—সূত্রোক্ত "তু" শব্দ পক্ষনিষেধার্থ। জগৎকারণ সর্ব্বেশ্বর হইতে শ্রেষ্ঠ আর কোন তত্ত্ব নাই; শ্রুতি যে তাঁহাকে সেতু বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার জগন্নিয়ামকত্ব প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে। যেমন সেতু জলের নিয়ামক, জলের উপরিস্থিত পারগামী পুরুষকে জল হইতে রক্ষা করে, তদ্রূপ ব্রহ্মও জগতের নিয়ামক, জগত হইতে জীবকে উদ্ধার করেন; এইমাত্রই উপমার সাদৃশ্য।

৩য় অঃ ২য় পাঃ ৩৩শ সূত্র। বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ॥

ভাষ্য। উন্মানব্যপদেশ উপাসনার্থঃ "মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীতেত্যধ্যাত্মং তদেতচ্চতুষ্পাদ্ব্রহ্ম বাক্ পাদ" ইত্যাদিপাদব্যপদেশাৎ।

ভাষ্যানুবাদঃ—ব্রহ্মের পাদাদিদ্বারা পরিমাণ উপদেশ তাঁহার উপাসনায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিমিত্ত। শ্রুতি (ছাঃ ৩ অঃ ১৮খ) বলিয়াছেন :—"মনকে ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করিবে, ইহাই অধ্যাত্ম। ব্রহ্ম চতুষ্পাদ, বাক্য একপাদ, প্রাণ একপাদ, চক্ষু একপাদ এবং শ্রোত্র একপাদ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উক্ত চতুষ্পাদ বিশিষ্ট মনঃ ব্রহ্মের প্রতীক স্বরূপে উপাস্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে।

৩য় অঃ ২য় পাঃ ৩৪শ সূত্র। স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ ॥

ভাষ্য। অপরিমিতস্য পরিমিতত্বেন চিন্তনং স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবত্তুপপদ্যতে।

ভাষ্যানুবাদ :—আলোক আকাশ ইত্যাদি যেমন স্থানবিশেষ প্রাপ্তিহেতু তৎস্থান পরিমিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মও উপাসনার নিমিত্ত প্রতীকাদিস্বরূপে চিন্তিত হয়েন ; তন্নিমিত্ত তাঁহার অপরিমিতত্বের অপলাপ হয়না।

৩য় অঃ ২য় পাঃ ৩৫শ সূত্র। উপপত্তেশ্চ ॥

ভাষ্য। স্বস্য স্বপ্রাপকতয়া সম্বন্ধব্যপদেশোপপত্তেশ্চ তত্ত্বান্তরাভাবঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—ব্রহ্ম আপনি আপনাকেই প্রাপ্তি করান, অতএবই সম্বন্ধের উপদেশ হওয়া উপপন্ন হয় ; সুতরাং ব্রহ্ম হইতে তত্ত্বান্তর কিছু নাই।

৩য় অঃ ২য় পাঃ ৩৬শ সূত্র। তথান্যপ্রতিষেধাৎ ॥

ভাষ্য। তথা "ততো যদুত্তরতরম্" ইতি ভেদব্যপদেশাদ্‌ব্রহ্মেতরং তত্ত্বমস্তীত্যপি ন বাচ্যং, "যস্মাৎপরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদি"তি প্রতিষেধাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—এইরূপ "ইহা হইতে যাহা শ্রেষ্ঠ" ইত্যাদি বাক্যে যে ভেদ উপদেশ করা হইয়াছে তাহাতে ব্রহ্ম হইতে তত্ত্বান্তর আছে বলা মীমাংসিত হয়না, কারণ "যাঁহা হইতে পর কিংবা অপর কিছু নাই" ইত্যাদি (শ্বেঃ ৩অঃ) শ্রুতি বাক্যদ্বারা তত্ত্বান্তর প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে।

৩য় অঃ ২য় পাঃ ৩৭শ সূত্র। অনেন সর্ব্বগতত্বমায়ামশব্দাদিভ্য ॥

ভাষ্য। অনেন পরব্রহ্মণঃ সর্ব্বগতত্বং দৃঢ়ীকৃতম্। "তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং" "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বমি" ত্যাদি শব্দেভ্যঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—এতদ্বারা পরব্রহ্মের সর্ব্বগতত্ব, যাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা দৃঢ়ীকৃত হইল। "সেই পুরুষের দ্বারা এতৎ সমস্ত পরিপূর্ণ হইয়াছে, ব্রহ্মই এতৎ সমস্ত" ইত্যাদি ব্রহ্মের ব্যাপ্তি প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যদ্বারা তাহা সর্ব্বতোভাবে স্থাপিত হইয়াছে।

৩য় অঃ ২য় পাঃ ৩৮শ সূত্র। ফলমত উপপত্তেঃ ।।

ভাষ্য। অতো ব্রহ্মণ এব তদাধিকারিণাং তদনুরূপং ফলং ভবত্যস্যৈব তদ্দাতৃত্বোপপত্তেঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, ঈশ্বর হইতেই অধিকারভেদে তত্তদনুরূপ ফলপ্রাপ্তি হয়; তিনিই কর্ম্মফলদাতা।

৩য় অঃ ২য় পাঃ ৩৯শ সূত্র। শ্রুতত্বাচ্চ ।।

ভাষ্য। "স বা এব মহানজ আত্মাঽন্নাদো বসুদান" "এষ হ্যেবানন্দয়তী" তি তৎফলদত্বস্য শ্রুতত্বাচ্চ।

ভাষ্যানুবাদ :—শ্রুতিতে স্পষ্টরূপে ব্রহ্মকেই কর্ম্মফলদাতা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, যথা :—"এই সেই জন্মরহিত মহান্ আত্মা জীবরূপে ভোক্তা আবার ধন পশু ইত্যাদি ভোগ্যবস্তুর দাতা", "(বৃ ৪অঃ ৪ ব্রা ২৪); ইনিই জীবকে আনন্দিত করেন"। (তৈঃ ২ব)।

৩য় অঃ ২য় পাঃ ৪০শ সূত্র। ধর্ম্মং জৈমিনিরত এব ।।

ভাষ্য। ধর্ম্মং ফলহেতুং জৈমিনির্মন্যতে, কৃষ্যাদিবত্তস্যৈব তদ্ধেতুত্বোপপত্তেঃ। "যজেত স্বর্গকামঃ" ইতি তদ্ধেতুত্বশ্রবণাচ্চ।

ভাষ্যানুবাদ :—আপত্তি :—জৈমিনিমুনি বলেন যে, ধর্ম্মই জীবের ফলহেতু। কৃষিকর্ম্মাদি যেমন ধান্যাদিফল-প্রাপ্তির হেতু, তদ্বৎ ধর্ম্মেরই ফলদাতৃত্ব বলা উচিত। "স্বর্গকামনা করিয়া যজ্ঞ করিবে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেও যজ্ঞাদি-ধর্ম্মেরই স্বর্গাদি-ফলদানের হেতুত্ব উক্ত হইয়াছে।

৩য় অঃ ২য় পাঃ ৪১শ সূত্র। পূর্ব্বং তু বাদরায়ণো হেতুব্যপদেশাৎ ।।

ভাষ্য। তুশব্দঃ পক্ষনিরাসার্থঃ। ফলদং পূর্ব্বোক্তং পরমাত্মানং বেদাচার্য্যো মন্যতে। "পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তী"-তি "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য"-ইতি চ পরস্য তদ্ধেতুত্বব্যপদেশাৎ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্যানুবাদ :—সূত্রোক্ত "তু" শব্দ পূর্ব্বপক্ষনিরাসার্থক। পূর্ব্বোক্ত পরমাত্মাই মূল ফলদাতা বলিয়া বেদাচার্য্য বাদরায়ণ সিদ্ধান্ত করেন। "পুণ্যকর্ম্ম করাইয়া পুণ্যলোক প্রাপ্তি করান," "তিনি যাহাকে বরণ করেন সেই লাভ করে" (কঠ, ১ অঃ ২ব) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে পরমাত্মারই পুণ্যাদিবিষয়েও হেতুত্ব শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন।

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদঃ সমাপ্তঃ।

তৃতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়পাদঃ

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ১ম সূত্র। সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ং চোদনাদ্যবিশেষাৎ ॥

ভাষ্য। অনেকত্র প্রোক্তমুপাসনমেকম্, চোদনাদ্যবিশেষাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তে উপদিষ্ট উপাসনার বৈদ্যবস্তু একই, এক ব্রহ্মোপসনাই ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তে উপদিষ্ট হইয়াছে ; কারণ, বিধায়কলক্ষণ সকলেরই এক প্রকার।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ২য় সূত্র। ভেদান্নেতি চেদেকস্যামপি ॥

ভাষ্য। বিদ্যায়াং পুনঃ শ্রুত্যা বেদ্যভেদান্ন বিদ্যৈক্যমিতি চেৎ, ন ; ক্বচিৎ প্রতিপত্তৃভেদাৎ ক্বচিৎ প্রকরণশুদ্ধ্যর্থমেকস্যামপি বিদ্যায়াং পুনরুক্ত্যাদ্যুপপত্তেঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—যদি এইরূপ আপত্তি কর যে, শ্রুতিতে বিদ্যার পুনরুক্তি হেতু বিদ্যার বেদ্যবস্তুও বিভিন্ন বলিতে হইবে, (কারণ বেদ্যবস্তু এক হইলে, পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন) ; অতএব ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তোক্ত বিদ্যা (উপাসনা) এক নহে ; তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ইহা সঙ্গত সিদ্ধান্ত নহে ; কোন স্থলে প্রতিপত্তাভেদে (উপাসক ভেদে) এবং কোন স্থলে প্রকরণপূরণ নিমিত্ত একই বিদ্যার পুনরুক্তি অসঙ্গত নহে, পরন্তু সঙ্গত।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ৩য় সূত্র। স্বাধ্যায়স্য তথাত্বে হি সমাচারেঽধিকারাচ্চ সববচ্চ তন্নিয়মঃ ॥

ভাষ্য। যচ্চাথর্ব্বণে "তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত শিরোব্রতং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিধিবদ্ যৈস্তু চীর্ণমি” তি শিরোব্রতং, তদপি বিদ্যাভেদকং ন, যতঃ স্বাধ্যায়াধ্যয়নাঙ্গতয়া শিরোব্রতং বিধীয়তে। তস্যাধ্যয়নাঙ্গত্বে সতি আথর্ব্বণিকেতরাগ্রাহ্যতয়া তন্নিয়মোঽস্তি। যতঃ সমাচারাখ্যে গ্রন্থেঽপি বেদব্রতত্বেন শিরোব্রতমামনন্তি; “নৈতদচীর্ণব্রতো অধীতে” ইতি বচনাচ্চ; সৌর্য্যাদিহোমবচ্চ তন্নিয়মঃ সঙ্গত এব।

ভাষ্যানুবাদ :—আথর্ব্বণ শ্রুতিতে (মুণ্ডকোপনিষদের তৃতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ডে) উক্ত আছে “যাঁহারা বিধিপূর্ব্বক শিরোব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি এই ব্রহ্মবিদ্যা বলিবে;” এই বাক্যে যে শিরোব্রত উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যার ভেদ প্রতীত হয় (কারণ কেবল আথর্ব্বণদিগের সম্বন্ধেই এই শিরোব্রতের উপদেশ আছে, অপরের নাই); এইরূপ বলিতে পারনা; কারণ ঐ শিরোব্রত কেবল আথর্ব্বণ শ্রুতির অধ্যয়নের অঙ্গীভূত, বিদ্যার (তদুপদিষ্ট উপাসনার) অঙ্গীভূত নহে। কেবল ঐ বেদের অধ্যয়নের অঙ্গীভূত হওয়াতে, আথর্ব্বণিক (আথর্ব্ববেদাধ্যায়ী) ভিন্ন অপরের পক্ষে তাহা গ্রহণীয় নহে; অতএবই তদ্বিষয়ক উক্ত প্রকার নিয়ম করা হইয়াছে। কারণ, সমাচার-নামক বেদব্রতোপদেশক গ্রন্থে, কেবল ঐ বেদাধ্যয়নের অঙ্গীভূতস্বরূপে শিরোব্রত উপদিষ্ট হইয়াছে। “শিরোব্রত আচরণ না করিয়া অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকশ্রেণীর শ্রুতি পাঠ করিবে না” ইত্যাদি বাক্যে ঐ শ্রুতির অধ্যয়নের অধিকার নির্ণয়ার্থ ঐ ব্রতের উক্তি হওয়াতেও তাহাই সিদ্ধান্ত হয়। তাহার দৃষ্টান্তও আছে, যেমন সৌর্য্যাদি সপ্তহোম কেবল আথর্ব্বণদিগের একাগ্নির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হওয়ায়, অন্য শাখায় উক্ত ত্রেতাগ্নির সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ না থাকায়, ঐ সৌর্য্যাদি হোম কেবল একাগ্নিক আথর্ব্বণদিগেরই অনুষ্ঠেয়, তদ্রূপ ঐ শিরোব্রতেরও মুণ্ডকশ্রুতি অধ্যয়নকারীদিগের অনুষ্ঠেয়,—অপরের নহে, এই নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ৪র্থ সুত্র। দর্শয়তি চ ॥

ভাষ্য। “সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি” ইতি শ্রুতির্দর্শয়তি চ বিদ্যৈক্যম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—“সমস্ত বেদ যে নিত্য নিত্যবস্তুকে কীর্ত্তন করে” ইত্যাদি শ্রুতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিদ্যাসকলের বেদ্যবস্তু ব্রহ্মের ঐক্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ৫ম সূত্র। উপসংহারোঽর্থাভেদাদ বিধিশেষবৎ সমানে চ ॥

ভাষ্য। বিদ্যৈক্যে সতি, গুণোপসংহারঃ কর্ত্তব্যঃ প্রয়োজনাভেদাৎ অগ্নিহোত্রাদিবিধিশেষবৎ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—একই ব্রহ্মোপসনা কথিত হওয়াতে, এক বেদান্তোক্ত ব্রহ্মের স্বরূপগত গুণসকল অপর বেদোন্তোক্ত ব্রহ্মোপাসনায় যোজনা করা কর্ত্তব্য। কারণ উপাসনার অর্থ (প্রয়োজন) সর্ব্বত্রই এক। 'অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মবিষয়ে এক বেদোক্ত কর্ম্মাঙ্গসকল অন্য বেদোক্ত কর্ম্মেও যোজনা করিতে হয়, তদ্রূপ বিধায়ক বাক্যসকল উপনিষদুক্ত বিদ্যোপাসনা স্থলেও একরূপ হওয়াতে, এক উপনিষদুক্ত উপাস্যগুণসকল সর্ব্বত্রই গ্রহণ করা উচিত বলিয়া সিদ্ধ আছে।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ৬ষ্ঠ সূত্র। অন্যথাত্বং শব্দাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ ॥

ভাষ্য। "অথ হেমমাসন্যং প্রাণমূচুস্তং ন উদ্গায়েতি তথেতি তেভ্য এষ প্রাণ উদ্গায়তী" তি বাজসনেয়কে শ্রূয়তে "অথ হ য এবায়ং মুখ্যপ্রাণস্তমুপাসাংচক্রিরে" ইতি ছান্দোগ্যে চ শ্রূয়তে। কিমত্র বিদ্যৈক্যমুত তদ্ভেদঃ? ইতি সংশয়ে বিদ্যৈক্যমিতি। ননু প্রাণস্য বাজসনেয়কে "ত্বং ন উদ্গায়ে" তি কর্ত্তৃকত্বং, ছান্দোগ্যে চ "তমুদ্গীথম্" ইতি কর্ম্মত্বমধীয়তে, অতো বিদ্যানানাত্বমিতি চেন্ন, উপক্রমেঽবিশেষাৎ। "উদ্গীথেনাত্যয়াম," উদ্গীথমাজর্হ্রুনেনৈনানভিহনিষ্যাম" ইত্যুদ্গীথস্যৈবোপাস্যত্বপ্রতীতেঃ। তস্মাদুভয়ত্র বিদ্যৈক্যমিতি প্রাপ্তম্ ॥"

ভাষ্যানুবাদ :—বাজসনেয় শ্রুতিতে (বৃহদারণ্যকের ১ম অধ্যায়ের ৩য় ব্রাহ্মণে) উক্ত আছে যে, দেবতাগণ বাক্ প্রভৃতি অপরসকল ইন্দ্রিয়কে পরিত্যাগ করিয়া, মুখপ্রভব প্রাণকে বলিলেন, তুমি আমাদিগের উদ্গাত্রকর্ম্ম কর ; তিনি তথাস্তু বলিয়া উদ্গাত্রকর্ম্ম করিতে লাগিলেন। ছান্দোগ্য (১ম প্রপাঠকের ২য় খণ্ডে) এই উদ্গীথ উপাসনা উপলক্ষ্যে এইরূপ উক্তি আছে, যে, দেবতারা অপর সকল ইন্দ্রিয়কে পরিত্যাগ করিয়া মুখ্যপ্রাণকেই উপাসনা করিতে লাগিলেন। এইস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, এতদ্দারা উপাসনার ঐক্য বুঝিতে হইবে? অথবা ভেদ বুঝিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে? এই সংশয় নিবারণার্থ সূত্রকার বলিতেছেন যে, প্রথমে এইরূপই অনুমান হয় যে, এইস্থলে উপাসনার ঐক্যই বুঝিতে হইবে। কারণ; যদি বল, বাজসনেয় শ্রুতিতে "ত্বং ন উদ্গায়" (তুমি আমাদের উদ্গাতা হও) এই বাক্যে প্রাণের কর্তৃকত্ব উপদেশ আছে; কিন্তু ছান্দোগ্যে "তমুদ্গীথম্" এই বাক্যে প্রাণবোধক "তং" পদ কর্ম্মকারকে উপদিষ্ট হইয়াছে; অতএব উভয়ের উপাস্য এক নহে; সুতরাং বিদ্যার ভেদ স্বীকার করিতে হয়; তবে তাহা সঙ্গত নহে; কারণ উভয় শ্রুতিতে সংবাদের আরম্ভ একই প্রকার; যথা:—বাজসনেয় শ্রুতিতে আরম্ভে বলা হইয়াছে,—দেবতাগণ পরামর্শ করিলেন "উদ্গীথদ্বারা আমরা জয়লাভ করিব"; এবং ছান্দোগ্যে প্রারম্ভবাক্যে উক্ত আছে যে দেবতাগণ "উদ্গীথ অনুষ্ঠান করিলেন তাঁহারা বলিলেন যে, উদ্গীথ দ্বারাই আমরা (অসুরদিগকে) পরাভূত করিব-জয়লাভ করিব"। এতদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উভয়স্থলেই এক উদ্গীথ উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব উভয়স্থলে উপদিষ্ট বিদ্যা এক। ইহা পূর্ব্বপক্ষ।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ৭ম সূত্র। ন বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ ॥

ভাষ্য। তত্রোচ্যতে, ন বিদ্যৈক্যম্, "ওঁমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীতে" ত্যুদ্গীথে প্রণবমুপাস্যং প্রক্রম্যো" দ্গীথমাজহ্রু" রিতি বচনাৎ তদবয়বভূতঃ প্রণবঃ প্রাণদৃষ্টের্বিষয়ঃ ছান্দোগ্যে বিহিতঃ। বাজসনেয়কে তু অবিশেষেণ "উদ্গীথেনাত্যয়াম" ইত্যুপক্রমাৎ কৃৎস্নোদ্গীথঃ প্রানদৃষ্টের্বিষয়ো। ইত্থং প্রক্রমভেদাদ্ বিদ্যাভেদ এব সিধ্যতি। যথোদ্গীথাবয়বে প্রণবে পরমাত্মদৃষ্টিবিধানাবিশেষেঽপি হিরণ্যময়পুরুষদৃষ্টিবিধানাৎ পরোবরীয়স্ত্বাদিগুণবিশিষ্টবিধানমন্যৎ ॥

ভাষ্যানুবাদ:—উক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন,—উক্ত উভয় উপনিষদুক্ত বিদ্যার একত্ব বলা যাইতে পারেনা; কারণ ছান্দোগ্যে শ্রুতি উদ্গীথোপাসনা বর্ণনে "ওঁ" এই একমাত্র বর্ণকে (যাহা সম্পূর্ণ উদ্গীথের একাংশমাত্র, তাহাকে) উদ্গীথজ্ঞানে উপাসনা করিবে" এইরূপ ক্রম বলিয়া "দেবতারা উদ্গীথ অনুষ্ঠান করিলেন" এইরূপ উক্তি আছে। এতদ্দারা সিদ্ধান্ত হয় যে, ছান্দোগ্যে উদ্গীথের অঙ্গমাত্র ওঁকারকেই প্রাণদৃষ্টিতে উপাসনার বিষয় বলিয়া বিবৃত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরন্তু বাজসনেয় শ্রুতিতে কোন বিশেষ অবয়বের উল্লেখ না করিয়া সাধারণভাবে "উদ্গীথ উপাসনা দ্বারা আমরা জয়লাভ করিব" এই প্রারম্ভবাক্যে সমস্ত উদ্গীথই প্রাণদৃষ্টিতে উপাসনার বিষয় বলিয়া অবধারিত হয়। আরম্ভবাক্যে এইপ্রকার ভেদহেতু বিদ্যার ভেদই সিদ্ধ হয়। যেমন উদ্গীথাংশ প্রণবে পরমাত্মার ধ্যানবিষয়ক উপদেশ এক হইলেও এক ছান্দোগ্যেই পরমাত্মার হিরণ্যময়পুরুষ-রূপে ধ্যান হইতে পরোবরীয়স্ত্বাদিগুণবিশিষ্ট পুরুষরূপে ধ্যান বিভিন্ন, তদ্রূপ বাজসনেয় শ্রুত্যুক্ত উদ্গীথোপাসনাপ্রণালী এবং ছান্দোগ্যোক্ত উদ্গীথোপাসনা-প্রণালীও বিভিন্ন।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ৮ম সূত্র। সংজ্ঞাতশ্চেৎ, তদুক্তমস্তি তু তদপি ॥

ভাষ্য। সংজ্ঞাতো বিদ্যৈক্যমিতি চেত্তস্যা দুর্ব্বলত্বং "ন বা প্রকরণভেদাদি"-ত্যনেনোক্তং, সংজ্ঞৈকত্বং তু বিধেয়ভেদেঽপ্যস্তি। যথাগ্নিহোত্রসংজ্ঞা নিত্যাঽগ্নিহোত্রে কুণ্ডপায়িনাময়নাগ্নিহোত্রে চ।

ভ্যাষ্যানুবাদ :—যদি উদ্গীথ, এই নাম উভয় স্থলেই এক বলিয়া বিদ্যারও একত্ব বল, তবে ইহা অতি দুর্ব্বল যুক্তি, তাহা পূর্ব্বসূত্রে উল্লিখিত বিচারেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এক সংজ্ঞা হইলেও যে বিধেয়ের ভেদ হয়, তাহার দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। যথা—"অগ্নিহোত্র" সংজ্ঞা নিত্য অগ্নিহোত্রেরও আছে, এবং কুণ্ডপায়িনামক অগ্নিহোত্রেও আছে।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ৯ম সূত্র। ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্ ॥

ভাষ্য। ছান্দোগ্যে সর্ব্বাসূদ্গীথবিদ্যাসু প্রথমং প্রস্তুতস্য প্রণবস্যোপাস্যত্বেন ব্যাপ্তেঃ "উদ্গীথমাজহ্রু"-তি মধ্যগতস্যোদ্গীথশব্দস্যাপি প্রণববিষয়ত্বং সমঞ্জসম্। ছান্দোগ্যে উদ্গীথাবয়বঃ প্রণবঃ বাজসনেয়কে কৃৎস্নোদ্গথঃ প্রাণদৃষ্ট্যোপাস্য ইতি বিদ্যাভেদঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—ছান্দোগ্যে বহুবিধ উদ্গীথ—উপাসনা উক্ত হইয়াছে; তৎসমস্তের মধ্যেই প্রথমোক্ত প্রণবোপাসনার ব্যাপ্তি আছে; অতএব "উদ্গীথ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন" এইবাক্যের মধ্যগত "উদ্গীথ" শব্দে প্রণবই বুঝায় বলিলে, পূর্ব্বাপর বাক্যের সামঞ্জস্য হয়। ছান্দোগ্যে উদ্গথের অংশ প্রণব, এবং বাজসনেয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমগ্র উদ্গীথই, প্রাণকল্পনায় উপাস্য। অতএব উভয়োক্ত উপাসনাপ্রণালী ভিন্ন—এক নহে।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ১০ম সূত্র। সর্ব্বাভেদাদন্যত্রেমে ॥

ভাষ্য। ছান্দোগ্যে বাজসনেয়কে চ প্রাণসংবাদে জ্যৈষ্ঠ্যশ্রৈষ্ঠ্য-গুণোপেতঃ প্রাণ উপাস্যতয়া বাগাদয়ো বশিষ্ঠত্বাদিগুণকা উক্তাঃ। তে চ গুণাঃ প্রাণে সমর্পিতাঃ। কৌষীতকীপ্রাণসংবাদে তু বাগাদীনাং গুণা উক্তাঃ, ন তু প্রাণে সমর্পিতাঃ। তত্রোচ্যতে। অন্যত্র কৌষীতকী-প্রাণসংবাদেঽপি প্রাণসম্বন্ধিত্বেন তে উপাদেয়াঃ জ্যৈষ্ঠ্যশ্রৈষ্ঠ্যনিমিত্তস্য বাগাদীনাং প্রাণায়ত্তত্বাদেঃ সর্ব্বত্রৈক্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—ছান্দোগ্য এবং বাজসনেয় উভয়শ্রুতিতে প্রাণোপাসনাবিষয়ক সংবাদে প্রাণকেই জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব গুণবিশিষ্টরূপে উপাস্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এবং বাগাদি ইন্দ্রিয়ের বশিষ্ঠত্বাদি গুণ উক্ত হইয়াছে। তৎসমস্ত গুণই প্রাণেও সমর্পিত হইয়াছে। পরন্তু কৌষীতকী উপনিষদুক্ত প্রাণসংবাদে কথিত গুণসকল বাগাদির সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে; কিন্তু প্রাণে তৎসমস্ত সমর্পিত হয় নাই। তৎসম্বন্ধে সূত্রকার বলিতেছেন :—"অন্যত্র" অর্থাৎ কৌষীতকী উপনিষদুক্ত প্রাণসংবাদেও 'ইমে' এই সকল বশিষ্ঠত্বাদিগুণ প্রাণসম্বন্ধেও গ্রহণীয়; কারণ উক্ত সকলশ্রুতিতেই প্রাণের জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব উক্ত আছে, এবং বাগাদির প্রাণাধীনত্ব সর্ব্বত্রই শ্রুতিতে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ১১শ সূত্র। আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য ॥

ভাষ্য। সর্ব্বত্র গুণিনোঽভেদানন্দাদয়ো গুণাঃ পরবিদ্যাসূপসংহর্ত্তব্যাঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—বিশেষ্য (গুণী) ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মকত্ব ও আনন্দময়ত্বাদি বিশেষণ (গুণ) সর্ব্বত্রই পরব্রহ্মোপাসনায় সংযোজিত করিতে হইবে।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ১২শ সূত্র। প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিরুপচয়াপচয়ৌ হি ভেদে ॥

ভাষ্য। পরস্বরূপগুণপ্রাপ্তৌ প্রিয়শিরস্ত্বাদীনাং প্রাপ্তিস্তু নেষ্যতে শির-আদ্যবয়বভেদে সতি ব্রহ্মণ্যুপচয়াপচয়প্রসঙ্গাৎ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্যানুবাদ :—কিন্তু তৈত্তিরীয় উপনিষদে "তস্য প্রিয়মেব শিরঃ" ইত্যাদি বাক্যে যে প্রিয়শিরস্ত্বাদি—গুণ ব্রহ্মের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মোপাসনায় সর্ব্বত্র যোজয়িতব্য নহে; কারণ, শিরঃপ্রভৃতি অবয়বভেদে সেই সকল গুণের উপচয় অপচয় (হ্রাস, বৃদ্ধি) দ্বারা ব্রহ্মের হ্রাসবৃদ্ধির প্রসঙ্গ হয়।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ১৩শ সূত্র। ইতরে ত্বর্থসামান্যাৎ ॥

ভাষ্য। আনন্দাদয়স্তু গুণা গুণিনঃ সর্ব্বত্রৈক্যাত্নুপসংহ্রিয়ন্তে।

ভাষ্যানুবাদ :—প্রিয়শিরস্ত্বাদিগুণ ব্রহ্মোপাসনায় সর্ব্বত্র সংযোজিত না হইলেও, আনন্দাদিগুণ ব্রহ্মে নিত্যই আছে; উক্ত গুণসকল সর্ব্বত্রই শ্রুতিতে তৎসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে; সুতরাং ব্রহ্মোপাসনায় এই সকল গুণ সর্ব্বত্রই গ্রহণীয়।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ১৪শ সূত্র। আধ্যানায় প্রয়োজনাভাবাৎ ॥

ভাষ্য। "তস্য প্রিয়মেব শিরঃ" ইত্যাদ্যভিনস্তু অনুচিন্তনার্থমিতর-প্রয়োজনাভাবাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :- "প্রিয়ই ইহার শিরঃ" ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের যে প্রিয়শিরস্ত্বাদি উক্ত হইয়াছে, তাহা কেবল তাঁহার ধ্যানের স্থিরতা সম্পাদনের নিমিত্ত; তৎকালের অন্য কোন প্রয়োজন নাই।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ১৫শ সূত্র। আত্মশব্দাচ্চ ॥

ভাষ্য। "অন্যোঽন্তর আত্মা" ইত্যাত্মনঃ শিরঃপক্ষাদ্যসম্ভবাৎ তদনুধ্যানায় তদভিধানম্।

ভাষ্যানুবাদ :—তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আনন্দময় সম্বন্ধে যে বাক্য আছে "অন্যোঽন্তর আত্মা" (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ দ্বিতীয়বল্লী দ্রষ্টব্য) তাহাতে আত্মা শব্দের ব্যবহার দ্বারাও প্রতিপন্ন হয় যে, এই শেষ আত্মার শিরঃপক্ষাদি অবয়ব কেবল কাল্পনিক, ইহা প্রকৃত হওয়া কখনও সম্ভবপর নহে। সুতরাং এই সকল বিশেষণ কেবল ধ্যানের আনুকূল্যের নিমিত্ত বুঝিতে হইবে।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ১৬শ সূত্র। আত্মগৃহীতিরিতরবদুত্তরাৎ ॥

ভাষ্য। "অন্যোঽন্তর আত্মা" ইত্যেবাত্মশব্দেন পরমাত্মন এব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রহণং, যথা "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" ইত্যত্রাত্মশব্দেন পরমাত্মন এব গ্রহণম, তদ্বৎ। "সোঽকাময়ত বহু স্যামি"—ত্যানন্দময়বিষয়াত্নুত্তরবাক্যাদপি তদগ্রহণম্।

ভাষ্যানুবাদ:—তৈত্তিরীয় শ্রুতির "অন্যোঽন্তর আত্মা" এই বাক্যোক্ত "আত্মা" শব্দ পরমাত্ম-বোধক; যেমন ঐতরেয় শ্রুত্যুক্ত "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" বাক্যে আত্মা শব্দ পরমাত্ম-বোধক, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত তৈত্তিরীয় শ্রুতিবাক্যেও "আত্মা" শব্দ পরমাত্ম-বোধক; কারণ, তৈত্তিরীয় শ্রুতি বাক্যশেষে বলিয়াছেন "সোঽকাময়ত বহু স্যাম্"; আনন্দময় বিষয়ক এই শেষোক্ত বাক্যদ্বারা পূর্ব্বোক্ত "আত্মা" শব্দ যে পরমাত্ম-বাচক, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ১৭শ সূত্র। অন্বয়াদিতি চেৎ স্যাদবধারণাৎ॥

ভাষ্য। পূর্ব্বত্রানাত্মনি প্রাণাদাবাত্মশব্দান্বয়দর্শনাদ্ "আত্মাঽনন্দময়"—ইত্যাত্মশব্দেন পরমাত্মনোঽপরিগ্রহ ইতি চেৎ, স্যাদেব তেন শব্দেন তৎপরিগ্রহঃ, পূর্ব্বত্রাপি পরমাত্মবুদ্ধ্যৈবানাত্মনি প্রাণাদাবাত্মশব্দান্বয়-নিশ্চয়াৎ।

ভাষ্যানুবাদ:—তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে উপদিষ্ট প্রাণময়াদি আত্মা ব্রহ্ম নহেন, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে; তৎপরে ক্রমে একই সঙ্গে যখন আনন্দময় আত্মারও উক্তি আছে, তখন আনন্দময় আত্মাশব্দও পরমাত্মবাচক বলিয়া উপপন্ন হয়না; এইরূপ আপত্তি হইলে, তাহা সঙ্গত নহে; আনন্দময়াত্মশব্দে পরমাত্মাই গ্রহণীয়; প্রাণময়াদি স্থলেও প্রাণাদি অনাত্মপদার্থে পরমাত্ম-বুদ্ধিতেই "আত্ম" শব্দ অন্বিত হইয়াছে।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ১৮শ সূত্র। কার্য্যাখ্যানাদপূর্ব্বম্॥

ভাষ্য। "অশিষ্যন্নাচামেদশিত্বা চাচামেদেতমেব তদনমনগ্নং কুরুতে"—ত্যাদিনাঽপাং প্রাণবাসস্ত্বধ্যানমপ্রাপ্তং বিধীয়তে, স্মৃত্যাচারপ্রাপ্তস্যাচমনস্য তু তত্রানুবাদমাত্রত্বাৎ।

ভাষ্যানুবাদ:—বাজসনেয় শ্রুতিতে প্রাণবিদ্যাবর্ণনে এইরূপ বাক্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা:—"আহার করিবার পূর্ব্বে আচমন করিবে" আহার করিয়া আচমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবে ; এই আচমন প্রাণকে অনগ্ন (অর্থাৎ আচ্ছাদিত) করে, এইরূপ জ্ঞান করিবে।" এই স্থলে জিজ্ঞাস্য এই, উক্তবাক্যে কোন্‌টী বিশেষবিধি ? আচমনটিই বিশেষবিধি ? অথবা জলকে প্রাণের আবরকস্বরূপ ধ্যানই বিশেষবিধি ? অথবা উভয়ই বিশেষবিধি ? তদ্বিষয়ে সূত্রকার বলিতেছেন – জলকে প্রাণের আবরকস্বরূপ ধ্যানই প্রাণবিদ্যার বিশেষবিধি ; ইহা অপর বিদ্যার অঙ্গীভূত নহে ; কারণ, এই ধ্যানই এই স্থলে "অপূর্ব্ব" (অন্যান্য উপাসনায় উক্ত না হইয়া, এই উপাসনায় বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে)। স্মৃতি প্রভৃতিতেও আচমন কার্য্য সর্ব্বত্র সাধারণরূপে উক্ত হইয়াছে ; তাহারই অনুবাদ করিয়া প্রাণবিদ্যায়ও আচমনের উল্লেখ করা হইয়াছে। পরন্তু জলকে প্রাণের আবরকরূপে ধ্যানই প্রাণবিদ্যার বিশেষ বিধি।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ১৯শ সূত্র। সমান এবং চাভেদাৎ ॥

ভাষ্য। বাজসনেয়িশাখায়াং "সত্যং ব্রহ্মেত্যুপাসীতে"-ত্যারভ্য "আত্মানমুপাসীত মনোময়মি"-ত্যাদি। অগ্নিরহস্যে "মনোময়োঽয়ং পুরুষ"—ইত্যাদি বৃহদারণ্যকে চ শাণ্ডিল্যবিদ্যাঽঽম্নাতা, সা চ যথাঽনেকশাখাসু বেদ্যৈক্যাদ্ বিদ্যৈক্যং, তথৈকস্যামপ্যেকৈব বিদ্যৈক্যাদ্ গুণোপসংহারঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—বাজসনেয় শাখায় (বৃহদারণ্যকে) 'ব্রহ্মকে সত্যস্বরূপে উপাসনা করিবে' বাক্যারম্ভে এইরূপ বলিয়া, পরে বলিয়াছেন "আত্মাকে মনোময়রূপে উপাসনা করিবে"। অগ্নিরহস্যেও শাণ্ডিল্যবিদ্যাবর্ণনায় বৃহদারণ্যকে এইরূপ উক্তি আছে, "এই আত্মা মনোময়।" যেমন বিভিন্ন শাখায় বেদ্যবস্তু একই, তৎসম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার উপাসনারই ঐক্য আছে, তদ্রূপ একই শাখাতে বিদ্যাও একই বলিয়া বুঝিতে হইবে ; অতএব বিদ্যার এক অঙ্গ একস্থানে উক্ত না হইয়া অন্যস্থানে উক্ত হইলে, সেই অনুক্তস্থানেও ঐ অঙ্গ যোজনা করিতে হইবে। (বৃহদারণ্যক ৫ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ২০শ সূত্র। সম্বন্ধাদেবমন্যত্রাপি ॥

ভাষ্য। যথা শাণ্ডিল্যবিদ্যৈক্যং তৎসম্বন্ধাদ্ গুণোপসংহার এবং "সত্যং ব্রহ্ম" ইত্যুপক্রমাদেকবিদ্যাত্বসম্বন্ধাৎ "তস্যোপনিষদহরি"-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্যধিদৈবতং "তস্যোপনিষদহমিত্য" ধ্যাত্মমিতি শ্রুত্যুক্তে দ্বে নামনী উপসংহ্রিয়েতে ইতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—শাণ্ডিল্যবিদ্যা একই। সুতরাং ঐ বিদ্যার প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যকে স্থানে স্থানে যে সকল ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বত্রই শাণ্ডিল্যবিদ্যায় গ্রহণ করিতে হয়; তদ্রূপ "সত্যং ব্রহ্ম" ইত্যাদিরূপে বৃহদারণ্যক উপদেশ আরম্ভ করিয়া "তাঁহার উপনিষদ্ (রহস্যং) অহঃ" এইরূপ অধিদৈব এবং "তাঁহার উপনিষদ্ অহং" এইরূপে অধ্যাত্ম বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব এই অধ্যাত্ম ও অধিদৈব নামক দুইটি উপনিষদই (রহস্যই) অবিভাগে গ্রহণীয়, অর্থাৎ উভয় আদিত্যমণ্ডলে এবং চক্ষুর্ম্মধ্যে ব্রহ্মোপাসনা স্থলে উক্ত উভয় রহস্য গ্রহণীয়, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ২১শ সূত্র। ন বা বিশেষাৎ॥

ভাষ্য। সিদ্ধান্তস্তু স্থানভেদাদুপসংহারো নোপপদ্যতে ইতি।

ভাষ্যানুবাদ :—পরন্তু তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্ত এই যে, সূর্য্যমণ্ডল এবং অক্ষি, যাহাতে ব্রহ্মের ধ্যান উপদিষ্ট আছে, তাহারা পরস্পর ভিন্ন হওয়াতে, উক্ত প্রকার উভয় রহস্য প্রত্যেক-স্থলে যোজনা করিতে হইবেনা।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ২২শ সূত্র। দর্শয়তি চ॥

ভাষ্য। "তস্যৈতস্য তদেব রূপং যদমুষ্য রূপমি"-তি শ্রুতিশ্চাক্ষিস্থাদিত্যস্থয়োর্গুণোপসংহারাভাবং দর্শয়তি।

ভাষ্যানুবাদ :—"সেই এই পুরুষের তৎসমস্ত রূপ, যাহা পূর্ব্বোক্ত পুরুষের" ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতিও আদিত্যপুরুষের রূপাদি ধর্ম্ম চাক্ষুষপুরুষের কেবল অবান্তর ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া চাক্ষুষপুরুষ ও আদিত্যপুরুষের সম্বন্ধে উক্ত গুণসকলের যে উভয় স্থলে গ্রহণ করিতে হইবে না, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব উভয়বিধ ধর্ম্ম প্রত্যেকস্থলে ধ্যাতব্য নহে।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ২৩শ সূত্র। সম্ভৃতিদ্যুব্যাপ্ত্যপি চাতঃ॥

ভাষ্য। "ব্রহ্মজ্যেষ্ঠা বীর্য্যাঃ সম্ভৃতানি ব্রহ্মাগ্রে জ্যেষ্ঠং দিবমাততানে"-ত্যাদিনা তৈত্তিরীয়কবিহিতানাং সম্ভৃতিজ্যেষ্ঠা বীর্য্যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্ভৃতানি চ দ্যুব্যাপ্তিপ্রভৃতীনাং গুণানামপি স্থানভেদাদেব বিদ্যান্তরে নোপসংহারঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—তৈত্তিরীয় রাণায়নীয় শাখার খিলবাক্যে (অর্থাৎ যাহা বিধিও নহে, নিষেধও নহে, তাহাতে) উক্ত আছে যে "ব্রহ্মের সম্ভৃতি (আকাশাদির ধারণ ও পোষণ) প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ শক্তি সকল আছে, দেবতাদিগের সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম এই পূর্ব্ব সৃষ্ট আকাশ ব্যাপিয়া ছিলেন"। এই স্থলে যে সম্ভৃতি ও দ্যুব্যাপ্তি প্রভৃতি গুণের উল্লেখ আছে, তাহাও উপাসনার উপাধিভেদহেতু পৃথক্‌বিদ্যা বলিয়া গণ্য, তাহা সর্ব্বত্র প্রযোজ্য নহে। যেমন পূর্ব্ব সূত্রোক্ত রহস্যদ্বয় সর্ব্বত্র প্রযোজ্য নহে, ইহাও তদ্রূপ।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ২৪শ সূত্র। পুরুষবিদ্যায়ামপি চেতরেষামনাম্নানাৎ ॥

ভাষ্য "পুরুষো বাব যজ্ঞ" ইত্যাদিনা ছান্দোগ্যে, "তস্যৈবং বিদুষো যজ্ঞস্য" ইত্যাদিনা তৈত্তিরীয়কে চ শ্রূয়মাণায়াং পুরুষবিদ্যায়ামপি একত্রোক্তানাং "তস্য যানি চতুর্ব্বিংশতিবর্ষাণি তৎপ্রাতঃ সবনমি"-ত্যাদীনাং প্রকরাণামন্যত্রানাম্নানাদ্ বিদ্যাভেদঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—"পুরুষই যজ্ঞ" ইত্যাদি বাক্যে ছান্দোগ্যে, এবং "সেই জ্ঞানবান পুরুষের আত্মাই যজ্ঞের যজমান, এবং শ্রদ্ধাই পত্নী" ইত্যাদি বাক্যে তৈত্তিরীয়-শ্রুতিতে পুরুষবিদ্যা বর্ণিত হইয়াছে ; তন্মধ্যে এক শ্রুতিতে (ছান্দোগ্যে) "ইহার যে চতুর্ব্বিংশবর্ষ আয়ুঃ, তাহা যজ্ঞের প্রাতঃ সবন" ইত্যাদি বাক্যে যে যজ্ঞাঙ্গসকল উল্লিখিত হইয়াছে তাহা, এবং ঐ যজ্ঞের ফল প্রভৃতি বিষয় অন্য (তৈত্তিরীয়) শ্রুতিতে অন্য প্রকারে উপদিষ্ট হওয়াতে, বিদ্যার (উপাসনারই) ভেদ বুঝিতে হইবে। অতএব তৈত্তিরীয় উপনিষদুক্ত পুরুষোপাসনায় ছান্দোগ্যকথিত বিদ্যাসকল যোজনীয় নহে।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ২৫শ সূত্র। বেধাদ্যর্থভেদাৎ ॥

ভাষ্য। "সর্ব্বং প্রবিধ্য হৃদয়ং প্রবিধ্যে"-ত্যাদি মন্ত্রাণাং "দেবা হ বৈ সত্রং নিষেদুরি"-ত্যাদিনোক্তানাং বাগাদিকর্ম্মণাং চ ন বিদ্যায়ামুপসংহারঃ। কুতঃ ? বেধাদীনামর্থানাং বিদ্যাভিন্নত্বাৎ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্যানুবাদ :—"আমাদের শত্রু সকলের সর্ব্বাঙ্গ বিদীর্ণ কর, তাহাদের হৃদয় বিদীর্ণ কর" এই সকল মন্ত্র এবং "দেবতারা যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন" ইত্যাদিবাক্যে যে বাগাদি যজ্ঞকর্ম্মের উল্লেখ আছে, তৎসমস্ত উক্ত উপনিষদে কথিত উপাসনার অঙ্গ নহে। কারণ, শরীর বিদীর্ণ করা প্রভৃতি প্রয়োজন উপাসনা হইতে ভিন্ন, উপাসনার সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ২৬শ সূত্র। হানৌ তূপায়নশব্দশেষত্বাৎ কুশাচ্ছন্দস্তুত্যুপগানবৎ তদুক্তম্॥

ভাষ্য। "তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়ে" ত্যাদিশ্রুতিপ্রোক্তায়াং পুণ্যপাপবিমোচনাত্মিকায়াং হানৌ "তস্য পুত্রা দায়মুপয়ন্তি, সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যামি"-তি বিদ্বত্যুক্তপুণ্যপাপগ্রহণভূতমুপায়ন-মুপসংহ্রিয়তে। কুতঃ? শাখান্তরীয়োপায়নশব্দস্য হানিশব্দশেষত্বাৎ। যথা "কুশা বানস্পত্যা" ইতি কুশানাং বানস্পত্যত্বপ্রকাশকবাক্যশেষতা- "ঔদুম্বরা" ইতি বাক্যং ভজতে। যথা চ "ছন্দোভিঃ স্তুবীতে" তি বাক্যশেষতাং "দেবচ্ছন্দাংসি পূর্ব্বাণী"-তি বাক্যং ভজতে। যথা চ "হিরণ্যেন ষোড়শিনঃ স্তোত্রমুপাকরোতী"-তি বাক্যশেষতাং সময়াধ্যুষিতে সূর্য্যে" ইতি বাক্যং গচ্ছতি। যথা চ "ঋত্বিজ উপগায়তী"-তি অস্য "নাধ্বর্য্যু রুপগায়তী"-তি শেষতামাপদ্যতে। "অপি বাক্যশেষত্বাদন্যায্যত্বাদ্ বিকল্পস্যে"-ত্যাত্যুক্তং জৈমিনিনাঽপি।

ভাষ্যানুবাদ :—অথর্ব্ববেদীয় উপনিষদে (৩মুঃ ১খ) উক্ত আছে যে "ব্রহ্মো-পাসনাপর পুরুষ দেহত্যাগ করিয়া পুণ্যপাপ উভয়কে বিধুনন করিয়া (ঝাড়িয়া ফেলিয়া) সর্ব্ববিধ দোষমুক্ত হইয়া পরমাত্মার সহিত সমতাপ্রাপ্ত হয়েন" এই শ্রুতিতে পুণ্যপাপের পরিত্যাগ বর্ণনা আছে। "তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার বিত্ত গ্রহণ করে, সুহৃদগণ পুণ্য গ্রহণ করে, শত্রুগণ পাপ গ্রহণ করে" ইত্যাদি শাট্যায়নশাখাপ্রোক্ত বাক্যে যে বিদ্বান পুরুষের পুণ্যপাপ গ্রহণকরারূপ উপায়নের (পরকর্ত্তৃক গ্রহণের) উল্লেখ আছে, সেই সকল উপায়নবাক্যকে পূর্ব্বোক্ত পুণ্যপাপের "হানি" (পরিত্যাগ) বিষয়ক বাক্যের সহিত যোজিত করিতে হইবে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(অর্থাৎ বিদ্বান পুরুষ দেহ পরিত্যাগ করিলে, তাঁহার পাপপুণ্য পরিত্যক্ত হয়, এইমাত্র আথর্ব্ববেদীয় শ্রুতিতে উল্লেখ থাকিলেও, অপর শ্রুতিতে যে মিত্র ও শত্রুগণের পুণ্য পাপ গ্রহণ করার উল্লেখ আছে ;—সেই ফলও অথর্ব্ববেদীয় উপাসকের সম্বন্ধে ঘটে বুঝিতে হইবে)। কারণ, শাট্যায়ন শ্রুতিতে উক্ত "উপায়ন" শব্দ "হানি" শব্দের অঙ্গীভূত ; ঐ "উপায়ন" শব্দ "হানি" বিষয়ক বাক্যের শেষাংশস্বরূপ। (বিদ্যা ভিন্ন হইলেও ফলের একরূপত্ব হইতে কোন বাধা নাই)। ইহার দৃষ্টান্তও আছে ; যথা,—"কুশা, ছন্দঃ, স্তুতি ও উপগান" স্থলে এক শ্রুতির উপদেশ অন্য শ্রুতিতে প্রযোজ্য ইহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। কৌষীতকী শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, "হে কুশসকল, তোমরা বনস্পতি," কিন্তু কিরূপ বনস্পতি, তাহার উল্লেখ নাই ; কিন্তু শাট্যায়নশাখায় উক্ত আছে "ঔদম্বরাঃ কুশাঃ" (কুশাসকল উদুম্বরকাষ্ঠনির্ম্মিত) ; ইহা ভিন্নশ্রুতিতে উল্লিখিত হইলেও, তাহা অপর স্থানেও গ্রহণীয়। (উদ্গাতা স্তোত্র গান করে, অপরে "কুশা" অর্থাৎ কাষ্ঠশলাকাদ্বারা তাহার সংখ্যা গণনা করে ; এই "কুশা" সাধারণতঃ কাষ্ঠনির্ম্মিত বলিয়া অনেক শ্রুতিতেই উল্লেখ আছে ; কিন্তু শাট্যায়নীতে ইহা উদুম্বরকাষ্ঠের শলাকা বলিয়া উল্লেখ থাকায় তাহাই সর্ব্বত্র গৃহীত হয়)। এইরূপ "ছন্দ দ্বারা স্তব করিবে" বাক্যে কোন্ ছন্দ তাহার উল্লেখ হয় নাই ; কিন্তু অন্যত্র "দেবচ্ছন্দ" এই বাক্যের দ্বারা দেবচ্ছন্দই পূর্ব্বোক্ত বাক্যের অঙ্গীভূত বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। অপরন্তু "হিরণ্য দ্বারা ষোড়শিনামক যজ্ঞপাত্রের স্তুতি করিবার" বিধান আছে, কিন্তু কোন্ সময় করিবে, তাহার উল্লেখ নাই ; অপর শ্রুতিতে "সূর্য্য উদিত হইলে ষোড়শি স্তব করিবে" বলা আছে ; এই শেষোক্ত শ্রুতিও প্রথমোক্ত শ্রুতির অঙ্গীভূত বলিয়া গৃহীত হয়। এইরূপ "ঋত্বিক্ উপগান করিবে" কিন্তু কোন্ ঋত্বিক্, তাহার উল্লেখ নাই ; অন্যত্র উল্লেখ আছে "অধ্বর্য্যু গান করিবেনা" ; এই শেষ বাক্য পূর্ব্ববাক্যের অঙ্গীভূত বলিয়া গৃহীত হয়, অর্থাৎ অধ্বর্য্য ভিন্ন অপর ঋত্বিক্ উপগান করিবে। জৈমিনিও এইরূপই বলিয়াছেন ; যথা :—অপি তু বাক্যশেষত্বাৎ" ইত্যাদি।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ২৭শ সূত্র। সাম্পরায়ে, তর্ত্তব্যাভাবাত্তথা হ্যন্যে।

ভাষ্য। শরীরাদুৎক্রমণবেলায়াং নিঃশেষতয়া পাপপুণ্যহানিঃ। কুতঃ ? শরীরবিয়োগাৎ পশ্চাত্তাভ্যাং তর্ত্তব্যভোগাভাবাৎ। এবমে-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাক্যেঽধীয়তে "অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ, এব সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভি-নিষ্পদ্যতে" ইত্যাদি। এবং সতি দেহবিয়োগসময়ে জাতে এব কর্ম্মক্ষয়ো "বিরজাং নদীং তাং মনসাঽত্যেতি তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে বিধুনুতে" ইতি নদীতরণানন্তরং পঠ্যতে।

ভাষ্যানুবাদ :—কেহ কেহ বলেন যে, দেহপরিত্যাগকালেই নিঃশেষ রূপে পাপপুণ্য পরিত্যক্ত হয়, এবং তাহা শত্রু ও মিত্রকর্তৃক গৃহীত হয়; কারণ, শরীর-বিয়োগের পর উক্ত পাপপুণ্যের দ্বারা প্রাপ্তব্য কোন প্রকার ভোগ নাই; এবং তাঁহারা এই মতের পোষক কোন কোন শ্রুতিও উল্লেখ করেন; যথা :—"শরীর পরিত্যাগ হইলে প্রিয়াপ্রিয় কিছু তাহাকে স্পর্শ করেনা," সেই প্রসন্নচিত্ত পুরুষ এই শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইয়া পরমজ্যোতিকে লাভ করিয়া স্বীয় নির্ম্মল ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হয়েন" (ছাঃ ৮ অঃ) ইত্যাদি। অতএব ইহা দ্বারা দেখা যায় যে, দেহবিয়োগ সময় উপস্থিত হইলেই কর্ম্মক্ষয় হয়। পরন্তু "তিনি মনের দ্বারা বিরজা নদী পার হয়েন, তাহার সুকৃত দুষ্কৃত তৎকর্তৃক বিধুনিত হয়" ইত্যাদি কৌষীতকী শ্রুতিবাক্যে (১ম অঃ) তাহা বিরজানদীতরণানন্তরই হয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ২৮শ সূত্র। ছন্দত উভয়াবিরোধাৎ ॥

ভাষ্য। বিদুষঃ পুণ্যং পাপং ক্রমাৎ সুহৃদ্দুর্হৃচ্চ ছন্দতঃ প্রাপ্নোত্যেব মুভয়াবিরোধো ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ :—"যে ব্যক্তি ব্রহ্মোপাসকের শুভ সঙ্কল্প করে, সে তাঁহার পুণ্য প্রাপ্ত হয়; যে অশুভ সঙ্কল্প করে, সে তাঁহার পাপ প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, আপন আপন ছন্দ (অর্থাৎ শুভাশুভ সঙ্কল্প) অনুসারে মিত্র ও শত্রুগণ তাঁহার পুণ্য ও পাপের ভাগী হয়। সুতরাং পাপপুণ্য কে পাইবে, তৎসম্বন্ধে কোন বিরোধ হয়না।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ২৯শ সূত্র। গতেরর্থবত্ত্বমুভয়থাঽন্যথা হি বিরোধঃ ॥

ভাষ্য। সুকৃতদুষ্কৃতয়োরবিশেষতয়া নিবৃত্ত্যা গতেরর্থবত্ত্বং, যদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুকৃতমনুবর্ত্তেত তদা তৎফলভোগানন্তরম্ আবৃত্তিঃ স্যাৎ। এবং সত্যনাবৃত্তিশ্রুতিবিরোধো ভবেৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—সুকৃতি এবং দুষ্কৃতি উভয়ের অবিশেষভাবে নিবৃত্তি হইলেই ব্রহ্মোপাসকের সম্বন্ধে যে "দেবযানগতির" উল্লেখ হইয়াছে, তাহা সার্থক হয়; উভয় পাপপুণ্য ক্ষয় না হইয়া একটি মাত্র (পাপ) ক্ষয় হয় এবং পুণ্য অনুগমন করে বলিলে, সেই পুণ্যাভোগের পর পুনরায় সংসারাবৃত্তি হয় বলিতে হয়। তাহা হইলে অনাবৃত্তিবিষয়ক শ্রুতির বাধ ঘটে।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ৩০শ সূত্র। উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধের্লোকবৎ॥

ভাষ্য। ব্রহ্মোপাসকস্য শরীরবিয়োগকালে সর্ব্বকর্ম্মক্ষয়েঽপি পন্থা উপপন্নঃ। কুতঃ? "পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ" ইত্যাদিষু দেহাদিসম্বন্ধ-লক্ষণার্থোপলব্ধেঃ। যথা ভূপসেবকস্য ভৌমার্থসিদ্ধিস্তদ্বৎ। স স্থূলশরীর-সর্ব্বকর্ম্মক্ষয়েঽপি বিদ্যাপ্রভাবাদ্বিশিষ্টস্থানগমনার্থং সূক্ষ্মশরীরমনুবর্ত্ততে তদ্বিয়োগানন্তরংযুক্তং, শ্রুতিপ্রোক্তং রূপং বিদ্বান্ প্রাপ্য ব্রহ্মভাবাপন্নো ভবতীতি ভাবঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—ব্রহ্মোপাসকের শরীরবিয়োগকালে সর্ব্ববিধ কর্ম্মের ক্ষয় হইলেও তাঁহার দেবযানপন্থা—প্রাপ্তি সিদ্ধ আছে। কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন "পরম জ্যোতিকে প্রাপ্ত হইয়া তিনি স্বীয় নির্ম্মলরূপে প্রতিভাত হয়েন; তিনি যথেচ্ছাক্রমে গমন, ভোজন, ক্রীড়ন এবং আমোদ করিতে পারেন" (ছাঃ ৮অঃ ১২ খঃ); এই সকল বাক্যে দেহসম্বন্ধলক্ষণ ভোগের উপলব্ধি হয়। যেমন লোকে দৃষ্ট হয় যে, রাজসেবক রাজার ভোগ্য পদার্থসকল ভোগ করে, তদ্বৎ। স্থূলশরীরের অনুরূপ সর্ব্ববিধ কর্ম্মের ক্ষয় হইলেও উপাসক বিদ্যা-প্রভাবে উত্তম স্থানে ব্রহ্মলোকাদিতে গমনের সূক্ষ্মশরীরবিশিষ্ট হয়েন, তাহা বিরহিত হইয়া শ্রুতিপ্রোক্ত রূপকে প্রাপ্ত হইয়া বিদ্বান্ পুরুষ ব্রহ্মভাবাপন্ন হয়েন।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ৩১শ সূত্র। অনিয়মঃ সর্ব্বেষামবিরোধঃ শব্দানু-মানাভ্যাম্॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্য। উপকোশলবিদ্যাপঞ্চাগ্নিবিদ্যাদিষু শ্রূয়মাণা গতিস্তদ্বিদ্যাবতামেবেতি নিয়মো ন। কিন্তু সা ব্রহ্মোপাসীনানাং সর্ব্বেষাম্। তথাহি গতেঃ সর্ব্বসাধারণত্বে সতি। "য এবমেতদ্বিদুর্যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি। "অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্। তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যামবিরোধঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—উপকোশলবিদ্যা, পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, ইত্যাদিতে যে গতির বিষয় শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা তত্তদুপাসকের পক্ষেই ব্যবস্থাপিত নহে। সকল ব্রহ্মোপাসকের যে গতি, তাঁহাদের সম্বন্ধে সেই নিয়মই জানিতে হইবে। কারণ, উক্ত দেবযানগতি সর্ব্বসাধারণ ব্রহ্মোপাসকের পক্ষেই উক্ত হইয়াছে। যথা, শ্রুতি :—যাঁহারা ইহাকে এইরূপ জানেন, এবং যাহারা অরণ্যে বাস করিয়া শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া সত্যের উপাসনা করেন, তাঁহারা এই অর্চ্চিরাদিগতি প্রাপ্ত হয়েন।" (বৃঃ ৬ অঃ ২ব্রা)। স্মৃতিও বলিয়াছেন—"অগ্নি, জ্যোতিঃ, অহঃ, শুক্ল, উত্তরায়ণ, ষণ্মাস এই সকলের দ্বারা ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।" গীতা ৮ম অঃ (এইরূপে শ্রুতি ও স্মৃতি অবিরোধে (একবাক্যে) সর্ব্ববিধ ব্রহ্মবিদ্ পুরুষের গতি বর্ণনা করিয়াছেন।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ৩২শ সূত্র। যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্॥

ভাষ্য। বশিষ্ঠাদীনাং ত্বধিকারফলকর্ম্মবশাত্যাবদধিকারমবস্থিতিঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—(পরন্তু ব্রহ্মোপাসকের বিদ্যাপ্রভাবে দেহবিয়োগকালে সর্ব্ববিধ কর্ম্মক্ষয় ও অর্চ্চিরাদি মার্গ অবলম্বনে গমন ও পরে ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্তি হয় বলিয়া যে উক্তি করা হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হয় না; কারণ বিদ্যাসম্পন্ন মহামুনি বশিষ্ঠাদিরও পুনর্জন্ম প্রসিদ্ধ আছে। যথা, বশিষ্ঠ ঋষির পুনরায় জন্ম হওয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন):—বশিষ্ঠাদি ঋষি বেদপ্রবর্ত্তনাদি কর্ম্ম করিতে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন; সুতরাং তত্তদধিকারের ফলভূত কর্ম্মের শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের অধিকারপ্রদ প্রারব্ধকর্ম্মক্ষয়ে তাঁহারা সর্ব্ববিধ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অর্চ্চিরাদিমার্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে কর্ম্ম ফলপ্রদনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা মুক্তপুরুষদিগেরও ভোগের দ্বারাই শেষ হয় ;—এক দেহে সেই ভোগ কোন বিশেষ কারণবশতঃ (যেমন অভিসম্পাত বশতঃ বশিষ্ঠ ঋষির) শেষ না হইলে অন্য দেহ অবলম্বনে তাহা ভোগের দ্বারা শেষ করিতে হয়।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ৩৩শ সূত্র। অক্ষরধিয়াং ত্ববরোধঃ সামান্যতদ্ভাবাভ্যামৌপসদবত্তদুক্তম্ ॥

ভাষ্য। "এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি! ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি, অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমি"-ত্যক্ষরসম্বন্ধিনীনামস্থূলত্বাদিধিয়াং ব্রহ্মবিদ্যাসু সর্ব্বাসু পরিগ্রহঃ। কুতঃ? সর্ব্বত্রাক্ষরস্য ব্রহ্মণঃ প্রধানস্য সমানত্বাদ গুণানাং চাস্থূলত্বাদীনাং তৎস্বরূপানুসন্ধানান্তর্ভাবাচ্চ। যথা জামদগ্ন্যেঽহীনে পুরোডাশিনীষূপসৎসু সামবেদপঠিতস্য মন্ত্রস্যা "গ্নের্বেহোত্রমি"-ত্যাদের্য্যাজুর্ব্বেদিকেন স্বরেণ প্রয়োগঃ ক্রিয়তে তদুক্তং "গুণমুখ্যব্যতিক্রমে তদর্থত্বাদ্ মুখ্যেন বেদসংযোগ" ইতি।

ভাষ্যানুবাদ :—বৃহদারণ্যকে (৩ অঃ ৮ব্রা) উক্ত আছে, "হে গার্গি! ইনিই সেই অক্ষর পুরুষ, যাঁহাকে ব্রাহ্মণেরা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ইনি স্থূল নহেন, অণু নহেন, হ্রস্ব নহেন" ; এই বাক্যে যে অক্ষরবিদ্যা কথিত হইয়াছে, তদুক্ত অস্থূল, অনণু ও অহ্রস্ব গুণ অক্ষরব্রহ্মবিদ্যায় সর্ব্বত্রই গ্রহণীয় ; কারণ, সর্ব্বত্র গুণী পুরুষ অক্ষর ব্রহ্মের একত্ব থাকাতে তাঁহার অস্থূলত্বাদি গুণচিন্তনও তাঁহার স্বরূপচিন্তনের অন্তর্ভূত (ঔপসদবৎ = যেমন জামদগ্ন্যযাগে পুরোডাশিনী উপসদের অনুষ্ঠান কালে "অগ্নের্বেহোত্রং" ইত্যাদি পুরোডাশ প্রদান মন্ত্রসকল সামবেদীয় মন্ত্র হইলেও, যজুর্ব্বেদীয় স্বরে তাহা অধ্বর্য্যুকর্তৃক গীত হয়, তদ্রূপ অস্থূলত্বাদিগুণ বৃহদারণ্যকে কীর্ত্তিত হইলেও, সর্ব্বত্রই অক্ষর-বিদ্যায় গ্রহণীয়)। জৈমিনি "গুণমুখ্যব্যতিক্রম" ইত্যাদি সূত্রে জামদগ্ন্যযোগসম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত বিধানের মীমাংসা করিয়াছেন।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ৩৪শ সূত্র। ইয়দামননাৎ ॥

ভাষ্য। অস্থূলত্বাদিবিশেষিতৈরানন্দাদিভিঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টব্রহ্মচিন্তনাদ্ধে-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোরিয়দানন্দাদিকং সর্ব্বত্রানুবর্ত্তনীয়ং, প্রধানানুবর্ত্তিনোঽপি সর্ব্বকর্ম্মত্বাদয়ো যত্রোক্তাস্তত্রানুসন্ধেয়াঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—অস্থূলত্বাদি গুণের সহিত আনন্দাদি গুণও উৎকৃষ্ট ব্রহ্ম-চিন্তনের নিমিত্ত সর্ব্বত্র গ্রহণীয়। "সর্ব্বকর্ম্মা; সর্ব্বগন্ধঃ, সর্ব্বরসঃ," ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত গুণ সকল যে বিশেষ বিদ্যায় উক্ত হইয়াছে, তাহাতেই গ্রহণীয়, অন্যত্র নহে। যে সকল গুণ বিনা অক্ষর ব্রহ্মচিন্তা হয় না, কেবল সেই সকল গুণই (অর্থাৎ অস্থূলত্ব; আনন্দময়ত্বাদি গুণই) সর্ব্বত্র অক্ষরোপাসনায় গ্রাহ্য।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ৩৫শ সূত্র। অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনোঽন্যথা ভেদানুপপত্তিরিতি চেন্নোপদেশান্তরবৎ ॥

ভাষ্য। ননু বৃহদারণ্যকে "যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরস্তন্মে ব্যাচক্ষ্ব" ইত্যুষস্তপ্রশ্নে "যঃ প্রাণেন প্রাণিতি স তে আত্মা সর্ব্বান্তর" (ইত্যাদিপ্রতিবচনং তত্র অন্তরা স তে আত্মা সর্ব্বান্তর) ইতি দেহাদ্যন্তরত্বেন প্রত্যগাত্মসম্বন্ধ্যপদেশঃ। তস্যৈব প্রাণাপানাদিহেতুত্বাৎ। তথৈব তত্র "যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরস্তন্মে ব্যাচক্ষ্বে"-তি কহোলপ্রশ্নে "যোঽশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুমত্যেতী-ত্যাদিপ্রতিবচনং, তত্র তু পরমাত্মবিষয় উপদেশ ইতি বিদ্যাভেদঃ ; ইতরথা প্রতিবচনভেদানুপপত্তিরিতি চেন্ন। উভয়ত্র মুখ্যস্যৈব সর্ব্বান্তর্য্যামিনঃ প্রশ্নপ্রতিবচনয়োর্ব্বিষয়ত্বাৎ। যথা সত্যবিদ্যায়াং সতঃ পরমাত্মন-স্তত্তদ্গুণপ্রতিপাদনায় "ভগবাংস্ত্বেবমেতদ্ ব্রবীতু ভূয় এব মাং ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বি" তি প্রশ্নস্য "এষো ঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যমি"-তি প্রতিবচনস্য চাবৃত্তির্দৃশ্যতে। তদ্বদত্রাপি বেদ্যস্যাশনাদ্যতীতত্বপ্রতিপাদনায় প্রশ্নপ্রতিবচনাবৃত্তিরুপপদ্যতে।

ভাষ্যানুবাদ :—বৃহদারণ্যকে ৩য় অধ্যায় ৪র্থ ব্রাহ্মণে উক্ত আছে, "সেই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম যিনি সকল ভূতের অন্তরাত্মা তাঁহার বিষয় উপদেশ, করুন" এইরূপ উষস্তপ্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্য প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন "যিনি প্রাণরূপে জীবসকলকে প্রাণযুক্ত করেন, সেই তোমার জিজ্ঞাস্য সর্ব্বান্তরাত্মা ; স তে আত্মা সর্ব্বান্তরঃ"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(এইরূপে ক্রমশঃ ব্যানাপানাদির উল্লেখ করিয়া সর্ব্বত্রই "স তে আত্মা সর্ব্বান্তরঃ" এই বাক্য অন্তর্নিহিত করিয়াছেন); এইরূপে দেহাদির মধ্যে স্থিত প্রত্যগাত্মা-সম্বন্ধেই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কারণ, প্রাণ, অপান ইত্যাদির পরিচালনহেতু ঐ প্রত্যাগাত্মাই উপদিষ্ট বলিয়া বলিতে হয়। পুনরায় পঞ্চম ব্রাহ্মণেই উক্ত আছে যে, কহোল যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন— "যাহা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, যিনি সর্ব্বান্তরাত্মা, তাহা আমাকে বলুন," তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—"যিনি ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছেন, তিনিই সর্ব্বান্তরাত্মা"; এই প্রত্যুত্তর দ্বারা দেখা যায় যে, ইহা পরমাত্মা-বিষয়ক উপদেশ। এতদ্দ্বারা বিভিন্ন বিদ্যার উপদেশই প্রতিপন্ন হয়। প্রশ্ন এক হইলেও উত্তর বিভিন্ন হওয়াতে, বিদ্যা বিভিন্ন বলিয়াই বলিতে হইবে (অর্থাৎ প্রথম উত্তরে জীবাত্মা ও দ্বিতীয় উত্তরে পরমাত্মা অন্তরাত্মারূপে কথিত হইয়াছেন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়)। এইরূপ আশঙ্কা হইলে, সূত্রকার বলিতেছেন যে, উক্ত স্থলে উপদেশের ভেদ নাই; উভয় স্থলেই সর্ব্বান্তর্য্যামী মুখ্য পরমাত্মাই প্রশ্ন ও প্রতিবচনের বিষয়। যেমন একই সত্যবিদ্যাতে ছান্দোগ্য ষষ্ঠ প্রপাঠকের অষ্টম খণ্ডে পরমাত্মার তদুক্ত গুণ প্রতিপাদনের নিমিত্ত প্রথমতঃ প্রশ্নে বলা হইয়াছে "হে ভগবন! আপনি পুনরায় আমার নিকট ব্রহ্মস্বরূপ বর্ণনা করিয়া, আমাকে সেই ব্রহ্মের উপদেশ করুন;" তদুত্তরে নবম খণ্ডে বলা হইয়াছে "এই আত্মা অতি সূক্ষ্ম, অণুস্বরূপ, এই সমস্ত জগৎ তদাত্মক, তিনি সত্য"; এই অংশ পুনঃ পুনঃ প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে সংযোজিত করিয়া একই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের নানাবিধ গুণের বর্ণনা হইয়াছে। তদ্রূপ বৃহদারণ্যকেও "স তে আত্মা সর্ব্বান্তর" এই অন্তরা সর্ব্বত্রই প্রশ্নোত্তরে সংযোজিত হইয়াছে, বেদ্যবস্তু প্রাণাদি পরিচালক ব্রহ্ম যে প্রাণাদির কার্য্যভূত ক্ষুধা পিপাসার অতীত, তাহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত শ্রুতি প্রশ্ন ও উত্তরের বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ৩৬শ সূত্র। ব্যতিহারো বিশিংষন্তি হীতরবৎ ॥

ভাষ্য। সর্ব্বপ্রাণি-প্রাণনাদি-হেতুত্বেন জীবাদ্ব্যাবৃত্তস্য পরস্যানু-সন্ধানমুষস্তবৎ কহোলেনাপি কার্য্যং, তথাঽশনয়াদ্যতীতত্বেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবাদ্ব্যাবৃত্তস্য কহোলবদুষস্তেনাপি কার্য্যমেবমন্যোঽন্যমনুসন্ধানব্যত্যয়ঃ। এবং সতি জীবাদ্ ব্রহ্মব্যাবৃত্তং ভবতি। যতো যাজ্ঞবল্ক্যপ্রতিবচনান্যু-ভয়ত্রৈকং সর্ব্বাত্মানমুপাস্যং বিশিংষন্তি। যথা সদ্বিদ্যায়ামেকমেব সদ্ ব্রহ্ম সর্ব্বাণি প্রতিবচনানি বিশিংষন্তি।

ভাষ্যানুবাদ :—সর্ব্বপ্রাণীর প্রাণনক্রিয়ার হেতু বলাতে, উষস্তপ্রশ্নোত্তরে জীবাত্মা উপদিষ্ট হন নাই; সুতরাং উষস্তের ন্যায় কহোলও পরমাত্মারই আরও বিশেষ তত্ত্ব অবগত হইবার নিমিত্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন; এবং ক্ষুৎপিপাসাতীত-বাক্যেও জীবাত্মা উপদেশের বিষয় না হওয়াতে, কহোলের ন্যায় উষস্তেরও পরমাত্মা-বিষয়কই জিজ্ঞাসা বুঝিতে হইবে। এইরূপে প্রশ্ন ও উত্তরের বিভিন্নতা নিবারিত হয়। এবং এতদ্দ্বারা ব্রহ্মের জীব স্বভাবও নিবারিত হইয়াছে (অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাণাদি পরিচালন দ্বারা জীবের ন্যায় তৎফলভোক্তা যে হয়েন না, তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে)। যাজ্ঞবল্ক্য প্রতিবচনদ্বারা সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বরই যে উপাস্য, তাহা উভয়স্থলেই একরূপে উপদেশ করিয়াছেন। যেমন ছান্দোগ্যে সদ্বিদ্যা-প্রকরণে এক সদ্ব্রহ্মই সমস্ত প্রত্যুত্তরে উপদিষ্ট হইয়াছেন, তদ্রূপ এই স্থলেও বুঝিতে হইবে।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ৩৭শ সূত্র। সৈব হি সত্যাদয়ঃ ॥

ভাষ্য। সৈব সত্যশব্দাভিহিতা "সেয়ং দেবতৈক্ষত তেজঃ পরস্যাং দেবতায়ামি"-তি প্রকৃতৈব খলু, যথা "সৌম্য! মধু মধুকৃতো নিস্তিষ্ঠন্তি" ইত্যাদি পর্য্যায়েষ্বনুবর্ত্ততে "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যমি"-তি প্রথমপর্য্যায়ে পঠিতা এব সত্যাদয়ঃ সর্ব্বেষু পর্য্যায়েষুপসংহ্রিয়ন্তে।

ভাষ্যানুবাদ :– পরমাত্মাই সত্যশব্দদ্বারা (ছাঃ ৬ অঃ ৮খ) সত্যবিদ্যায় উপদিষ্ট হইয়াছেন. "সেই এই দেবতা পরবর্ত্তী দেবতাসকলে ঈক্ষণ করিলেন, আমি তেজোরূপ" এইরূপ প্রস্তাবনা করিয়া, পরে বলিলেন,—"হে সৌম্য! যেমন মধুকর মধুতে অবস্থান করে" এতৎ সমস্তস্থলে "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং" এই বাক্যোক্ত প্রথম পর্য্যায়ে পঠিত সত্যাদি গুণ পরবর্ত্তী সমস্ত পর্য্যায়ে গ্রহণ করিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ৩৮শ সূত্র। কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ ॥

ভাষ্য। "অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্‌যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যমি"-তি উপক্রম্য "এষ আত্মা অপহতপাপ্মা"-ইত্যাদিনা সত্যকামত্বাদিগুণবতশ্ছান্দোগ্যে "স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু এষোঽন্তর্হৃদয়ে আকাশস্তস্মিঞ্ছেতে, সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশান"-ইতি বশিত্বাদিগুণবতঃ পরমাত্মন উপাস্যত্বং বাজসনেয়কে চ শ্রূয়তে। ইহোভয়ত্র বিদ্যৈকং যতঃ সত্যকামত্বাদিবাজসনেয়কে বশিত্বাদি চ ছান্দোগ্যে গ্রহীতব্যম্। কুত? আয়তনাদ্যবিশেষাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—ছান্দোগ্য উপনিষদে (ছাঃ ৮অঃ ১খ) উক্ত হইয়াছে, "হৃদয় স্বরূপ ব্রহ্মপুরে যে ক্ষুদ্র গর্ত্তাকৃতি স্থান অধোমুখ পদ্মস্বরূপে অবস্থিত আছে, তাহার অভ্যন্তরে যে আকাশ আছে, তন্মধ্যে আত্মা ধ্যাতব্য"; এইরূপ বাক্যারম্ভের পর "এই আত্মা নিষ্পাপ" ইত্যাদিবাক্যে আত্মার সত্যকামত্বাদিগুণ উল্লিখিত আছে। বাজসনেয়শ্রুতিতেও উল্লেখ আছে "এই মহান্ জন্মরহিত আত্মা, যিনি ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে বিজ্ঞানময়রূপে অবস্থিত, ইনিই হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে আকাশ আছে, তাহাতে শয়ান আছেন, সমস্তই ইঁহার অধীন, ইনিই সকলের নিয়ন্তা" (বৃঃ ৪অঃ ৪ব্রা) এই বাক্যে বশিত্বাদিগুণবিশিষ্ট পরমাত্মাই উপাস্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছেন। এই সকল বাক্য বিভিন্ন শাখায় উক্ত হইলেও, উভয়স্থলে একই বিদ্যা উপদিষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বাজসনেয়শ্রুত্যুক্ত বশিত্বাদি গুণ ছান্দোগ্যে, এবং ছান্দোগোক্ত সত্যকামত্বাদি গুণ বাজসনেয়কে দহরবিদ্যায় গ্রহীতব্য। কারণ, যে হৃদয়ায়তনে উপাসনার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা একই, এবং উভয়ের ফল প্রভৃতিরও একত্ব উভয়শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ৩৯শ সূত্র। আদরাদলোপঃ ॥

ভাষ্য। আদরাদাম্নাতানাং সত্যকামত্বাদীনাং প্রতিষেধো নাস্তি "নেহ নানে"-তি প্রতিষেধস্যাব্রহ্মাত্মকপদার্থপরত্বাৎ।

ভাষ্যানুবাদঃ -শ্রুতিকর্ত্তৃক আদরের সহিত প্রকাশিত সত্যকামত্বাদিগুণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিষেধ নাই ; কারণ "নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন" (তাঁহা হইতে ভিন্ন কিছু নাই) (বৃঃ ৪ অঃ ৪ ব্রা ১৯) এই বাক্যদ্বারা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অপর কিছু পদার্থ থাকা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ৪০শ সূত্র। উপস্থিতেঽতস্তদ্বচনাৎ ॥

ভাষ্য। উক্তলক্ষণয়া ব্রহ্মোপাসনয়া ব্রহ্মোপসম্পন্নে সর্ব্বলোকেষু কামচারো ভবতি। ননু তত্তল্লোকপ্রাপ্তিসঙ্কল্পপূর্ব্বকং তত্তৎসাধনানুষ্ঠানং বিনা কুতঃ সর্ব্বত্র কামচারঃ ? তত্রোচ্যতে। (অতঃ) উপসম্পত্তেরেব হেতোঃ "পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" "স স্বরাড়্ভবতি তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতী"-তি বচনাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—উক্তলক্ষণ ব্রহ্মোপাসনাদ্বারা ব্রহ্মরূপতা লাভ করিয়া উপাসক সর্ব্বলোকে কামচারী হয়েন। পরন্তু উক্ত লোক প্রাপ্তির নিমিত্ত সঙ্কল্পপূর্ব্বক তদুপযোগী সাধনানুষ্ঠান না করিলে কিরূপে সর্ব্বত্র কামচারী হইতে পারে ? (যদৃচ্ছাক্রমে যে কোন লোকে গমনসামর্থ্য পাইতে পারে)? এই প্রশ্নের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন, ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি হইলে, সেই নিমিত্তই অর্থাৎ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি নিমিত্তই তাঁহার কামচারিত্ব হয় ; কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন "পর জ্যোতিকে প্রাপ্ত হইয়া তিনি নিষ্পাপস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েন, তিনি স্বরাট্ হয়েন সমস্ত লোকে কামচারী হয়েন।" (ছাঃ ৭ অঃ ২৫ খ)

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ৪১শ সূত্র। তন্নির্দ্ধারণানিয়মস্তদ্দৃষ্টেঃ পৃথগ্‌ঘ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলম্ ॥

ভাষ্য। "ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীতে"—ত্যাদিকর্ম্মাঙ্গাশ্রয়োপাসনস্য কর্ম্মস্বনিয়মঃ। কুতঃ ? "তেনোভৌ কুরুতে যশ্চৈতদেবং বেদ যশ্চ নৈবং বেদে"-তি শ্রুতৌ তস্যানিয়মস্য দর্শনাৎ। অনুপাসকস্যাপি প্রণবেন কর্ম্মাঙ্গভূতেন কর্ম্মাণি কর্ত্তৃত্বশ্রবণাদুপাসনকর্ম্মস্বনিয়তত্বং নিশ্চীয়তে। যতশ্চ কর্ম্মফলাদুপাসনস্য পৃথক্-ফলং "যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতী" ত্যুপলভ্যতে।

ভাষ্যানুবাদ :—"ওঁ এই একাক্ষর উদ্গীথের উপাসনা করিবে" ছাঃ ১অঃ ১খ

২০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে কর্ম্মাঙ্গ ওঁ-কারাশ্রিত উপাসনা (ধ্যানকার্য্য) উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা কর্ম্মকালে নিত্য প্রযোজ্য নহে। কারণ শ্রুতিই বলিয়াছেন "যিনি ইহা জানেন, তিনিও উপাসনা কর্ম্ম করেন, যিনি না জানেন, তিনিও করেন (ছাঃ ১ম অঃ ১খ)। এতদ্দারা জানা যায় যে, উপাসনাবিষয়ে (ধ্যানবিষয়ে) অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরও কেবল কর্ম্মাঙ্গ প্রণব উচ্চারণ দ্বারাই যখন যাগ সম্পাদন করার বিধি আছে, তখন উক্ত উপাসনাংশের নিয়তত্ব নাই; অর্থাৎ তাহা ব্যতিরেকেও ক্রতু-সম্পাদন হয়। তদ্বিষয়ে আরও হেতু এই যে, উক্ত কর্ম্মাঙ্গের ফল উপাসনাফল হইতে পৃথক্; কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন, "যিনি বিদ্যা (ব্রহ্মধ্যান) শ্রদ্ধা ও রহস্যের সহিত কর্ম্ম সম্পাদন করেন, তাঁহার সেই কর্ম্ম অধিক বীর্য্যবান হয়" ইত্যাদি। (ছাঃ ১ম অঃ ১খ)।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ৪২ সূত্র। প্রদানবদেব তদুক্তম্ ॥

ভাষ্য। দহরস্য গুণিনস্তদ্‌গুণবিশিষ্টতয়া গুণচিন্তনেঽপি চিন্তনমাবর্ত্তনীয়ম্। "ইন্দ্রায় রাজ্ঞে পুরোডাশমেকাদশকপালং-নির্ব্বপেদিন্দ্রিয়াধিরাজায় স্বরাজ্ঞে" ইতি পুরোডাশপ্রদানবত্তদুক্তম্ "নানা বা দেবতা পৃথক্‌জ্ঞানাদি"-তি।

ভাষ্যানুবাদ :—অপহতপাপ্মত্বাদিগুণ চিন্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল গুণবিশিষ্ট গুণী দহরাত্মারও চিন্তন দহর-উপাসনায় নিত্য সংযোজনীয়। "প্রদানবৎ" অর্থাৎ শ্রুতিতে যেমন পুরোডাশ (এক প্রকার পিষ্টক) প্রদানবাক্যে উল্লেখ আছে "রাজা ইন্দ্রের, ইন্দ্রিয়াধিরাজ ইন্দ্রের, স্বর্গরাজ ইন্দ্রের উদ্দেশে একাদশ কপাল পুরোডাশ প্রদান করিবে," তাহাতে ইন্দ্র এক হইলেও রাজগুণ, ইন্দ্রিয়াধিরাজগুণও, স্বর্গরাজগুণ তিনটি বিভিন্ন; সুতরাং জৈমিনি মীমাংসা করিয়াছেন যে, এই ত্রিবিধগুণ দ্বারা ইন্দ্রের ভিন্নত্ব কল্পনা করিয়া তিনবারই ঘৃত গ্রহণ করিবে; তৎসম্বন্ধে শ্রুতিবাক্যেও এইরূপ উক্তি আছে যে, "পৃথকরূপে জ্ঞান হওয়াতে দেবতাও নানা"। এই স্থলেও তদ্রূপ গুণসকল গুণীরই ধর্ম্ম হইলেও, গুণের পৃথক্‌জ্ঞান হওয়াহেতু উপাসনাকালে গুণচিন্তনের সহিত গুণীরও ধ্যান সংযোজনা করিবে।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ৪৩শ সূত্র। লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ তদ্ধি বলীয়স্তদপি ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্য। "মনশ্চিতো বাক্‌চিতঃ প্রাণচিতশ্চক্ষুশ্চিতঃ কর্ম্মচিতোঽগ্নিচিত"—ইত্যাত্যগ্নয়ঃ "যৎকিঞ্চেমানি মনসা সংকল্পয়ন্তি তেষামেব সাকৃতি"—রিতি "তান্ হৈতানেবংবিদে সর্ব্বদা সর্ব্বাণি ভূতানি বিচম্বন্ত্যপি স্বপতে" ইত্যেবমাদিলিঙ্গানাং বাহুল্যাদ্বিদ্যাময়ক্রত্বঙ্গভূতা এব। লিঙ্গং হি প্রকরণাদ্বলীয়স্তদপি শেষলক্ষণে উক্তং "শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ব্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাদি"-তি।

ভাষ্যানুবাদ :—বাজসনেয় শ্রুতিতে অগ্নিরহস্যে "মনশ্চিত (মনের দ্বারা নিষ্পন্ন) বাক্‌চিত, প্রাণচিত, চক্ষুশ্চিত, কর্ম্মচিত, এবং অগ্নিচিত" ইত্যাদিরূপে অগ্নি বর্ণিত হইয়াছে। "এবং এই সকল প্রাণী মনের দ্বারা যে কিছু সঙ্কল্প করে, তৎসমস্তই অগ্নির কার্য্য বলিয়া গণ্য, "সমুদায় ভূত সর্ব্বদা তত্ত্বৎবেত্তার নিমিত্ত এই সমস্ত অগ্নিচয়ন করে, তিনি শয়ন করিলেও এইরূপ চয়ন করিয়া থাকে"; ইত্যাদিবাক্যে অগ্নির লিঙ্গ-বাহুল্য (বহু লিঙ্গ) বর্ণিত হওয়ায়, এই সকল অগ্নি উপাসনারূপ যজ্ঞের অঙ্গীভূত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, ইহারা যজ্ঞের অঙ্গীভূত বিবিধ প্রকার প্রকৃত অগ্নি নহে, মনের দ্বারা সঙ্কল্পিত অগ্নিমাত্র; অর্থাৎ বাগাদিকে অগ্নিস্বরূপে ধ্যান করাই শ্রুতির অভিপ্রায়। অগ্নির প্রকরণে উক্ত হইলেও প্রকরণ হইতে উক্ত লিঙ্গ সকলই বলবান্; তাহা জৈমিনি কর্ত্তৃক দেবতাকাণ্ডে "শ্রুতিলিঙ্গ" ইত্যাদি সূত্রে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। সিদ্ধান্ত এই যে, "শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা এই সকল একত্র দৃষ্ট হইলে ইহাদিগের অর্থের দূরত্বহেতু ইহাদিগকে পর পর দুর্ব্বল বলিয়া জানিবে"।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ৪৪শ সূত্র। পূর্ব্ববিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্যাৎ ক্রিয়া মানসবৎ॥

ভাষ্য। অথ পূর্ব্বঃ পক্ষঃ—"ইষ্টকাভিরগ্নিং চিন্বীত" ইতি বিহিতস্য ক্রিয়াময়স্য পূর্ব্বস্যৈবায়ং বিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্যাৎ। লিঙ্গস্যাত্রার্থবাদস্থত্বেন বলীয়স্ত্বাভাবাৎ উক্তা অগ্নয়ঃ ক্রিয়ারূপা এব, মনোগ্রহং গৃহ্ণাতীতিবৎ॥

ভাষ্যানুবাদ :—এই স্থলে পূর্ব্বপক্ষ এইরূপ হইতে পারে, যথা :—ইষ্টকা দ্বারা অগ্নি চয়ন করিবে" এই বাক্যে পূর্ব্বে যে ক্রিয়াঙ্গভূত অগ্নির বিধান করা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছে, সেই অগ্নিরই বিকল্পস্বরূপে এই সকল অগ্নি উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া প্রকরণ দ্বারা বুঝা যায়। এইস্থলে উক্ত অগ্নিলিঙ্গসকল অর্থবাদরূপে মাত্র বর্ণিত হওয়ায়, ক্রিয়াঙ্গ হইতে ইহাদিগের স্বাতন্ত্র্য নাই; অতএব ইহারা উপাসনার অঙ্গীভূত নহে, যাগেরই অঙ্গীভূত। যেমন মনঃকল্পিত পৃথিবীরূপ পাত্রে সমুদ্ররূপ সোমরসের গ্রহণ স্থাপন ইত্যাদি উপদিষ্ট কার্য্য মানসিক হইলেও ক্রিয়াঙ্গ বলিয়া গণ্য।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ৪৫শে সূত্র। অতিদেশাচ্চ ॥

ভাষ্য। "তেষামেকৈক এব তাবান্‌যাবানসৌ পূর্ব্বঃ" ইতি পূর্ব্ব-স্যাগ্নের্বীর্য্যং তেম্বতিদিশ্যতে, অতস্তে ক্রিয়ারূপা এব।

ভাষ্যানুবাদ :—এই সূত্রেও পূর্ব্বপক্ষই বিস্তার করা হইয়াছে, যথা :— "ইহাদিগের মধ্যে (ষট্‌ত্রিংশৎসহস্র অগ্নি ও অর্ক, ইহাদিগের মধ্যে) প্রত্যেকটি তাহা, যাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে" এই বাক্যে পূর্ব্ব উক্ত ইষ্টকাচিত অগ্নির সামর্থ্যের সহিত এই সকল অগ্নির অতিদেশ (অর্থাৎ তুলনা) করা হইয়াছে (সাম্য প্রদর্শিত হইয়াছে); অতএব শেষোক্ত কল্পিত অগ্নিসকলও ক্রিয়ারই অঙ্গ, উপাসনার অঙ্গ নহে।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ৪৬শ সূত্র। বিদ্যৈব তু নির্ধারণাদ্ দর্শনাচ্চ ॥

ভাষ্য। সিদ্ধান্তে বিদ্যাত্মকা এব তে, কুতঃ ? "তে হৈতে বিদ্যাচিত এব" ইতি নির্দ্ধারণাৎ। অত্র "যেষামঙ্গিনো বিদ্যাময়ক্রতোস্তে মনসাহধীয়ন্ত মনসাহচীয়ন্ত মনসৈষু গ্রহা অগৃহ্যন্ত মনসাহস্তুবন্ত মনসাহশংসন্ যৎকিঞ্চ যজ্ঞে কর্ম্ম ক্রিয়তে" ইত্যাদৌ তদঙ্গভূতবিদ্যাময়ক্রতুপ্রতীতেশ্চ।

ভাষ্যানুবাদ :—পরন্তু সিদ্ধান্ত এই যে, এই সকল কল্পিত অগ্নি বিদ্যারই অঙ্গীভূত, যাগের অঙ্গীভূত নহে; কারণ শ্রুতি নির্দ্ধারণবাক্যে বলিয়াছেন "পূর্ব্বোক্ত অগ্নিসকল নিশ্চিত বিদ্যাচিত" এবং ইহারা উপাসনারূপ যজ্ঞেরই অঙ্গ বলিয়া "যাহাদের বিদ্যাময় ক্রতুর অঙ্গীভূত যজ্ঞেকৃত সমস্ত কর্ম্ম তাহারা মনের দ্বারা এই সকল ধ্যান করিবে, চয়ন করিবে, স্তব করিবে, প্রশংসা করিবে" ইত্যাদি বাক্যে স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ৪৭শ সূত্র। শ্রুত্যাদিবলীয়স্ত্বাচ্চ ন বাধঃ॥

ভাষ্য। তৈ হৈতে বিদ্যাচিত এব" ইতি শ্রুতেঃ, "এবং বিদে সর্ব্বদা সর্ব্বাণি ভূতানি বিচিন্বন্তি" ইতি লিঙ্গস্য, "বিদ্যয়া হৈ বৈতে এবংবিদশ্চিতা ভবন্তি" ইতি বাক্যস্য চ প্রকরণাদ্‌বলীয়স্ত্বাত্তেষামগ্নীনাং বিদ্যাময়-ক্রত্বঙ্গতাবাধো ন।

ভাষ্যানুবাদ :—শ্রুতি, লিঙ্গ, ও বাক্য এই তিনই প্রকরণ অপেক্ষা বলবান, সুতরাং উক্ত অগ্নি সকল বিদ্যাময় ক্রতুরই অঙ্গ, যাগের অঙ্গ নহে। শ্রুতি, যথা "তে হৈতে বিদ্যাচিত" (এই সকল অগ্নি বিদ্যাচিত)। লিঙ্গ, যথা—"এবংবিদে সর্ব্বদা সর্ব্বাণি ভূতানি" (ভূতসমুদায় সর্ব্বদা তত্ত্বৎবেত্তার নিমিত্ত এই সকল অগ্নি চয়ন করে)। বাক্য, যথা, —"বিদ্যয়া হৈবৈতে এবং" (বিদ্যাদ্বারাই—উপাসনা-দ্বারাই জ্ঞানীর ঐ সকল অগ্নি চিত হয়)।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ৪৮শ সূত্র। অনুবন্ধাদিভ্যঃ প্রজ্ঞান্তরপৃথক্ত্ববদ্ দৃষ্টশ্চ তদুক্তম্॥

ভাষ্য। "মনসৈষু গ্রহা অগৃহ্যন্তে"—ত্যাদিভ্যঃ স্তোত্রশস্ত্রাদিভ্যোঽ-নুবন্ধেভ্যঃ শ্রুত্যাদিভ্যশ্চ বিদ্যাময়ঃ ক্রতুঃ পৃথগেব, শাণ্ডিল্যাদিবিদ্যান্তর-পৃথগ্বৎ। তথা সতি বিধিঃ পরিকল্প্যতে। দৃষ্টশ্চানুবাদসরূপে "যদেব বিদ্যয়া করোতী"-ত্যাদৌ কল্প্যমানো বিধিঃ "বচনানি ত্বপূর্ব্বত্বাদি"-ত্যুক্তং চ।

ভাষ্যানুবাদ :—মনের দ্বারাই যজ্ঞপাত্রাদি গ্রহসকল গ্রহণ করিবে" ইত্যাদি স্তোত্রশস্ত্রাদিবিষয়ক অনুবন্ধবাক্য; এবং পূর্ব্বকথিত অতিদেশ শ্রুতি প্রভৃতি হেতু, মনশ্চিৎ প্রভৃতি অগ্নি বিদ্যাস্বরূপ অগ্নিরই অঙ্গীভূত, যাগ হইতে পৃথক্। যেমন অনুবন্ধ প্রভৃতি দ্বারা কর্ম্ম হইতে শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রভৃতির পার্থক্য অবধারিত হয়, তদ্রূপ এই স্থলেও অনুবন্ধাদি দ্বারা মনশ্চিৎ অগ্নি প্রভৃতিকে কর্ম্ম হইতে পৃথক্ জানা যায়। এইরূপ হওয়াতেই তদ্বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত বিধি পরিকল্পিত হইয়াছে। "যদেব বিদ্যয়া করোতি" (ছাঃ ১মঅঃ) ইত্যাদি-বাক্যে মনশ্চিৎ প্রভৃতি অগ্নির পরিকল্পনার বিধি দৃষ্ট হয়। "বচনানি-ত্বপূর্ব্বত্বাৎ" ইত্যাদি বাক্যোক্ত ফলবর্ণনা দ্বারাও তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ৪৯শ সূত্র। ন সামান্যাদপ্যুপলব্ধের্মৃত্যুবৎ ন হি লোকাপত্তিঃ ॥

ভাষ্য। মানসগ্রহসামান্যাদপ্যেষাং ন ক্রিয়াময়ক্রত্বঙ্গত্বম্, বিদ্যারূপত্বোপলব্ধেঃ। "স এষ এব মৃত্যুর্য এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ" "অগ্নির্বৈ মৃত্যুরি"—ত্যগ্ন্যাদিত্যপুরুষয়োর্মনঃ—সাদৃশ্যেন বৈষম্যাপগমঃ। ন হি "লোকো গৌতমাগ্নিরি"—ত্যগ্নের্লোকাপত্তিঃ।

ভাষ্যানুবাদ—মানসগ্রহসামান্য দ্বারা (অর্থাৎ সকলই মানস, কেবল এই হেতুতে) মনশ্চিতাদির ক্রিয়ার অঙ্গত্ব সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারেনা ; ইহারা বিদ্যারই অঙ্গীভূত বলিয়া শ্রুতিবাক্যে উপলব্ধি হয়। "যিনি এতন্মণ্ডলের পুরুষ, ইনি সেই মৃত্যু," "অগ্নিই মৃত্যু" ইত্যাদিবাক্যে (বৃঃ ৩য় অ) অগ্নি এবং আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ এক মৃত্যুনামে কথিত হইলেও, উভয় এক নহে ; ইহাদিগের বৈষম্য আছে। এইরূপ এইস্থলেও মানবত্ববিষয়ে সাম্যদৃষ্টে মনশ্চিতাদির ক্রিয়াঙ্গত্ব নির্দ্দেশ করা যায় না, ইহারা বিভিন্ন। "হে গৌতম ! এই লোক অগ্নি" (ছাঃ ৫ম অঃ ৪খ) ইত্যাদিবাক্যহেতু যেমন বাস্তবিক অগ্নি ও লোককে এক বলা যায় না, তদ্রূপ এইস্থলেও জানিবে।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ৫০শ সূত্র। পরেণ চ, শব্দস্য তাদ্বিধ্যং ভূয়স্ত্বাত্ত্বনুবন্ধঃ ॥

ভাষ্য। "অয়ং বাব লোক এষোঽগ্নিচিত"—ইত্যনন্তরেণ চাস্য শব্দস্য মনশ্চিদাদ্যগ্নিবিষয়স্য তাদ্বিধ্যং, মনশ্চিদাদিষূপাদেয়ানামগ্ন্যঙ্গানাং ভূয়স্ত্বাদহুত্বাত্তেষাং ক্রিয়াঽগ্নিসন্নিধাবনুবন্ধঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—"এই লোক অগ্নিচিত" এই বাক্য মনশ্চিতাদি অগ্নিব্রাহ্মণের পরেই উক্ত হইয়াছে ; তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মনশ্চিতাদি অগ্নিব্রাহ্মণবাক্যের একবিধত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। যে সকল অগ্ন্যঙ্গ মনশ্চিতাদিতে গ্রহণীয়, তাহারা বহুসংখ্যক হওয়াতে, ইহারা বিদ্যাময় ক্রতুরই অঙ্গ বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ৫১শ সূত্র। এক, আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্য। উপাসনবেলায়াং বদ্ধাবস্থঃ প্রত্যগাত্মা চিন্তনীয়ঃ, শরীরে তদা তাদৃশস্যৈবাত্মনঃ সত্ত্বাদিত্যেকে।

ভাষ্যানুবাদ :—উপাসনাকালে বদ্ধাবস্থাপ্রাপ্ত বলিয়া জীব আপনাকে চিন্তা করিবে, অথবা পরমাত্মা হইতে অভিন্ন শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ বলিয়া আপনাকে চিন্তা করিবে? এইরূপ সন্দেহে সূত্রকার বলিতেছেন যে;—কেহ কেহ বলেন উপাসনাকালে প্রত্যগাত্মাকে (জীব আপনাকে) বদ্ধ বলিয়াই চিন্তা করিবে; কারণ, তৎকালে দেহে তাদৃশ (বদ্ধ) অবস্থায়ই জীবাত্মা বর্ত্তমান আছেন। (এইটি পূর্ব্বপক্ষ সূত্র)।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ৫২শ সূত্র। ব্যতিরেকস্তদ্ভাবভাবিত্বান্ন তূপলব্ধিবৎ ॥

ভাষ্য। বদ্ধাকারাদ্বিলক্ষণো মুক্তাকারঃ প্রত্যগাত্মা সাধনকালেঽনুসন্ধেয়স্তাদৃগ্রূপস্যৈব মুক্তৌ ভাবিত্বাৎ। ধ্যানানুরূপপরমাত্মপ্রাপ্তিবৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন :—উপাসনাকালে প্রত্যগাত্মা বদ্ধাবস্থাপ্রাপ্তরূপে চিন্তনীয় নহে; তদ্ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ বদ্ধাবস্থা হইতে অতীত, মুক্তস্বরূপে—ব্রহ্ম হইতে অভিন্নভাবে, প্রত্যগাত্মা উপাসনাকালে চিন্তনীয়; কারণ শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ মুক্তস্বরূপই উপাসনাবলে মুক্তাবস্থায় লাভ করা যায়। যেমন উপাসনাকালে পরমাত্মা সম্বন্ধে যদ্রূপ ধ্যান করা যায়, উপাসনার ফলস্বরূপে তদ্রূপই পরমাত্মস্বরূপ লাভ করা যায় বলিয়া শ্রুতি ও স্মৃতি উপদেশ করিয়াছেন, তদ্রূপ প্রত্যগাত্মা-সম্বন্ধেও জানিবে। শ্রুতি যথা :—"তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি" ইত্যাদি।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ৫৩শ সূত্র। অঙ্গাববদ্ধাস্তু ন শাখাসু হি প্রতিবেদম্ ॥

ভাষ্য। "ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত"—ত্যেবমাদ্যা উদ্গীথাঙ্গপ্রতিবদ্ধা উপাসনা ন শাখাস্বেব ব্যবস্থিতাঃ। অপি তু প্রতিবেদং সর্ব্বশাখাস্বেব প্রতিবধ্যন্তে। কুতঃ? উদ্গীথাদিশ্রুতেরবিশেষাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—উপাসনাকালে তাৎকালিক বদ্ধ-অবস্থার চিন্তা পরিহারপূর্ব্বক নিত্য মুক্তস্বরূপ চিন্তনের ব্যবস্থা করিয়া, এক্ষণে উদ্গীথাদি উপাসনাতে পৃথক্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃথক্ শাখায় উক্ত স্বর ও প্রয়োগাদিভেদে উপাসনাংশেরও পার্থক্য নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে সূত্রকার বলিতেছেন—"ওঁ এই একাক্ষর উদ্গীথ উপাসনা করিবেক" ইত্যাদি (ছাঃ ১ম অঃ) শ্রুতিতে উদ্গীথাদির সহিত সংযোজিত উপাসনাসকল বেদের যে শাখায় বিশেষরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই সকল (যেমন উক্থকে পৃথিবীরূপে ধ্যান করিবেক, ইষ্টকাচিত অগ্নিকে এতৎসমস্ত লোক বলিয়া ধ্যান করিবে, (ইত্যাদি) কেবল তত্তৎশাখার জন্য ব্যবস্থাপিত নহে; তাহা সকল শাখায় প্রযোজ্য। কারণ সকল শাখায়ই "উদ্গীথ উপাসনা করিবে" ইত্যাদি শ্রুতি সমভাবে উক্ত হইয়াছে; অতএব সর্ব্বত্র একই উপাসনা হওয়ায়, এক শাখায় উক্ত উপাসনা অপর শাখায় সমভাবে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ৫৪শ সূত্র। মন্ত্রাদিবদ্বাঽবিরোধঃ ॥

ভাষ্য। যথা "কুটরুরসী"-তি মন্ত্রঃ, যথা বা প্রযাজাস্তদ্বদন্যত্রোক্তানামুপাসনানামিতরত্র যোগোঽবিরোধঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—যেমন তণ্ডুলপেষণার্থ প্রস্তরগ্রহণমন্ত্র "কুটরুরসি" যজুঃশাখায় উক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহা ঐ কার্য্যে সর্ব্বত্র গ্রহণীয়; যেমন মৈত্রায়নীশাখায় প্রযাজযাগ (সমিদ্ প্রভৃতি যাগ) উল্লিখিত হয় নাই; পরন্তু অন্যত্র উল্লিখিত হওয়াতে ঐ শাখার ক্রিয়াতেও তাহা গ্রহণীয়; তদ্রূপ এক শাখায় উক্ত উপাসনা অন্যত্র যোজিত করা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ৫৫শ সূত্র। ভূম্নঃ ক্রতুবজ্জ্যায়স্ত্বং তথাহি দর্শয়তি ॥

ভাষ্য। বৈশ্বানরবিদ্যায়াং সমগ্রোপাসনস্য প্রাশস্ত্যং, যথা পৌর্ণমাসাদীনাং সাঙ্গানামেকঃ প্রয়োগঃ, এবং "মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যদ্ যন্মাং নাগমিষ্য" ইত্যাদিকা প্রত্যঙ্গমুপাসনে দোষং ব্রুবতী, সমস্তোপাসনস্য প্রশস্ততাং দর্শয়তি শ্রুতিঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—ছান্দোগ্যোপনিষদের ৫ম প্রপাঠকে যে বৈশ্বানরবিদ্যা (উপাসনা) উক্ত হইয়াছে (যথা দ্যুলোক বৈশ্বানর-আত্মার মূর্দ্ধা, বিশ্বরূপ অর্থাৎ সূর্য্য তাঁহার চক্ষুঃ, বায়ু তাঁহার প্রাণ, আকাশ তাঁহার মধ্যশরীর, রয়ি তাঁহার বস্তি, পৃথিবী তাঁহার পাদ, বক্ষঃস্থল তাঁহার বেদী, দূর্ব্বা তাঁহার লোম, হৃদয় গার্হপত্য অগ্নি, মন তাঁহার অন্নাহার্য্যপচনাগ্নি, আহবনীয় অগ্নি তাঁহার মুখ—৫ম প্রপাঠক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৮শ খণ্ড) তাহাতে দ্যুলোকাদি সমস্ত অঙ্গের একত্র উপাসনা সঙ্গত নহে, কারণ ইহা শ্রুতির অভিপ্রায় নহে। যেমন পৌর্ণ মাসাদি যাগে পৃথক্ পৃথক্ প্রকরণে উল্লিখিত হইলেও সমস্ত যজ্ঞাঙ্গ একীভূত করিয়া একই পৌর্ণমাসী যাগ সম্পাদন করিতে হয় ; তদ্রূপ বৈশ্বানরবিদ্যায়ও দ্যুলোকধ্যানাদি পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গের সমষ্টি-ভাবে উপাসনা করা কর্ত্তব্য। শ্রুতিও তাহা স্পষ্টরূপে "মূৰ্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যদ্ যন্মাং নাগমিষ্যে" (৫ম অঃ ১২শ খঃ) (তুমি আমার নিকট উপদেশ গ্রহণার্থ না আসিলে তোমার মূৰ্দ্ধা পতিত হইত) এই বাক্যের দ্বারা স্পষ্টই পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গের পৃথক্ পৃথক্ উপাসনার দোষ উল্লেখ করিয়াছেন, এবং সৰ্ব্বাঙ্গের একত্র ধ্যানের প্রশস্ততা প্রদর্শন করিয়াছেন। (ঔপমন্যব প্রভৃতি বৈশ্বানর আত্মাকে কেহ দ্যুলোক, কেহ সূর্য্য, কেহ আকাশ ইত্যাদিরূপে উপাসনা করা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। প্রাচীনশাল তাহা নিবারণ করিয়া দ্যুলোকাদি এক একটিকে বৈশ্বানর আত্মার এক এক অঙ্গ মাত্র বলিয়া উপদেশ করিয়া সমগ্র অঙ্গের একত্র ধ্যানের প্রশস্ততা ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, সমস্ত অঙ্গের ধ্যানের দ্বারাই জীব অমর হয় ; এক এক অঙ্গকেই বৈশ্বানর আত্মা বলিয়া উপাসনা করিলে, তাহাতে জীব মরণধর্ম্ম অতিক্রম করিতে পারে না)।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ৫৬শ সূত্র। নানা শব্দাদিভেদাৎ ॥

ভাষ্য। শাণ্ডিল্যবিদ্যাদীনাং নানাত্বং, কুতস্তচ্ছব্দাদিভেদাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—শাণ্ডিল্যবিদ্যা, ভূমবিদ্যা, সদ্বিদ্যা, দহরবিদ্যা, উপকোশলবিদ্যা বৈশ্বানরবিদ্যা, আনন্দময়বিদ্যা, অক্ষরবিদ্যা, উক্‌থবিদ্যা প্রভৃতি ব্রহ্মবিদ্যা যাহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে ; (এবং যাহার বিষয় এই প্রকরণে বিচার করা হইল) তৎসমস্ত সমুচ্চিত করিয়া এক ব্রহ্মোপাসনা নহে ; অর্থাৎ যেমন কোন যাগকালে তাহার অঙ্গীভূত সমস্ত অংশ একত্র করিয়া একটি যাগ সম্পন্ন হয়, উক্ত শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রভৃতি বিদ্যাসকল তদ্রূপ একই ব্রহ্মোপাসনারূপ কার্য্যের অঙ্গ নহে, ইহারা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র ব্রহ্মোপাসনা ; কারণ এই সকল বিদ্যা পৃথক্ নামে, পৃথক্ প্রকরণে উক্ত হইয়াছে, এবং ইহাদের অনুষ্ঠানাদির বিভিন্নরূপে শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন। যদিও তৎসমস্তই এক ব্রহ্মেরই উপাসনা, তথাপি অধিকার ভেদে প্রণালীর পার্থক্য শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ৫৭শ সূত্র। বিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ ॥

ভাষ্য। বিদ্যাভেদ উক্তস্তত্রানুষ্ঠানবিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ।

ভাষ্যানুবাদ : -বিদ্যা বিভিন্ন হওয়াতে তাহার যে কোনটি সাধকের পক্ষে উপযোগী হয়, সেইটির অবলম্বন করিলেই সম্যক্ ফল হয় ; সমুদায়গুলি না করিলে যে সম্যক্ ফল হইবে না, তাহা নহে ; কারণ ব্রহ্মস্বরূপোপলব্ধিরূপ ফল সকলেরই এক।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ৫৮শ সূত্র। কাম্যাস্তু যথাকামং সমুচ্চীয়েরন্ন বা পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ ॥

ভাষ্য। ব্রহ্মপ্রাপ্তিব্যতিরিক্তফলানুষ্ঠানেঽনিয়মো নিয়মপ্রযোজক-পূর্ব্বোক্তহেত্বভাবাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—ব্রহ্মপ্রাপ্তি ভিন্ন অন্ন ফলকামনা পূরণার্থ, উপাসনাস্থলে যথাকাম (যদৃচ্ছাক্রমে) পৃথক্ পৃথক্ উপাসনাও করিতে পারা যায় ; কারণ সকাম উপাসনার ফল কামনানুসারে পৃথক্ পৃথক্ হয় ; একফলপ্রার্থী এক উপাসনা করিতে পারে, বহুপ্রকার ফলপ্রার্থী বহুপ্রকারই উপাসনার অনুষ্ঠান করিতে পারে। পরন্তু যাঁহারা ব্রহ্মপ্রাপ্তির (মোক্ষের) নিমিত্ত ব্রহ্মবিদ্যা অবলম্বন করেন, তাঁহাদেরই কোন একটি বিশেষ ব্রহ্মবিদ্যা স্বীয় স্বীয় অধিকার অনুসারে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, তাঁহাদের পক্ষে বহুবিধ ব্রহ্মোপাসনা অবলম্বন করা বিধেয় নহে এবং নিষ্প্রয়োজন ; কারণ পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক ব্রহ্মবিদ্যারই ফল ব্রহ্মপ্রাপ্তি, বিদ্যাভেদে এই ফলের তারতম্য না হওয়ায় বহু বিদ্যার উপাসনা নিষ্প্রয়োজন ; এবং বহুবিধ উপাসনা অবলম্বনে কোন বিশেষ উপাসনায় সম্যক্ নিষ্ঠা না হওয়াতে তাহা অবিধেয়।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ৫৯শ সূত্র। অঙ্গেষু যথাশ্রয়ভাবঃ ॥

ভাষ্য। বহুভির্লিঙ্গৈঃ কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতানামুদ্গীথাদিবিদ্যানাং নিয়মেন কর্ম্মসূপাদানমিত্যাক্ষিপতি, উদ্গীথাদিস্বাশ্রিতানাং বিদ্যানামুদ্গীথাদিবদঙ্গ-ভাবঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—উদ্গীথাদি কর্ম্মাঙ্গের আশ্রিত বিদ্যা, ঐ সকল কর্ম্মাঙ্গের ন্যায়ই গ্রহণীয় অর্থাৎ উদ্গীথাদি যেমন কর্ম্মের অঙ্গ, তদ্রূপ ঐ সকল উদ্গীথাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অঙ্গে আশ্রিত (সংযুক্ত) বিদ্যাসকলও (ব্রহ্মধ্যানও) কর্ম্মের অঙ্গীভূত। ইহা পূর্ব্বপক্ষ সূত্র, এবং এই পূর্ব্বপক্ষ পরবর্ত্তী ৩ সূত্রে সমর্থন করা হইয়াছে।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ৬০শ সূত্র। শিষ্টেশ্চ ॥

ভাষ্য। "উদ্গীথমুপাসীতে"-তি শাসনাচ্চোপাদাননিয়মঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—"উদ্গীথের উপাসনা করিবে" ইত্যাদি প্রকার শাসনবাক্যের স্পষ্টরূপে উল্লেখ শ্রুতি করিয়াছেন, তাহাতেও সিদ্ধান্ত হয় যে, উদ্গীথাশ্রিত বিদ্যাও অবশ্য উদ্গীথের ন্যায় গ্রহণীয়, কারণ, তত্তদ্‌বিদ্যা ভিন্ন উদ্গীথোপাসনা হয় না।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ৬১শ সূত্র। সমাহারাৎ ॥

ভাষ্য। "হোতৃষদনাদ্ধৈবাপি দুরুদ্গীথমনুসমাহরতী"—তি প্রণবোদ্গীথয়োরৈক্যেন সম্পাদনাচ্চ।

ভাষ্যানুবাদ :—যদি উদ্গাতার অপারদর্শিতা হেতু উদ্গীথ দুষ্ট হয়, তাহা হইলে হোতার শংসনে (স্তোত্রে) তাহা পুনরায় সমাহৃত (অর্থাৎ অদুষ্ট) হয়। শ্রুতি এইরূপ উক্তি করাতে ঋগ্বেদীয় প্রণব ও সামবেদীয় উদ্গীথের একত্ব ধ্যান করা শ্রুতিই প্রদর্শন করিয়াছেন ; সুতরাং উদ্গীথাশ্রিত ধ্যান (বিদ্যা) উদ্গীথের ন্যায় কর্ম্মাঙ্গস্থলীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ৬২শ সূত্র। গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ ॥

ভাষ্য। "তেনেয়ং ত্রয়ী বর্ত্ততে" ইতি গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ।

ভাষ্যানুবাদ :—বিদ্যার (ধ্যানের) আশ্রয়ীভূত ওঙ্কারসম্বন্ধে শ্রুতিই বলিয়াছেন যে, "এই ওঙ্কার বেদত্রয়ের আশ্রয়" ; অতএব ওঙ্কার বেদত্রয়ে প্রোক্ত উপাসনাকর্ম্মে'র অবর্জ্জনীয় অঙ্গ ; অতএব ওঙ্কারাশ্রিত ধ্যানসকলও ওঙ্কারের অনুগামী।

৩ অঃ ৩য় পাঃ ৬৩শ সূত্র। ন বা তৎসহভাবোঽশ্রুতেঃ ॥

ভাষ্য। নাঙ্গাশ্রিতানাং বিদ্যানামঙ্গবৎ ক্রতুষুপাদাননিয়মঃ, ক্রত্বঙ্গভাবাশ্রবণাৎ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্যানুবাদ :—পূর্ব্বোক্ত চারিসূত্রে ব্যাখ্যাত পূর্ব্বপক্ষের উত্তর সূত্রকার এই সূত্র ও পরবর্ত্তী সূত্রদ্বারা প্রদান করিতেছেন। সূত্রোক্ত "বা" শব্দে এইস্থলে পক্ষব্যাবৃত্তি বুঝায়। সূত্রকার উক্ত আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন যে, ক্রতুর ওঙ্কারাদি অঙ্গের ন্যায় ঐ ওঙ্কারাদি-অঙ্গাশ্রিত বিদ্যার যজ্ঞকর্ম্মে গ্রহণ করিবার অবধারিত নিয়ম নাই; কারণ অঙ্গসকলের ক্রতুতে অবশ্য গ্রহণীয়তা শ্রুতিতে উল্লেখ থাকিলেও, অঙ্গের ন্যায় তদাশ্রিত বিদ্যার অবশ্য গ্রহণীয়তা শ্রুতি উল্লেখ করেন নাই। ধ্যানকার্য্য পুরুষের চিত্তাবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করে, ইহা বাহ্যযজ্ঞ সম্পাদনের নিমিত্ত একান্ত আবশ্যক নহে; সুতরাং ধ্যানকে বাহ্যযজ্ঞের অলঙ্ঘনীয় অঙ্গ বলা যাইতে পারে না; বাহ্যযজ্ঞ তদভাবেও সম্পন্ন হইতে পারে; মন্ত্রোচ্চারণ, উদ্গীথাদি গান এবং হোম প্রভৃতি দ্বারাই বাহ্য ক্রতু সম্পন্ন হয়; এই বাহ্য ক্রতু ভিন্ন ভিন্ন ফল কামনায় ভিন্ন ভিন্ন পুরুষদ্বারা আচরিত হইতে পারে; বিদ্যাংশ জ্ঞানোৎপাদক; অতএব উদ্গীথাদি ক্রত্বঙ্গের ন্যায় ক্রত্বঙ্গাশ্রিত বিশেষ বিশেষ বিদ্যাও ক্রতুকার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত অবশ্যগ্রহণীয় নহে। শ্রুতি তদ্রূপ উপদেশ করেন নাই। এই নিমিত্ত বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য শ্রুতি পঞ্চাগ্নিবিদ্যার ফলবর্ণনে উপদেশ করিয়াছেন যে, যাঁহারা বিদ্যাংশ অবলম্বন করেন, তাঁহারা অর্চ্চিরাদি উত্তরমার্গ প্রাপ্ত হয়েন; পরন্তু যাঁহারা বিদ্যাবিরহিত হইয়া অগ্নিহোত্র আচরণ করেন তাঁহারা ধূমাদিমার্গ প্রাপ্ত হয়েন; অর্চ্চিরাদিমার্গ ব্রহ্মবিৎ ও মুমুক্ষুদিগের জন্যই ব্যবস্থাপিত আছে। কিন্তু বিদ্যাব্যতিরেকেও অগ্নিহোত্র যজ্ঞ সম্পন্ন হয়।

৩য় অঃ ৩য় পাঃ ৬৪শ সূত্র। দর্শনাচ্চ ॥

ভাষ্য। "এবংবিদ্ হ বৈ ব্রহ্মা যজ্ঞং যজমানং সর্ব্বাংশ্চ ঋত্বিজোঽভিরক্ষতী"-তি শ্রুতৌ বেদনানিয়ততাদর্শনাচ্চ।

ভাষ্যানুবাদঃ—"যে ব্রহ্মা (যজ্ঞের পুরোহিতবিশেষকে ব্রহ্মা বলে) এই প্রকার জ্ঞানবান, সেই যজ্ঞ যজমান্ এবং সকল ঋত্বিক্‌কে রক্ষা করে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে স্পষ্টই দেখা যায় যে, এইরূপ জ্ঞানবত্তা নিয়ত নহে; যজ্ঞকর্ত্তার জ্ঞানবত্তা থাকিলে অধিক ফলপ্রদ হয়, যেমন এই প্রকরণের ৪১ সংখ্যক সূত্রে শ্রুতিবাক্যের দ্বারা ইহা প্রমাণিত করা হইয়াছে; পরন্তু এইরূপ জ্ঞানবত্তা না থাকিলেও যে যজ্ঞ পূর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে না, তাহা নহে; অতএব ক্রত্বাঙ্গাশ্রিত বিদ্যাংশ বিদ্যাঙ্গের অনুগামীরূপে অবশ্যগ্রহণীয় নহে।

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়পাদঃ সমাপ্তঃ।

তৃতীয়াধ্যায়ে চতুর্থপাদঃ

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ১ম সূত্র। পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ॥

ভাষ্য। ব্রহ্মপ্রাপ্তির্বিদ্যাতঃ, "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্"-ইত্যাদিশব্দাদিতি ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে।

ভাষ্যানুবাদ :—ব্রহ্মবিদ্যাসাধনের দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ পুরুষার্থ লাভ হয়। শ্রুতি স্বয়ং বলিয়াছেন যে "ব্রহ্মবিৎ পুরুষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু মুক্তিকে লাভ করে" (তৈঃ ২ বঃ)। ভগবান্ বাদরায়ণের ইহাই সিদ্ধান্ত।

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ২য় সূত্র। শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথাঽন্যেষ্বিতি জৈমিনিঃ॥

ভাষ্য। কর্ম্মাঙ্গভূতকর্ত্তৃসংস্কারদ্বারেণ বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বং, কর্ত্তুঃ কর্ম্মশেষত্বাৎ ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ। যথা "পর্ণময়ী"-দ্রব্যাদিষ্বপাপশ্লোকশ্রবণাদিফলশ্রুতিস্তদ্বদিতি জৈমিনির্মন্যতে।

ভাষ্যানুবাদ :—পরন্তু জৈমিনি বলেন যে, যজ্ঞকর্ত্তাও যজ্ঞকর্ম্মের এক অঙ্গ; কর্ত্তার দেহাদি হইতে পৃথক্ অস্তিত্বশীল বলিয়া জ্ঞান না হইলে, স্বর্গাদিফলপ্রদ যজ্ঞকর্ম্মে কর্ত্তার অভিরুচি ও বিশ্বাস হয় না; সুতরাং যজ্ঞকর্ম্মে তাঁহার প্রবৃত্তিও জন্মে না; অতএব বিদ্যা যজ্ঞকর্ত্তার দেহব্যতিরিক্তত্ববিষয়ক সংস্কার (শুদ্ধি) উৎপাদন করাতে, তাহা যজ্ঞের অঙ্গরূপেই গণ্য হয়; কর্ত্তা যজ্ঞের অঙ্গীভূত হওয়ায় বিদ্যাবিষয়ক ফলশ্রুতি অর্থবাদ বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। যেমন কিংশুক পলাশ প্রভৃতি যজ্ঞীয় দ্রব্যবিষয়ে নিষ্পাপত্বরূপ ফলশ্রুতি আছে, তাহা অর্থবাদমাত্র; তদ্রূপ বিদ্যাফলশ্রুতিও অর্থবাদমাত্র; বিদ্যা যজ্ঞেরই অঙ্গ, ইহার পৃথক্রূপে ফলবত্তা নাই, স্বর্গাদি যজ্ঞফলের অতিরিক্ত মোক্ষোৎপাদকত্বসামর্থ্য স্বতন্ত্ররূপে বিদ্যার নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ৩য় সূত্র। আচারদর্শনাৎ ॥

ভাষ্য। "জনকো হ বৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেনেজে" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যো জনকাদীনামাচারদর্শনাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—বিদ্যাবানেরও যজ্ঞাদিকর্ম্মাচরণ শ্রুতিতে প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা, বৃহদারণ্যকে (৩অঃ ১ম ব্রা) উক্ত আছে যে "বৈদেহ রাজা জনকও বহু দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ করিয়াছিলেন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জ্ঞানী জনকাদিরও যজ্ঞকর্ম্ম আচরণ করা দৃষ্ট হওয়াতে, বিদ্যাকে কর্ম্মের অঙ্গ বলিয়াই গণ্য করা উচিত।

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ৪র্থ সূত্র। তচ্ছ্রুতেঃ ॥

ভাষ্য। যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতী"-তি বিদ্যায়াঃ কর্ম্মোপযোগিত্বস্য শ্রুতেঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—শ্রুতি বলিয়াছেন "বিদ্যা, শ্রদ্ধা ও উপনিষদের (রহস্যজ্ঞানের) সহিত যে বিহিত যাগাদি কর্ম্ম সম্পাদিত হয়, তাহা সমধিক ফল প্রদান করে" (ছাঃ ১ম অঃ ১ম খঃ) এই বাক্যের দ্বারাও সিদ্ধান্ত হয় যে, বিদ্যার কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ আছে, বিদ্যা স্বতন্ত্র নহে।

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ৫ম সূত্র। সমন্বারম্ভণাৎ ॥

ভাষ্য। "তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে" ইতি বিদ্যাকর্ম্মণোঃ সাহিত্যদর্শনাচ্চ।

ভাষ্যানুবাদ :—"বিদ্যা ও কর্ম্ম মৃত জীবের অনুসরণ করে" (বৃঃ ৪ অঃ ৪ব্রা ২বা) এই শ্রুতি বাক্যদ্বারা দেখা যায় যে, ফলারম্ভবিষয়ে বিদ্যা ও কর্ম্মের সহভাব আছে।

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ৬ষ্ঠ সূত্র। তদ্বতো বিধানাৎ ॥

ভাষ্য। "বিদ্যাবত আচার্য্যকুলাদ্বেদমধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কর্ম্মাতিশেষেণাভিসমাবৃত্য স্বে কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ান"-ইতি কর্ম্মবিধানাচ্চ।

ভাষ্যানুবাদ : আরও দেখা যায়, শ্রুতিতে উক্ত আছে যে "বেদাধ্যয়ন সমাপন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া গুরুর আদিষ্ট সমস্ত কর্ম্ম শেষ করিয়া আচার্য্যকুল হইতে সমাবর্ত্তনান্তে (ব্রহ্মচর্য্যব্রত উদ্‌যাপন করিয়া) স্বীয় কুটুম্বগণমধ্যে পবিত্র স্থানে বাস করিয়া বেদ অধ্যয়ন করিবে," (ছাঃ ৮অঃ ১৫খ), ইহাদ্বারা বিদ্বানের পক্ষে কর্ম্মবান্ হইয়া বাস করিবার বিধান স্পষ্টই শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন। অতএব বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গভূত অর্থাৎ কর্ম্মই বেদের মুখ্য প্রতিপাদ্য, বিদ্যা তাহার অঙ্গীভূতমাত্র।

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ৭ম সূত্র। নিয়মাচ্চ ॥

ভাষ্য। "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজিবিষেচ্ছতং সমা"-ইত্যাদিনিয়মাচ্চ।

ভাষ্যানুবাদ :—শ্রুতি আরও বলিয়াছেন "বিহিত কর্ম্ম সম্পাদন করিবার জন্যই শতবৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে" (ঈশোপনিষৎ), এইরূপ আরও শ্রুতিবাক্যসকল আছে; তদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মৃত্যু পর্য্যন্ত কর্ম্মাচারণ করিবার নিয়ম শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন; তদ্দ্বারাও প্রতিপন্ন হয় যে, বিদ্যা কর্ম্মেরই অঙ্গমাত্র।

৩য় ৪র্থ পাঃ ৮ম সূত্র। অধিকোপদেশাত্তু বাদরায়ণস্যৈবং তদ্দর্শনাৎ ॥

ভাষ্য। তত্রোচ্যতে, জীবাৎ কর্ত্তুরধিকস্য সর্ব্বেশ্বরস্য সর্ব্বনিয়ন্তু-র্বেদ্যত্বেনোপদেশাৎ পুরুষার্থোঽতঃ ইতি ভগবতো বাদরায়ণস্য মতম্। "এষ সর্ব্বেশ্বরঃ অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বস্যেশানঃ", "তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি", "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তী"-ত্যাদিতদ্দর্শনাৎ।

ভাষ্যানুবাদ : এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন :—বেদান্তের উপদিষ্ট আত্মা সর্ব্বেশ্বর এবং সর্ব্বনিয়ন্তা; তিনি কর্ম্মকর্ত্তা জীব হইতে উৎকৃষ্ট, তিনিই বেদ্যবস্তু বলিয়া বেদান্তে উপদিষ্ট হইয়াছেন, এবং বিদ্যা দ্বারা তাঁহাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, জীবকে দেহাতিরিক্ত বলিয়া উপদেশ করাই বিদ্যা উপদেশের সার নহে; অতএব ভগবান্ বাদরায়ণ সিদ্ধান্ত করেন যে, বিদ্যা হইতে পরম পুরুষার্থ মোক্ষ লাভ হয়। কারণ, শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন "এই আত্মা সর্ব্বেশ্বর, ইনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বভূতের অন্তঃপ্রবিষ্ট, সকলের নিয়ন্তা ও শাস্তা; "সেই উপনিষদ্ প্রতিপাদ্য পুরুষের বিষয়ে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি" (বৃঃ৩ অঃ ১ব্রা) "সমস্ত বেদই যাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করে" (কঠ ১ম অঃ ২ব) এইরূপ বহুবিধ শ্রুতি কর্ম্মকর্ত্তা জীব হইতে বিদ্যাবেদ্য পরমাত্মার উৎকৃষ্টত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং কর্ম্মকর্ত্তার কর্ম্মাঙ্গত্ব বর্ণনা দ্বারা বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব সাধিত হয় না; পক্ষান্তরে কর্ম্মগম্য স্বর্গাদি হইতে উত্তমপুরুষার্থ মোক্ষ বিদ্যাগম্য হওয়াতে, বিদ্যা কর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়।

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ৯ম সূত্র। তুল্যং তু দর্শনম্ ॥

ভাষ্য। বিদ্যায়া অকর্ম্মাঙ্গত্বেঽপি "কিমর্থা বয়মধ্যেষ্যামহে কিমর্থা বয়ং যক্ষ্যামহে" ইত্যাদি দর্শনং তুল্যম্।

ভাষ্যানুবাদ :—বিদ্যার যেমন কর্ম্মের সহিত যোজনা জনকাদিস্থলে শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্রূপ বিদ্যাবান পুরুষের পক্ষে কর্ম্মের অনাবশ্যকতাও শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা, "কি নিমিত্ত আমরা অধ্যয়ন করিব, কি নিমিত্তই বা যজ্ঞ করিব" ইত্যাদি।

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ১০ম সূত্র। অসার্ব্বত্রিকী ॥

ভাষ্য। "যদেব বিদ্যয়ে"-তি শ্রুতির্ন সর্ব্ব বিদ্যা-বিষয়া।

ভাষ্যানুবাদ :—"যদেব বিদ্যয়া" (ছাঃ ১ অঃ ১খ) যাহা বিদ্যাদ্বারা কৃত হয়) ইত্যাদি পূর্ব্বপক্ষোল্লিখিত শ্রুতি কেবল উদগীথবিদ্যাপ্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে, এই শ্রুতি সর্ব্বপ্রকার বিদ্যাবিষয়ে প্রযোজ্য নহে।

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ১১শ সূত্র। বিভাগঃ শতবৎ ॥

ভাষ্য। "তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে" ইত্যত্র ফলদ্বয়নিমিত্তশত-বিভাগবদ্বিভাগো জ্ঞেয়ঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—"বিদ্যা এবং কর্ম্ম মৃতপুরুষের অনুগামী হয়" (বৃঃ ৪ অঃ ৪ ব্রা ২) এই শ্রুতিবাক্যে বিদ্যা এবং কর্ম্ম একত্র উক্ত হইলেও ইহাদের ফল পৃথক্ পৃথক্; যেমন শতমুদ্রা এই দুইজনকে দান কর বলিলে, বিভাগ করিয়া প্রত্যেককে পৃথক্‌রূপে দান করা বুঝায়, তদ্রূপ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(অথবা এই দুইকার্য্যে শতমুদ্রা ব্যয় কর বলিলে, যেমন প্রত্যেক কার্য্যে পৃথক্ পৃথক্রূপে শতমুদ্রাকে ভাগ করিয়া ব্যয় করা বুঝায়, এইস্থলেও বিদ্যা ও কর্ম্ম উভয় অনুগমন করে বলাতে, বিদ্যা আপনার অসাধারণ ফল দিবার নিমিত্ত, এবং কর্ম্মও পৃথক্রূপে স্বীয় অসাধারণফল দিবার নিমিত্ত, অনুগমন করে, বুঝিতে হইবে)।

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ১২শ সূত্র। অধ্যয়নমাত্রবতঃ ॥

ভাষ্য। "আচার্য্যকুলাদ্বেদমধীত্যে"-ত্যত্র ত্বধ্যয়নমাত্রবতঃ কর্ম্ম বিধীয়তে।

ভাষ্যানুবাদ :—"বেদাধ্যয়নান্তে আচার্য্যকুল হইতে সমাবর্ত্তন করিয়া" (ছাঃ ৮ম অঃ ১৫খ) ইত্যাদি পূর্ব্বপক্ষোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে বিদ্যাবান্ পুরুষের বিষয় কিছুমাত্র উল্লিখিত হয় নাই, কেবল অধ্যয়নপটু পুরুষের পক্ষে কর্ম্ম বিধান করা হইয়াছে।

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ১৩শ সূত্র। নাবিশেষাৎ ॥

ভাষ্য। নিয়মবাক্যস্যাপি নিয়মেন বিদ্বদ্বিষয়কত্বাযোগাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" ইত্যাদি পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যে বিদ্যাবান্ পুরুষের বিশেষ উল্লেখ নাই; ইহা সাধারণ বিধি।

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ১৪শ সূত্র। স্তুতয়েঽনুমতির্ব্বা ॥

ভাষ্য। বিদ্যাস্তুতয়ে বিদুষঃ "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণী"-তি কর্ম্মানুজ্ঞা ক্রিয়তে।

ভাষ্যানুবাদ :—পরন্তু "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" ইত্যাদি ঈশোপনিষদুক্ত শ্লোকে যে কর্ম্মের বিধি করা হইয়াছে, তাহা বিদ্যারই প্রশংসানিমিত্ত, অর্থাৎ বিদ্বান ব্যক্তি সর্ব্ববিধ কর্ম্ম করিলেও তিনি তাহাতে লিপ্ত হয়েন না, ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য; শ্রুতির অর্থ এই যে, বিদ্বান্ ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্ম আবশ্যক না হইলেও, তিনি লোকহিতার্থে সমস্ত কর্ম্ম আচরণ করিবেন; কারণ এই কথা বলিয়াই শ্রুতি ঐ শ্লোকেরই শেষভাগে বলিতেছেন "ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে"।

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ১৫শ সূত্র। কামকারেণ চৈকে ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্য। "কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোক"-ইত্যেক বিদুষাং স্বেচ্ছয়া গার্হস্থ্যত্যাগমত এবাভিধীয়তে।

ভাষ্যানুবাদ :—"পুত্রকলত্রাদির প্রয়োজন আমাদের পক্ষে কি আছে? আমাদের সম্বন্ধেই এক আত্মাই এতৎ সমস্ত লোক, আত্মাকে লাভ করাতে আমাদের সমস্তই লব্ধ হইয়াছে; সুতরাং পুত্রাদি লইয়া কি করিব?" ইত্যাদি (বৃ ৪র্থ অঃ ৪ব্রা) বাক্যে অপর শ্রুতি জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, ব্রহ্মচর্য্য সমাপনান্তে জ্ঞানী ব্যক্তি যদৃচ্ছাক্রমে গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ অথবা তাহা একদা বর্জ্জনও করিতে পারেন। সুতরাং গার্হস্থ্যাশ্রমবিহিত যাগাদি কর্ম্ম বিদ্যাবান্ ব্যক্তির পক্ষে যে নিষ্প্রয়োজন, তাহা এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। বিদ্বান্ ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণও করিতে পারেন; গ্রহণ করিলে তদ্বিহিত কর্ম্মাচরণ কর্ত্তব্য; কিন্তু তাহাতে তিনি কোন প্রকার লিপ্ত হয়েন না।

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ১৬শ সূত্র। উপমর্দ্দঞ্চ ॥

ভাষ্য। অতএব বিদ্যয়া কর্ম্মোপমর্দ্দঞ্চ, "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" ইত্যাদিনা পঠন্তি।

ভাষ্যানুবাদ :—বিদ্যা কর্ম্মেরই অঙ্গীভূত হওয়া দূরে থাকুক, বিদ্যা হইতে কর্ম্মের বিনাশ হয় বলিয়া শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি" ইত্যাদি। (মুণ্ডক, ২য়, ২খ)

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ১৭শ সূত্র। ঊর্দ্ধরেতঃসু চ শব্দে হি ॥

ভাষ্য। ঊর্দ্ধরেতঃসু আশ্রমেষু বিদ্যাদর্শনাচ্চ তস্যাঃ স্বাতন্ত্র্যং নিশ্চীয়তে। তে তু "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদিশব্দে দৃশ্যন্তে।

ভাষ্যানুবাদ :—ঊর্দ্ধরেতঃ (সন্ন্যাস) আশ্রমে বিদ্যাসাধনেরই উপদেশ উক্ত হইয়াছে, কর্ম্মের নহে। তদ্দ্বারা বিদ্যার কর্ম্ম হইতে স্বাতন্ত্র্য সিদ্ধান্ত হয়। কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাসাশ্রমের বিধিও শ্রুতিতেই থাকা দৃষ্ট হয়। যথা ছান্দোগ্যে (২য় অঃ ১৩ খঃ) "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" "যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধাং তপ ইত্যুপাসতে" (ধর্ম্মস্কন্ধ ত্রিবিধ, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান)। যাঁহারা অরণ্যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তপঃ উপাসনা করেন ইত্যাদি)। (এইরূপ অপরাপর অনেক শ্রুতিও আছে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি," "ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ" ইত্যাদি)।

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ১৮শ সূত্র। পরামর্শং জৈমিনিরচোদনাচ্চাপবদতি হি ॥

ভাষ্য। "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধা"-ইত্যাদৌ তেষামাশ্রমানামনুবাদমাত্রং বিধায়কশব্দাভাবাৎ। "বীরহা বা এষ দেবানাং যোঽগ্নিমুদ্বাসয়তে" ইত্যাশ্রমান্তরাপবাদশ্রবণাচ্চাশ্রমান্তরমননুষ্ঠেয়মিতি জৈমিনিঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—জৈমিনি পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে এইরূপ আপত্তি করেন, যথা :—"ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদি পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে বিধায়কশব্দের অভাবহেতু তদুক্ত সন্ন্যাসাশ্রমবিষয়ক বাক্য অনুবাদ (পরামর্শ) মাত্র (অর্থাৎ উক্তবাক্যে এমন বিভক্তি নাই, যদ্দ্বারা বুঝা যাইতে পারে যে শ্রুতি, সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবেক, এইরূপ ব্যবস্থা করিতেছেন ; এইরূপ বিধায়কবিভক্তি না থাকাতে বুঝিতে হয় যে, লোকে যাহা কখনও কখনও আচরণ করে, তন্মাত্রই শ্রুতি উল্লেখ করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে কোন বিধি দেন নাই)। অধিকন্তু "বীরহা বা এষ দেবানাং যোঽগ্নিমুদ্বাসয়তে" (যিনি অগ্নি পরিচর্য্যা করেন, তিনি দেবতাদিগের শত্রুহন্তা হয়েন), "না পুত্রস্য লোকোঽস্তি" (অপুত্রক ব্যক্তির স্বর্গাদি উর্দ্ধলোক প্রাপ্তি হয়না) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে সন্ন্যাসাশ্রমের নিন্দাই করিয়াছেন দেখা যায়।

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ১৯শ সূত্র। অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ ॥

ভাষ্য। গার্হস্থ্যেনাশ্রমান্তরস্যানুবাদবাক্যে তুল্যত্বশ্রবণাত্তদনুষ্ঠেয়মিতি ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে।

ভাষ্যানুবাদ :—তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বাদরায়ন বলেন যে, "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ"-ইত্যাদিবাক্যে সন্ন্যাসাশ্রমের ন্যায় গার্হস্থ্যাশ্রম সম্বন্ধেও অনুবাদবাক্যেরই উল্লেখ আছে, বিধায়কবাক্য নাই ; তৎসম্বন্ধে উভয়ই তুল্য, অতএব গার্হস্থ্যাশ্রমের বিধি যেমন অনুবাদকবাক্যের দ্বারাই বুঝিতে হইবে, তদ্রূপ সন্ন্যাসাশ্রমও এই অনুবাদবাক্যের দ্বারাই বিধিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। সুতরাং সন্ন্যাসাশ্রমও অনুষ্ঠেয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ২০শ সূত্র। বিধির্ব্বা ধারণবৎ ॥

ভাষ্য। বিধিরেবাস্তি যথাদিষ্টাগ্নিহোত্রে শ্রূয়তে, "অধস্তাৎ সমিধং ধারয়ন্ননুদ্রবেদুপরি দেবেভ্যো ধারয়তী"-তি বাক্যং ভিত্ত্বোপরিধারণম-পূর্ব্বত্বাদ্বিধীয়তে, তদ্বৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—পরন্তু বাস্তবিক পক্ষে উক্ত আশ্রমত্রয়বিষয়ক বাক্য অনুবাদ নহে, ইহা বিধিবাক্য; যেমন "অধস্তাৎ সমিধং ধারয়ন্ননুদ্রবেদুপরি দেবেভ্যো ধারয়তি" (পিত্র্যহোমস্থলে ইহার (হোমের ঘৃতাদির) নীচে সমিধ্ স্থাপন করিবে, দেবতার উদ্দেশ্যে হইলে সমিধ্ উপরিভাগে ধারণ করিবে) ইত্যাদি বাক্যে "ধারয়তি" পদে বিধিসূচক বিভক্তি না থাকিলেও, উপরি-ধারণবিষয়ক উপদেশ পূর্ব্বে কোন স্থানে উক্ত না থাকাতে, জৈমিনি স্বয়ংই যেমন পূর্ব্ব-মীমাংসায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইহা বিধিবাক্য ("বিধিস্তু ধারণেঽপূর্ব্বত্বাৎ ইত্যাদি জৈমিনিসূত্র দ্রষ্টব্য) ; এইস্থলেও সন্ন্যাসাশ্রমের অপূর্ব্বতাদৃষ্টে বিধিবোধক বিভক্তির অভাবেও ইহাকে বিধিবোধক বাক্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। (বস্তুতঃ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রব্রজ্যাশ্রমের বিধি বাক্যও শ্রুতিতে বর্ণিত আছে; যথা "ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ" ; এবং জাবালশ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন "ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেদ্ গৃহী ভূত্বা বনী ভবেদ্বনী ভূত্বা প্রব্রজেদ্ যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদ্ গৃহাদ্বা বনাদ্বা যদহরেব বিরজেত্তদহরেব প্রব্রজেদি"—তি)।

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ২১শ সূত্র। স্তুতিমাত্রমুপাদানাদিতি চেন্না পূর্ব্বত্বাৎ॥

ভাষ্য। "স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ পরার্দ্ধ্যোঽষ্টমো য উদ্গীথঃ ইয়মেব গার্গি সাম অয়ং বাব লোকঃ এষোঽগ্নিশ্চিতঃ তদিদমেবোকৃথমি"-ত্যাদি কর্ম্মাঙ্গোদগীথাদিস্তুতিমাত্রং তৎসম্বন্ধিতয়া রসতমত্বাদেরুপাদানাদিতি চেন্ন, অপ্রাপ্তত্বাদুদ্গীথাদিষু রসতমত্বাদিদৃষ্টিবিধানম্।

ভাষ্যানুবাদ :—("এই সকল ভূতের রস (সার) পৃথিবী, পৃথিবী রস জল, জলের রস ওষধি, ওষধির রস মনুষ্য, মনুষ্যের রস বাক্য, বাক্যের রস ঋক্, ঋকের রস সাম, সামের রস উদ্গীথ, যাহা উদ্গীথ, তাহাই প্রণব" ইত্যাদি বাক্য বলিয়া ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন) "এই অষ্টম রস (পৃথিবী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে গণনা করিয়া অষ্টম) উদ্গীথ, ইহা পূর্ব্বপূর্ব্বোক্ত রস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম, পরমাত্মস্বরূপে উপাস্য; ইহাই ঋক্, অগ্নি, সাম ও এতৎসমস্ত লোক, ইহাই চিত অগ্নি ও উক্থ" (ছাঃ ১অঃ ১খঃ). এই সকল বাক্য যজ্ঞকর্ম্মাঙ্গীভূত উদ্গীথের স্তুতিমাত্র; কারণ উদ্গীথ যজ্ঞকর্ম্ম সম্বন্ধীয় অঙ্গবিশেষ অপরাপর অঙ্গের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্টরূপে উদ্গীথকেও গ্রহণ করিয়া, তত্তুলনায় ইহাকে রসতম বলা হইয়াছে। (যেমন "ইয়মেব জুহূরাদিত্যঃ কূর্ম্মঃ স্বর্গলোকঃ আহবনীয়ঃ" (এই জুহূ আহুতিপাত্র পৃথিবী, আদিত্য, কূর্ম্ম) ইত্যাদি কর্ম্ম-কাণ্ডোক্ত বাক্য জুহূর স্তুতিবাচক মাত্র, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত রসতমত্বাদিও উদ্গীথের স্তাবক-বাক্য মাত্র)। এইরূপ সিদ্ধান্ত সৎ সিদ্ধান্ত নহে; কারণ ওই উদ্গীথ-উপাসনার বিধি পূর্ব্বে করা হয় নাই; বিধি থাকিলেই পরে স্থিত বাক্যকে স্তাবক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। অতএব উদ্গীথ সম্বন্ধীয় বাক্যসকল পূর্ব্বে অপ্রাপ্ত থাকায়, ইহার রসতমত্বাদি বর্ণনা স্তাবক নহে, যথার্থ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ২২শ সূত্র। ভাবশব্দাচ্চ ॥

ভাষ্য। "উদ্গীথমুপাসীতে"-ত্যাদিবিধিশব্দাচ্চ।

ভাষ্যানুবাদ :—"উদ্গীথ উপাসনা করিবেক" (ছাঃ ১অঃ ১খঃ) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে উদ্গীথ উপাসনার স্পষ্ট বিধি করা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা সিদ্ধান্ত হয় যে, রসতমত্বাদিগুণবিশিষ্টরূপেই শ্রুতি উদ্গীথ-উপাসনার বিধান করিয়াছেন, এই সকল স্তাবক বাক্য নহে।

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ২৩শ সূত্র। পারিপ্লবার্থা ইতি চেন্ন বিশেষিতত্বাৎ ॥

ভাষ্য। বেদান্তেষ্বাখ্যানশ্রুতয়ঃ পারিপ্লবার্থা ইতি ন মন্তব্যম্। "পারিপ্লবমাচক্ষীতে" ত্যুক্ত্বা "মনুর্ব্বৈবস্বতো রাজে"-ত্যাদিনা কাসাঞ্চি-দ্বিশেষিতত্বাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—উপনিষদে অধিকাংশস্থলেই আখ্যায়িকাসকল দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন জনক রাজা যজ্ঞ করিয়াছিলেন, যাজ্ঞবল্ক্যের দুই পত্নী ছিল, জনশ্রুতির পৌত্রায়ণ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিতেন ইত্যাদি। এই সকল আখ্যান পারিপ্লবের নিমিত্ত উক্ত হয় নাই।

অশ্বমেধযজ্ঞের একটি অঙ্গ কয়েক দিন ধরিয়া স্তুতি গান ও আখ্যায়িকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাঠ করা, বৈবস্বত মনু, বৈবস্বত যম ইত্যাদির উপাখ্যান পুরোহিতেরা বিধিপূর্ব্বক পর পর পাঠ করেন, যজ্ঞদীক্ষিত রাজা কুটুম্ববর্গসহ তাহা শ্রবণ করেন, ইহাকে পারিপ্লব বলে। উপনিষদুক্ত আখ্যায়িকাসকল এইরূপ পারিপ্লব নহে)। কারণ শ্রুতি "পারিপ্লব আখ্যান করিবে" এইরূপ উক্তি করিয়া পারিপ্লবে কোন্ কোন্ আখ্যান পাঠ করিতে হয়, তাহা "মনুর্বৈবস্বতো" ইত্যাদিবাক্যে বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ; উপনিষদুক্ত অখ্যায়িকাসকল তন্মধ্যে উক্ত হয় নাই।

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ২৪শ সূত্র। তথা চৈকবাক্যতোপবন্ধাৎ ॥

ভাষ্য। এবং সতি "অন্যাসাং দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদি বিধ্যেকবাক্যতয়োপবন্ধাৎ সম্বন্ধাৎ তা বিদ্যার্থাঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—মনুপ্রভৃতির আখ্যান বিশেষরূপে পারিপ্লবে নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদিবাক্যসম্বন্ধীয় উপনিষদুক্ত আখ্যানসকল বিদ্যাবিধির সহিত একবাক্যতায় একত্র সংযোজিত হওয়া সিদ্ধান্ত হয়। অতএব এই সকল উপাখ্যান বিদ্যাতে রুচি উৎপাদন ও তাহা সহজে ধারণা করিবার প্রযোজনসাধক, পারিপ্লবাঙ্গ নহে।

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ২৫শ সূত্র। অত এব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা ॥

ভাষ্য। "ব্রহ্মনিষ্ঠোঽমৃতত্বমেতি" ইত্যাদিশ্রুতেরূর্দ্ধরেতঃসু অগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা বিদ্যাঽস্তি।

ভাষ্যানুবাদ :—"ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ অমৃতত্ব লাভ করেন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে নিশ্চিত হয় যে, উর্দ্ধরেতা সন্ন্যাসীদিগের মোক্ষলাভের নিমিত্ত অগ্নি, ইন্ধন (অর্থাৎ যজ্ঞ, হোম) ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না ; কেবল বিদ্যাই তাঁহাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় ; জ্ঞানী পুরুষ বিদ্যাবলেই মোক্ষপ্রাপ্ত হয়েন।

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ২৬শ সূত্র। সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ ॥

ভাষ্য। "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন" ইত্যাদিশ্রুতের্গমনেঽশ্ববদ্বিদ্যা স্বোৎপত্তৌ সাধনভূতানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণ্যপেক্ষ্যতে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্যানুবাদ :—"পরন্তু ব্রাহ্মণগণ সেই এই পরমাত্মাকে যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও সন্ন্যাসদ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে (বৃঃ ৪ অঃ ৪ব্রা) বিদ্যার উৎপত্তিপক্ষে যজ্ঞ দান প্রভৃতি সমস্ত বিহিত কার্য্যের অপেক্ষা আছে জানা যায়; কিন্তু যেমন গমনকার্য্যের নিমিত্ত অশ্ব প্রয়োজনীয়, গমন কার্য্য সিদ্ধ হইলে দেশপ্রাপ্তি হইতে যে ফল উৎপন্ন হয়, তাহার সাক্ষাৎসম্বন্ধে কারণতা অশ্বে নাই, তদ্বৎ যাগাদি কর্ম্ম বিদ্যার সাধনভূতমাত্র; তদ্দ্বারা বিদ্যালাভ হয়; কিন্তু বিদ্যালাভ হইতে যে মোক্ষফল উৎপন্ন হয়, তৎসম্বন্ধে কর্ম্মের সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোন কারণতা নাই।

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ২৭শ সূত্র। শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাত্তথাঽপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ ॥

ভাষ্য। ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর্বিদ্যাঙ্গভূতস্বাশ্রমকর্ম্মণা বিদ্যানিষ্পত্তিসম্ভবেঽপি শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাৎ। "তস্মাদেবংবিচ্ছান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাঽত্মন্যেবাঽত্মানং পশ্যেদি"-তি বিদ্যাঙ্গতয়া শমাদিবিধেস্তে-ষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—ব্রহ্মজিজ্ঞাসু পুরুষ স্বীয় আশ্রমবিহিত বিদ্যার অঙ্গীভূত যজ্ঞাদি কর্ম্মাচরণ দ্বারা যদিও বিদ্যাসম্পন্ন হইতে পারেন, তথাপি তাঁহার শমদমাদি (শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি) সাধনাভ্যাস আবশ্যক। কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন, "অতএব বিদ্যার্থী পুরুষ শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া আত্মাতে আত্মাকে দর্শন করিবেন" (বৃঃ ৪ অঃ ৪ ব্রা); এই শ্রুতিবাক্যে বিদ্যার অঙ্গীভূতরূপে শমদমাদিসাধনের বিধি থাকায়, তাহা অবশ্য অনুষ্ঠাতব্য।

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ২৮শ সূত্র। সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে, তদ্দর্শনাৎ ॥

ভাষ্য। "ন হ বা এবংবিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতী"-তি সর্ব্বান্নানুজ্ঞানং প্রাণাত্যয়াপত্তাবেব, প্রাণাত্যয়ে চাক্রায়ণো হীভ্যোচ্ছিষ্টং ভক্ষণং কৃতবান্। তস্য শ্রুতৌ দর্শনাৎ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্যানুবাদ :—ছান্দোগ্যে (৫ অঃ ২ খঃ) যে "প্রাণোপাসকের পক্ষে কিছুই অনন্ন অর্থাৎ অভক্ষ্য নহে"—সর্ব্ববিধ অন্নই প্রাণোপাসক গ্রহণ করিতে পারেন, বলিয়া উক্তি আছে, তাহা সর্ব্বকালের জন্য ব্যবস্থা নহে ; প্রাণসংশয়স্থলেই বুঝিতে হইবে। শ্রুতি তাহা ছান্দোগ্যে (১অঃ ১০ খঃ) চাক্রায়ণোপাখ্যানে প্রদর্শন করিয়াছেন ; যথা,—শ্রুতি বলিয়াছেন যে, কুরুদেশে শস্যসম্পদ বিনষ্ট হইয়া দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, চাক্রায়ণ ঋষি স্বপত্নীসহ মিথিলাদেশে গমন করিয়াছিলেন ; তথায় অন্নাভাবে ক্ষুধাতুর হইয়া হস্তিপোচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া দুই দিবস প্রাণ ধারণ করিয়াছিলেন ; পরে মিথিলারাজ জনকের সভায় গমন করিয়া যথাযোগ্য আহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রুতি এইরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া প্রাণসঙ্কটকালেই আহার্য্য নিয়মের ব্যতিক্রম করিবার অনুমতি দিয়াছেন বুঝিতে হইবে।

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ২৯শ সূত্র। অবাধাচ্চ ॥

ভাষ্য। "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিরি" ত্যস্যাবাধাচ্চ।

ভাষ্যানুবাদ :—"আহারশুদ্ধি দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হয়" (ছাঃ ৭অঃ ২৬ খঃ), এই যে শ্রুতি আছে, তাহার বাধক শ্রুতি কুত্রাপি নাই।

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ৩০শ সূত্র। অপি চ স্মর্য্যতে ॥

ভাষ্য। "জীবিতাত্যয়মাপন্নো যোঽন্নমত্তি যতস্ততঃ। লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসে"-তি স্মর্য্যতে চ।

ভাষ্যানুবাদ :—স্মৃতিও এই বিষয়ে এইরূপই ব্যবস্থা করিয়াছেন, যথা— "জীবন সঙ্কট উপস্থিত হইলে, যে ব্যক্তি ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারবিহীন হইয়া অন্ন গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তি তন্নিমিত্ত পাপে লিপ্ত হয় না, যেমন জল সংযোগেও পদ্মপত্র তাহাতে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ৩১শ সূত্র। শব্দাশ্চাতোঽকামকারে ॥

ভাষ্য। অত এব "তস্মাদ্ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবেদি"-তি শব্দো যথেষ্টাচারনিবৃত্তৌ বর্ত্ততে।

ভাষ্যানুবাদ :—অতএব যথেচ্ছাক্রমে অন্যকালে অভক্ষ্যাদিভক্ষণনিষেধক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রুতিও আছে, যথা—"অতএব ব্রাহ্মণ সুরাপান করিবেনা" ইত্যাদি। অতএব "প্রাণোপাসকের অভক্ষ্য কিছু নাই" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যকে প্রাণোপাসনার প্রশংসাপরমাত্র বলিয়া বুঝিতে হইবে। শমদমাদির ন্যায় সর্ব্বান্নভক্ষণকে প্রাণবিদ্যার অঙ্গীভুত বলিয়া বুঝিতে হইবে না।

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ৩২শ সূত্র। বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকর্ম্মাপি ॥

ভাষ্য। যদ্বিদ্যাঙ্গং যজ্ঞাদি তদ্বদমুমুক্ষুণা চাশ্রমকর্ম্মত্বেনাপ্যনুষ্ঠেয়ং "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতী"-তি বিহিতত্বাৎ।

ভাষ্যানুবাদ:—আশ্রমবিহিত যজ্ঞাদিকর্ম্মকে বিদ্যার অঙ্গ বলিয়া বলা হইয়াছে, কিন্তু অমুমুক্ষুর পক্ষেও স্বীয় আশ্রমবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য; কারণ "যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবে" এই স্পষ্ট বিধিবাক্যেও শ্রুতি তাহা উল্লেখ করিয়াছেন।

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ৩৩শ সূত্র। সহকারিত্বেন চ ॥

ভাষ্য। বিদ্যাসহকারিত্বেনাপি "বিবিদিষন্তি যজ্ঞেনে"-ত্যাদিনা যজ্ঞাদের্বিহিতত্বান্মুমুক্ষূণামপ্যনুষ্ঠেয়ং সংযোগপৃথক্ত্বেনোভয়ার্থত্বসম্ভবাৎ।

ভাষ্যানুবাদ:—"যজ্ঞের দ্বারা সেই আত্মাকে ব্রাহ্মণগণ জানিতে ইচ্ছা করিবেন" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত (বৃঃ ৪র্থ অঃ ৪ব্রা) শ্রুতিতে যজ্ঞের বিধান থাকাতে, মুমুক্ষু পুরুষের পক্ষেও বিদ্যার সহকারিরূপে যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য; কারণ বিদ্যাহীনের পক্ষে যেমন কর্ম্ম তদীপ্সিত ফল প্রদান করে, মুমুক্ষুর পক্ষেও বিদ্যার সহকারিরূপে চিত্তশুদ্ধির দ্বারা কর্ম্ম বিদ্যাকে দৃঢ়ভুত করে।

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ৩৪শ সূত্র। সর্ব্বথাঽপি ত এবোভয়লিঙ্গাৎ ॥

ভাষ্য। উভয়ার্থতয়া তে এব যজ্ঞাদয়ো বোধ্যাঃ। উভয়ত্রৈকরূপ-কর্ম্মপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ।

ভাষ্যানুবাদ:—আশ্রমবিহিত ধর্ম্মরূপে এবং বিদ্যার সহকারিরূপে, এই উভয়রূপে যে অগ্নিহোত্রযাগাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা বিদ্যাপক্ষে এবং আশ্রমিপক্ষে বিভিন্ন নহে, একই কর্ম্ম; কারণ উভয়স্থলে শ্রুতিতে একই কর্ম্মের উপদেশ হওয়ার প্রতীতি হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ৩৫শ সূত্র। অনভিভবং চ দর্শয়তি ॥

ভাষ্য। "ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতী-তি শ্রুতিপ্রসিদ্ধৈর্যজ্ঞাদিভিরেব বিদ্যাভিভবহেতুভূতপাপাপনয়নেন বিদ্যয়া অনভিভবং দর্শয়তি।

ভাষ্যানুবাদ :—"ধর্ম্মাচরণের দ্বারা পাপসকলকে ক্ষালিত করিবে" ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি প্রসিদ্ধ যজ্ঞাদির দ্বারাই বিদ্যার অভিভবকারী পাপসকলের অপনয়ন এবং বিদ্যার অনভিভবতার প্রতিষ্ঠা সম্পাদিত হওয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে বিদ্যাবান্ গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষেও বিহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়। সন্ন্যাসাশ্রমী উর্দ্ধরেতাগণের যাগাদি কর্ম্ম অনাবশ্যক।

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ৩৬শ সূত্র। অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ ॥

ভাষ্য। আশ্রমমন্তরা বর্ত্তমানানামপি বিদ্যাধিকারোঽস্তি। রৈক্বাদের্বিদ্যানিষ্ঠত্বস্য দর্শনাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—আশ্রমবহির্ভূত (অনাশ্রমি)-রূপে অন্তরালে অবস্থানকারী বিধুরাদি (যাহারা সমাবর্ত্তনের পর বিবাহ করে নাই, অথচ সন্ন্যাসও গ্রহণ করে নাই, এবং যাহাদের পত্নীবিয়োগের পর সন্ন্যাস গ্রহণ হয় নাই, অথচ পুনরায় বিবাহও হয় নাই ; এবং অত্যন্ত দরিদ্র প্রভৃতি) ব্যক্তিদেরও বিদ্যাতে অধিকার আছে ; তাহার প্রমাণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, যথা রৈক্ব, বাচক্নবী ইত্যাদি বিধুর ও দরিদ্র হইলেও, ইহাদিগকে ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া শাস্ত্র উল্লেখ করিয়াছেন।

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ৩৭শ সূত্র। অপি চ স্মর্য্যতে ॥

ভাষ্য। "জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেদ্ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ। কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে" ইতি তেষামপি জপাদীনাং বিদ্যানুগ্রহঃ স্মর্য্যতে।

ভাষ্যানুবাদ :—স্মৃতিও বলিয়াছেন "জপের দ্বারাই ব্রাহ্মণগণ সম্যক্ সিদ্ধিলাভ করিবেন অপর কোন কর্ম্ম করুন বা না করুন, ব্রাহ্মণগণ সূর্য্যসদৃশ"। এতদ্দ্বারা অনাশ্রমী পুরুষেরও জপাদিসাধন দ্বারা সিদ্ধিলাভ হওয়া স্মৃতি উপদেশ করিয়াছেন। জপাদি দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে, তাঁহাদিগের বিদ্যারও উদয় হয় এবং বিদ্যাফল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে মোক্ষ তাহাও তাহারা লাভ করিতে পারেন। যেমন সংবর্ত্ত প্রভৃতি ঋষি অনাশ্রমী হইলেও জ্ঞানী হইয়াছিলেন বলিয়া মহাভারতাদিতে উল্লেখ আছে।

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ৩৮শ সূত্র। বিশেষানুগ্রহশ্চ ॥

ভাষ্য। জন্মান্তরীয়েণাপি সাধনবিশেষেণ বিদ্যানুগ্রহঃ, স্মর্য্যতে চ "অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিমি"-তি।

ভাষ্যানুবাদ :—জন্মান্তরে কৃত বিশেষ সাধন ফলেও কাহারও কাহারও ইহজন্মে বিদ্যালাভ হয়; যথা স্মৃতি (ভগবদ্গীতা) বলিয়াছেন "বহুজন্মের সাধনের দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া পরে ইহজন্মে পরাগতি লাভ করেন" ইত্যাদি।

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ৩৯শ সূত্র। অতস্ত্বিতরজ্জ্যায়ো লিঙ্গাৎ ॥

ভাষ্য। অন্তরালবর্ত্তিত্বাদাশ্রমবর্ত্তিত্বং জ্যায়ঃ "অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেতে"-তি লিঙ্গাচ্চ।

ভাষ্যানুবাদ :—কিন্তু উক্তপ্রকার অন্তরালবর্ত্তী (কোন আশ্রম অবলম্বন না করিয়া) থাকা অপেক্ষা বিহিত আশ্রম গ্রহণ করা শ্রেয়স্কর) "অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত দিনমেকমপি দ্বিজঃ", "সম্বৎসরম্ অনাশ্রমী স্থিত্বা কৃচ্ছ্রং সমাচরেৎ ইত্যাদি স্মৃতি প্রমাণদ্বারাও তাহা সিদ্ধান্ত হয়।

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ৪০শ সূত্র। তদ্ভূতস্য তু নাতদ্ভাবো জৈমিনেরপি নিয়মাত্তদ্রূপাভাবেভ্যঃ ॥

ভাষ্য। প্রাপ্তোর্দ্ধরেতোভাবস্যাভাবস্তু নোপপদ্যতে, ইতি জৈমিনেরপি সম্মতং বচনাভাবান্নিমিত্তাভাবাচ্ছিষ্টাচারাভাবাচ্চ।

ভাষ্যানুবাদ :—একবার সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া পরে তাহা পরিত্যাগ করা যায় না। জৈমিনিও এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; শাস্ত্রেও ইহা নিয়মিত হইয়াছে, যথা-"অরণ্যমীয়ান্ন ততঃ পুনরেয়াৎ", "সন্ন্যাস্যাগ্নিং ন পুনরাবর্ত্তয়েৎ" ইত্যাদি। পুনরায় গার্হস্থ্যাবলম্বনবিষয়ে কোন শাস্ত্রপ্রমাণও নাই, এবং সন্ন্যাসাশ্রম-প্রচ্যুতির পক্ষে নিমিত্তও কিছু নাই (বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণ বীতরাগ হইলেই সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণের ব্যবস্থা, নতুবা নহে; অতএব বীতরাগী সন্ন্যাসীর পুনরায় বিষয়গ্রহণের কোন নিমিত্ত হইতে পারে না), ইহা শিষ্টাচারেরও বিরুদ্ধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ৪১শ সূত্র। ন চাধিকারিকমপি পতনানুমানা-ত্তদ্‌যোগাৎ ॥

ভাষ্য। অধিকারলক্ষণে নির্ণীতং প্রায়শ্চিত্তং নৈষ্ঠিকস্য ন সম্ভবতি, তস্য তদযোগাৎ। "আরূঢ়ো নৈষ্ঠিকং ধর্ম্মং যস্তু প্রচ্যবতে দ্বিজঃ। প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি যেন শুধ্যেৎ স আত্মহে"-তি-স্মৃতেঃ।

ভাষ্যানুবাদ:—পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনে অধিকারলক্ষণে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ব্রহ্মচর্য্যব্রত-ভঙ্গের নিমিত্ত যে নৈর্ঋত-যাগরূপ প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ আছে, তাহা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর পক্ষে ব্যবস্থা নহে (তাহা উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারীর পক্ষে); কারণ ঐ প্রায়শ্চিত্তে অগ্নিচয়ন এবং স্ত্রীগ্রহণ আবশ্যক, তাহা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর পক্ষে সম্ভব নহে, স্ত্রীগ্রহণ করা মাত্রই তাহার নৈষ্ঠিকত্ব বিনষ্ট হয়। অতএব ব্রহ্মচর্য্যের সকৃৎ ভঙ্গ হইলেই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী পতিত হয়। স্মৃতিও বলিয়াছেন "নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্মে আরোহণ করিয়া যে ব্যক্তি পুনরায় তাহা হইতে চ্যুত হয়, সেই আত্মঘাতী পাতকী পুরুষ পুনরায় শুদ্ধিলাভ করিতে পারে এমন কোন প্রায়শ্চিত্ত দেখিনা"।

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ৪২শ সূত্র। উপপূর্ব্বমপি ত্বেকে ভাবমশনবত্তদুক্তম্ ॥

ভাষ্য। একে তু নৈষ্ঠিকস্য ব্রহ্মচর্য্যচ্যবনমুপপাতকমতস্তত্র প্রায়শ্চিত্তং মন্যতে। উপকুর্ব্বাণবত্তস্য ব্রহ্মচারিত্বাবিশেষাৎ মধ্বশনাদিবত্তদুক্তম্ "উত্তরেষামবিরোধী"-তি।

ভাষ্যানুবাদ: কেহ কেহ বলেন যে, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর ব্রতভঙ্গ হইলে তাহাতে উপপূর্ব্ব অর্থাৎ উপপাতক হয়; অতএব প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা সেই দোষ ক্ষালিত হইতে পারে। উপকুর্ব্বাণ ও নৈষ্ঠীকের ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ে ভেদ না থাকাতে মদ্য, মাংস প্রভৃতি ভক্ষণ জনিত পাপ যেমন উপপাতক বলিয়া গণ্য, এবং প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহা ক্ষালন হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মচর্য্যব্রতভঙ্গজনিত পাতকও প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা ক্ষালিত হয়। জৈমিনি মীমাংসায় "উত্তরেষাং তদবিরোধী" সূত্রে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ৪৩শ সূত্র। বহিস্তূভয়থাপি স্মৃতেরাচারাচ্চ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্য। নৈষ্ঠিকাদীনাং স্বাশ্রমপ্রচ্যুতের্মহাপাতকত্বমুপপাতকত্বং বাঽস্তুভয়থাপি তে ব্রহ্মবিদ্যাধিকারাদ্বহির্ভূতাঃ "প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি যেন শুধ্যেৎ স আত্মহে"-তি স্মৃতেঃ, শিষ্টাচারাচ্চ।

ভাষ্যানুবাদ :—কিন্তু নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী প্রভৃতির আশ্রমপ্রচ্যুতিকারক পাতক মহাপাতকই হউক বা উপপাতকই হউক, তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যাধিকার হইতে চ্যুত হয়েন ; কারণ স্মৃতি বলিয়াছেন "সেই আত্মঘাতী পুরুষ শুদ্ধিলাভ করিতে পারে এমন প্রায়শ্চিত দেখি না," এবং শিষ্টাচারও এইরূপই।

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ৪৪শ সূত্র। স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ ॥

ভাষ্য। কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতমুপাসনং যজমানকর্ত্তৃকমিত্যাত্রেয়ঃ। "যদেব বিদ্যয়ে"-তি ফলশ্রুতেঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—আত্রেয়মুনি বলেন যে যজমানেরই কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনা করা কর্ত্তব্য ; কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন যে, "শ্রদ্ধা, বিদ্যাও উপনিষদ্ সহকারে যে যজ্ঞ করা যায়, তাহা অধিকতর ফলপ্রদ হয়" ; (ছাঃ ১ম অঃ ১খ)। এই ফলশ্রুতি দ্বারা যজমানেরই কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত বিদ্যোপাসনা করা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ৪৫শ সূত্র॥ আর্ত্বিজ্যমিত্যৌডুলোমিস্তস্মৈ হি পরিক্রীয়তে ।

ভাষ্য। কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতমুপাসনমৃত্বি(জ)ক্-কর্ত্তৃকং তস্যকর্ম্মণে ক্রীতত্বাৎ ফলস্য যজমানাশ্রয়ত্বম্।

ভাষ্যানুবাদ :—আচার্য্য ঔডুলোমি বলেন যে, কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত বিদ্যোপাসনা ঋত্বিকেরই কর্ত্তব্য ; কারণ অঙ্গের সহিত ক্রতুকর্ম্ম সম্পাদনার্থ ঋত্বিক্ যজমান কর্ত্তৃক দক্ষিণাদি দান দ্বারা ক্রীত হয়েন। অতএব ঋত্বিকৃকৃত উপাসনা দ্বারা যজমানে ফল আশ্রয় করে।

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ৪৬শ সূত্র। সহকার্য্যন্তরবিধিঃ, পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতো বিধ্যাদিবৎ ॥

ভাষ্য। "তস্মাদ্ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেদ্বাল্যং চ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্ব্বিদ্যাথ মুনিরি”-ত্যত্র মননশীলে মৌনপদপ্রবৃত্তিসম্ভবেঽপি পক্ষেণ প্রকৃতমননশীলে প্রয়োগদর্শনাৎ পাণ্ডিত্যবাল্যয়োরপেক্ষয়া তৃতীয়ং সহকার্য্যান্তরং মৌনং বিধীয়তে, যজ্ঞাদিবৎ শমাদিবচ্চ।

ভাষ্যানুবাদ :—বৃহদারণ্যকোপনিষদে কহোলপ্রশ্নে উক্ত আছে “অতএব পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ বাল্যে (বালকবৎ সরলতাসম্পন্ন হইয়া) অবস্থিতি করিবেন; বাল্য এবং পাণ্ডিত্যলাভ হইলে মৌনী হইবেন” (বৃঃ ৩য় অঃ ৫ম ব্রা)। মননশীল অর্থে মৌন শব্দের প্রয়োগ হয়; এই স্থলে মননশীলতাই মৌন শব্দের অর্থ। পাণ্ডিত্য বাল্যের তুলনায় মৌনব্রতকে তৃতীয় সহকারী বিধিরূপেই উক্ত শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। যদিও পাণ্ডিত্য ও বাল্যসম্বন্ধে “তিষ্ঠাসেৎ” পদদ্বারা বিধি জ্ঞাপন করা হইয়াছে, “মুনি” শব্দ-সম্বন্ধে তদ্রূপ বিধি শ্রুতিবাক্যে স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হয় নাই, তথাপি পাণ্ডিত্য ও বাল্যের ন্যায় মননশীলত্বও ব্রহ্ম সাক্ষাৎকাররূপ সাধ্যবিষয়ে সহকারী সাধনান্তর। অতএব তাহার অপূর্ব্বত্বহেতু বিধিজ্ঞাপক বিভক্তি তৎসম্বন্ধে না থাকিলেও, তাহাও, বিধিস্বরূপেই শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন বুঝিতে হইবে; যেমন যজ্ঞদানাদি গার্হস্থ্যধর্ম্ম, শমদমাদি সর্ব্বাশ্রমধর্ম্ম, এবং পাণ্ডিত্য ও বাল্য বিধিস্বরূপে উপদিষ্ট, তদ্রূপ মৌনও বিধিস্বরূপে উপদিষ্ট বলিয়া বুঝিতে হইবে।

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ৪৭শ সূত্র। কৃৎস্নভাবাত্তু গৃহিণোপসংহারঃ ।।

ভাষ্য। “স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে, ন চ পুনরাবর্ত্ততে” ইতি গৃহিণোপসংহারঃ সর্ব্বাশ্রমধর্ম্মসদ্ভাবাৎ সর্ব্বধর্ম্মপ্রদর্শনার্থঃ।

ভাষ্যানুবাদ :- তিনি এইরূপ যাবজ্জীবন বিধানানুসারে যাপন করিয়া পরে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন, তথা হইতে পুনরাবর্ত্তিত হয়েন না” ছান্দোগ্যোপনিষদ্ (৮ম অঃ ১৫ খঃ) এইরূপ বাক্যদ্বারা গৃহস্থাশ্রমীর ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিবিষয় উল্লেখ করিয়া প্রস্তাব উপসংহার করিয়াছেন। গৃহস্থের পক্ষে গার্হস্থ্যাশ্রমবিহিত যজ্ঞদানাদি কর্ম্ম যেমন কর্ত্তব্য সন্ন্যাসাশ্রমবিহিত বিদ্যোপাসনাও তদ্রূপ কর্ত্তব্য; এই বিদ্যাবলেই পুনরাবর্ত্তনের নিবৃত্তি হয়, এবং ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। সুতরাং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৃহস্থের সম্বন্ধে যে ব্রহ্মপ্রাপ্তিও পুনরাবর্ত্তননিবৃত্তি শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্দ্বারাই সন্ন্যাস প্রভৃতি সর্ব্ববিধ আশ্রমীর পক্ষেও ব্রহ্ম প্রাপ্তি ও পুনরাবৃত্তি ব্যবস্থাপিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে, কেবল গৃহস্থাশ্রমীরই উক্ত ফললাভ হয়, এইরূপ বুঝিতে হইবে না।

৩য় পঃ ৪র্থ পাঃ ৪৮ সূত্র। মৌনবদিতেষামপ্যুপদেশাৎ॥

ভাষ্য। —তথৈব তস্মিন্ ব্যক্যেঽপি মৌনোপদেশঃ সর্ব্বধর্ম্ম-প্রদর্শনার্থঃ। মৌনোপদেশবৎ "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধা" ইত্যাদিনা সর্ব্বাশ্রম-ধর্ম্মোপদেশাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—এই প্রকার পূর্ব্বোক্ত "অথ মুনি" বাক্যে যে মৌনের উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য, আচার্য্যকুলবাসাদি আশ্রমান্তরেরও বিধান হইয়াছে বুঝিতে হইবে। মৌনোপদেশের ন্যায় "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" (ছাঃ ২য় অঃ ১৩ খঃ) ইত্যাদি বাক্যে সর্ব্ববিধ আশ্রমধর্ম্মের বিধানই শ্রুতি করিয়াছেন।

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ৪৯ শ সূত্র। অনবিষ্কুর্ব্বন্নন্বয়াৎ॥

ভাষ্য। পাণ্ডিত্য প্রযুক্ত স্বমাহাত্ম্যত্বেণাবিষ্কুর্ব্বন্ বাল্যেন নিরহঙ্কার-ভাবেন বর্ত্তেতি। অস্যৈবান্বয়সদ্ভাবাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—পূর্ব্বোক্ত "তস্মাদ্ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ" (বৃঃ ৩য় অঃ ৫ম ব্রা) ইত্যাদিবাক্যে যে বাল্যভাব ধারণ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে পাণ্ডিত্যলাভপ্রযুক্ত স্বীয় মহাত্ম্যাদি প্রকাশ না করিয়া, বালকের ন্যায় দম্ভাহঙ্কারশূন্য হইয়া ঋজুভাবে অবস্থান করিবেন; কারণ তাহাই বাক্যের সঙ্গতার্থ; জ্ঞানাভ্যাসের নিমিত্ত বালকের যথেচ্ছাচার উপযোগী নহে; অতএব উক্তবাক্যে বালকের যথেচ্ছাচারের প্রতি লক্ষ্য করা হয় নাই; তাহার অদাম্ভিকতা, সরলতা প্রভৃতি গুণের প্রতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ৫০ শ সূত্র। ঐহিকমপ্রস্তুতে প্রতিবন্ধে, তদ্দর্শনাৎ॥

ভাষ্য। অসতি প্রতিবন্ধে ঐহিকং বিদ্যাজন্ম, তস্মিন্ সত্যামুষ্মিকং "মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোঽথ লব্ধ্বাবিদ্যামি"-ত্যাদৌ তদ্দর্শনাৎ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্যানুবাদ :—প্রতিবন্ধ না থাকিলে এই জন্মেই বিদ্যা (ব্রহ্মজ্ঞান) লাভ করা যায়, প্রতিবন্ধ থাকিলে, পরজন্মে প্রতিবন্ধ দূর হইলে, লাভ হয়। কারণ "যমরাজকথিত বিদ্যালাভ করিয়া নচিকেতা যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও ব্রহ্মলাভ করিয়াছিলেন" ইত্যাদিবাক্যে (কঠ ৪র্থ বঃ) ও অপরাপর শ্রুতি এইরূপই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ৫১শ সূত্র। মুক্তিফলানিয়মস্তদবস্থাবধৃতেস্ত-বস্থাবধৃতে ঃ।

ভাষ্য। তথা মুক্তিফলানিয়মঃ "তস্য তাবদেব চিরম্" ইতি বচনাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :- তদ্রূপ মুক্তিরূপ ফল যে জন্মান্তেই লাভ হইবে, তাহারও নিয়ম নাই ; কারণ ছান্দোগ্যশ্রুতি (ছাঃ ৬ষ্ঠ অঃ ১৪ খঃ) বলিয়াছেন "কর্ম্ম-বন্ধন সম্পূর্ণ শেষ হইলে পর ব্রহ্মরূপ প্রাপ্ত হয়," (যেমন প্রতিবন্ধাভাবে এই জন্মেই বিদ্যালাভ হয়, প্রতিবন্ধক থাকিলে হয় না ; অতএব এই জন্মেই হইবে বলিয়া বিদ্যালাভবিষয়ে কোন নিশ্চিত নিয়ম নাই ; তদ্রূপ বিদ্যাপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে মুক্তিরূপ বিদ্যা ফললাভ বিষয়েও এই দেহান্তেই হইবার নিয়ম নাই ; কারণ কর্ম্মবন্ধন থাকিতে হইবে বলিয়া শ্রুতি অবধারণ করেন নাই, কর্ম্ম মুক্ত হইলে হয় বলিয়াছেন।

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে চতুর্থপাদঃ সমাপ্তঃ।

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ঃ সমাপ্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীব্রহ্মসূত্রম্—সানুবাদ নিম্বার্কভাষ্যসহিতম্

চতুর্থাধ্যায়ে প্রথমপাদঃ

৪র্থ অঃ ১ম পাঃ ১ম সূত্র। আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ ॥

ভাষ্য। অসকৃৎ সাধনাবৃত্তিঃ কর্ত্তব্যা "শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য" ইত্যাদিব্রহ্মদর্শনায়োপদেশাৎ।

ভাষ্যানুবাদ:—একবারমাত্র ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণের দ্বারা সিদ্ধমনোরথ হওয়া যায়না। পুনঃ পুনঃ অবিশ্রান্ত ব্রহ্মবিদ্যাসাধন করা কর্ত্তব্য; কারণ ব্রহ্মদর্শনের নিমিত্ত "শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসন করা প্রয়োজন" বলিয়া শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন। (বৃহদারণ্যক ৪র্থ অঃ ৫ব্রা) ॥

৪র্থ অঃ ১ম পাঃ ২য় সূত্র। লিঙ্গাচ্চ ॥

ভাষ্য। "অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়" ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ।

ভাষ্যানুবাদ:—"হে ধনঞ্জয়! তুমি পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারা আমাকে জানিতে ইচ্ছা কর" ইত্যাদিবাক্যে স্মৃতিও এইরূপই উপদেশ করিয়াছেন। (গীতা ১২ অঃ ৯ শ্লোক)।

৪র্থ অঃ ১ম পাঃ ৩য় সূত্র। আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ ॥

ভাষ্য। "এষ মে আত্মে"-তি পূর্ব্বে উপগচ্ছন্তি। "এষ তে আত্মে"-তি শিষ্যানুপদিশন্তি। অতো মুমুক্ষুণা পরমপুরুষঃ স্বস্যাত্মত্বেন ধ্যেয়ঃ।

ভাষ্যানুবাদ:—"পরমপুরুষ ব্রহ্ম আমার আত্মা" এইরূপ বুদ্ধিতে স্থিত হইবে এবং শিষ্যদিগকেও "ব্রহ্মই তোমার আত্মা" এইরূপ ধ্যান করিতে উপদেশ করিবে; শ্রুতি (বৃহদারণ্যক ৩য় অঃ ৩৭ব্রা ইত্যাদি।) এইরূপ উপদেশ করাতে মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে পরমপুরুষ পরমাত্মাই স্বীয় আত্মা, এইরূপ ধ্যান করা কর্ত্তব্য; অর্থাৎ আপনাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্নজ্ঞানে ব্রহ্মচিন্তা করা কর্ত্তব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪র্থ অঃ ১ম পাঃ ৪র্থ সূত্র। ন প্রতীকে ন হি সঃ ॥

ভাষ্য। প্রতীকে ত্বাত্মানুসন্ধানং ন কার্য্যং, ন স উপাসিতুরাত্মা।

ভাষ্যানুবাদ :—মন, আদিত্য, নাম ইত্যাদি প্রতীকে ব্রহ্মবুদ্ধি করিয়া ইহাদিগের উপাসনা করিবার বিধি শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু মুমুক্ষুর পক্ষে এই সকল প্রতীকে একাত্মবুদ্ধি করিয়া ধ্যান করা পূর্ব্বসূত্রোক্ত উপদেশের অভিপ্রায় নহে; কারণ এই সকল প্রতীক উপাসকের আত্মা নহে।

৪র্থ অঃ ১ম পাঃ ৫ম সূত্র। ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষ্যাৎ ॥

ভাষ্য। মনআদৌ ব্রহ্মদৃষ্টির্যুক্তৈব, নতু ব্রহ্মণি মনআদিদৃষ্টির্ব্রহ্মণ উৎকর্ষাৎ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—মনঃপ্রভৃতিকে ব্রহ্মরূপ দর্শন, যাহা উপাসনাপ্রকরণে উক্ত হইয়াছে, তাহা যুক্ত। পরন্তু ব্রহ্মকে মনঃপ্রভৃতিরূপে চিন্তা করা যুক্ত নহে, কারণ তিনি মনঃপ্রভৃতি প্রতীক হইতে উৎকৃষ্ট।

৪র্থ অঃ ১ম পাঃ ৬ষ্ঠ সূত্র। আদিত্যাদিমতয়শ্চাঙ্গ, উপপত্তেঃ ॥

ভাষ্য। "য এবাসৌ তপতি তমুদ্গীথমুপাসীতে"-ত্যাদ্যুপাসনেষূদ্গীথাদিষ্বাদিত্যাদিমতয়ঃ কর্ত্তব্যাঃ আদিত্যাদেরুৎকর্ষোপপত্তেঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—"যিনি এই তাপ প্রদান করিতেছেন (সূর্য্য), তিনিই উদগীথ, এই কল্পনায় উদগীথের উপাসনা করিবে" (ছান্দোগ্য ১ম অঃ ৩য় খণ্ড ১ম) ইত্যাদিশ্রুতিবাক্যোক্ত উদগীথোপাসনায় যজ্ঞাঙ্গপ্রণবাদিতে আদিত্যাদিবুদ্ধি স্থাপন করিয়া উপাসনার ব্যবস্থাই করা হইয়াছে; আদিত্যাদিতে প্রণবাদি যজ্ঞাঙ্গ কল্পনায় উপাসনা করা বিধেয় নহে; কারণ আদিত্যাদি প্রণব হইতে উৎকৃষ্ট; প্রণবাদিকে আদিত্যাদিদৃষ্টি দ্বারা সংস্কৃত করিলে কর্ম্মসকল বিশিষ্ট ফলপ্রদ হয়। (অর্থাৎ ব্রহ্ম মনঃপ্রভৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ; সুতরাং তাঁহাকে মনঃপ্রভৃতি রূপে দৃষ্টি না করিয়া মনঃপ্রভৃতিকে ব্রহ্মরূপে দৃষ্টি করিলে, মনঃপ্রভৃতি বিশুদ্ধ হয়। তদ্রূপ আদিত্যাদিকর্ম্মাঙ্গ উদগীথাদি হইতে শ্রেষ্ঠ; অতএব ঐ উদ্গীথদিগকেই আদিত্যাদিরূপে ভাবনা দ্বারা সংস্কৃত করিতে হয়; আদিত্যাদিকে উদ্গীথরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবনা করিবেনা ; এইরূপআপনাকে সাধক ব্রহ্মাত্মক বলিয়া ভাবনা করিবেন, ব্রহ্মকে জীবরূপে ভাবনা করিবেন না, বুঝিতে হইবে।)

৪র্থ অঃ ১ম পাঃ ৭ম সূত্র। আসীনঃ সম্ভবাৎ ॥

ভাষ্য। আসীন এবোপাসনমনুতিষ্ঠেৎ তস্যৈব তৎসম্ভবাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—উপবিষ্ট হইয়া উপাসনা করিবে, কারণ উপবেশন করিয়া উপাসনা করিলেই, তাহা সম্যক্ সিদ্ধ হয় (শয়নে আলস্য ও নিদ্রার সম্ভব হয় ; গমনশীল প্রভৃতি অবস্থায় শরীরধারণাদিবিষয়ক প্রযত্নহেতু বিক্ষেপের সম্ভব হয়)।

৪র্থ অঃ ১ম পাঃ ৮ম সূত্র। ধ্যানাচ্চ ॥

ভাষ্য। উপাসনস্য ধ্যানরূপত্বাদাসীন এব তদনুতিষ্ঠেৎ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—ধ্যানের দ্বারাই উপাসনা করিতে হয়, সুতরাং আসীন হইয়া উপাসনা করিবে ; কারণ আসীন না হইলে ধ্যান সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত হয় না।

৪র্থ অঃ ১ম পাঃ ৯ম সূত্র। অচলত্বং চাপেক্ষ্য।

ভাষ্য। "ধ্যায়তীব পৃথিবী"-ত্যত্রাচলত্বমপেক্ষ্য ধ্যায়তিপ্রয়োগো বর্ত্ততে। অত আসীন এবোপাসনমনুতিষ্ঠেৎ :

ভাষ্যানুবাদ :—পৃথিবীর অচলত্বকে লক্ষ্য করিয়াই "পৃথিবী যেন ধ্যান করিতেছে" (ছাঃ ৭ম অঃ ৬খঃ) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ধ্যানশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। আসীন হইয়া ধ্যানপরায়ণ হইলেই, এই অচলত্ব লাভ করা যায়। অতএব আসীন হইয়াই ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত হইবে।

৪র্থ অঃ ১ম পাঃ ১০ম সূত্র। স্মরন্তি চ ॥

ভাষ্য। 'শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য' ইত্যাদি স্মরন্তি চ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—স্মৃতিও তদ্রূপ উপদেশ করিয়াছেন ; যথা "পবিত্রস্থানে আসন স্থাপন করিয়া" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাবাক্যে এইরূপ উপদেশ করা হইয়াছে। (গীতা ৬ষ্ঠ অঃ ১১ শ্লোক)।

৪র্থ অং ১ম পাঃ ১১শ সূত্র। যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ।

ভাষ্য। যত্র চিত্তৈকাগ্র্যং তত্রোপাসীত, তদতিরিক্তদেশাদিবিশেষাশ্রবণাৎ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্যানুবাদ :—যেখানে যে সময়ে একাগ্রতা জন্মে, সেই খানেই উপাসনা করিবে; কারণ তৎসম্বন্ধে কোন বিশেষ দেশকালাদির নিয়ম শ্রুতি উপদেশ করেন নাই; চিত্তের একাগ্রতাই উপাসনার নিমিত্ত প্রয়োজন; তাহা যে স্থানে যে স্থানে যে কালে যাহার উপস্থিত হয়, তাহাই সেই উপাসকের পক্ষে উপাদেয়।

৪র্থ অঃ ১ম পাঃ ১২শ সূত্র। আপ্রয়াণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টম্ ॥

ভাষ্য। উপাসনমাপ্রয়াণাৎ কার্য্যম্। যত্রস্তত্রাপি "স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষমি" ত্যাদৌ তদ্দৃষ্টম্।

ভাষ্যানুবাদ :–মৃত্যুকালপর্য্যন্ত আজীবন উপাসনা কার্য্য করিবে। কারণ তৎসম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন "তিনি এইরূপে আজীবন অবস্থান করিয়া পরে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন"। (ছাঃ ৮ম অঃ ১৫ খঃ)।

৪র্থ অঃ ১ম পাঃ ১৩শ সূত্র। তদধিগমে,উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ ॥

ভাষ্য। বিদুষ উত্তরপূর্ব্বয়োরঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ ভবতঃ। কুতঃ? "এবংবিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে", "অস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে" ইতি ব্যপদেশাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—(পূর্ব্বোক্ত সূত্রসকলে উপাসনার প্রণালীর সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনুক্ত প্রয়োজনীয় বিষয়সকল ব্যাখ্যা করিয়া, এক্ষণে বিশেষরূপে বিদ্যার ফল বর্ণনা করিতে সূত্রকার প্রবৃত্ত হইতেছেন) :—

ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষের পূর্ব্বকৃত পাপসকল বিনষ্ট হয়, এবং পরে কৃত পাপসকলও তাঁহাকে লিপ্ত করিতে পারে না। কারণ শ্রুতি (ছাঃ ৪র্থ অঃ ১৪ খঃ) তৎসম্বন্ধে স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যে "এইরূপ জ্ঞানী পুরুষকে পাপকর্ম্ম লিপ্ত করেনা; "তদ্ যথা পুষ্করপলাশে আপো ন শ্লিষ্যন্তে" "যেমন জল পদ্মপত্রে লিপ্ত হয়না, তদ্বৎ" ইত্যাদি, এবং (ছাঃ ৫ম অঃ ২৪ খঃ) "যেমন তুলারাশি অগ্নিসংযোগে দগ্ধ হয়, তদ্রূপ বিদ্বান্ পুরুষের সমস্ত পাতকরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়" ইত্যাদি।

৪র্থ অঃ ১ম পাঃ ১৪শ সূত্র। ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেষঃ, পাতে তু ॥

ভাষ্য। পুণ্যস্য কাম্যকর্ম্মণোঽপি অঘবন্মুক্তিবিরোধিত্বাদুত্তরস্যাশ্লেষঃ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বস্য বিনাশঃ এব। উত্তরপূর্ব্বয়োরশ্লেষবিনাশানন্তরং দেহপাতে সতি মুক্তিরেব।

ভাষ্যানুবাদ :- পাপের ন্যায় পুণ্যও মুক্তির বিরোধী; সুতরাং জ্ঞানী পুরুষের পূর্ব্বকৃত পুণ্যেরও বিনাশ হয়, এবং পরে কৃত পুণ্যকর্ম্মের সহিত তাঁহার অশ্লেষ (অলিপ্ততা) ঘটে। পূর্ব্বে ও পরে কৃত পুণ্যের বিনাশ ও অশ্লেষ হইয়া, দেহপাতে তাঁহার পাপও পুণ্য উভয়বিধ কর্ম্ম বিলুপ্ত হয়; এবং তিনি সম্যক্ মুক্তপদবী লাভ করেন।

৪র্থ অঃ ১ম পাঃ ১৫শ সূত্র। অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ॥

ভাষ্য। বিদ্যাপ্রাপ্তৌ পূর্ব্বে পাপপুণ্যেঽপ্রবৃত্তফলে এব ক্ষীয়েতে; কুতঃ? "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষে অথ সম্পৎস্যে" ইতি শরীরপাতাবধিশ্রবণাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হইলে পূর্ব্বকৃত পাপ ও পুণ্যের বিনাশ হয় বলিয়া যে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা সমস্ত পাপপুণ্যসম্বন্ধে নহে, যে কর্ম্ম ফলদান করিতে আরম্ভ করে নাই (অর্থাৎ ইহজন্মকৃত সঞ্চিত কর্ম্ম এবং অপরাপর-জন্মসঞ্চিত কর্ম্ম যাহা ইহজন্মে ফলোন্মুখী হয় নাই), তৎসম্বন্ধে এই উক্তি বুঝিতে হইবে।কারণ যে কর্ম্ম ফলদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা ব্রহ্মজ্ঞান লাভেও ক্ষয় হয়না বলিয়া ছান্দোগ্যশ্রুতি বলিয়াছেন; যথা—"তাঁহার (ব্রহ্মজ্ঞানীর) তাবৎকাল বিলম্ব যাবৎকাল দেহ থাকে; দেহান্তে তিনি ব্রহ্মরূপতা লাভ করেন" ইত্যাদি, (ছাঃ ৬ষ্ঠ অঃ ১৪খঃ) এই সকল বাক্যে শরীর পতনের অপেক্ষা থাকা শ্রুতিই স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন।

৪র্থ অঃ ১ম পাঃ ১৬শ সূত্র। অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্য্যায়ৈবতদ্দর্শনাৎ॥

ভাষ্য। বিদ্যয়াঽগ্নিহোত্রদানতপআদীনাং স্বাশ্রমকর্ম্মণাং নিবৃত্তিশঙ্কা নাস্তি, বিদ্যাপোষকত্বাদনুষ্ঠেয়ান্যেব। যজ্ঞাদিশ্রুতৌ তেষাং বিদ্যোৎপাদকত্বং দর্শনাৎ॥

ভাষ্যানুবাদ :—ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে অগ্নিহোত্র, দান, তপঃ প্রভৃতি আশ্রমবিহিত-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মের নিবৃত্তির আশঙ্কা নাই, অর্থাৎ তাহা পরিত্যাজ্য নহে ; কারণ এই সকল কর্ম্মের দ্বারা বিদ্যার পোষণ হয়, অতএব এই সকল কর্ম্ম সর্ব্বদাই অনুষ্ঠেয়। পূর্ব্বে উদ্ধৃত "যজ্ঞেন দানেন তপসা" (বৃঃ ৪র্থ অঃ ৪ ব্রা) ইত্যাদি শ্রুতিতে এই সকল কর্ম্মের বিদ্যোৎপাদকত্ব উল্লেখ আছে ; অতএব এই সকল কর্ম্ম বিদ্যাবিরোধী নহে। কাম্যকর্ম্মেরই বিনাশ ও পরিত্যাজ্যত্ব সিদ্ধ আছে।

৪র্থ অঃ ১ম পাঃ ১৭শ সূত্র। অতোঽন্যাপি হ্যেকেষামুভয়োঃ ॥

ভাষ্য। অস্মাৎ প্রাপ্তবিষয়াৎ কর্ম্মণো বিদ্যোৎপাদকাদিরূপাদন্যাপ্যলব্ধ-বিষয়াকৃত্যাঽস্তি। তদ্বিষয়মেকেষাং "সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং, দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যামি"—ত্যুভয়োঃ পুণ্যপাপয়োর্বিভাগবচনম্।

ভাষ্যানুবাদ :—প্রাপ্তবিষয় কর্ম্ম (ফলোৎপাদনে প্রবৃত্ত কর্ম্ম) এবং অগ্নিহোত্রাদি বিদ্যোৎপাদক কর্ম্ম ব্যতীত অপর অপ্রাপ্তবিষয় কর্ম্মও জীবন্মুক্ত পুরুষের অবশ্য থাকে ; (বিদ্যোৎপত্তির পরে জীবিতকালে কৃতকর্ম্ম সমস্তই অপ্রাপ্তবিষয় কর্ম্ম)। তৎসম্বন্ধে কোন কোন শাখীরা বলেন যে "মুক্তপুরুষের দেহান্তে তাঁহার পুণ্যকর্ম্মের ফল সুহৃদ্‌গণ এবং পাপকর্ম্মের ফল শত্রুগণ প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদিবাক্য শ্রুতি ঐ সকল পাপ ও পুণ্যের এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, ইহাদের ফল মুক্তপুরুষ-কর্ত্তৃক ভুক্ত না হইলেও অপর কর্ত্তৃক বিভাগক্রমে ভুক্ত হয়।

৪র্থ অঃ ১ম পাঃ ১৮শ সূত্র। যদেব বিদ্যয়েতি হি ॥

ভাষ্য। কর্ম্মণঃ প্রবলত্বতুর্ব্বলত্বসূচনার্থমিদমুচ্যতে "যদেব বিদ্যয়া" ইতি হি।

ভাষ্যানুবাদ :—ছান্দোগ্য উপনিষদে (১ম অঃ ১ম খঃ) উক্ত হইয়াছে যে "যাহা বিদ্যা, শ্রদ্ধা ও উপনিষদের সহিত কৃত হয়, তাহা অধিকতর শক্তিশালী হয়" ; এই বাক্যের অর্থ এইরূপ নহে যে, বিদ্যাবিরহিত যাগাদি অকর্ত্তব্য ; এবং বিদ্যাযুক্ত যাগাদিই কর্ত্তব্য। বাস্তবিক আশ্রমবিহিত সমস্ত কর্ম্মই জ্ঞানী পুরুষেরও কর্ত্তব্য। বিদ্যাযুক্ত যাগাদির শ্রেষ্ঠত্ব এবং বিদ্যাবিরহিত যাগাদির অশ্রেষ্ঠত্ব মাত্র উক্ত শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন ; এই শ্রেষ্ঠত্ব, অশ্রেষ্ঠত্ব (প্রবলত্ব, দুর্ব্বলত্ব) প্রদর্শন করা মাত্র ঐ ছান্দোগ্যবাক্যের অভিপ্রায় ; বিদ্যাবিরহিত যাগাদিকর্ম্ম নিষেধ করা ঐ শ্রুতির অভিপ্রেত নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪র্থ অঃ ১ম পাঃ ১৯শ সূত্র। ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বাঽথ সম্পদ্যতে॥

ভাষ্য। বিদ্বানারব্ধকার্য্যে তু সুকৃতদুষ্কৃতে ভোগেন ক্ষপয়িত্বা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে।

ভাষ্যানুবাদ :—আরব্ধবিষয় যে পাপ ও পুণ্য-কার্য্য, তাহা ভোগের দ্বারা ক্ষয় করিয়া, জ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মরূপতা লাভ করেন।

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে প্রথমপাদঃ সমাপ্তঃ।

চতুর্থাধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদঃ

৪র্থ অঃ ২য় পাঃ ১ম সূত্র। বাঙ্‌মনসি দর্শনাৎ শব্দাচ্চ॥

ভাষ্য। "বাঙ্‌মনসি সম্পদ্যতে" ইতি বাগিন্দ্রিয়স্য মনসি সংযোগরূপা সম্পত্তিরুচ্যতে, বাগিন্দ্রিয়ে উপরতেঽপি, মনঃপ্রবৃত্তিদর্শনাৎ, "বাঙ্‌মনসি সম্পদ্যতে" ইতি শব্দাচ্চ।

ভাষ্যানুবাদ : –শ্রুতি বলিয়াছেন "প্রয়াণকালে মৃত পুরুষের বাগিন্দ্রিয় মনের সহিত সমতাপ্রাপ্ত হয়"। (ছান্দোগ্য ৬ অঃ ১৫ খঃ)। এতদ্দ্বারা জানা যায় যে, জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহত্যাগকালে তাঁহার বাগিন্দ্রিয় মনের সহিত সংযোগরূপ-"সম্পত্তি" লাভ করে, (অর্থাৎ মনের সহিত বাগিন্দ্রিয়-যুক্ত হইয়া একত্ব লাভ করে, ইহার পৃথক স্ফুরণ থাকেনা), কারণ বাগিন্দ্রিয় উপরত হইলেও (মৃত্যুকালে পুরুষের বাক্‌রোধ হইলেও), মনের প্রবৃত্তির রোধ না হওয়া দৃষ্ট হয় ; এবং পূর্ব্বোক্ত 'বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে" (বাক্য মনের সহিত সমতাপ্রাপ্ত হয়) এই শ্রুতিবাক্যেও তাহা প্রমাণিত হয়।

৪র্থ অঃ ২য় পাঃ ২য় সূত্র। অতএব সর্ব্বাণ্যনু॥

ভাষ্য। বাচমনু সর্ব্বাণ্যপীন্দ্রিয়াণি মনসি সম্পদ্যন্তে, তথাদর্শনাৎ, "ইন্দ্রিয়ৈর্মনসি সম্পদ্যমানৈরি"-তি শব্দাচ্চ।

ভাষ্যানুবাদ :—বাগিন্দ্রিয় মনের সহিত সমতাপ্রাপ্ত হইলে, তৎপশ্চাৎ অপরাপর ইন্দ্রিয়সকলও মনের সহিত সমতাপ্রাপ্ত হয় ; কারণ মৃত্যুকালে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথমেই বাক্ রুদ্ধ হওয়া এবং পরে অপরাপর ইন্দ্রিয় উপরত হওয়া প্রত্যক্ষীভূত হয় ; শ্রুতিও বলিয়াছেন "ইন্দ্রিয়সকল মনের সহিত সমতালাভ করে"।

৪র্থ অঃ ২য় পাঃ ৩য় সূত্র। তন্মনঃ প্রাণ উত্তরাৎ ॥

ভাষ্য। তচ্চ প্রাণেন সংযুজ্যতে। "মনঃ প্রাণে" ইত্যুত্তরাচ্ছব্দাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—সর্ব্বেন্দ্রিয়সংযুক্ত মন প্রাণের সহিত সংযুক্ত হয় ; কারণ শ্রুতি উক্ত বাক্যের পরই বলিয়াছেন "মন প্রাণে সমতা লাভ করে"।

৪র্থ অঃ ২য় পাঃ ৪র্থ সূত্র। সোঽধ্যক্ষে তদুপগমাদিভ্যঃ ॥

ভাষ্য। প্রাণো জীবেন সংযুজ্যতে। কুতঃ? "এবমেবেমমাত্মানমন্তকালে সর্ব্বে প্রাণা অভিসমায়ন্তি", "তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি", কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠিতঃ স্যামি"-তি তদুপগমাদিবোধকবাক্যেভ্যোঃ জীবসংযুক্তস্য প্রাণস্য তেজসি সম্পত্তিরিতি ফলিতোঽর্থঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—মনঃসংযুক্ত প্রাণ জীবের সহিত সংযুক্ত হয় ; কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন "অন্তকাল উপস্থিত হইলে প্রাণসকল জীবের অভিমুখে সমাগত হয়" (বৃঃ ৪ অঃ ৩ব্রা)। "জীব উৎক্রান্ত হইলে মুখ্যপ্রাণও তৎসহ উৎক্রান্ত হয়" (বৃঃ ৪ অঃ ৪ ব্রা)। "আর কাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে"। এই সকল বাক্যে জীবের সহিত প্রাণের উৎক্রমণ, অনুগমন ও অবস্থান উক্ত হইয়াছে। "প্রাণস্তেজসি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে (ছাঃ ৬ অঃ ১৫ খ) প্রাণের তেজে লয়ও উক্ত হইয়াছে। অতএব জীবে সংযুক্ত হইয়া প্রাণের তেজোরূপতাপ্রাপ্তি হয়, ইহাই সূত্রের ফলিতার্থ বুঝিতে হইবে।

৪র্থ অঃ ২য় পাঃ ৫ম সূত্র। ভূতেষু তচ্ছ্রুতেঃ ॥

ভাষ্য। সা চ জীবসংযুক্তস্য তস্য তেজঃসহিতেষু ভূতেষু ভবতি "পৃথ্বীময়ঃ আপোময়ো বায়ুময়ঃ আকাশময়স্তেজোময়ঃ" ইতি সঞ্চরতো জীবস্য সর্ব্বভূতময়ত্বশ্রবণাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—জীবসংযুক্ত প্রাণের অপরাপর ভূতসমন্বিত তেজঃপ্রধানরূপতাপ্রাপ্তি হয় ; কারণ "এই পুরুষ পৃথিবীময়, অপোময়, বায়ুময়, আকাশময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও তেজোময় হয়", ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে উৎক্রমণকারী জীবের সর্ব্বভূতময়ত্ব উক্ত হইয়াছে (বৃ অঃ ৪ ব্রা ৫ ম)।

৪র্থ অঃ ২য় পাঃ ৬ষ্ঠ সূত্র। নৈকস্মিন্ দর্শয়তো হি ॥

ভাষ্য। একস্মিংস্তু সা ন সম্ভবতি "তাসাং ত্রিবৃত্তমেকৈকাং করবাণি", "নানাবীর্য্যাঃ পৃথগ্ভূতাস্ততস্তে সংহতিং বিনা। নাশক্নুবন্ প্রজাঃ স্রষ্টুমসমাগম্য কৃৎস্নশঃ" ইতি শ্রুতিস্মৃতী একৈকস্য কার্য্যাক্ষমত্বং দর্শয়তঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—কেবল এক তেজোরূপতাপ্রাপ্তি হয়না; কারণ শ্রুতি ও স্মৃতি এক এক ভূতের পৃথক্‌রূপে কার্য্যাক্ষমত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রুতি, যথা "সেই তিন দেবতার (তেজঃ প্রভৃতির) এক একটিতে ত্রিবৃত করিয়াছেন" (ছাঃ ৬ অঃ ৩খ) (অর্থাৎ এক একটিতে প্রধান করিয়া, অপর দুইটিকে তৎসহ সম্মিলিত করিয়া, জাগতিক প্রত্যেক বস্তু রচনা করা হইয়াছে। এই স্থলে ত্রিবৃতকরণশব্দ পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণ অর্থবোধক; পঞ্চমহাভূত পরস্পর হইতে পৃথক্‌রূপে অবস্থান করেনা, মিলিতভাবে সর্ব্বত্র অবস্থান করে; ইহাই শ্রুতিবাক্যের ফলিতার্থ)। স্মৃতি, যথা,—"বিভিন্নশক্তিযুক্ত ভূতসকল মিলিত না হইয়া, পথক্ পথক্ হইয়া, সৃষ্টিকার্য্য করিতে সমর্থ হয় নাই" ইত্যাদি।

৪র্থ অঃ ২য় পাঃ ৭ম সূত্র। সমানা চাসৃত্যুপক্রমাদমৃতত্বঞ্চানুপোষ্য ॥

ভাষ্য। "শতং চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিশ্বগণ্যা উৎক্রমণে ভবন্তী"-তি নাড়ীবিশেষেণ বিদুষোঽপ্যুৎক্রম্য গতিঃ শ্রূয়তে। এবং সতি বিদুষো নাড়ীপ্রবেশলক্ষণ-গত্যুপক্রমাৎ প্রাগুৎক্রান্তিঃ সমানৈব। যত্তু "যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতী"-তি বিদুষ ইহৈবামৃতত্বং শ্রূয়তে। তদ্দেন্দ্রিয়াদি—সম্বন্ধমদগ্ধ্বৈবোত্তর-পূর্ব্বাঘাশ্লেষবিনাশলক্ষণ-মুপপদ্যতে।

ভাষ্যানুবাদ :—হৃৎপুণ্ডরীকে একশত সংখ্যক নাড়ী আছে, তন্মধ্যে একটি মস্তকের দিকে গমন করিয়াছে, সেই নাড়ী দ্বারা উপক্রমণকালে উর্দ্ধদিকে গমন করিয়া, ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয় এবং অমৃতত্ব লাভ করে" (কঠ ২ অঃ ৩ব, ছাঃ ৮ অঃ ৬খ) ইত্যাদিবাক্যে শ্রুতি ব্রহ্মজ্ঞানীর নাড়ীবিশেষের দ্বারা গতি বর্ণনা করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতএব নাড়ীপ্রবেশলক্ষণ-গতিপ্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জ্ঞানী পুরুষ এবং অজ্ঞানী পুরুষের গতিপ্রণালী, যাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রে উক্ত হইয়াছে (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির মুখ্যপ্রাণে লয়, তৎপর মুখ্যপ্রাণের তেজঃপ্রধান ভূতগ্রামে লয়), তাহা সমানই। কারণ "যখন সর্ব্ববিধ হৃদিস্থিত কাম হইতে মুক্ত হয়, তখন মর্ত্ত্য ব্যক্তিও অমৃতত্ব লাভ করে" ইত্যাদিশ্রুতবাক্যে (কঠ ২ অঃ ৩ব) যে ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষের জীবিতকালেই অমৃতত্বলাভ হওয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহা তৎকালে ইন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধ দগ্ধ না হইয়াই হয়; ইহার লক্ষণ পূর্ব্বকৃত পাপপুণ্যের বিনাশ, এবং উত্তরকালকৃত পাপপুণ্যের সহিত অলিপ্ততা। অতএব দেহান্তকাল উপস্থিত হইলে জীবন্মুক্তপুরুষদিগেরও ইন্দ্রিয়াদিসংযুক্ত হইয়াই উৎক্রান্তি (দেহ হইতে গমন) উপপন্ন হয়। (তাহাতে কোন দোষের আশঙ্কা নাই)।

৪র্থ অঃ ২য় পাঃ ৮ম সূত্র। তদাপীতেঃ সংসারব্যপদেশাৎ ॥

ভাষ্য। তদমৃতত্বং দেহসম্বন্ধমদগ্ধ্বৈব বোধ্যম্। কুতঃ? "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে" ইতি আ বিমুক্তেঃ সংসারব্যপদেশাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে যে, দেহসম্বন্ধ দগ্ধ না হইয়াই অমৃতত্ব লাভ হয়, তৎসম্বন্ধে শ্রুতিই "তস্য তাবদেব চিরং" (ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষের ততকালই বিলম্ব যতকাল তাঁহার প্রারব্ধকর্ম্মভোগ হইতে মুক্তি না হয়; দেহান্তে তিনি ব্রহ্মস্বারূপ্য লাভ করেন) ইত্যাদি বাক্যে (ছাঃ ৬ অঃ ১৪ খ) উপদেশ করিয়াছেন। উক্ত শ্রুতিবাক্যে জানা যায় যে, দেহ হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্তিলাভ না করা পর্য্যন্ত, জ্ঞানীপুরুষেরও অপর জীবের ন্যায় সাংসারিক কার্য্য থাকে।

৪র্থ অঃ ২য় পাঃ ৯ম সূত্র। সূক্ষ্মং, প্রমাণতশ্চ তথোপলব্ধেঃ ॥

ভাষ্য। সূক্ষ্মং শরীরমনুবর্ত্ততে "বিতুষস্তং প্রতিব্রূয়াৎ, সত্যং ব্রূয়াৎ" ইতি প্রমাণতস্তদ্ভাবোপলব্ধেঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—স্থূলদেহ বিনষ্ট হইবার পর জ্ঞানী পুরুষের সূক্ষ্মশরীর থাকে; কারণ শ্রুতিপ্রমাণের দ্বারা তাহাই বোধগম্য হয়। যথা, শ্রুতি দেবযানপথে (অর্চ্চিরাদিপথে) গমনকারী জ্ঞানী পুরুষ এবং চন্দ্রমার কথোপকথন বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সূক্ষ্মশরীর না থাকিলে সম্ভব হইতে পারেনা। সংবাদবোধক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রুতিবাক্য যথা, "বিদুষন্তং প্রতিব্রূয়াৎ" (বিদ্বান্ পুরুষ চন্দ্রমাকে প্রত্যুত্তর করেন) ইত্যাদি। (কৌ ২ অঃ)

৪র্থ অঃ ২য় পাঃ ১০ম সূত্র। নোপমর্দ্দেনাতঃ ॥

ভাষ্য। অতঃ "অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি" ইতি ন দেহ-সম্বন্ধোপমর্দ্দেনামৃতত্বং বদতি।

ভাষ্যানুবাদ :—"অনন্তর মর্ত্ত্যজীব অমৃতত্ব লাভ করে" (কঠ, ২অঃ ৩ ব) এই শ্রুতিবাক্য দেহসম্বন্ধ বিনষ্ট হইবার পর অমৃতত্বলাভ হইবার বিষয় বলেন নাই, (পরন্তু দেহ থাকিতেই অমৃতত্বলাভের বিষয় উপদেশ করিয়াছেন)।

৪র্থ অঃ ২য় পাঃ ১১শ সূত্র। অস্যৈব চোপপত্তেরূষ্মা।

ভাষ্য। স্থূলদেহে সূক্ষ্মদেহস্যৈব ধর্ম্মভূতঃ উষ্মোপলভ্যতে। তস্মিন্নসতি তদনুপলব্ধেরিত্যুপপত্তেঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—সূক্ষ্মশরীরেরই ধর্ম্মভূত উষ্মা (উত্তাপ) স্থূলদেহে দৃষ্ট হয়; কারণ সূক্ষ্ম শরীর নিষ্ক্রান্ত হইলে স্থূলদেহে উষ্মা দৃষ্ট হয় না ; ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, স্থূল দেহের উত্তাপ নিজের নহে, তাহা সূক্ষ্মদেহের।

৪র্থ অঃ ২য় পাঃ ১২শ সূত্র। প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ স্পষ্টো হ্যেকেষাম্ ॥

ভাষ্য। "অথাকামযমানো যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকামো আত্মকামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতী" তি বিপ্রতিষেধাদ্বিদুষ উৎক্রান্তিরনুপপন্নেতি চেন্নায়ং বিরোধঃ, যতোঽয়ং প্রাণানামুৎক্রান্তি-প্রতিষেধাদ্বিদুষঃ প্রকৃতাচ্ছারীরা—"তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তী"-তি স্পষ্ট একেষাং পাঠে। তস্মাদেব তেষামুৎক্রান্তিপ্রতিষেধঃ শ্রূয়তে।

ভাষ্যানুবাদ :—"পরন্তু যিনি কামনা করেন না ; অতএব কামনা রহিত, নিষ্কাম, আপ্তকাম এবং আত্মকাম, তাঁহার প্রাণ সকল (ইন্দ্রিয় সকল) উৎক্রান্ত হয় না, ব্রহ্মভাবলাভ করিয়া, তিনি ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়েন" বৃহদারণ্যকের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে যে এই ৬ষ্ঠ বাক্য উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে প্রাণের উৎক্রান্তি নিষিদ্ধ হওয়াতে, বিদ্বান পুরুষের দেহ হইতে প্রাণ সকলের উৎক্রান্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হয়না ; এইরূপ আপত্তি হইলে তদুত্তরে বলিতেছি যে, উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের সহিত পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রোল্লিখিত মীমাংসার কোন বিরোধ নাই। কারণ বৃহদারণ্যকোক্ত পূর্ব্বকথিত শ্রুতিবাক্যে শারীর বিদ্বান্‌পুরুষ হইতে ইন্দ্রিয় সকলের উৎক্রান্তির প্রতিষেধ হইয়াছে, শরীর হইতে উৎক্রান্তির প্রতিষেধ হয় নাই ; মাধ্যন্দিনশাখায় উক্ত শ্রুতির পাঠে "তস্য প্রাণা" স্থলে "তস্মাৎ প্রাণা" এইরূপে পাঠ থাকাতে ইহা স্পষ্টরূপেই প্রমাণিত হয়। (উক্ত শ্রুতি এই, :—"যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামো ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তি") অতএব বিদ্বান পুরুষের প্রাণ (ইন্দ্রিয়) সকল তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায় না, তৎসহ তাহারাও ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়, ইহাই প্রথমোক্ত শ্রুতি ও উপদেশ করিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে হইবে।

৪র্থ অঃ ২য় পাঃ ১৩শ সূত্র। স্মর্য্যতে চ ॥

ভাষ্য। "সন্নিরুদ্ধস্তু তেনাত্মা সর্ব্বেষ্বায়তনেষু বৈ। জগাম ভিত্ত্বা মূর্দ্ধানং দিবমভ্যুৎপপাত হ ॥ ইতি বিদুষ উৎক্রান্তিঃ স্মর্য্যতে।

ভাষ্যানুবাদ :—মহাভারতে উক্ত আছে যে, "তিনি দেহ পরিহার করিয়া মস্তক ভেদ করিয়া আকাশে উৎপতিত হইলেন", এতদ্দ্বারা বিদ্বান্ পুরুষেরও যে উৎক্রান্তি আছে তাহা স্মৃতিও প্রমাণিত করিয়াছেন।

৪র্থ অঃ ২য় পাঃ ১৪শ সূত্র। তানি পরে তথাহ্যাহ ॥

ভাষ্য। তেজঃপ্রভৃতিভূতসূক্ষ্মাণি পরস্মিন্ সম্পদ্যন্তে। তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্" ইত্যাহ শ্রুতিঃ।

ভাষ্যানুবাদ:—তেজঃ প্রভৃতি ভূতসূক্ষ্মসকলও পরব্রহ্মরূপতা লাভ করে। "তেজঃ পরমাত্মায় সমতাপ্রাপ্ত হয়" ইহাই শ্রুতি বলিয়াছেন।

৪র্থ অঃ ২য় পাঃ ১৫শ সূত্র। অবিভাগো বচনাৎ ॥

ভাষ্য। তেষাং বাগাদিভূতসূক্ষ্মাণাং পরেঽবিভাগস্তাদাত্ম্যাপত্তিঃ, "ভিদ্যতে চাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে" ইতি বচনাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শ কলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি", (প্রঃ ৬, ৫ম) অর্থাৎ (নদীসকল যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে) সেইরূপ এই ব্রহ্মদর্শী পুরুষের ষোলকলা (একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূত-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূক্ষ্ম) পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া অন্তগত হয়, ইত্যাদি বাক্যে প্রথমতঃ কলা-সকলের ব্রহ্মরূপতাপ্রাপ্তি বর্ণনা করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন "ভিদ্যতে চাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে" (প্রঃ ৬,৫) (সেই কলা সকলের নাম ও রূপ মিটিয়া যায়, তখন তাহাদিগকে পুরুষ এই মাত্র বলা যায়)

৪র্থ অঃ ২য় পাঃ ১৬শ সূত্র। তদোকোঽগ্রজ্বলনং, তৎপ্রকাশিতদ্বারো বিদ্যাসামর্থ্যাত্তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চ হার্দ্দানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া ॥

ভাষ্য। "শতং চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যঃ, তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি" ইতি শ্রুত্যুক্তা নাড়ী বর্ত্ততে। বিদ্যাসামর্থ্যাত্ত-চ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চ প্রসন্নেন বেদ্যেনানুগৃহীতো যদা ভবতি, ততস্তস্যোকো হৃদয়মগ্রজ্বলনং ভবতি, তদা পরমেশ্বরপ্রকাশিতদ্বারস্তাং বিদিত্বা বিদ্বান্ তয়া নিষ্ক্রামতি।

ভাষ্যানুবাদ :—"হৃদয়প্রদেশে ১০১ নাড়ী আছে, তন্মধ্যে একটি নাড়ী হৃদয় হইতে মূর্দ্ধার অভিমুখে গিয়াছে, এই নাড়ী দ্বারা উর্দ্ধদিকে গমন করিয়া ব্রহ্মবিৎ পুরুষ অমৃতত্ব লাভ করেন," এইরূপে (কঠ ২ অঃ ৩ব) (ছাঃ ৮ অঃ ৬ খ) শ্রুতি এক নাড়ী থাকা বলিয়াছেন, তাহা আছে। নিজ বিদ্যাপ্রভাবে এবং নিজের শেষগতিস্বরূপ পরমাত্মার সর্ব্বদা স্মরণহেতু প্রসন্ন শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তমের অনুগ্রহে সেই নাড়ীর মূলস্থান (ওক) অর্থাৎ হৃদয়ের অগ্রভাগ দীপ্তিযুক্ত হইয়া উঠে। তৎপরে ভগবৎ কৃপায় সেই নাড়ীর দ্বার প্রকাশিত হয় ; তাহা তখন বিদিত হইয়া বিদ্বান্ পুরুষ উক্ত নাড়ীদ্বারা নিষ্ক্রান্ত হয়েন।

৪র্থ পঃ ২য় পাঃ ১৭শ সূত্র। রশ্ম্যনুসারী ॥

ভাষ্য। বিদ্বান্মূর্দ্ধন্যয়া নাড্যা নিষ্ক্রম্য সূর্য্যরশ্ম্যনুসার্য্যেবোর্দ্ধং গচ্ছতি "তৈরেব রশ্মিভিরি" ত্যবধারণাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—বিদ্বান পুরুষ মূর্দ্ধন্যনাড়ীদ্বারা নিষ্ক্রান্ত হইয়া সূর্য্যরশ্মি (যাহা ঐ মূর্দ্ধন্যনাড়ীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত তাহা) অবলম্বন করিয়া উর্দ্ধে গমন করেন।

৪র্থ অঃ ২য় পাঃ ১৮শ সূত্র। নিশি নেতি চেন্ন, সম্বন্ধস্য যাবদ্দেহভাবিত্বাদ্দর্শয়তি চ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্য। নিশি মৃতস্য বিদুষো ন পরপ্রাপ্তিরিতি ন বাচ্যম্, যাবদ্দেহভাবিকর্ম্মসম্বন্ধাপগমাত্তস্য তৎপ্রাপ্তিঃ স্যাদেব, "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে "ইতি শ্রুতেঃ"।

ভাষ্যানুবাদ :— রাত্রিতে মৃত বিদ্বান পুরুষের পরব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না ; ইহা বক্তব্য নহে ; যে পর্য্যন্ত দেহ থাকে সেই পর্য্যন্ত বিদ্বান্ পুরুষের কর্ম্মসম্বন্ধ থাকে, (যে কোন কালে দেহত্যাগ হউক) দেহত্যাগ হইলেই তাঁহার পরব্রহ্মপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী ; কারণ শ্রুতি স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন "তাঁহার ব্রহ্মপ্রাপ্তিবিষয়ে ততদিনই বিলম্ব যতদিন কর্মসম্বন্ধ রহিত না হয়।"

৪র্থ অঃ ২য় পাঃ ১৯শ সূত্র। অতশ্চায়নেঽপি দক্ষিণে ॥

ভাষ্য। উক্তহেতোর্দ্দক্ষিণায়নেঽপি মৃতস্য বিদুষো ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—পূর্ব্বোক্ত হেতুতে দক্ষিণায়নে মৃত হইলেও বিদ্বান পুরুষের ব্রহ্মপ্রাপ্তির বাধা হয়না ; তিনি ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়েন।

৪র্থ অঃ ২য় পাঃ ২০শ সূত্র। যোগিনঃ প্রতি স্মর্য্যতে, স্মার্ত্তে চৈতে।

ভাষ্য। "যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিরি"-"ত্যাদিনা চ যোগিনঃ প্রতি স্মৃতিদ্বয়ং স্মর্য্যতে। তে চৈতে স্মরণার্হে, অতো ন কালবিশেষনিয়মঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—শ্রীমদ্ভগবদগীতায়, "যে কালে মরিলে অনাবৃত্তি এবং যেকালে মরিলে আবৃত্তিপ্রাপ্তি হয়, তাহা বলিতেছি, হে ভরত শ্রেষ্ঠ! শ্রবণ কর" (গীতা ৮ অঃ ২৩ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যের পর উত্তরায়ণ ও দিবাভাগে মৃত্যুতে অনাবৃত্তি ও দক্ষিণায়ন ও নিশাভাগে মৃতুতে আবৃত্তি উক্ত হইয়াছে। এই সকল বাক্যে পিতৃযান ও দেবযান এই দুইমার্গে গতির বিষয় উল্লেখ হইয়াছে সত্য ; পরন্তু এই সকল বাক্য যোগীদিগের কেবল গতিদ্বয়ের বোধের নিমিত্ত। সকাম কর্ম্মাঙ্গ অনুষ্ঠানের ফল পিতৃযানমার্গলাভ এবং জ্ঞানাঙ্গ অনুষ্ঠানের ফল দেবযান-মার্গলাভ, ইহা সাধকদিগের হয় ; ব্রহ্মজ্ঞযোগীদিগকে ইহা কেবল জ্ঞাপন করাই ঐ সকল বাক্যের অভিপ্রায় ; তাঁহাদিগের সম্বন্ধে ও মৃতুর যে কালনিয়ম আছে, তাহা অবধারণ করা এই সকল বাক্যের অভিপ্রায় নহে।

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদঃ সমাপ্তঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থাধ্যায়ে তৃতীয়পাদঃ

৪অঃ ৩য় পাঃ ১ম সূত্র। অর্চ্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেঃ ॥

ভাষ্য। এক এব মার্গোঽর্চ্চিরাদির্জ্জ্ঞেয়োঽতস্তেনৈব বিদ্বাংসো গচ্ছন্তি। "অর্চ্চিষমেবাভিসম্ভবন্তি অর্চ্চিষোঽহঃ অহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষম্, আপূর্য্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষড়ুদঙেৃতি মাসান্, তান্মাসেভ্যঃ সংবৎসরং, সংবৎসরাদাদিত্যম্, আদিত্যাচ্চন্দ্রমসং, চন্দ্রমসো বিদ্যুতং, তৎপুরুষোঽমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি, এষ দেবপথো ব্রহ্মপথঃ ; এতেন প্রতিপাদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে" ইতি ছান্দোগ্যে "তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি, অর্চ্চিষোঽহঃ, অহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষম্, আপূর্য্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষড়ুদঙ্ঙাদিত্যমেতি, মাসেভ্যঃ দেবলোকং, দেবলোকাদাদিত্যম্, আদিত্যাদ্বৈদ্যুতং, তান্ বৈদ্যুতাৎ, পুরুষোঽমানব এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি" ইতি বৃহদারণ্যকে ; অন্যত্রাপি তথৈব প্রসিদ্ধেঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—অর্চ্চিরাদিমার্গ একটিই আছে জানিবে। শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইয়া, বিদ্বান্ পুরুষ তদ্দ্বারাই গমন করেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের ৪র্থ প্রপাঠকের ১৫শ খণ্ডে উল্লেখ আছে যে, "ব্রহ্মবিৎ পুরুষ অর্চ্চিরাদিমার্গপ্রাপ্ত হয়েন ; অর্থাৎ প্রথমে অর্চ্চিকে প্রাপ্ত হয়েন, অর্চ্চির পর অহরভিমানী দেবতাকে, তৎপরে শুক্ল-পক্ষাভিমানী দেবতাকে, শুক্লপক্ষাভিমানী দেবতার পর উত্তরায়ণষণ্মাসাভিমানী দেবতাকে, ষণ্মাসাভিমানী দেবতার পর সংবৎসরাভিমানী দেবতাকে, সংবৎসরাভি-মানী দেবতার পর আদিত্যাভিমানী দেবতাকে, আদিত্যাভিমানী দেবতার পর চন্দ্রমসভিমানী দেবতাকে, তৎপরে বিদ্যুদভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়েন, তৎপরে অমানব পুরুষ তাঁহাকে ব্রহ্মলোকে প্রাপ্তি করান ; এইটিই দেবপথ, এইটিই ব্রহ্মপথ ; এই পথ যাঁহারা প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনশীল মনুষ্যলোকে আগমন করেন না।" বৃহদারণ্যকোপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণেও এইরূপই উল্লেখ আছে ; যথা,—"যে সকল অরণ্যবাসী শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সত্যের উপাসনা করেন, তাঁহারাও এই অর্চ্চিরাদিমার্গ প্রাপ্ত হয়েন ; প্রথমে অর্চ্চিরভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হইয়া, পরে অহরভিমানী দেবতা, তৎপরে শুক্লপক্ষাভিমানী দেবতা, তৎপরে উত্তরায়ণষণ্মাসাভিমানী দেবতা, তৎপরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবলোকাভিমানী দেবতা, তৎপরে আদিত্যাভিমানী দেবতা, তৎপরে বিদ্যুদভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়েন ; তৎপরে অমানব পুরুষ তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান"। অন্যত্রও শ্রুতিতে এই প্রকার গতিই উক্তি আছে (যথা কৌষীতকী ইত্যাদি)

৪র্থ অঃ ৩য় পাঃ ২য় সূত্র। বায়ুমব্দাদবিশেষবিশেষাভ্যাম্ ॥

ভাষ্য। ছান্দোগ্যশ্রুতিপঠিতাৎ সংবৎসরাদূর্দ্ধমাদিত্যাৎ পূর্ব্ব "মগ্নিলোকমাগচ্ছতি স বায়ুলোকমি"-তি কৌষীতকীশ্রুত্যুক্তং বায়ুমভি-সম্ভবতি, অবিশেষবিশেষাভ্যাম্ "অগ্নিলোকমাগচ্ছতি স বায়ুলোকমি"-ত্যত্র বায়োরবিশেষেণোপদিষ্টত্বাৎ, "তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা রথচক্রস্য খং তেন স উর্দ্ধমাক্রমতে স আদিত্যমাগচ্ছতী"-ত্যত্র বিশেষাবগমাচ্চ।

ভাষ্যানুবাদ :—কৌষীতকী উপনিষদে প্রথমাধ্যায়ে দেবযানপথে গতির বিষয়ে এইরূপ উল্লেখ আছে, যথা—"স এতং দেবযানং পন্থানমাপদ্যাগ্নিলোকমাগচ্ছতি স বায়ুলোকং স আদিত্যলোকং স বরুণলোকং স ইন্দ্রলোকং প্রজাপতিলোকং স ব্রহ্মলোকং" (তিনি দেবযানপন্থা প্রাপ্ত হইয়া, অগ্নিলোক প্রাপ্ত হয়েন, তিনি ক্রমশঃ বায়ুলোক, আদিত্যলোক, বরুণলোক, ইন্দ্রলোক, প্রজাপতিলোক এবং অবশেষে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন)। এই বর্ণনা সাধারণভাবের বর্ণনা, ইহাতে পন্থাকে সম্যক্ বিশেষিত করিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই। ছান্দোগ্য শ্রুতির সহিত এই শ্রুতির যোগ করিয়া বুঝিতে হইবে যে, এই কৌষীতকীশ্রুতিতে যে অগ্নিলোকের পর বায়ুলোকপ্রাপ্তির কথা উল্লেখ আছে, সেই বায়ুলোকপ্রাপ্তি ছান্দোগ্যোক্ত সংবৎসরাভিমানী দেবলোকপ্রাপ্তির পর এবং আদিত্যলোক-প্রাপ্তির পূর্ব্বে ; কারণ, কৌষীতকীশ্রুতিতে অগ্নিলোকের পর যে বায়ুলোকের কথা উল্লেখ আছে, সেই বায়ুলোকের বিশেষ বর্ণনা উক্ত কৌষীতকীশ্রুতি করেন নাই ; বৃহদারণ্যকে ৫ম অধ্যায়ে ১০ম ব্রাহ্মণে তৎসম্বন্ধে বিশেষ বলা হইয়াছে, যথা "যদা বৈ পুরুষোঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স বায়ুমাগচ্ছতি তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা চক্রস্য খং তেন স উর্দ্ধমাক্রমতে স আদিত্যমাগচ্ছতি" (যখন ঐ পুরুষ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন, তখন তিনি বায়ুকে প্রাপ্ত হয়েন ; বায়ু তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিমিত্ত আপনাকে সচ্ছিদ্র করেন, ঐ ছিদ্র রথচক্রের ছিদ্রসদৃশ ; সেই ছিদ্রদ্বারা পুরুষ উর্দ্ধগামী হয়েন এবং তৎপরে আদিত্যকে প্রাপ্ত হয়েন।

৪র্থ অঃ ৩য় পাঃ ৩য় সূত্র। তড়িতোঽধি বরুণঃ সম্বন্ধাৎ ॥

ভাষ্য। "স এতং দেবযানং পন্থানমাপদ্যাগ্নিলোকমাগচ্ছতি স বায়ুলোকং স বরুণলোকং স ইন্দ্রলোকং স প্রজাপতিলোকং স ব্রহ্মলোকমি" তি কৌষীতকীশ্রুত্যুক্তো "বরুণশ্চন্দ্রমসো বিদ্যুতমি"-তি ছান্দোগ্যশ্রুত্যুক্তবিদ্যুত উপরি তেজো বিদ্যুদ্বরুণসম্বন্ধাদিন্দ্রপ্রজাপতী চ তদগ্রে যোজ্যৌ।

ভাষ্যানুবাদ :—কৌষীতকী উপনিষদে যে দেবযানপথের কথা উল্লেখ হইয়া প্রথমে অগ্নিলোকপ্রাপ্তি, তৎপরে ক্রমশঃ বায়ুলোক, বরুণলোক, ইন্দ্রলোক, প্রজাপতি লোক ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির কথা উল্লেখ আছে, সেই বরুণলোকের স্থিতি ছান্দোগ্যোক্ত চন্দ্রমস্ ও বিদ্যুৎলোকের উপরে বুঝিতে হইবে, কারণ বিদ্যুতের সহিত বরুণের প্রকটসম্বন্ধ আছে ; এই বরুণলোকের পর ইন্দ্রলোক, প্রজাপতি ও ব্রহ্মলোক।

৪র্থ অঃ ৩য় পাঃ ৪র্থ সূত্র। আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ ॥

ভাষ্য। অর্চ্চিরাদয়ো গন্তৄণাং গময়িতারঃ "স এতান্ ব্রহ্ম গময়তী" ত্যমানবস্য গময়িতৃত্বশ্রবণাৎ পূর্ব্বেষামপি গময়িতৃত্বং গম্যতে।

ভাষ্যানুবাদ :—পূর্ব্বে যে অর্চ্চিরাদি (অর্চ্চিঃ, অহঃ, শুক্লপক্ষ, ষণ্মাস, সংবৎসর, বায়ু, আদিত্য ইত্যাদি) বলা হইয়াছে, ইহারা ব্রহ্মলোকে গন্তা পুরুষ-সকলের বাহনকারী দেবতা। কারণ বৃহদারণ্যক (৬ষ্ঠ অঃ ২ ব্রা) এবং ছান্দোগ্যোক্ত "স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি" (তিনি ইহাদিগকে ব্রহ্মপ্রাপ্তি করান) এই বাক্যে অমানুষের (দেবতার) ব্রহ্মলোকপ্রাপকত্ব উল্লেখ থাকাতে, এই বাহকত্বচিহ্নদ্বারা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অর্চ্চিঃ, দিবস ইত্যাদি শব্দের বাচ্য বাহক-দেবতা বলিয়াই সিদ্ধান্ত হয়।

৪র্থ অঃ ৩য় পাঃ ৫ম সূত্র। বৈদ্যুতেনৈব ততস্তচ্ছ্রুতেঃ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্য। বিদ্যুত উপরিষ্টাদমানবেনৈব বিদ্বান্নীয়তে। বরুণাদয়স্তু সাহিত্যেনোপকারকাঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—বিদ্যুতের উপরে অমানবপুরুষকর্তৃক বিদ্বান্ নীত হয়েন, বরুণাদি তাঁহার সঙ্গী হইয়া উপকার করেন। বৃহদারণ্যকশ্রুতি স্পষ্ট বলিয়াছেন, "তান্ বৈদ্যুতান্ পুরুষোঽমানব এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি"।

৪র্থ অঃ ৩য় পাঃ ৬ষ্ঠ সূত্র। কার্য্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ ॥

ভাষ্য। অর্চ্চিরাদি-গণঃ কার্য্যং ব্রহ্ম তদুপাসকান্নয়তি, কার্য্যস্য ব্রহ্মণ এব গত্যুপপত্তেরিতি বাদরির্মন্যতে।

ভাষ্যানুবাদ :—বাদরিমুনি বলেন যে অর্চ্চিরাদিদেতাগণ কার্য্যব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভকেই তদুপাসকগণকে প্রাপ্তি করান, পরব্রহ্মকে নহে; কারণ গতিশব্দের দ্বারা দেশবিশেষবর্ত্তী কার্য্যব্রহ্মেরই সঙ্গতি হয়।

৪র্থ অঃ ৩য় পাঃ ৭ম সূত্র। বিশেষিতত্বাচ্চ ॥

ভাষ্য। "তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবন্তো বসন্তী"-তি লোকশব্দবহুবচনাভ্যাং বিশেষিতত্বাচ্চ।

ভাষ্যানুবাদ :—বিশেষতঃ, বৃহদারণ্যককথিত পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে উক্ত হইয়াছে যে, "তাঁহারা ব্রহ্মলোকসকলে চিরকাল বাস করেন"; এই বাক্যে "ব্রহ্মলোক" শব্দ এবং বহুবচন থাকায়, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, অর্চ্চিরাদি-দেবগণ যথাক্রমে হিরণ্যগর্ভকেই প্রাপ্তি করান।

৪র্থ অঃ ৩য় পাঃ ৮ম সূত্র। সামীপ্যাত্তু তদুপদেশঃ ॥

ভাষ্য। প্রথমজত্বেন ব্রহ্মসামীপ্যাত্তু "ব্রহ্ম গময়তী"-তি ব্যপদেশ উপপদ্যতে।

ভাষ্যানুবাদ :—বাদরিমুনি বলেন, "ব্রহ্ম গময়তি" (ব্রহ্মকে প্রাপ্তি করান) এই বৃহদারণ্যকোক্ত পদে যে "ব্রহ্ম" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত নহে; কারণ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাই সৃষ্টির আদিপুরুষ, তাঁহার পরব্রহ্মসামীপ্য হেতু তাঁহাকে ব্রহ্মপদবী দেওয়া হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪র্থ অঃ ৩য় পাঃ ৯ম সূত্র। কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরমভিধানাৎ ॥

ভাষ্য। কার্য্যব্রহ্মলোকনাশে কার্য্যব্রহ্মণা সহ কার্য্যব্রহ্মণঃ পরং প্রাপ্নোতি "তে ব্রহ্মলোকে তু পরান্তকালে পরামৃতাৎ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে" ইত্যভিধানাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—কার্য্যব্রহ্মলোকের লয়কালে তদধ্যক্ষ-হিরণ্যগর্ভের সহিত তল্লোকবাসী সকলে শুদ্ধ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন, ইহা শ্রুতি বলিয়াছেন, যথা "তে ব্রহ্মলোকে" ইত্যাদি। অতএব ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত পুরুষের যে সংসারে অনাবৃত্তি-সূচক শ্রুতি আছে, তাহাও উক্ত "তে ব্রহ্মলোকে" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যের দ্বারা সমঞ্জসীভূত হয়। (মু ৩, ২য় খঃ)

৪র্থ অঃ ৩য় পাঃ ১০ম সূত্র। স্মৃতেশ্চ ॥

ভাষ্য। "ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদমি" তি স্মৃতেশ্চোক্তার্থোঽবগম্যতে।

ভাষ্যানুবাদ :—স্মৃতিতেও এইরূপই উল্লেখ আছে, যথা, "মহাপ্রলয় উপস্থিত হইয়া, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার লয় হইলে, তল্লোকবাসী সকলে লব্ধ-ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া বিষ্ণুর পরমপদে প্রবেশ করেন"।

৪র্থ অঃ ৩য় পাঃ ১১শ সূত্র। পরং জৈমিনির্মুখ্যত্বাৎ ॥

ভাষ্য। "পরং ব্রহ্ম নয়তি" "এতান্ ব্রহ্ম গময়তী"-তি ব্রহ্মশব্দস্য পরস্মিন্ মুখ্যত্বাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—জৈমিনি বলেন যে, রব্রহ্মপ্রাপ্তি করাইবার নিমিত্তই অর্চ্চিরাদি দেবগণ লইয়া যান; ইনি বলেন যে, এইস্থলে ব্রহ্মশব্দ পরব্রহ্ম-বোধক; কারণ "পরং ব্রহ্ম নয়তি," "এতান্ ব্রহ্ম গময়তি" ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থেই প্রয়োগ হইয়াছে; ব্রহ্মশব্দ মুখ্যার্থে পরব্রহ্মকেই বুঝায়; এই মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া, গৌণার্থ গ্রহণ করা সঙ্গত:নহে।

৪র্থ অঃ ৩য় পাঃ ১২শ সূত্র। দর্শনাচ্চ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্য। "পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" ইতি পরপ্রাপ্যত্বদর্শনাচ্চ।

ভাষ্যানুবাদ :—শ্রুতিও অন্যত্র পরব্রহ্মপ্রাপ্তিই স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা "পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য" ইত্যাদি। (ছাঃ ৮ অঃ ৩খঃ)

৪র্থ অঃ ৩য় পাঃ ১৩শ সূত্র। ন চ কার্য্যে প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ ॥

ভাষ্য। প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম প্রপদ্যে" ইত্যয়ং প্রাপ্তেঃ সঙ্কল্পঃ কার্য্যব্রহ্মবিষয়কো ন, কিন্তু পরমাত্মবিষয়কঃ তস্যৈ বাধিকারাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—"আমি প্রজাপতি ব্রহ্মার সভাগৃহপ্রাপ্ত হইলাম" এই শ্রুতিবাক্যে যে এইরূপ সঙ্কল্প উক্ত আছে, তাহা কার্য্যব্রহ্মবিষয়ক নহে, তাহা পরমাত্মবিষয়ক কারণ "নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম" (তিনি নাম ও রূপের নির্ব্বাহক; নাম ও রূপ যাঁহার বহির্ব্বর্ত্তী, তিনি ব্রহ্ম) ইত্যাদি (ছাঃ ৮ অঃ ১৪খঃ) শ্রুতিবাক্যে যে পরব্রহ্মের প্রস্তাব আরম্ভ হইয়াছে, উক্ত গতিশ্রুতি ঐ প্রস্তাবেরই অন্তর্গত। অতএব পরব্রহ্মই লব্ধ হয়েন, কার্য্যব্রহ্ম নহেন।

৪র্থ অঃ ৩য় পাঃ ১৪শ সূত্র। অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণ উভয়থা দোষাত্তৎক্রতুশ্চ ॥

ভাষ্য। অর্চ্চিরাদিগণঃ প্রতীকালম্বনব্যতিরিক্তান্ পরব্রহ্মোপাসকান্ ব্রহ্মাত্মকতয়াঽক্ষরস্বরূপোপাসকাংশ্চ পরংব্রহ্ম নয়তি। কুতঃ? উভয়থা দোষাৎ। কার্য্যোপাসকান্নয়তীত্যত্র "অস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্যে"-ত্যাদি শ্রুতিব্যাকোপঃ স্যাৎ। পরোপাসীনানেব নয়তীতি নিয়মে তু "তদ্ য ইত্থং বিদুর্যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধাং তপ ইত্যুপাসতে তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তী" তি শ্রুতিব্যাকোপঃ স্যাৎ। "তস্মাদ্ যথাক্রতুরস্মিল্লোঁকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতী"-ত্যাদিশ্রুতেস্তৎক্রতুস্তথৈব প্রাপ্নোতীতি সিদ্ধান্তো ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে।

ভাষ্যানুবাদ :—পূর্ব্বোক্তবিষয়ে মহর্ষি বাদরায়ণের মীমাংসা এই যে, যাঁহারা কেবল প্রতীকালম্বনে উপাসনা করেন, (অর্থাৎ যাঁহারা ব্রহ্মভাবে নাম, মনঃ অথবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপর প্রতীককে উপাস্যরূপে ভজন করেন—"যে নামব্রহ্মেত্যুপাসীতে" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্তনামাদিপ্রতীকে ব্রহ্মোপাসনা করেন) তদ্ব্যতীত অপর পরব্রহ্মোপাসকদিগকে, এবং যাঁহারা নিজআত্মাকে ব্রহ্মস্বরূপ ভাবনা করিয়া অক্ষরাত্মার উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে অর্চিরাদি বাহক-দেবতাগণ পরব্রহ্মকেই প্রাপ্তি করান, কার্য্যব্রহ্মকে নহে। কারণ, পূর্ব্বোক্ত উভয় (বাদরিকৃত ও জৈমিনিকৃত) মীমাংসাতেই দোষ আছে; যদি কার্য্যব্রহ্মোপাসকদিগকেই অর্চিরাদিদেবগণ বহন করিয়া লইয়া কার্য্যব্রহ্মপ্রাপ্তি করান (যাঁহারা পরব্রহ্মোপাসনা করেন তাঁহাদিগের কোন লোকে গমন নাই এবং তাঁহাদিগকে লইয়া যান না), এইরূপ মীমাংসা করা যায়, তবে "অস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য" (এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিরূপে সম্পন্ন হয়েন, এবং ব্রহ্মভাবলাভ করেন) ইত্যাদিশ্রুতিবাক্যের (ছাঃ ৮ অঃ ৩, ১২ খঃ) সহিত এই মীমাংসার বিরোধ হয়। আর যদি কেবল পরব্রহ্মোপাসককেই অর্চিরাদিদেবগণ লইয়া যান, এইরূপ মীমাংসা করা যায়, তবে "তদ্য ইত্থং বিদুর্যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধাং তপ ইত্যুপাসতে তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি" (ছাঃ ৫ অঃ ১০খঃ) (যাঁহারা ইহা জানেন, এবং যাঁহারা অরণ্যে তপস্যারূপ শ্রদ্ধাকে উপাসনা করেন, তাঁহারা অর্চিরাদিগতি প্রাপ্ত হয়েন) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য পঞ্চাগ্নি উপাসকদিগের অর্চিরাদিগতি উপদেশ করাতে, উক্ত শ্রুতিবাক্যসকল সেই মীমাংসার বিরোধী হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন "অতএব পুরুষ ইহলোকে যদ্রূপ ক্রতুবিশিষ্ট হয়েন, ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া, তদ্রূপতাই প্রাপ্ত হয়েন," (ছাঃ ৩ অঃ ১৪ খঃ) এইরূপ অন্যান্য শ্রুতিও আছে। তদ্দ্বারা সিদ্ধান্ত হয় যে, যিনি যদ্রূপ ক্রতু (উপাসনা) সম্পন্ন হয়েন, তিনি তদ্রূপ স্বরূপপ্রাপ্ত হয়েন; হিরণ্যগর্ভো-পাসক হিরণ্যগর্ভকে প্রথমতঃ প্রাপ্ত হয়েন, পরব্রহ্মোপাসক পরব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়েন। শ্রীবাদরায়ণ বেদব্যাসের এই সিদ্ধান্ত।

৪র্থ অঃ ৩য় পাঃ ১৫শ সূত্র। বিশেষং চ দর্শয়তি॥

ভাষ্য। "যাবন্নাম্নো গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতী"-ত্যাদিকা শ্রুতিঃ প্রতীকোপাসকস্য গত্যনপেক্ষং ফলবিশেষং চ দর্শয়তি।

ভাষ্যানুবাদ:—কেবল নামাদিপ্রতীকোপাসকদিগের সম্বন্ধে শ্রুতি পরব্রহ্ম-প্রাপিকা গতি উল্লেখ না করিয়া, তাঁহাদিগের অপর ফলবিশেষই প্রদর্শন করিয়াছেন; যথা,—"যাবন্নাম্নো গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যাবাব নাম্নো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূয়সী যাবদ্বাচো গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি মনো বাব বাচো ভূয়ঃ” ইত্যাদি (যতদূর পর্য্যন্ত নামের গতি, তাঁহার মধ্যে নামধ্যাতার কামচারতা জন্মে ; বাক্ নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তদুপাসক যতদূর বাক্যের গতি ততদূর পর্য্যন্ত কামচারী হয়েন ; মন বাক্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তদুপাসক মনের গতির সীমার মধ্যে কামচারী হয়েন) (ছাঃ ৭ অঃ ১খঃ)। এই নিমিত্ত কেবল প্রতীকোপাসক ভিন্ন অপরের পরব্রহ্মপ্রাপ্তি বলা হইল।

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে তৃতীয়পাদঃ সমাপ্ত।

চতুর্থাধ্যায়ে চতুর্থপাদঃ

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাঃ১ম সূত্র। সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ ॥

ভাষ্য। জীবোঽর্চ্চিরাদিকেন মার্গেণ পরং সম্পদ্য স্বাভাবিকেন রূপেণাবির্ভবতীতি “পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত”-ইতি বাক্যেন প্রতিপাদ্যতে, স্বেনেতি শব্দাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—আর্চ্চিরাদিমার্গে গমনান্তর পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া জীব স্বীয় স্বাভাবিক রূপপ্রাপ্ত হয়েন ; অর্থাৎ তাঁহার দেবকলেবর কি অপর কোন বিশেষ-ধর্ম্মবিশিষ্ট কলেবর প্রাপ্তি হয় না ; শ্রুতি যে “স্বেন” (নিজের) শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ইহা নিশ্চিত হয়। শ্রুতি যথা :—“এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপ সম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে” (ছান্দোগ্যে ৮ অঃ ১২খঃ প্রজাপতিবাক্য)। (এই সংসার-দুঃখবিমুক্ত সম্প্রসাদপ্রাপ্ত পুরুষ এই শরীর হইতে সম্যক্ উত্থিত হইয়া পরমজ্যোতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েন, (সর্ব্বপ্রকাশক ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হয়েন), হইয়া স্বীয় স্বাভাবিক বিশুদ্ধরূপে আবির্ভূত হয়েন)।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাঃ ২য় সূত্র। মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ ॥

ভাষ্য। বন্ধাদ্বিমুক্ত এবাত্র স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে ইত্যুচ্যতে। কুতঃ ? “য আত্মা অপহতপাপ্মে”-ত্যুপক্রম্য “এতং ত্বেব তে ভূয়োঽনু-ব্যাখ্যাস্যামী”-তি প্রতিজ্ঞানাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—পূর্ব্বোক্ত ছান্দোগ্য শ্রুতিতে যে “স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে”

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(স্বীয় স্বাভাবিকরূপসম্পন্ন হয়েন) (ছাঃ ৮ অঃ ১২ খঃ) বলা হইয়াছে, ইহার অর্থ সর্ব্ববিধ বন্ধ হইতে মুক্ত হয়েন। ইহা উক্ত শ্রুতির প্রতিজ্ঞাবাক্য দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। শ্রুতি প্রথমে আখ্যায়িকার উপক্রমে বলিয়াছেন "য আত্মা অপহতপাপ্মা" (ছাঃ ৮ অঃ ৭ খঃ) (আত্মা নিষ্পাপ, নির্ম্মল) ; এই উপক্রমবাক্যে আত্মার স্বাভাবিক মুক্ত স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং পরে "এতং ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি" (ছাঃ ৮ অঃ ১১খঃ) (তোমাকে পুনর্ব্বার এই আত্মার কথা বলিতেছি); এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, পরে প্রকরণশেষে উক্ত "স্বেন রূপেণাভি-নিষ্পদ্যতে" এই বাক্য দ্বারা আখ্যায়িকা সমাপন করিয়াছেন।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাঃ ৩য় সূত্র। আত্মা প্রকরণাৎ ॥

ভাষ্য। আত্মৈবাবির্ভূতরূপস্তৎপ্রকরণাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—পূর্ব্বোক্ত "পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য" ইত্যাদিবাক্যে যে "জ্যোতিঃ" শব্দ আছে, তাহা আত্মা-বোধক ; কারণ উক্ত প্রকরণে আত্মাই বর্ণিত হইয়াছেন।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাঃ ৪র্থ সূত্র। অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ ॥

ভাষ্য। মুক্তঃ পরস্মাদাত্মানং ভাগাবিরোধিনা অবিভাগেনানুভবতি। তত্ত্বস্য তদানীমপরোক্ষতো দৃষ্টত্বাৎ, শাস্ত্রস্যাপ্যেবং দৃষ্টত্বাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—মুক্তপুরুষ আপনাকে পরমাত্মা হইতে অভিন্নরূপে অনুভব করেন ; কারণ তাঁহার তৎকালে সমস্তকেই পরমার্থস্বরূপে দর্শন হয়, শাস্ত্রও এইরূপই প্রকাশ করিয়াছেন।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাঃ ৫ম সূত্র। ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্য ॥

ভাষ্য। অপহতপাপ্মত্বাদিব্রাহ্মেণ গুণেন যুক্তঃ প্রত্যগাত্মাঽবির্ভবতীতি জৈমিনির্মন্যতে। দহরবাক্যে ব্রহ্মসম্বন্ধিতয়া শ্রুতানামপহতপাপ্মত্বাদীনাং প্রজাপতিবাক্যে প্রত্যগাত্মসম্বন্ধিতয়াঽপ্যুপন্যাসাদিনা লক্ষণাদিভ্যশ্চ।

ভাষ্যানুবাদ :—জৈমিনি বলেন যে, ব্রহ্মের যে অপহতপাপ্মত্বাদি গুণসকল শ্রুতিতে উক্ত আছে, মুক্তাবস্থায় জীব তদ্বিশিষ্ট হইয়া আবির্ভূত হয়েন। কারণ "দহর"-বিদ্যা-বিষয়ক বাক্যে এই অপহতপাপ্মত্ব, সত্যসঙ্কল্প, সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে; পূর্ব্বোক্ত প্রজাপতি বাক্যে উক্ত অপহতপাপ্মত্বাদি গুণ মুক্তজীবসম্বন্ধেও "এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা" "সত্যকামঃ সত্যসকল্পঃ" ইত্যাদি উপন্যাসবাক্যে উক্ত হইয়াছে। এবং "স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ" (তিনি সেইকালে স্বেচ্ছায় পরিক্রম করেন, ভোগ করেন, ক্রীড়া করেন, রমমাণ থাকেন) ইত্যাদি বাক্যেও তাহা জানা যায়।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাঃ ৬ষ্ঠ সূত্র। চিতি তন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌডুলোমিঃ ॥

ভাষ্য। ব্রহ্মণি চিদ্রূপে উপসন্নঃ প্রত্যগাত্মা চিন্মাত্রেণ রূপেণাবির্ভবতি। "প্রজ্ঞানঘন এবে"-তি তস্য তদাত্মকত্বশ্রবণাদিত্যৌডুলোমির্মন্যতে।

ভাষ্যানুবাদ :—ঔডুলোমি মুনি বলেন যে, মুক্তাবস্থায় জীবাত্মা কেবল চৈতন্যমাত্রস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া কেবল চৈতন্যমাত্ররূপে আবির্ভূত হয়েন (অর্থাৎ সত্যসঙ্কল্পত্বাদিগুণ কাল্পনিক মাত্র, তাহা তাঁহার প্রকৃতরূপ নহে, কেবল শুদ্ধচৈতন্যমাত্রই তাঁহার রূপ হয়); কারণ শ্রুতি তাঁহাকে "প্রজ্ঞান ঘন" মাত্র বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাঃ ৭ম সূত্র। এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ ॥

ভাষ্য। বিজ্ঞানমাত্রস্বরূপত্বপ্রতিপাদনে সত্যপি অপহতপাপ্মত্বাদিমদ্বিজ্ঞানস্বরূপাবির্ভাবাদবিরোধং ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে। কুতঃ? মুক্তজীবসম্বন্ধিতয়া অপহতপাপ্মত্বাদ্যুপন্যাসাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—যদিও মুক্ত-আত্মা বিজ্ঞানমাত্রস্বরূপ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন সত্য, তথাপি তাহার ঐ বিজ্ঞানরূপ অপহতপাপ্মত্বাদিগুণবিশিষ্ট, ইহা ভগবান্ বাদরায়ণ বেদব্যাস সিদ্ধান্ত করেন; কারণ মুক্তজীবসম্বন্ধে অপহতপাপ্মত্বাদিগুণ পূর্ব্বোক্ত উপন্যাসবাক্যে শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা কুত্রাপি প্রত্যাখ্যাত হয় নাই।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাঃ ৮ম সূত্র। সঙ্কল্পাদেব তচ্ছ্রুতেঃ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্য। মুক্তস্য সঙ্কল্পাদেব পিত্রাদিপ্রাপ্তেঃ। কুতঃ? "স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি" ইতি তদভিধানশ্রুতেঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—সত্যসঙ্কল্পাদিগুণ যে মুক্তপুরুষদিগের হয়, তাহার আর ও প্রমাণ এই যে, শ্রুতি বলিয়াছেন যে, মুক্তপুরুষদিগের সঙ্কল্পমাত্রই তাঁহাদের নিকট পিত্রাদির আগমন হয়। যথা দহরবিদ্যায় উক্ত আছে "তিনি যদি পিতৃলোক-দর্শনকামী হয়েন, তবে তাঁহার সঙ্কল্পমাত্র পিতৃগণ সমুত্থিত হয়েন"। (ছাঃ ৮ ম অঃ ১ম খঃ)

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাঃ ৯ম সূত্র। অত এবানন্যাধিপতিঃ ॥

ভাষ্য। পরব্রহ্মাত্মকো মুক্ত আবির্ভূতসত্যসঙ্কল্পত্বাদেবানন্যা-ধিপতির্ভবতি, "স স্বরাড়্ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—মুক্তপুরুষ পরব্রহ্মাত্মক হইয়া সত্যসঙ্কল্পত্বগুণবিশিষ্ট হওয়ায় তিনি অনন্যাধিপতি অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়েন, অপর কেহ তাঁহার অধিপতি থাকে না (তিনি আর গুণাধীন থাকে না)। কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন "তিনি স্বরাট্" হয়েন"।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাঃ ১০ম সূত্র। অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবম্ ॥

ভাষ্য। মুক্তস্য শরীরাদ্যভাবং বাদরির্মন্যতে; যতঃ "অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশত"-ইতি শ্রুতিস্তথৈবাহ।

ভাষ্যানুবাদ :—বাদরি মুনি বলেন যে, মুক্তপুরুষের শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি নাই; কারণ শ্রুতি "তিনি অশরীর হয়েন, এবং প্রিয়াপ্রিয় তাঁহাকে স্পর্শ করে না" ইত্যাদিবাক্যে (ছাঃ ৮ম ১২ খঃ) তদ্রূপই বলিয়াছেন।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাঃ ১১শ সূত্র। ভাবং জৈমিনির্ব্বিকল্পামননাৎ ॥

ভাষ্য। তচ্ছরীরাদিভাবং জৈমিনির্মন্যতে। কুতঃ? "স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি" ইত্যাদি বৈবিধ্যামননাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—জৈমিনি বলেন যে মুক্তপুরুষেরও শরীরাদি থাকে। কারণ "সেই মুক্তপুরুষ কখন একপ্রকার হয়েন, কখন তিনপ্রকার হয়েন" ইত্যাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"শ্রুতিবাক্যে (ছাঃ ৭ম অঃ ২৬ খঃ) তাঁহার বিবিধ রূপ ধারণ করা বর্ণিত হইয়াছে।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাঃ ১২শ সূত্র। দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ॥

ভাষ্য। সঙ্কল্পাদেব শরীরত্বমশরীরত্বঞ্চ মুক্তস্য ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে। দ্বাদশাহস্য যথা "দ্বাদশাহমৃদ্ধিকামা উপেয়ুঃ" "দ্বাদশাহেন প্রজাকামং যাজয়েদি"-তি সত্রত্বমহীনত্বং চ ভবতি, তদ্বৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—ভগবান্ বাদরায়ণ (বেদব্যাস) তদ্বিষয়ে এইরূপ মীমাংসা করেন যে, মুক্তপুরুষ স্বীয় সঙ্কল্পানুসারে কখন সশরীর কখন বা অশরীর হয়েন; যেমন পূর্ব্বমীমাংসায় "দ্বাদশাহ" (দ্বাদশদিনব্যাপী এক যজ্ঞ) সম্বন্ধে এইরূপ মীমাংসিত হইয়াছে যে "দ্বাদশাহমৃদ্ধিকামা উপেয়ুঃ" এই বাক্যে শ্রুতি "উপেয়ুঃ" পদ ব্যবহার করিয়া ঐ যাগের "সত্রত্ব" প্রদর্শন করিয়াছেন, আবার "দ্বাদশাহেন প্রজাকামং যাজয়েৎ" এই বাক্যে "যাজয়েৎ" পদ ব্যবহার করিয়া ঐ যজ্ঞেরই অহীনত্ব স্থাপন করিয়াছেন; অতএব "দ্বাদশাহ" যজ্ঞের "সত্রত্ব" ও অহীনত্ব উভয়রূপতাই সিদ্ধ, তদ্রূপ মুক্তপুরুষসম্বন্ধে শ্রুতি "সশরীরত্ব" ও "অশরীরত্ব" উভয় উপদেশ করাতে মুক্তপুরুষের উভয়রূপত্বই সিদ্ধ হয়।

(যে যাগ "উপয়ন্তি" ও "আসতে" এই দুই ক্রিয়া পদের দ্বারা বিহিত হইয়াছে এবং যাহা বহু কর্ত্তার দ্বারা নিষ্পাদ্য, তাহা "সত্র," বলিয়া গণ্য; তদ্ভিন্ন যজ্ ধাতুর পদের প্রয়োগ যে যাগ সম্বন্ধে শ্রুতিতে আছে তাহা "অহীন" বলিয়া গণ্য)।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাঃ ১৩শ সূত্র। তন্বভাবে সন্ধ্যবদুপপত্তেঃ॥

ভাষ্য। স্বসৃষ্টশরীরাদ্যভাবে স্বপবদ্ভগবৎসৃষ্টশরীরাদিনা মুক্তভোগোপপত্তেঃ শরীরাদের্মুক্তসৃজ্যত্বানিয়মঃ॥

ভাষ্যানুবাদ :—স্বসৃষ্টশরীরাদির অভাবেও, স্বপ্নকালে বদ্ধ জীবের যে ভোগ হয়, তাহার ন্যায়, ভগবৎসৃষ্টশরীরাদিসমন্বিত হইয়া মুক্তপুরুষের ভোগ উপপন্ন হইতে পারে; অতএব মুক্তপুরুষ কর্ত্তৃকই যে তাঁহাদের শরীরাদি সৃষ্ট হয়, এমন নিয়মও নাই।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাঃ ১৪শ সূত্র। ভাবে জাগ্রদ্বৎ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্য। স্বসৃষ্টশরীরাদিভাবেঽপি মুক্তস্য ভগবল্লীলারসভোগোপপত্তেঃ কদাচিদ্ভগবল্লীলানুসারিণা স্বসঙ্কল্পেনাপি সৃজতি।

ভাষ্যানুবাদ : নিজেরই কর্ত্তৃক সৃষ্ট শরীরাদিবিশিষ্ট হইয়াও মুক্তপুরুষ ভগবল্লীলারসভোগ করিতে পারেন; অতএব মুক্তপুরুষ ভগবল্লীলার অনুসরণ করিয়া নিজেও জাগ্রৎপুরুষের ন্যায় সঙ্কল্পপূর্ব্বক শরীরাদি সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাঃ ১৫শ সূত্র। প্রদীপবদাবেশস্তথাহি দর্শয়তি ॥

ভাষ্য। প্রভায়া দীপস্যেব জ্ঞানেন ধর্ম্মভূতেন জীবস্যানেকশরীরেষ্বাবেশো ভবতি "স চানন্ত্যায় কল্পতে" ইতি শ্রুতিস্তথাহি দর্শয়তি।

ভাষ্যানুবাদ :—(ঈশ্বরের ন্যায় বিভু স্বভাব না হওয়াতে) মুক্ত পুরুষ এক হইয়াও কিরূপে জৈমিনি ধৃত "স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যের অনুরূপ বহু শরীরধারী হইতে পারেন? তদ্বিষয়ে সূত্রকার বলিতেছেন যে, প্রদীপ যেমন একস্থানে স্থিত হইয়াও তাহার প্রভার দ্বারা অনেক প্রদেশে প্রবিষ্ট হইতে পারে; তদ্বৎ মুক্তপুরুষও স্বীয় জ্ঞানৈশ্বর্য্যবলে অনেক শরীরে আবিষ্ট হয়েন।

মুক্ত পুরুষদিগের যে এইরূপ ঐশ্বর্য্য হইতে পারে, তাহা শ্রুতিই প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা :—"বালাগ্রশতভাগস্য শতধাকল্পিতস্য চ ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে" (কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিয়া তাহাকে পুনরায় শতভাগ করিলে যেমন সূক্ষ্ম হয়, জীব তদ্রূপ সূক্ষ্ম অণুপরিমাণ; কিন্তু এইরূপ অণুস্বরূপ হইলেও তিনি অনন্তের সহিত যুক্ত হইয়া গুণে অনন্ত হইতে পারেন) ইত্যাদি (শ্বেতঃ ৫ অঃ ৯ম)

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাঃ ১৬শ সূত্র। স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোরন্যতরাপেক্ষমাবিষ্কৃতং হি ॥

ভাষ্য। প্রাজ্ঞেনাত্মনা পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদনান্তরমি"-তি বাক্যং তু ন মুক্তবিষয়ং, কিন্তু সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোরন্যতরাপেক্ষম্ "নাহ খল্বয়ং সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যহমস্মী"-তি "নো এবেমানি ভূতানি বিনাশমেব" ইতি ভূতানীতি "এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতী"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

-তি চ "স বা এষ এতেন দিব্যেন চক্ষুষা মনসৈতান্ পশ্যন্নি" -তি চ জীবস্যোভয়ত্র নির্বোধত্বং মুক্তাবস্থায়াং চ সর্ব্বজ্ঞত্বং শাস্ত্রেণাবিষ্কৃতম্।

ভাষ্যানুবাদ :—বৃহদারণ্যকের ৪র্থ অধ্যায়ের ৩য় ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে "(যেমন কেহ প্রিয়স্ত্রীকর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া বাহ্য ও আন্তর সর্ব্বপ্রকার বোধবিরহিত হয়, তদ্রূপ) জীব প্রাজ্ঞ পরমাত্মা কর্তৃক পরিবৃত হইয়া বাহ্য অথবা আন্তর কিছুই জানিতে পারে না"। এই বাক্য মুক্তপুরুষবিষয়ক নহে ; কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থাপ্রাপ্ত পুরুষবিষয়ক। সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তি (মৃত্যু) এই দুইটিকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ বাক্য অনেক স্থলে উক্ত হইয়াছে। যথা, ছান্দোগ্যে সুষুপ্তি অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন "তিনি তখন আপনি "আমি এই" বলিয়াও জানিতে পারেন না", "এতৎ সমস্ত যেন কিছু নাই, (ছাঃ ৮ অঃ ১১ খঃ। এইরূপ বোধ হয়„ এবং মৃত্যুকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে "এতেভ্যো ভূতেভ্যো" ইত্যাদি (এই সকল ভূত হইতে সম্যক উত্থিত হইয়া সেই সকলের বিনাশে বিনষ্ট হয়েন, তখন সংজ্ঞা কিছু থাকে না) (বৃঃ ৪অঃ ৫ব্রা ১৩) ইত্যাদি। এইরূপ এই উভয় অবস্থাসম্বন্ধে বলিয়া, ছান্দোগ্যশ্রুতি মুক্তাবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন "তিনি দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া মনের দ্বারাই এতৎ সমস্ত দর্শন করেন" (ছাঃ ৮ অঃ ১২খঃ ৫) ইত্যাদি। সুষুপ্তি ও মৃত্যু উভয় অবস্থায় সংজ্ঞাহীনত্ব এবং মুক্তাবস্থায় সর্ব্বজ্ঞত্ব শাস্ত্রে সর্ব্বত্র প্রকাশিত করা হইয়াছে।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাঃ ১৭শ সূত্র। জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ ॥

ভাষ্য। জগৎস্রষ্ট্যাদিব্যাপারেতরং মুক্তৈশ্বর্য্যম্। কুতঃ ? "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদৌ পরব্রহ্মপ্রকরণান্মুক্তস্য তত্রাসন্নিহিতত্বাচ্চ।

ভাষ্যানুবাদ :—জগৎস্রষ্টৃত্বাদিব্যাপার ব্যতীত অপর সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য মুক্তপুরুষদিগের হইয়া থাকে। কারণ "যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূতগ্রাম সৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি সৃষ্টিপ্রকরণোক্ত শ্রুতিবাক্যে পরব্রহ্মেরই জগৎস্রষ্টৃত্ব উক্ত আছে ; উক্ত প্রকরণে পরব্রহ্মই স্রষ্টা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (উক্ত প্রকরণ মুক্তপুরুষবিষয়ক নহে), এবং মুক্তপুরুষগণ উক্ত প্রকরণভুক্ত নহেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাঃ ১৮শ সূত্র। প্রত্যক্ষোপদেশান্নেতি চেন্নাধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ ॥

ভাষ্য। "স স্বরাড়্ ভবতি তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কমাচারো ভবতি" ইত্যাদিশ্রুত্যা মুক্তস্য জগদ্ব্যাপারপ্রতিপাদনাৎ "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জ মি"-তি যদুক্তং তন্নেতি চেন্ন, তয়া শ্রুত্যা হিরণ্যগর্ব্ভাদিলোকস্থানাং ভোগানাং মুক্তানুভববিষয়তয়োক্তত্বাৎ।

ভাষ্যানুবাদ:—"তিনি স্বরাট্ (সম্পূর্ণস্বাধীন) হয়েন, তিনি সকল লোকে কামচারী হয়েন" ইত্যাদি ছান্দোগ্যশ্রুতিবাক্যে মুক্তপুরুষদিগের জগৎসৃষ্ট্যাদিসামর্থ্য লাভ করা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয়; অতএব "জগদ্ব্যাপার ভিন্ন অন্য সামর্থ্য হয় বলিয়া যে উক্তি করা হইল, তাহা সৎসিদ্ধান্ত নহে; এইরূপ আপত্তি হইলে, তাহা সঙ্গত নহে; কারণ উক্তশ্রুতির এইমাত্রই অভিপ্রায় যে হিরণ্যগর্ভাদিলোকস্থিত পুরুষদিগের যে সমস্ত ভোগ হয়, তৎসমস্তই মুক্তপুরুষের আয়ত্তাধীন হয়।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাঃ ১৯শ সূত্র। বিকারাবর্ত্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ ॥

ভাষ্য। জন্মাদিবিকারশূন্যং স্বাভাবিকাচিন্ত্যানন্তগুণসাগরং সবিভূতিকং ব্রহ্মৈব মুক্তোঽনুভবতি। তথাহি মুক্তস্থিতিমাহশ্রুতিঃ। "যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যে ঽনাত্ম্যে ঽনিরুক্তে ঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতেঽথ সোঽভয়ং গতো ভবতি", "রসো বৈ স, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দীভবতি" ইত্যাদিকা।

ভাষ্যানুবাদ:—মুক্তপুরুষগণ (জগদ্ব্যাপারসামর্থ্য লাভ না করিলেও, তাঁহারা) জন্মাদিবিকারশূন্য হয়েন; তাঁহারা স্বাভাবিক অচিন্ত্য অনন্ত গুণসাগর সর্ব্ববিভূতিসম্পন্ন যে ব্রহ্ম তৎস্বরূপ বলিয়া আপনাকে অনুভব করেন। মুক্তপুরুষদিগের এইরূপ স্থিতিই শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন; যথা, তৈত্তিরীয় শ্রুতি মুক্তাবস্থার সম্বন্ধে বলিয়াছেন:—"যখন এই জীব এই অদৃশ্য, দেহাদিবিবর্জ্জিত, অক্ষর, স্বপ্রতিষ্ঠ, যে পরব্রহ্ম তাঁহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েন, এবং তদ্ধেতু সর্ব্ববিধ ভয় হইতে মুক্ত হয়েন, তখন তিনি সেই অভয়ব্রহ্মরূপই হয়েন,"; "তিনি রসস্বরূপ; এই জীব সেই রসস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দরূপতা লাভ করেন।" ইত্যাদি।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাঃ ২০শ সূত্র। দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানে ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্য। কৃৎস্নজগৎসৃষ্ট্যাদিব্যাপারার্হং ব্রহ্মৈব "স কারণং কারণাধিপাধিপঃ সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ", "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরমি"-তি শ্রুতিস্মৃতী দর্শয়তঃ "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং মুক্তৈশ্বর্য্যম্।"

ভাষ্যানুবাদ :—সম্যক্ জগতের সৃষ্ট্যাদিব্যাপার যে কেবল ব্রহ্মেরই আছে, তাহা শ্রুতি এবং স্মৃতি উভয়ই স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রুতি, যথা "স কারণং কারণাধিপাধিপঃ" ইত্যাদি ; স্মৃতি, যথা "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্" (ইতি ভগবদ্গীতাবাক্য)। অতএব মুক্তপুরুষদিগের জগৎসৃষ্ট্যাদিসামর্থ্য না থাকা বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাঃ ২১শ সূত্র। ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ ॥

ভাষ্য। "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতে"-তি ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ মুক্তৈশ্বর্য্যং জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্।

ভাষ্যানুবাদ:—"মুক্তপুরুষ সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সর্ব্ববিধ ভোগ উপলব্ধি করেন," এই স্পষ্ট শ্রুতিবাক্যে ঈশ্বরের সহিত মুক্তপুরুষের কেবল ভোগবিষয়েই সমতা থাকা শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন, সামর্থ্যের সাম্য উপদেশ করেন নাই। অতএব ইহা দ্বারাও মুক্তপুরুষদিগের জগৎসৃষ্ট্যাদিব্যাপারসামর্থ্য না থাকা সিদ্ধান্ত হয়।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাঃ ২২শ সূত্র। অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ ॥

ভাষ্য। পরংজ্যোতিরুপসম্পন্নস্য সাংসারাদ্বিমুক্তস্য প্রত্যগাত্মনঃ পুনরাবৃত্তির্ন ভবতি। কুতঃ?" এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে," "মামুপেত্য তু কৌন্তেয়! পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে" ইতি শব্দাৎ।

ভাষ্যানুবাদ :—পরমজ্যোতিঃস্বরূপপ্রাপ্ত, সংসার হইতে বিমুক্ত, জীবের সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না। কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন "এই দেবযান পথে প্রস্থিত পুরুষদিগের আর এই মনুষ্যসম্বন্ধীয় আবর্ত্তে আবর্ত্তিত হইতে হয়না।" শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন "হে কৌন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।"

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে চতুর্থপাদঃ সমাপ্তঃ ॥

ইতি চতুর্থাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

॥ সানুবাদ নিম্বার্কভাষ্যসহিতং ব্রহ্মসূত্রং সমাপ্তম্ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য প্রণীত বেদান্ত কামধেনুঃ (দশশ্লোকা)

"জ্ঞানস্বরূপঞ্চ হরেরধীনং
শরীরসংযোগবিয়োগযোগ্যম্ ।
অণুং হি জীবং প্রতিদেহভিন্নং
জ্ঞাতৃত্ববন্তং যদনন্তমাহুঃ ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ :—প্রথমতঃ জীবের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন :—

(শ্রুতি স্বয়ং এবং মহর্ষিগণ) জীবকে জ্ঞানস্বরূপ, শ্রীভগবানের অধীন, শরীর ধারণ ও পরিত্যাগের যোগ্য, অণুপরিমাণ, জ্ঞাতৃত্বধর্ম্মযুক্ত (জ্ঞাতা) প্রত্যেক দেহে ভিন্ন অতএব অনন্ত বলিয়াছেন।

"অনাদিমায়াপরিযুক্তরূপং
ত্বেনং বিদুর্বৈ ভগবৎপ্রসাদাৎ ।
মুক্তং চ ভক্তং কিল বদ্ধমুক্ত—
প্রভেদবাহুল্যমথাপি বোধ্যম্" ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ :—জীবের স্বরূপ শ্রীভগবানের অঘটনঘটনপটিয়সী অনাদিমায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। কেবলমাত্র ভগবৎঅনুগ্রহেই ইহাকে জানিতে পারা যায়। এই জীব বদ্ধ, মুক্ত ও ভক্ত (মুমুক্ষু) ভেদে তিন প্রকার। আবার বদ্ধ ও মুক্ত প্রত্যেকেরই অনেক প্রকার ভেদ আছে।

অপ্রাকৃতং প্রাকৃতরূপকঞ্চ
কালস্বরূপং তদচেতনং মতম্ ।
মায়াপ্রধানাদিপদপ্রবাচ্যং
শুক্লাদিভেদাশ্চ সমেঽপি তত্র ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ :—জীবস্বরূপ নিরূপণ করিয়া এখন অচেতন স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন :—

(১) অপ্রাকৃত (২) প্রাকৃত ও (৩) কালভেদে অচেতন তিনপ্রকার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহা মায়া প্রধানাদি পদের বাচ্য। শুক্লাদি (সত্ত্বগুণাদি) ভেদ সমূহ তাহাতে আছে ; অর্থাৎ ইহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের আশ্রয়।

স্বভাবতোঽপাস্তসমস্তদোষ
মশেষকল্যাণগুণৈকরাশিম্ ।
ব্যূহাঙ্গিনং ব্রহ্ম পরং বরেণ্যং
ধ্যায়েম কৃষ্ণং কমলেক্ষণং হরিম্ ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ :—জীব ও জগৎস্বরূপ নিরূপণ করিয়া এক্ষণে পরমাত্মস্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন। যিনি স্বভাবতঃ সর্ব্বপ্রকার দোষরহিত, অশেষ (সমস্ত) কল্যাণাত্মক গুণের একমাত্র আধার, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্ব্যূহ যাঁহার অঙ্গ, যিনি সকলের বরেণ্য, যাঁহার নেত্র কমল সদৃশ মনোহর, স্মরণমাত্রে যিনি আশ্রিতজনের সমস্ত পাপ হরণ করেন, সেই পরব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করি।

অঙ্গে তু বামে বৃষভানুজাং মুদা
বিরাজমানামনুরূপসৌভগাম্ ।
সখীসহস্রৈঃ পরিসেবিতাং সদা
স্মরেম দেবীং সকলেষ্টকামদাম্ ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ :—ইহার (শ্রীকৃষ্ণের) বামাঙ্গে আনন্দের সহিত বৃষভানুসুতা বিরাজমানা আছেন, ইনি শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ সৌন্দর্য্যাদিগুণবিশিষ্ট ; সহস্র সখী ইহার সেবায় নিযুক্ত আছেন, ইনি ভক্তগণের সর্ব্বাভীষ্ট প্রদায়িনী, এবম্প্রকার দেবীকে (শ্রীরাধিকাকে) সর্ব্বদা স্মরণ করি।

উপাসনীয়ং নিতরাং জনৈঃ সদা
প্রহানয়েঽজ্ঞান তমোঽনুবৃত্তেঃ।
সনন্দনাদ্যৈর্মুনিভিস্তথোক্তং
শ্রীনারদায়াখিলতত্ত্বসাক্ষিণে ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ :—অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের সম্বন্ধ বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা গঙ্গাদি-প্রবাহবৎ অবিচ্ছেদে তিনি উপাসনীয়, (উক্তপ্রকার লক্ষণবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করা কর্ত্তব্য)। সনন্দনাদি মুনিগণ অখিলতত্ত্বদর্শী (সর্ব্বজ্ঞ) শ্রীনারদকে এইরূপই উপদেশ করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সর্ব্বং হি বিজ্ঞানমতো যথার্থকং
শ্রুতি-স্মৃতিভ্যো নিখিলস্য বস্তুনঃ।
ব্রহ্মাত্মকত্বাদিতি বেদবিন্মতং
ত্রিরূপতাঽপি শ্রুতিসূত্রসাধিতা ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ :—চেতনাচেতনাত্মক সমস্ত বস্তুই যে ব্রহ্মাত্মক তাহা শ্রুতি-স্মৃতিতে একবাক্যে উপদিষ্ট হইয়াছে! (অতএব তৎসমস্ত বস্তুই যথার্থ অতএব সমস্ত বস্তুবিষয়ক বিশেষ জ্ঞানও যথার্থ বস্তুবিষয়ক হওয়ায় যথার্থ, মিথ্যা নহে। আর শ্রুতিও তদর্থ প্রতিপাদক ব্রহ্মসূত্রে ভোক্তা, ভোগ্য ও নিয়ন্তা—এই ত্রিবিধরূপও যে ব্রহ্মেরই তাহাও নির্ণীত হইয়াছে; অতএব এই ত্রিরূপতাও অবশ্যই যথার্থ ইহা (শ্রীসনৎকুমার, নারদ, ব্যস প্রভৃতি) বেদবিদ্‌গণের মত।

নান্যাগতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দাৎ
সংদৃশ্যতে ব্রহ্মশিবাদিবন্দিতাৎ।
ভক্তেচ্ছয়াপাত্তসুচিন্ত্যবিগ্রহা—
দচিন্ত্যশক্তেরবিচিন্ত্যসাশয়াৎ ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—যাঁহার শক্তি অচিন্ত্য, যাঁহার অভিপ্রায় চিন্তার দ্বারা নির্ণয় করা যায় না, যিনি ভক্তের প্রতি কৃপাবশতঃ তাঁহাদের ইচ্ছায় সুচিন্ত্য বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মাশিবাদিবন্দিত চরণকমল ভিন্ন সংসার সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার অন্য কোন উপায় দৃষ্ট হয় না।

কৃপাঽস্য দৈন্যাদিযুজি প্রজায়তে
যয়া ভবেৎ প্রেমবিশেষলক্ষণা।
ভক্তির্হ্যনন্যাধিপতের্মহাত্মনঃ
সা চোত্তমা সাধনরূপিকাঽপরা ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—দৈন্যাদিগুণযুক্ত (শারণাগত) পুরুষেই ইহার (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) কৃপা উপজাত হয়। এই কৃপা হইতেই সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মাতে প্রেমবিশেষরূপ ভক্তি উপজাত হয়। ইহা উত্তমা ভক্তি। (ইহাকে পরাভক্তি, ধ্রুবাস্মৃতি ইত্যাদি নামেও আখ্যাত করা হয়)। ইহা ভিন্ন আর একপ্রকার ভক্তি আছে, তাহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'সাধনভক্তি' বলে। (ইহাকে অপরাভক্তিও বলে, এই ভক্তির দ্বারা ক্রমশঃ উক্ত পরাভক্তি লাভ করা যায়।)

উপাস্যরূপং তদুপাসকস্য চ
কৃপাফলং ভক্তিরসস্ততঃপরম্।
বিরোধিনো রূপমথৈতদাপ্তে—
র্জ্ঞেয়া ইমেঽর্থা অপি পঞ্চ সাধুভিঃ ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ :—(১) উপাস্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ (২) উপাসক জীবের স্বরূপ, (৩) কৃপার ফল যে ভগবদ্ভাবাপত্তিরূপ মোক্ষ তাহা (৪) ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ যে ভক্তির (পরাভক্তির) দ্বারা হয় তাহা এবং (৫) ভগবৎ-প্রাপ্তির যাহা যাহা বিরোধী তাহাদের স্বরূপ—এই পাঁচটি বিষয় সাধুগণের জানা আবশ্যক।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৯	গায়ন্ত্রি	গায়ন্তি
৭	৮	অনুবর্ত্তিণী	অনুবর্ত্তিনী
	৯	সহধর্ম্মিনী	সহধর্ম্মিণী
৯	৫	মেঘলগ্নে	মেষলগ্নে
	৭	বৃষরাশিতে	বৃষরাশিগত
	৮	রমনীয়	রমণীয়
	৯	জয়রূপিনী	জয়রূপিণী
১০	২০ (বিষয়)	বালকের নিয়মানন্দ নামের কাহিনী	বালকের নিয়মানন্দ নামকরণ
১৪	১৩	পার্ট্	পাউ
১৫	১০	স্তর্য্য	স্থৈর্য্য
৩৫	৬	সম্পন্নগঙ্গস্তকরোঃ	সম্পন্নগঙ্গস্তকরোঃ
৪২	১০	কামাদি বিষয়ান্ধীণাং	কামাদিবিষয়ান্ধীনাং
৪৩	১৯	শাঠ্যনির্ব্বৃত্তা	শাঠ্যনিবৃত্ত্যা
	২১	আচারভ্রষ্ট জীবাণাং	আচারভ্রষ্টজীবানাং
৪৫	১৩	প্রিয়ঙ্করঃ	প্রিয়ঙ্করঃ
৫০	১	বিশ্বশ্রষ্টা	বিশ্বস্রষ্টা
	৪	নিঃস্পৃহ	নিস্পৃহ
৫১	১	এই	এক
৫৫	৯	৮। ধনভট্টাচার্য্যজী	৮। বলভদ্রাচার্য্যজী
৬৩	শিরোনামা	শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য · আচার্য্য পরম্পরা	শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাবকাল
৬৫	৫	সে	যে
৬৬	১৬	শরিরিক	শারীরিক
৬৭	৭,৮	মাধব	মাধ্ব
৬৯	৮	উপযুক্ত	উপর্য্যুক্ত
৭৭	১	পরম্পরা*	পরম্পরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
	২	দ্রষ্টব্য	দ্রষ্টব্য ।*
৭৮	৭	২।১।১২	২।১।২২
	১০	২।১।১	১।১।১
	ফুট্‌নোট ৮	১।১।২	১।১।১
৭৯	১৭	কান	কোন
৮০	১৬	তিনি অন্যত্র আবার বলিয়াছেন (১৩নং দ্রষ্টব্য)	তিনি আবার ‘শিবম্’ পত্রিকায় বলিয়াছেন
৮৪	৮	ভাষ্য	ভাষ্যে
৮৮	৩	সমুদ্রাত্মনভূতা	সমুদ্রাত্মভূতা
৯০	১২	শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য	শ্রীনিবাসাচার্য্য
৯১	ফুটনোট ১	‡	*
	” ৭	*	‡
৯৮	৩	আবিভূর্ব	আবিভূর্ত
১০০	ফুটনোট ১৪	উদ্ধতি	উদ্ধৃতি
১০২	” ৬	আর্য্যাভিঃ	আর্যাভিঃ
১২৯	ফুটনোট ১৬	বিভেত্যম্পশ্রুতাদ্	বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্
১৩৩	২১	‘হিমাদ্রি’	‘হেমাদ্রি’
১৩৪	২২	বৈষ্ণব ছিলেন।	বৈষ্ণব ছিলেন।*
১৩৯	২৬	কলমবাপ্নোতি	ফলমবাপ্নোতি
১৪১	২৫	চাশোহয়ং	চাংশোহয়ং
১৪৬	৮	৫০৮৯	৫০৪৯
১৫২	২৪	রাদ্ধান্তং	রাদ্ধান্তঃ
১৫৩	১৮	সর্ব্বাভিন্নাভিন্নো	সর্ব্বভিন্নাভিন্নো
১৫৭	৯	পূর্ব্বদ্ধৃত	পূর্ব্বোদ্ধৃত
১৫৯	২৩	মান্ত্রবণিকামেব	মান্ত্রবর্ণিকমেব
১৬১	১৪	পাপ্নত্বসর্ব্বাত্মাত্বাদীনাং	পাপ্‌মত্বসর্ব্বাত্মত্বাদীনাং
	২২	আদিত্যে	আদিত্যে
১৬২	১৫	প্রাপ্ত হয় সেই স্থলেও…	প্রাপ্ত হয় ও প্রাণ হইতে উৎপন্ন হয় সেই স্থলেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

[গ]

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
	১৬	ব্রহ্মবোধক লিঙ্গ......	ব্রহ্মবোধক সংবেশন ও উদ্গমনরূপ লিঙ্গ
১৬৩	২৪	বিভক্তা	বিভক্ত্যা
	২৫	ব্রহ্মণে	ব্রহ্মণ
১৬৮	৭	ঈশ্বরং	ঈশ্বরঃ
	২৪	বৃহত্তেব	বৃহত্তের
১৬৯	৩	পাপ্নত্বেন	পাপ্‌মত্বেন
১৭০	৯	তদ্	তং
১৭১	১৮	অবস্থান করেন, যিনি হিরণ্ময়	অবস্থান করেন, যিনি চক্ষুতে অবস্থান করেন উৎ যাঁহার নাম, যিনি হিরণ্ময়
১৭২	১৬	তস্য	তস্যা
১৭৩	১৬	এব তৈ	এব তে
১৭৪	৭	মাধ্যন্দিনাশ্চোভয়েঽপ্যঃ	মাধ্যন্দিনাশ্চোভয়েঽপ্য
	১৩	হৃদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ	অদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ
১৭৫	১৭	"দ্যুমূর্দ্ধত্ব"দি	"দ্যুমূর্দ্ধত্বা"দি
	২৩	মূলস্মৃতির	মূলশ্রুতির
১৭৬	৪	পরমাত্মাপরিগ্রহাভাবে	পরমাত্মপরিগ্রহাভাবে
	২২	সাক্ষাদপ্যবিরোধঃ	সাক্ষাদপ্যবিরোধং
১৭৭	২৪	প্রতি	শ্রুতি
	২৫	ধ্যান করিতে শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন	ধ্যান করিতে উপদেশ করিয়াছেন
১৭৮	৭	দ্যমূর্দ্ধাদিবিশিষ্ট	দ্যুমূর্দ্ধাদিবিশিষ্ট
১৮১	৭	অমৃতং	অমতং
	১৮	ইক্ষণের	ঈক্ষণের
	২০	"যওচ্ছন্তি"	"যত্তচ্ছান্ত"
১৭২	২৩	দহরাকাশব্দের	দহরাকাশশব্দের
১৮৩	২১	আকাশোহবৈনামরূপয়ো	আকাশোহ বৈ নামরূপয়ো

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৮৪	২	পূর্ব্বোক্তনাং	পূর্ব্বোক্তানাং
	৮	অপহতপাপ্মাত্বাদি	অপহতপাপ্‌মত্বাদি (অন্যান্য স্থলেও এইরূপ হইবে)
	২৬	প্রদর্শনের।	প্রদর্শনের নিমিত্ত)
১৮৫	২	অল্পশ্রুতের্ণবিভুরত্র	অল্পশ্রুতেন বিভুরত্র
১৮৬	২	উপাসকহৃত্ত্বক্ষপেক্ষয়া	উপাসকহৃদ্যপেক্ষয়া
	১৯	দোষ।	দোষঃ
১৮৭	১১	প্রভাবৎ	প্রভবাৎ
১৮৮	১২	রূপত্বাচ্চ	রূপত্বাচ্চা
	১৬	যথাত্তাবৃতুলিঙ্গানি	যথার্ত্তাবৃতুলিঙ্গানি
১৯০	২৪	ধাতশ্চো	ধাতোশ্চ
১৯১	৪	চৈতরথেন	চৈত্ররথেন
	৮	জানশ্রুতি	জানশ্রুতিঃ
১৯২	১৪	ন চাস্যে	ন চাস্যো
	২৪	বরঃ	পরঃ
১৯৬	২৪	বুদ্ধ্যাখ্যদ্বিতীয়ে	বুদ্ধ্যাখ্যাদ্বিতীয়ে
১৯৮	১২	হজাতত্বয়োরেকস্মিন্‌	হজাত্বয়োরেকস্মিন্‌
২০৩	১০	পরমাত্মাকার্য্যতয়া	পরমাত্মকার্য্যতয়া
		পরমাত্মনন্যত্বাৎ	পরমাত্মানন্যত্বাৎ
২০৭	৬	বেদ্যেক্ত	বেদোক্ত
		বাধপ্রসঙ্গাজিতি	বাধপ্রসঙ্গদিতি
২০৮	৫	যোগস্মৃতেরপি	যোগস্মৃতিরপি
	১৫	বিজ্ঞানঞ্চবিজ্ঞানঞ্চাভবদি	বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চাভবদি
		শব্দাদপ্যস্থাধগব্যম্‌	শব্দাদপ্যস্যাবগন্তব্যম্‌
	২৩	জম্মুঃ	জগ্মুঃ
	২৪	প্রাবিশাদি	প্রাবিশদি
২১৩	৫	সত্বাত্তদনন্যত্বম্‌	সত্বাত্তদনন্যত্বম্‌
	১৬	আসৎ	আসীৎ
২১৪	১২	আয়মাত্মা	অয়মাত্মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২১৫	২	আত্মানন্তরো	আত্মানমন্তরো
		ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি জীব ও ব্রহ্মের অত্যন্ত অভেদ	ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি নিয়ম্য জীব ও নিয়ন্তা ব্রহ্মের ভেদ থাকাও প্রদর্শন করিয়া ইহাদের অত্যন্ত অভেদ
	১৪	কুম্ভকারাদীনাম্ অনেকো	কুম্ভকারাদীনামনেকো
২১৬	৫	স্বাবয়বত্বে	সাবয়বত্বে
২২১	৮	স্থিতের্থত	স্থিতের্যত
	১৯	ইতি ব্যক্তব্যম্	ইতি ন ব্যক্তব্যম্
২২৪	৩	মৃভয়থা	মুভয়থা
	১৪	স্বকারেণ	স্বকারণে
	১৫	সমবায়সম্বন্ধান্তরণে	সমবায়সম্বন্ধান্তরেণ
২২৫	৪,২২	পরমাণুনাং	পরমাণূনাং
২২৬	৮	দত্যন্তমুপেক্ষা	দত্যন্তমুপেক্ষা
২৩০	১৮	নাস্তিত্বানাদি	নাস্তিত্বাদি
	২৫	চাত্মহাকার্ৎস্ন্যম্	চাত্মাঽকার্ৎস্ন্যম্
২৩১	১	শরীরপরিমাণতেনা	শরীরপরিমাণত্বেনা
	৭	পর্য্যায়দপ্যবিষোধ বিকাবাদিভ্যঃ	পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ
২৩৫	১১	বায়ুশ্চান্তরিক্ষ	বায়ুশ্চান্তরিক্ষ
	১২	শ্রুতিগৌণী	শ্রুতির্গৌণী
	২৪	তপসো	তপসা
২৩৬	১১	আকাশস্যানুৎপন্নতে	আকাশস্যানুৎপন্নত্বে
	২৪	ব্রহ্মত্মকত্ব	ব্রহ্মাত্মকত্ব
২৩৮	২৩	"বহুস্যামি" তি "তদভিধানাৎ তদাত্মানং	"বহু স্যামি" তি তদভিধ্যানাৎ "তদাত্মানং
২৩৯	১৭	চেন্নাবিশেত্বাৎ	চেন্নাবিশেষাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৪১	৬	তস্মালোকাৎ	তস্মাল্লোকাৎ
	১৩	চতুর্থ অধ্যায় ব্রাহ্মণ	চতুর্থ অধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণ
২৪৫	৯	মোক্ষয়োনিতং	মোক্ষয়োনিত্যং
	২১	অর্থবত্তাৎ	অর্থবত্ত্বাৎ
২৪৬	১৯	কর্তৃপদ	করণপদ
২৪৭	১০	যাহার সীমা	যাহা নিজের সীমা
২৪৮	২	বৈয়থ্যাদিভ্যঃ	বৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ
	১৩	আংশাংশিভাবা	অংশাংশিভাবা
	১৬	ব্রহ্মহকিতবা	ব্রহ্মকিতবা
২৫১	২	কর্ম্মভোগের	কর্ম্মফলভোগের
	২১	করণোৎপত্তিশ্চিন্তুতে	করণোৎপত্তিশ্চিন্ত্যতে
	২৫	"ন চ এতস্মাদাত্মন	ন চ "এতস্মাদাত্মন
২৫৫	২২	তদ্রূপ…জীবের	তদ্রূপ পঞ্চবৃত্তিযুক্ত প্রাণ ও অপানাদি পঞ্চবৃত্তিসহ জীবের
২৫৭	৭	প্রাণমুছচুঃ	প্রাণমূচুঃ
	১২	সংজ্ঞামূর্ত্তিক্লস্ত	সংজ্ঞামূর্ত্তিক্লৃপ্তিস্তু
	২১	ভেদে সেই	ভেদে সৃষ্টি সেই
২৫৯	১৩	শ্রুত্যুক্ত ও	শ্রুত্যুক্ত প্রশ্ন ও
২৬০	৩-৪	অপ্ অপর সূক্ষ্ম	অপ্ অপর ভূতের সহিত মিলিত বস্তু হওয়ায় অপর সূক্ষ্ম
	২৪	কেশপকল	কেশসকল
২৬১	২২	পারে না ; কারণ ,	পারে না ; কারণ, অপ্ প্রভৃতির ন্যায় জীবের গমনের উল্লেখ নাই। এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে । কারণ,
২৬৫	১০	—মধিষ্ঠাতৃণাং	—মধিষ্ঠাতৄণাং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৬৫	১২	প্রকৃতির	প্রভৃতির
২৬৮	১৪	প্রকৃষ্ট	প্রবিষ্ট
২৭৪	২১	মাণ্ডুক্য	মুণ্ডক
২৭৮	২৫	দ্রষ্টং	দ্রষ্টুং
২৮০	২৪	ব্রহ্ম এইরূপ	ব্রহ্ম সম্বন্ধে এইরূপ
২৮১	১	পরত্বমপি	পরমপি
	১৫	সামাণ্যাত্ত্ব	সামান্যাত্তু
২৮৩	৫	তদাধিকারিণাং	তদধিকারিণাং
	৮	কর্ম্মএলদাতা	কর্ম্মফলদাতা
২৮৬	১২	প্রাণমুচুস্তং	প্রাণমুচুস্থং
২৮৭	১৯	প্রাণদৃষ্টের্বিষয়ঃ	প্রাণদৃষ্টেবিষয়ঃ
২৮৮	২২	কৃৎস্নোদগথঃ	কৃৎস্নোদগীথঃ
	২৬	উদগথের	উদগীথের
২৯০	১১	ইত্যাত্মভিনস্ত	ইত্যাত্মভিধানস্ত
২৯১	১০	চ্যেৎ	চেৎ
২৯৪	১৪	প্রকরাণাম্	প্রকারাণাম্
৩০৩	২১	পর্য্যয়েষু	পর্যায়েষু
৩০৪	৩	উপক্রম্য	উপক্রম্য
	৭	বিষৈকং	বিষ্যৈক্যং
৩০৫	২১	তৈনেভৌ	তেনোভৌ
	২৩	কর্ম্মাণি	কর্ম্মণি
৩০৯	২	তৈ	তে
৩১৯	৭	জিজিবিষেচ্ছতং	জিজীবিষেচ্ছতং
৩২১	১৫	বিত্তবান্	বিদ্যাবান্
৩২২	২	ইত্যোক	ইত্যোকে
৩২৬	৯	দ্রষ্টব্যঃ	দ্রষ্টব্যঃ
	২৪	ব্রাহ্মণো	ব্রাহ্মণা
৩২৮	১৭	জীবিতাত্যয়মপিন্ন	জীবিতাত্যয়মাপন্নো
৩২৯	৫	বিহিতত্বাচ্ছ	বিহিতত্বাচ্চ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৩০	৩	বিত্ময়া	বিদ্যায়া
৩৩৫	১৪	স্বামাহাত্মত্মেণা	স্বমাহাত্ম্যাত্মনা
	১৫	বত্তোতি, অসৈবাহ্বয়সব্ধর্বাৎ	বর্ত্তেত, তস্যৈবান্বয়সম্ভবাৎ
	২৫	তস্মিন্	তস্মিন্
৩৩৬	৬	স্তদবস্থারধ্বতে	স্তদবস্থাবধৃতে
৩৩৮	৭	কর্য্যাৎ	কর্যাৎ
	৮	ব্রহ্মদৃষ্ট	ব্রহ্মদৃষ্টি
		আদি দৃষ্টি	আদিদৃষ্টি
৩৩৯	১৪	মন্যুতষ্ঠেৎ	মন্যুতিষ্ঠেৎ
৩৪১	১০	বিমোক্ষে	বিমোক্ষ্যে
	২৩	বিদ্যোৎপাদকত্বং	বিদ্যোৎপাদকত্ব
৩৪৫	১৮	বিশ্বগণ্যা	বিশ্বগন্যা
৩৪৭	৩	নোপমৰ্দ্দেমাতঃ	নোপমর্দ্দেনাতঃ
	৯	অস্যেব	অস্যৈব
৩৪৯	২১	সূর্য্যরশ্ম্যনুসার্যেবোর্দ্ধং	সূর্য্যরশ্ম্যনুসার্যেবোর্দ্ধঃ
৩৫০	৩	বিমোক্ষে	বিমোক্ষ্যে
৩৫৩	১৬	গন্তৃণাং	গন্তৄণাং
৩৬২	২১	স্বপবত্তগৎ	স্বপ্নবত্তগবৎ
৩৬৪	১	মমসৈত্তান্ পশ্যন্নি	মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্নি
৩৬৫	১৭	রসো বৈ স	রসো বৈ সঃ
৩৬৬	১	কৃম্নজগৎ	কৃৎস্নজগৎ
৩৬৮	১৪	সখীসস্ত্রেঃ	সখীসহস্রৈঃ
	২১	প্রহনয়ে	প্রহাণয়ে
৩৬৯	৪	সার্ধিতা	সাধিতা
	১৩	ভক্তেচ্ছায়াপাত্ত	ভক্তেচ্ছায়োপাত্ত
৩৭০	৫	রূপমাথৈতাদাস্তে	রূপমথৈতদাপ্তে

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi